Avj-KiÔAv‡b eYx BmivCj cm½ : GKwU ZwËK we‡klY

[The Context of Bani Israil in the Holy Quran :
A Theoritical Analysis]

Gg. wdj. wWwMi Rb¨ Dc¯vwcZ Awfm›‘f-2019
XvKv wekwe‘¨vjq

ZËveavqK
W. nvwdR gRZvev wiRv Avngv‘
Aa¨vcK
Bmjvg K ÷vwWR wefvM, XvKv wekwe‘¨vjq
XvKv-1000

M‡elK
†gvnv¤§‘ gwnDwÏb
†iwR bs-154/2016-2017

XvKv wekwe‘¨vjq
b‡f¤i-2019

Dhaka University Institutional Repository

A½xKvi bvgv

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. ফিল. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্ত উপস্থাপিত ''আল-কুর'আনে বণী ইসরাঈল প্রসঙ্গ: একটি তাত্ত্বিক বিশেণ্ডষণ'' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপেণ্ডামা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

†gvnv¤§` gwnDwÏb
Gg. wdj. M‡elK
XvKv wekwe`¨vjq, XvKv-1000

Dhaka University Institutional Repository

cZ¨qb cÎ

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, এম. ফিল. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের নিমিত্ত উপস্থাপিত ''আল-কুর'আনে বণী ইসরাঈল প্রসঙ্গ : একটি তাত্ত্বিক বিশেণ্ডষণ'' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করিয়াছে। আমি ইহার পান্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ড় পাঠ করিয়াছি। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা ইহার অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপেণ্ডামা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয় নাই। সুতরাং গবেষককে এম. ফিল. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্ত অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিতেছি।

W. nwdR gRZvev wiRv Avngv‘
Aa¨vcK I M‡elYv ZËveavqK
Bmjvgx ÷vwWR wefvM
XvKv wekwe‘¨vjq
XvKv-1000

Dhaka University Institutional Repository

KZÁZv ¯xKvi

পরম করুণাময় মহান রব আলণ্ডাহর সুমহান দরবারে কৃতজ্ঞতাসূচক লাখো সুজুদ পেশ করছি, যিনি আমার মত তাঁর একজন নগন্য গোলাম দিয়ে ''আল-কুর'আনে বণী ইসরাঈল প্রসঙ্গ : একটি তাত্ত্বিক বিশেণ্ডষণ'' শীর্ষক এম. ফিল. অভিসন্দর্ভটি যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করে উপস্থাপন করিয়েছেন। আলহামদুলিলণ্ডাহ।

সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্ড়রিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতি। শত কর্মব্যস্থতা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণা কর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্ড়র উৎসাহ অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায় বিন্যস্ড়করণ এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্ড়রিক সাহায্য সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। সেই সাথে আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করি।

এ মুহূর্তে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় আম্মা মরহুমা আবেদা খাতুনকে। তিনি আজ আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর দোয়া আজও আমার জীবন চলার একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। সন্ড়ানের সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় তাঁর নিরন্ড়র প্রয়াস আমার জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। তাঁর অপরিসীম আত্মত্যাগের কারণেই আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আজ এমনই এক স্মরণীয় মুহুর্তে মহান রবের দরবারে মায়ের পবিত্র আত্মার শান্ড়ি ও মাগফিরাত কামনা করছি।

আমি আন্ড়রিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা আহমদ উলণ্ডাহকে। যিনি আমাকে দীনি শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের উপর অটল থাকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। যিনি একই সাথে আমার পিতা ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। সৎ উপার্জনশীল জীবন গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর পবিত্র কর্মময় জীবন আমার সবচেয়ে বড় প্রেরণা। প্রাইমারী জীবনে এক ধরণের রোগে যখন আমি প্রায় পঙ্গু হতে বসেছিলাম তখন আমার সুস্থতার জন্য পিতার পেরেশানী ও আমার মা'র বিরামহীন যত্ন আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বড় ভাই মাওলানা মুহিববুলণ্ডাহ (মাসুম), ছোট ভাই হাফিজ মাওলানা মিশকাত উদ্দীন, বড় বোন মাকসুদা খাতুন, বিলকিস খাতুন, ছোট বোন হালিমা, হুমায়রা, উমায়রা ও আফনান খাতুনকে। তাদের প্রত্যেকের স্নেহ ও শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসা আমার জীবনকে এ পর্যন্ড় নিয়ে আসতে বড়ই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আমি স্বকৃতজ্ঞ চিত্তে মহান আলণ্ডাহর দরবারে তাঁদের জীবনে সুখ-শান্ড়ি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করছি। কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর জনাব মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া ও শ্বাশুড়ী মিসেস শিরিনা বেগমকে যাদের অকৃত্রিম স্নেহ, অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ আমার এ কাজকে গতিশীল করেছে। আজ এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমার প্রিয়তমা জীবন সঙ্গীনী উম্মে জামিলা ফাহিমাকে জানাই হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। সে তার অকৃত্রিম ভালোবাসা ও ভালোলাগা দিয়ে আমার মনকে রাখে সদা প্রফুলণ্ড। সে আমার সন্ড়ান-সংসারের পুরো দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে আমার এই গবেষণা কর্ম সম্পাদনের পথকে করে দিয়েছে মসৃন ও সাবলীল। আমি তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করি। দো'আ করি মনিব যেনো

Dhaka University Institutional Repository

তাকে আমার জান্নাতী স্ত্রী হিসেবে মনোনীত করে দেন। গবেষণাকালীন সময়ে স্নেহবঞ্চিত প্রিয় পুত্রদ্বয় হাফিজ নাসরল্লাহ লাবিব, আব্দুল্লাহ-আল-মুয়াজ ও কণ্যাদ্বয় মাহবুবা, মাইমুনার প্রতি আন্ড়রিক দো'আ ও স্নেহ জানাই। আমার গবেষণার কাজে আমাকে অনেকেই নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহিত করেছেন এবং অনেকের দ্বারাই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান এবং আমার বন্ধুবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোস্ড়ফা মঞ্জুর, ঢাকা মদিনাতুল উলূম কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিস ড. আবুল কালাম আযাদ (বাশার) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাধীন নবীনগর উপজেলার কনিকাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক জনাব গোলাম ফারহ্ক, দারল্ল কুরআন সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসার প্রভাষক জনাব মাহফুজুর রহমান, প্রভাষক জনাব ওমর ফারহ্ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের মাষ্টার্স শেষ পর্বের মেধাবী ছাত্র আমার স্নেহাশীষ ভাগ্নে ও ছাত্র বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইমরান মাহমুদ। এঁদের সক্রিয় সহযোগিতা, উৎসাহ ও আগ্রহ আমার গবেষণা কাজে গতি বৃদ্ধি করেছে বলে আমি সবাইকে আমার আন্ড়রিক ধন্যবাদ জানাই। আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিশেষভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত দেশী-বিদেশী লেখকদের রচনার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে 'পাদটীকা,' 'উদ্ধৃতিতে' সেসব লেখকের নাম ও তাঁদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। তারপরও এখানে আরেকবার ঐসব লেখকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই দারল্ল কুরআন সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসা খুলনা এর অধ্যক্ষ মোহাম্মাদ ইদ্রিস আলী, উপাধ্যক্ষ আব্দুর রউফসহ মাদরাসার গভর্নিং বডির সকল সদস্যকে যারা আমার এই গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে মাদরাসা প্রদত্ত ছুটি প্রদানে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের দীর্ঘায়ূ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। এবং আমার এই গবেষণালব্ধ দক্ষতা অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।
আমি কৃতজ্ঞা জানাই দারল্ল কুরআন সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাকে। যিনি অত্র প্রতিষ্ঠানে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেখানে আমার ন্যায় আরো গবেষক তাদের গবেষণা উপাত্ত, গবেষণার খোরাক পেয়ে থাকেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি অত্র প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীয়ান জনাব মুজাহিদ হোসেন এর প্রতি। যিনি আমার লাইব্রেরী ওয়ার্কে সহায়তা করেছেন।

সর্বোপরি আমার এই অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যেসব প্রতিষ্ঠান ও সূধীজন আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও রইল আমার আন্ড়রিক কৃতজ্ঞতা। কম্পিউটারে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য আমার বর্তমান কর্মস্থল দারল্ল কুরআন সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসার কম্পিউটার শিক্ষক জনাব হাফিজ মো: নাসির উদ্দীনকে মুবারাকবাদ জানাই। যিনি অনেক ব্যস্ড়তার মধ্যেও গভীর রাত জেগে জেগে আমার এই কাজকে সম্পন্ন করেছেন। আমি তার সার্বিক কল্যাণ কামনা করি।

(†gvnv¤§` gwnDwÏb)
ZwiL, XvKv b‡f¤i-2019

Dhaka University Institutional Repository

ms‡KZ cwiPq

(সঃ) : সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম

ড. : ডক্টর (পি. এইচ. ডি/ ডক্টর অব ফিলসফী)

প্রাগুক্ত : পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি

(আ.) : আলাইহিস সালাম

(রাঃ) : রাদিআলণ্ঢাহু তায়ালা আনহু

(র.) : রহমাতুলণ্ঢাহি আলাইহি

(খ) : খন্ড

পৃঃ : পৃষ্ঠা

১ম : প্রথম

২য় : দ্বিতীয়

৩য় : তৃতীয়

Dhaka University Institutional Repository

Avj-KiÔAv‡b eYx BmivCj cm½ : GKwU ZvwËK we‡klY|

fwgKv :

বিশ্বের প্রধানতম চার ধর্মের দাবীতে অবিসংবাধিত আদর্শিক নেতা হযরত ইব্রাহীম (আ:)। কুর'আনের ভাষ্য মতে ইব্রাহীম (আ:) মুসলিম জাতির পিতা। খৃষ্টানদের দাবী ইব্রাহীম (আ:) এর বংশধর হলেন যিশু অর্থাৎ ঈসা (আ:)। আর ইহুদী ধর্ম মতে ইব্রাহীম (আব্রাহাম/আব্রাম) (আ:) এর বংশেই মুসা (আ:) মোসি এর আগমণ। পৌত্তলিক ধর্ম বিশ্ববাসীদের দাবী ইব্রাহীম (আ:) মুশরিক ছিলেন। ইয়াহুদী খৃষ্টানদের দাবী বংশীয় অর্থে সঠিক হলেও মক্কার পৌত্তলিকদের দাবী সম্পূর্ণই অযৌক্তিক। যাহোক মহান আলণ্ঢাহ কর্তৃক মনোনীত মানব সভ্যতার নেতা ইব্রাহীম (আ:) এর কনিষ্ঠ ছেলে ইসহাক (আ:)। তাঁর পুত্র হযরত ইয়াকুব (আ:)। তাঁর উপাধি ছিল ইসরাঈল। ভাষাটি ইব্রানি। যার অর্থ আলণ্ঢাহর বান্দা। (ইসরা অর্থ বান্দা, ঈল অর্থ আলণ্ঢাহ)। এই সূত্রেই ইয়াকুব (আ:) এর বংশধরকে বণী ইসরাঈল বলা হয়। আর ইয়াকুব (আ:) এর গুণধর ও প্রভাবশালী চতুর্থ সন্ড়ান 'ইহুদ' এর নাম ধরেই ইয়াহুদী নামটি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। আল কুরআনে বর্ণীত ২৫ জন নবী রাসূলের প্রায় অর্ধেক আগমণ করেন বণী ইসরাঈলে।

ইয়াকুব (আ:) এর বংশধর আলণ্ঢাহর এক নেক বান্দা ইমরান এর পুত্র মূসা (আ:) কে বণী ইসরাঈলের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা ত্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস করে। অন্যদিকে ইসরাঈলের বংশধর দাউদ (আ:)। তদীয় পুত্র সোলাইমান (আ:) এর পুত্র রাহবাআম এর বংশে জন্ম নেয়া ঈসা (আ:) কে খৃষ্টানরা তাদের ধর্মমতে তাদের ত্রাণকর্তার আসনে অধিষ্ঠিত করে নিয়েছে। যদিও এ বংশে এ দু'জন সম্মানিত নবী ছাড়াও অসংখ্য নবী-রাসূল আগমণ করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের সাথে তারা অযাচিত ব্যবহার করেছে। হাজার হাজার নবী রাসূলকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা:) যদিও তাদেরই দাবী করা নেতা ইব্রাহীম (আ:) এর জৈষ্ঠ্য পুত্র ইসমাঈল (আ:) এর বংশেই জন্ম গ্রহণ করেছেন, এবং সে হিসেবে তারা তাকে নিজ জাতির নবী বলে সাদরে গ্রহণ করার কথা, কিন্তু বণী ইসরাঈলের উভয় গোষ্ঠী বিশ্বনবী ও তাঁর উম্মতের সাথে অত্যন্ড় নিষ্ঠুর আচরণ করেছে এবং বর্তমানে করছে। মুসলিম উম্মাহর বিরচদ্ধে কখনো পৃথকভাবে কখনো কাধে কাঁধ মিলিয়ে বণী ইসরাঈল ঝাপিয়ে পড়েছে। তবে হীনমানসিকতা ও কুটচালের দিক থেকে খৃষ্টানদের থেকে ইয়াহুদীরা বেশ এগিয়ে।

বর্তমান বিশ্ব বিশেষ করে ভৌগলিকভাবে পৃথিবীর কেন্দ্র মধ্যপ্রাচ্য অস্থিতিশীল ও বিস্ফোরণন্মোখ হওয়ার পেছনে 'যায়নবাদী' নামক অনৈতিক আন্দোলন অন্যতম কারণ। আরবের বুকে অবৈধভাবে গড়ে উঠা ইয়াহুদী সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসরাঈল মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া হিসেবে চিহ্নিত ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণিত হয়েছে। আজকের আমেরিকার অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, পররাষ্ট্রনীতিসহ যাবতীয় বিষয়ে কলকাঠি নাড়ে ইয়াহুদীরা। আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা নিজ স্বার্থ আদায়ে বদ্ধপরিকর। বর্তমান বিশ্ব মানবতার জন্য মারাত্মক হুমকি তথাকথিত আই. এস. ইয়াহুদীদের তৈরী ও পরিচালিত সংগঠন বলে বিশ্বের অধিকাংশ চিন্তাশীল বিবেকবান মানুষের বিশ্বাস।

এই অভিশপ্ত গোষ্ঠিটির আলোচনা আল কুরআনের একটি বড় অংশ জুড়ে উলেখ করা হয়েছে। নবীর বংশধর ও উম্মত হয়েও তাদের আচরণ ও মানসিকতা যে কত হীন ও নীচ হতে পারে আল কুরআনের আয়নায় তা বারবার বিম্বিত হয়েছে। নিজ রক্তের ভাই ইউসুফ (আ:) কে ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার কুটকৌশল থেকে শুরচ করে অসংখ্য নবীকে হত্যাকারী এই জাতি বারবার তাদের নিকৃষ্ট মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের চারিত্রিক দূরাচারিতা হযরত মুসা (আ:) এর সময়ে প্রকট আকারে প্রকাশ পেয়েছে এবং দূরাচার বণী ইসরাঈল বিভিন্ন সময়ে তাদের সীমালঙ্ঘনের দায়ে খোদায়ী গযবে নিপতিত হয়েছে। বিভিন্ন শাসকদের হাতে লাঞ্ছিত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে এক পর্যায়ে শেষ নবীর আগমণের অপেক্ষায় মদীনায় গিয়ে বসবাসকারী এই সম্প্রদায় শেষ নবীর সাথেও চরম বেয়াদবীর শাস্তিরূপ প্রথমে মদীনা হতে এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারচক (রা:) এর সময়ে আরব হতে বিতাড়িত হয়েছে।

মানবরূপী এ জাতিটি আলণ্ঢাহ তায়ালা পৃথিবীতে এখনও টিকিয়ে রেখেছেন, কুকর্ম, ষড়যন্ত্র আর মানবতাবিরোধী অকর্মের রূপকার হিসেবে। আলণ্ঢাহ তায়ালা শুকর, কুকুরসহ বিভিন্ন হারাম বস্তু তৈরী যেমন করেছেন আবার উহা থেকে বিরত থাকতে মুসলিম উম্মাহকে সাবধান করেছেন। তেমনিভাবে ইয়াহুদী জাতিটি পৃথিবীতে টিকিয়ে রেখেছেন আবার এদের দংশন হতে মুসলিম উম্মাহ ও মানবতা যেন বেঁচে থাকতে পারে, সেজন্য তাদের স্বভাব-চরিত্রসহ যাবতীয় বিষয় বিস্তারিতভাবে আল-কুর'আনে উলেণ্ঢখ করেছেন। তাই উক্ত শিরোনামে গবেষণার মাধ্যমে, আল কুরআনের আয়নায় ঐ জাতির স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। এবং পরিশেষে কিছু কর্মপন্থা ঠিক করা হয়েছে। ফলে গবেষণার আলো মুসলিম বিশ্বকে, ইয়াহুদী গোষ্ঠিটির বিষয়ে আরো সচেতন করতে পারবে এবং বিশ্বে স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে উলেণ্ঢখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি ইনশাআলণ্ঢাহ।

Dhaka University Institutional Repository

M‡elYvi D‡Ïk¨ :

K. mvaviY D‡Ïk¨ :

গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিশ্বময় ইয়াহুদী ও খৃষ্টান জাতির চক্রান্ড়ের বিষয়ে বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তোলা। বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর জাত শত্রচ ইয়াহুদী চক্রের সাথে যেনো মুসলিম নেতৃত্ব কোন অবস্থাতেই আপোষ না করে বা তাদের ফাঁদে পা না দেয় সে বিষয়ে সতর্ক করা। সর্বপোরী অস্থিতিশীল ও অশান্ড় পৃথিবীর পরিবর্তে একটি বাসযোগ্য বিশ্ব গড়ে তোলা।

L. we‡kl D‡Ïk¨ :

wbgwjwLZ j¶ I D‡Ïk¨‡K mvg‡b †i‡L chv‡jvPZ welq‡K mvRv‡bv n‡q‡Q।

(১) বণী ইসরাঈলের প্রারম্ভিক সূত্রসহ পরিচয় তুলে ধরা।

(২) আল কুরআনে বর্ণিত তাদের চারিত্রিক দূরাবস্থা তুলে ধরা এবং মুসলিম উম্মাহ সহ বিশ্ববাসীকে বর্ণিত স্বভাব বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে উৎসাহিত করা।

(৩) ইয়াহুদীদের কপটতা ও খোদাদ্রোহীতার দরচ্চা তাদের উপর বিভিন্ন সময়ে নিপতিত খোদায়ী গযবের বিবরণ তুলে ধরা এবং বিশ্ববাসীকে খোদায়ী গযব থেকে বাঁচার জন্য কপটতা ও খোদাদ্রোহীতা পরিহার করতে আহবান জানানো।

(৪) বণী ইসরাঈলের মধ্যে প্রেরিত নবী-রাসূলের বিবরণ তুলে ধরা এবং তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ গ্রহণ করা।

(৫) ইয়াহুদী মতবাদকে মানবতার শত্রচ হিসেবে চিহ্নিত করা এবং বিশ্ববাসীর সামনে তাদের মুখোশ উম্মোচন করা।

(৬) নিজ ভুমে পরাধীন ফিলিস্ড়িনিদের মুক্তি নিশ্চিত করা ও ইসলামের পূর্ণজাগরণে বাস্ড়বমুখী ও বিজ্ঞানসম্মত কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা।

M‡elYvi AvIZv I cwiwa :

গবেষণার আওতা বা পরিধি হচ্ছে হযরত ইয়াকুব (আ:) থেকে মুহাম্মদ (সা:) পর্যন্ড় আল কুরআনে বর্ণীত মোট ১৩ জন নবীর সাথে বণী ইসরাঈলের আচরণ বিশেণ্ডষণ। তবে যেহেতু বর্তমানে বণী ইসরাঈলরা পৃথিবীর অধিকাংশ কুকর্মের সাথে জড়িত সেহেতু কুরআনে বর্ণিত তাদের চরিত্রের আলোকে বর্তমান কর্মকান্ডের সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

M‡elYvi mxgve×Zv :

আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা কাজ করেছে। যদিও গবেষণার শিরোনামে বলা হয়েছে, ''আল-কুর'আনে বণী ইসরাঈল প্রসঙ্গ : একটি তাত্ত্বিক বিশেণ্ডষণ'' তথাপি কাজের ক্ষেত্রে অধিক গুরচত্ব পেয়েছে বণী ইসরাঈলের মধ্যকার ইয়াহুদী সম্প্রদায়টি। কারণ এ সম্প্রদায়টি বিশ্ববাসীর জন্য যত অনিষ্টকর, তত ক্ষতিকর উক্ত বংশের মধ্যে আর কোনটি নেই। তাই সমকালীন প্রেক্ষাপট ও সময়ের স্বল্পতার আলোকে গবেষণায় ইহুদীবাদের আলোচনাই প্রধান্য পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

M‡elYv c×wZ :

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করার জন্য প্রথমে তথ্য উৎস নির্ধারণ করা হয়েছে এবং উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশেণ্ডষণ করা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ একটি গুরচত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বিষয় বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা ও বিশেণ্ডষণ করার জন্য দুই ধরণের উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

ক) প্রাথমিক বা মূখ্য উৎস

খ) মাধ্যমিক বা গৌণউৎস

K) cv_wgK Drm : নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত ও অবিকৃত তথ্যই প্রাথমিক উৎসরূপে বিবেচিত। আলোচ্য গবেষণায় কুরআন ও হাদিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যই তথ্যের মূল প্রাথমিক উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

L) gva¨wgK ev †MŠY Drm : গৌণ উৎস হিসেবে দেশ বিদেশের বিভিন্ন ভাষার উপর লিখিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ-প্রবন্ধ, দৈনিক পত্রিকা, সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদিকে গণ্য করা হয়েছে।

সুতরাং উভয় প্রকার উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে যথাযথ ও যৌক্তিক বিশেণ্ডষণের মাধ্যমে সহজবোধ্য করে সরল ও সাবলীল ভাষায় গবেষণা কর্মটি/অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

M‡elYvi †fŠMwjK †cw¶Z :

গবেষণার শিরোনামের আলোকে বণী ইসরাঈলের সূচনা লগ্ন হতে যেহেতু তাদের অধিকাংশ কর্মকান্ড মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব দেশ সমূহেই সংঘঠিত হয়েছে। এবং বর্তমানে তাদের দূরাচারিতা ফিলিস্ড়িন ভূখন্ড কেন্দ্রীক আরো বেশী ঘনীভূত হয়েছে, সেহেতু ভৌগলিকভাবে আরব এলাকাকে কেন্দ্র করেই গবেষণাটি আবর্তিত হয়েছে। যদিও ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের চক্রান্ড়বিশ্বব্যাপী জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে পুরো বিশ্বকে ভৌগলিক প্রেক্ষিত হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। তবে প্রাসংগিকভাবে কিছু ভিন্ন দেশের আলোচনা এসেছে।

†gvnv¤§` gwnDwÏb
Gg. wdj. M‡elK
XvKv wekwe`¨vjq, XvKv-1000

Dhaka University Institutional Repository

mPxcÎ

A½xKvi bvgv

cZ¨qb cÎ

KZÁZv¯xKvi

ms‡KZ cwiPq

fwgKv- গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার আওতা বা পরিধি, গবেষণার সীমাবদ্ধতা, গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণার (ভৌগলিক) প্রেক্ষিত। cÔv

c_g Aa¨vq : gvbe RvwZi esk cwiµgvq eYx ইসরাঈল (১-৬)

১.১ আল কুরআনে বর্ণিত নবি-রাসূলগণের তালিকা ১

১.২ ১ম নবি ও ১ম রাসূল ২

১.৩ সর্বজন গ্রহণযোগ্য নেতা ইব্রাহীম (আ:) ৩

১.৪ ইসরাঈল ও তাঁর বংশধর ৩

১.৫ ইসরাঈল ও তাঁর বংশধরসহ সকল নবি-রাসূল এক জাতিভূক্ত এবং সকলের ধর্মই ছিলো ইসলাম ৪

wØZxq Aa¨vq : eYx BmivC‡ji lohš, DÌvb I BDmd (Av:) (৭-২২)

২.১ ইউসুফ (আ:) এর স্বপ্ন, পিতার আশংকা ও ভবিষ্যতবাণী ৭

২.২ ইউসুফ (আ:) বিরচদ্ধে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা তৈরি ও বাস্ড়বায়নের অপচেষ্টা ৮

২.৩ অন্ধ কূপ হতে রাজ পরিবারে ও ইউসুফ (আ:) কে প্রজ্ঞা প্রদান ১০

২.৪ চারিত্রিক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১১

২.৫ ক্ষমতায় পর্দাপনের সর্বশেষ প্রক্রিয়া জেলখানায় গমণ ১৫

২.৬ কারাগারে দাওয়াতী কাজ ১৬

২.৭ বাদশাহর স্বপ্ন ও ইউসুফ (আ:) এর ক্ষমতায় আরোহন ১৭

২.৮ অন্য ইসরাঈলী ভাইদেরকে মিসরের রাজদরবারে প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া ১৮

ZZxq Aa¨vq : ‘vm‡Zi k•Lj n‡Z g³ eYx BmivC‡ji cY: ivRZ jvf I bex gmv (Av:) Gi mv‡_ AvPiY (২৩-৫০)

৩.১ দাসত্বের শৃঙ্খলে নির্যাতিত বণী ইসরাঈল ২৩

৩.২ নবী মুসা (আ:) এর আগমণ ২৪

৩.৩ ফেরাউনের নিকট দাওয়াত পেশ ও বণী ইসরাঈলকে মুক্তি দেয়ার দাবী ২৫

৩.৪ ফেরাউনের হুমকি ও স্বজাতির প্রতি মুসার নসীহত ২৬

৩.৫ বণী ইসরাঈলের মুক্তি ও রাজত্ব লাভ এবং ফেরাউনের ধ্বংস ২৭

৩.৬ বণী ইসরাঈলের মূর্তি আসক্তি ৩১

৩.৭ মূসা (আ:) এর কিতাব প্রাপ্তি ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮ কিতাব নিয়ে ফিরে আসা ও মূর্তি পূজকদের শাস্ড়ি ঘোষণা ৩৬

পৃষ্ঠা

৩. ৯ gwZ cRK eYx BmivC‡ji ZIev I nVKwiZv ৩৯

৩.১০ আসমানী খাবার ও কুদরতী পানীয় এর প্রতি বণী ইসরাঈলের অনীহা ৪০

৩.১১ গাভী জবাই প্রসংগে বণী ইসরাঈলের টালবাহানা ৪৩

৩.১২ বণী ইসরাঈলের মাথার উপর পাহাড় উঠিয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ ৪৫

৩.১৩ জিহাদের নির্দেশনা ও বণী ইসরাঈলের অবাধ্যতা ৪৬

৩.১৪ সীমালঙ্গনের দায়ে হালাল বস্তু হারাম করে দেয়া ৪৯

PZ_ Aa¨vq : Cmv (Av:) chš Ab¨vb¨ bex-ivm‡ji mv‡_ eYx BmivC‡ji AvPiY I Povš cZb (৫১-৬৬)

৪.১ ইউনুস (আ:) ৫১

৪.২ আল ইয়াসা' (আ:) ৫২

৪.৩ দাউদ (আ:) ও তাঁর সমসাময়িক নবীদের সাথে হঠকারিতা ও শাস্ড়ি ৫২

৪.৪ নবী সুলায়মান (আ:) এর উপর ইয়াহুদীদের অপবাদ ৫৮

৪.৫ ইলয়াস (আ:) এর প্রতি মিথ্যারোপ ৫৮

৪.৬ নবী জাকারিয়া ও ইয়াহয়িয়া (আ:) এর সাথে ইয়াহুদীদের নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ ৫৯

৪.৭ নবী ঈসা (আ:) ও তাঁর পবিত্রা মার সাথে ইয়াহুদীদের বেয়াদবী ও হঠকারিতা মূলক আচরণ ৬১

cÂg Aa¨vq : wek bex gnv¤§‘ (mv:) Gi mv‡_ eYx BmivC‡ji AvPiY (৬৭-১০৭)

৫.১ বিশ্বনবীর প্রতি হিংসুটে মনোভাব ৬৭

৫.২ বিশ্বনবীর যুগের বণী ইসরাঈলকে আলণ্ডাহ প্রদত্ত নিয়ামতের স্মরণ ৬৮

৫.৩ কৃত অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশনা ৬৯

৫.৪ বিশ্বনবীর আগমণ ও পরিচয় গোপন করা ৭০

৫.৫ নিজে না করে অন্যকে ভালো কাজ করার নসীহত ৭২

৫.৬ আলণ্ডাহর কালাম বিকৃতিকারী ৭২

৫.৭ মিথ্যা আশা ও ধারণা পোষণকারী জাতি ৭৩

৫.৮ বিশ্বনবীর দাওয়াত উপেক্ষা করতে নতুন ছলনা ৭৫

৫.৯ জিবরাঈল (আ:) এর প্রতি শত্রচতা ৭৫

৫.১০ আল কোরআনের অর্থ বিকৃতির মাধ্যমে বিশ্বনবীর সাথে বেয়াদবী ৭৬

৫.১১ কোরআনের কোন বিধান রহিত করণের বিষয়ে বিভ্রাস্ড়ি ৭৭

৫.১২ ঈমানদারকে কাফির বানানোর অপচেষ্টা ৭৭

৫.১৩ আল-কুর'আনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অনীহা ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৪ পরমত অসহিষ্ণু এক জাতি ৮০
৫.১৫ বিশ্বনবীর প্রতি ঈমান স্থাপনে অহেতুক শর্তারোপ ৮০
৫.১৬ ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হওয়াই সত্য পথের পরিচায়ক হওয়ার অলীক দাবী ৮৩
৫.১৭ ক্বিবলা পরিবর্তণ প্রসঙ্গে ইয়াহুদীদের সমালোচনার ঝড় ৮৫
৫.১৮ নিজেদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি অনীহা ৮৬
৫.১৯ ঈসা (আ:) সম্পর্কে বিশ্বনবীর সংগে বিতর্ক ৮৭
৫.২০ ইব্রাহীম (আ:) প্রসংগে বিশ্বনবীর সাথে বিতর্ক ৮৯
৫.২১ দূর্বল চিত্তের ঈমানদারদের বিভ্রান্ড় করার অপচেষ্টা ৯০
৫.২২ আর্থিক আমানতের খেয়ানতকারী জাতি ৯০
৫.২৩ ইয়াহুদী ও খ্রষ্টান কর্তৃক বিশ্ব নবীকে টিটকারী ৯১
৫.২৪ বিশ্বনবীকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে ঠকানোর অপচেষ্টা ৯২
৫.২৫ মহান আলণ্ঢাহকে ‘ফকির’ বলার ধৃষ্টতা ৯৪
৫.২৬ ঈমানদারদেরকে আলণ্ঢাহর পথ থেকে বাঁধা প্রদান ৯৬
৫.২৭ নবীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ড় করা ৯৭
৫.২৮ বিশ্বনবীর প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়ে নবীকে ধোঁকা দেয়া ৯৭
৫.২৯ আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ জাতি ৯৮
৫.৩০ মূর্তিপূজকদের সত্যপন্থী বলে ঘোষণা ৯৯
৫.৩১ নিজেরা চরম বখিল অথচ মহান আলণ্ঢাহকে বখীল বলার ধৃষ্টতা ৯৯
৫.৩২ নবী রাসূলগণের মধ্যে বিভক্তিকরণ ১০১
৫.৩৩ নবীর শত্রুদের গুপ্তচর ১০২
৫.৩৪ তাদের ইচ্ছা মাফিক রায় দিতে নবীকে চাপ প্রয়োগ ১০২
৫.৩৫ ইসলাম ও সালাত নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ ১০৪
৫.৩৬ বিশ্বনবীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ১০৫
৫.৩৭ বিশ্বনবীকে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ১০৬

lô Aa¨vq : Avj KiAv‡b ewYZ mrKgkx eYx BmivC‡ji weeiY (১০৮-১২০)

৬.১ বণী ইসরাঈলের মধ্যকার শেষ নবীর প্রতি ঈমানদাররা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে ১১০
৬.২ ঈমানদার আহলে কিতাবের বৈশিষ্ট্য সমূহ ১১১
৬.৩ বণী ইসরাঈলের ঈমানদার খৃষ্টানদের বৈশিষ্ট্য ১১৪
৬.৪ মুসা (আ:) এর প্রতি বিশ্বাসী বণী ইসরাঈল ১১৫
৬.৫ কিছু বণী ইসরাঈলের আমানতদারীতা ১১৭
৬.৬ নবী শামউনের সময়ের ঈমানদার বণী ইসরাঈল ১১৮
৬.৭ নবী ইউনুস (আ:) এর প্রতি ঈমানদার বণী ইসরাঈল ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

৬.৮ বিশ্বনবীর প্রতি বিশ্বাসী বণী ইসরাঈল ১২০

mßg Aa¨vq: Avj KiAv‡b ewYZ eYx BmivCj Gi mv‡_ eZgvb Bqvû‘x Lóvb‡‘i ZjbvgjK chv‡jvPbv (১২১-১৬৪)

৭.১ চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার শিকার ইয়াহুদী জাতি ১২২

৭.২ বণী ইসরাঈলের সকলেই কিয়ামতের পূর্বে ঈমানদার হবে ১৩০

৭.৩ বণী ইসরাঈলের সাথে মো'আমালাত ১৩২

৭.৪ বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত খৃষ্টান জাতি ১৩৫

৭.৫ দুনিয়াব্যাপি হত্যাকান্ড সন্ত্রাসবাদের উস্কানীদাতা ও মূলহোতা ইয়াহুদী সম্প্রদায় ১৩৮

৭.৬ অন্যায় গুপ্তচর বৃত্তিতে পারদর্শী ইয়াহুদী জাতি ১৫৬

৭.৭ নিজেদের ভ্রষ্টতা ও লাঞ্ছনা সম্পর্কে অজ্ঞ এক জাতি ১৫৯

৭.৮ ক্রুসেডীয় খৃষ্টানদের বর্বরতা ও মুসলমানদের বিজয় ১৬২

Aóg Aa¨vq : Avj KiAvb evnK‡‘i KiYxq (১৬৫-১৯৪)

৮.১ পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশের নির্দেশনা ১৬৫

৮.২ আল কুরআনের পণ্ঢাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নিদের্শনা ১৬৭

৮.৩ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রবৃত্তি অনুসরণে নিষেধাজ্ঞা ১৭০

৮.৪ ইয়াহুদী- খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করা নিষেধ ১৭৩

৮.৫ প্রকৃত অর্থে কুরআন পাঠ ও প্রচারের নির্দেশনা ১৭৬

৮.৬ অন্যায় কাজে বাধা প্রদানের নিদের্শনা ১৮০

৮.৭ অহেতুক ও ধৃষ্টতামূলক প্রশ্ন করা হতে বিরত থাকতে হবে ১৮১

৮.৮ যাবতীয় ভয়ভীতি, হীনতা দ্বিধা সংকোচ দূরে সরিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া ১৮২

৮.৯ অমুসলিমদের পীড়াদায়ক মন্ড়ব্যে উত্তেজিত না হয়ে ধৈর্য্যের সাথে মোকাবিলা করার নির্দেশ ১৮৩

৮.১০ নতুন ইবাদত রচনায় নিষেধাজ্ঞা ১৮৪

৮.১১ বৈরাগ্যবাদে নিষেধাজ্ঞা ১৮৫

৮.১২ মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পিছপা না হওয়া ১৮৭

৮.১৩ বিশ্বনবীর মর্যাদা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা ১৮৮

Dcmsnvi (194-195)

MšcwÄ (196-199)

c_g Aa¨vq :

gvbe RwZi esk cwiµgvq eYx-BmivCj

1.1 Avj-KiÒAv‡b ewYZ bwe-ivmjM‡Yi ZwjKv :

হযরত আদম (আ:) থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম পর্যন্ড় মোট ২৫জন নবি ও রাসূলের নাম আল কুরআনে উলেণ্ঢখ আছে। নবুয়্যাত প্রাপ্তির ধারাবাহিকতার আলোকে তাঁদের নাম ছক আকারে প্রদর্শিত হলো[১]-

সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ড় পুরো মানব সভ্যতা উক্ত ছকের সাথে আবর্তিত হয়েছে। তাই বলা যায়, মানব জাতির বংশ পরিক্রমা নবী-রাসূলগণের বংশ পরিক্রমার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

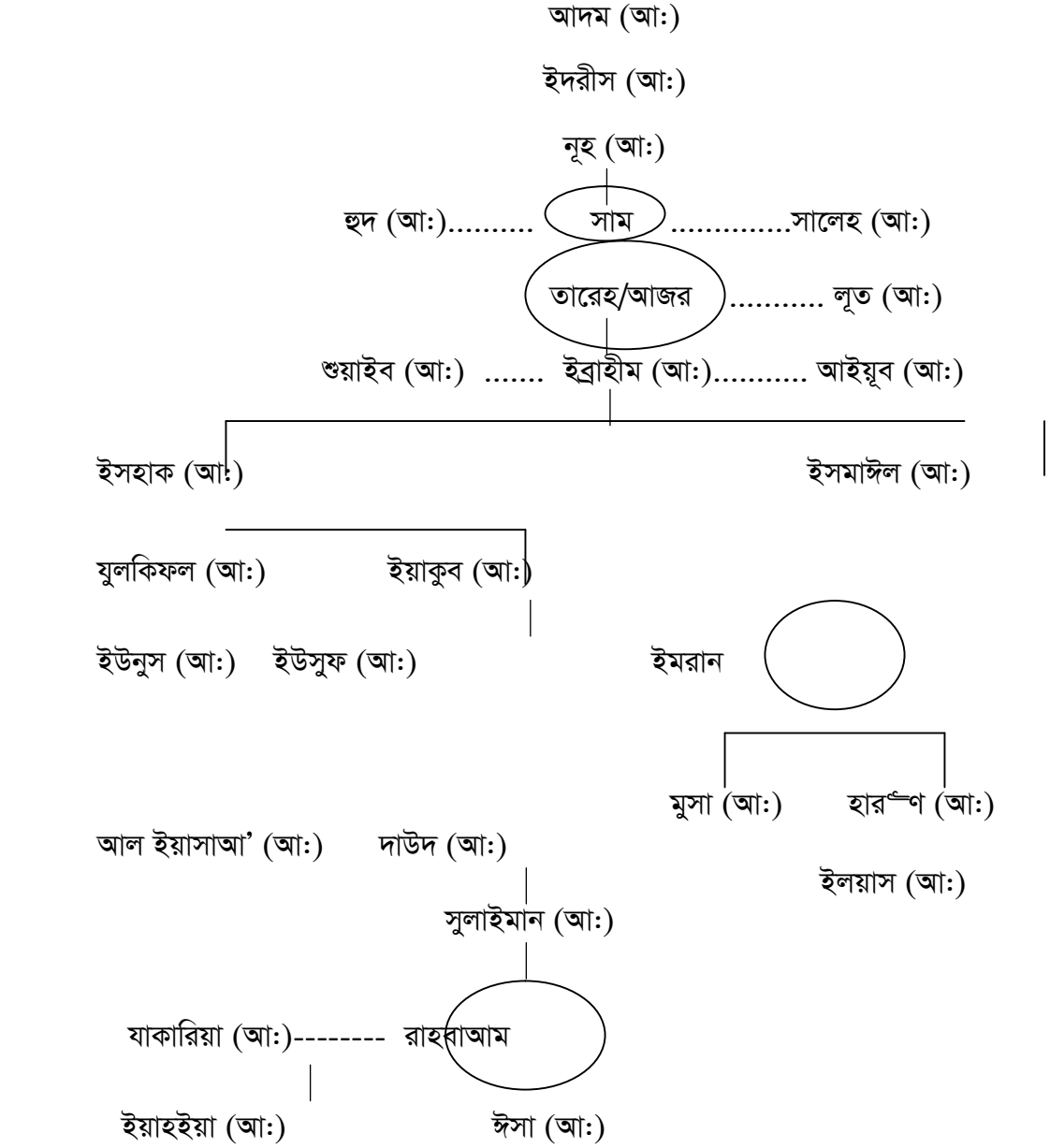

---

১. আলণ্ঢামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, Avi ivnxKj gvLZg| ঢাকা: পিস পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর-২০১৪ পৃষ্ঠা : ২১

Dhaka University Institutional Repository

1.2: 1g bex I 1g ivmj :

মানব সৃষ্টির সূচনা হয় হযরত আদাম (আ:) এর মাধ্যমে। উপনাম আবু আল বাশার, মানব জাতির জনক ও সাফী-আলণ্ঢাহ, বাইবেলের আদম। মাসউদী বলেন, আদমের দেহ ৮০ বৎসর ধরে আকৃতিবিহীন এবং প্রাণহীন অবস্থায় ১২০ বছর পড়ে থাকে। ৯৬০ বছর বেঁচে থাকার পর ইয়াহুদী বৎসর অনুসারে ৬ই নীসান শুক্রবার আদমের মৃত্যু হয়।[২]

আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

يا ايها **الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق** منها زوجها **وبث** منهما **رجالا** كثيرا-

অর্থ : হে মানব জাতি তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো যিনি, তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এবং তাদের দু'জন হতে অনেক পুর"ষ এবং নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।[৩]

আয়াতে **نفس** দ্বারা হযরত আদম (আ:) এবং زوجها দ্বারা মা হাওয়া (আ:) কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ বিষয়ে সকল মুফাস্সিরগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আদম (আ:) কে সৃষ্টির বিষয়ে ফেরেশতাদের সংগে আলণ্ঢাহ তায়ালার কথোপকথন সম্পর্কে আলণ্ঢাহ তায়ালা বলেন- **واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض** خليفة ---- **وعلم ادم الاسماء** كلها -

অর্থ : যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন : নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করবো---- এবং তিনি আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন।[৪]

আলণ্ঢাহ তায়া'লা আদম (আ:) কে প্রথম নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন, আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

ان الله اصطفى ءادم ونوحا **وال** ابراهيم **وءال عمران على** العالمين-

অর্থ : নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ তায়া'লা আদম, নূহ. ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে সমগ্র বিশ্বের উপর মনোনীত করেছেন।[৫]

এই পৃথিবীতে প্রেরিত সর্বপ্রথম রাসূল হচ্ছেন হযরত নূহ (আ:। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

انا اوحينا اليك **كما** اوحينا **ال نوح** والنبيين **من بعده** ۔

অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা আপনার নিকট প্রত্যাদেশ নাযিল করেছি যেমনিভাবে, নূহ এবং তাঁর পরবর্তী নবীদের প্রতি প্রত্যাদেশ নাযিল করেছিলাম।[৬]

---

২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ;msw¶ß Bmjvgx wek †Kvl, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, জুন ১৯৮২, (খ-১, পৃষ্ঠা-১১)

৩. আল-কুর'আন, ৪ : ১

৪. আল-কুর'আন, ২ :৩০

৫. আল-কুর'আন, ৩ : ৩৩

৬. আল-কুর'আন, ৪ : ১৬৩

1.3 : meRb MnY‡hvM¨ †bZv Bevnxg (Av:):

Dhaka University Institutional Repository

বাইবেলে তাঁর নাম অনৎধযধস. ইরাকের প্রাচীন 'উর' নগরে জন্ম। ঙষফ ঞবংঃধসবহঃ অনুযায়ী তাঁর বংশ তালিকা ইব্রাহীম বিন তারাহ বিন নাহুর বিন সার্গ বিন আরগু বিন ফালিগ বিন আবির বিন শালিখ বিন কায়নান বিন আরফাখশাদ, বিন সাম বিন নূহ।[৭] হযরত ইব্রাহীম (আ:) মানব জাতির বংশ পরিক্রমায় অনেক পরের নবী হলেও মানব জাতির নিকট তাঁকে আলণ্ঢাহ তায়া'লা এমন এক সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তাঁকে নিজ ধর্মের নেতা হিসেবে সাব্যস্ড় করতে সচেষ্ট। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

واذا بتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماما-

অর্থ : যখন ইব্রাহীমকে তাঁর রব পরীক্ষা করলেন কিছু বিষয়ে, অত:পর তিনি উক্ত বিষয়গুলো পূর্ণ করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে মানব জাতির নেতা মনোনীত করে দিলাম।[৮]

ইয়াহুদীরা বলেছিলো হে মুহাম্মাদ আলণ্ঢাহর কসম! তুমি জান যে, আমরাই তোমার চেয়ে ইব্রাহীমের ধর্মের অধিক নিকটবর্তী। আর তিনি ইয়াহুদী ছিলেন। আর এ বিষয়ে তোমার মধ্যে শুধুই হিংসা রয়েছে। তখন আলণ্ঢাহ তায়া'লা এ আয়াত নাযিল করেন।[৯]

আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى-

অর্থ : নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের অধিক নিকটবর্তী হলো ঐ সকল লোক যারা তাঁকে এবং এই নবী (মুহাম্মাদ (সা:) কে অনুসরণ করে।[১০]

1. 4 : BmivCj I Zvi eskai :

ইব্রাহীম (আ:) এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আ:) এর পুত্র ইয়াকুব (আ:)। ইয়াকুব (আ:) এর উপাধি ছিল ইসরাঈল। ইব্রানী ভাষায় ইসরা অর্থ বান্দা, ঈল অর্থ আলণ্ঢাহ।[১১] আল কুরআনে 'ইয়াকুব' এবং 'ইসরাইল' উভয়ই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصرى قل أأنتم اعلم ام الله

অর্থ : তোমরা কি এ দাবী করো যে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরগণ ইয়াহুদী বা খ্রীস্টান ছিলেন? আপনি বলুন ! এ বিষয়ে তোমরা অধিক জানো, না আলণ্ঢাহ?[১২]

---

৭. ছা'লাবী, wKmvm Avj-Awqv, (কায়রো : ১৩১২ হি:) পৃষ্ঠা-৪৪

৮. আল-কুর'আন, ২ : ১২৪

৯. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxi"j KiAwbj AwRg, (বৈর্ত : লেবানন : মুআসসাসাতুর রাইয়্যান, ৫ম সংস্কণ ১৯৯৯) খ-১, পৃষ্ঠা-৩৯৯

১০. আল-কুর'আন, ৩ : ৬৮

১১. সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, BmivBj I gmwjg Rvnvb, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (ইফাবা), ২য় সংস্করণ ডিসেম্বর-২০০৩) পৃষ্ঠা-৩৯

১২. আল-কুর'আন, ২ : ১৪০

তবে 'ইসরাঈল' নামে উলেণ্ঢখ হয়েছে মাত্র একবার।[১৩]

আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন- كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه-

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : সকল খাবারই ইসরাঈলের বংশধরের জন্য হালাল ছিলো, তবে ঐ খাবার ছাড়া যা 'ইসরাঈল' নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন।[১৪]

ইয়াকুব (আ:) এর বংশধরকে আল কুরআনে 'বনী ইসরাঈল' ও 'আসবাত' এই দুই নামে উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط

অর্থ: 'তোমরা বলো : আমরা আলণ্ঢাহর প্রতি, আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরের উপর যা নাযিল হয়েছে এর প্রতি ঈমান রাখি।[১৫]

يبنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم -

অর্থ: হে বণী ইসরাঈল, তোমরা আমার ঐ নিয়ামত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করো যা আমি তোমাদের উপর দান করেছি।[১৬]

উলেণ্ঢখ্য যে, আল কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবী-রাসূলের মধ্যে ১১ জনই হচ্ছেন ইসরাঈল (আ:) এর বংশধরের অন্ড়র্ভূক্ত। তাঁরা হচ্ছেন- ইউনুস (আ:), ইউসুফ (আ:), আল ইয়াসাআ' (আ:), দাউদ (আ:), মুসা (আ:), হারূণ (আ:), সুলায়মান (আ:), ইলয়াস (আ:), যাকারিয়া (আ:), ইয়াহয়িয়া (আ:) ও ঈসা (আ:)।

1.5: BmivCj I Zvi eskaimn mKj bex-ivmj GK RwZf³ Ges mK‡ji agB wQj Bmjvg।

ইব্রাহীম (আ:) ও তাঁর নাতি ইয়াকুব (আ:) তাঁদের সন্ড়ানদেরকে মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করতে অসিয়ত করেছেন -

ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يبنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون-

অর্থ : ইব্রাহীম ও ইয়াকুব (আ:) তাঁদের সন্ড়ানদেরকে অসীয়ত করে বলেন, হে প্রিয় বৎস ! নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ তোমাদের জন্য একমাত্র ধর্ম ইসলামকে মনোনীত করেছেন অতএব, তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা।[১৭]

ইসরাঈল (আ:) এর পুত্রগণ পিতার সামনে নিজেদেরকে মুসলমান বলে স্বীকৃতি ও ঘোষণা দেন-

ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون-

অর্থ : (হে মদীনার বণী ইসরাঈল) তোমরা কি ঐ সময় উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিলো? যখন তিনি তার সন্ড়ানদের বলেছিলেন, ''আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার ইবাদত করবে?'' জবাবে তারা (সন্ড়ানরা) বলেছিলো: ''আমরা অপনার ইলাহ এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক এর একমাত্র ইলাহ এর ইবাদত করব। এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী।'' [১৮]

১৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ইফাবা), প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-২০২
১৪. আল-কুর'আন, ৩ : ৯৩
১৫. আল-কুর'আন, ২ : ১৩৬
১৬. আল-কুর'আন, ২ : ৪৭
১৭. আল-কুর'আন, ২ : ১২৩
১৮. আল-কুর'আন, ২ : ১৩২

অত্র আয়াত ইয়াহুদীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা নবীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন তুমি কি জানোনা? ইয়াকুব তাঁর মৃত্যুর দিন নিজ সন্ড়ানদেরকে ইয়াহুদিয়্যাতের উপদেশ দিয়েছিলো।[১৯] মূলত: ইয়াকুব তাঁর বংশধরকে ইব্রাহীম (আ:) এর দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে যান যিনি ইসলামের অনুসারী ছিলেন। [২০] ইহুদীবিশ্বকোষে (ঔবহিং বহপুপষড়ঢ়বফরধ) উলেণ্ঢখ আছে ইহুদীদের উপর বিশেষ আরোপিত দায়িত্ব ছিলো যে, তারা আলণ্ঢাহর

Dhaka University Institutional Repository

একত্ববাদের দাওয়াত দিতে থাকবে, এবং সূর্যপূজা, অগ্নিপূজা, নক্ষত্রপূজা ইত্যাদির বির—দ্ধে তাদের জিহাদ অব্যাহত থাকবে।[২১] এমনকি বণী ইসরাঈল তাওহীদের শিক্ষার মাধ্যমেই সুনাগরিক জাতিগুলোর তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলো।[২২]

মূলত: মানবজাতি একই বংশধারার অন্তর্ভূক্ত, তাদের সকলের ধর্ম ও এক ছিল। কিন্তু আসমানী কিতাব প্রাপ্তরা পরস্পরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ বশত: বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তবে এদের মধ্য হতে ঈমানদারদেরকে আলণ্ডাহ তায়া'লা সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। আলণ্ডাহ বলেন-

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينت بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا-

অর্থ: সমগ্র মানব জাতি এক জাতিভূক্ত ছিলো। অত:পর আলণ্ডাহ তায়া'লা সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের সাথে সত্যসহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যেনো তাদের মধ্যকার মতভেদপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালা করতে পারেন। অথচ এ বিষয়ে আসমানী কিতাব প্রাপ্তগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট বিধান আসার পর মতভেদ করেছে, নিজেদের মধ্যকার সীমালঙ্গনের কারনে। অতএব আলণ্ডাহ তায়া'লা ঈমানদারদেরকেই সঠিক পথ দেখান।[২৩]

তাফসীরে বায়জাবী গ্রন্থকার বলেন :

متفقين على الحق فيما بين ادم وادريس او نوح --- فاختلفوا فبعث الله النبيين ---- وعن كعب والذى علمته من عدد الانبياء مائة واربعة وعشرون الفا والمرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر-

অর্থ: তারা (মানবজাতি) সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলো আদম থেকে ইদ্রিস বা নুহ (আ:) পর্যন্ত -----------অত:পর তারা মতবিরোধ শুর— করলো এবং আলণ্ডাহ নবীদের প্রেরণ করেন। কা'ব থেকে বর্ণীত: আমি যা জানি নবীদের সংখ্যার বিষয়ে তা হলো ১লক্ষ ২৪ হাজার তাদের মধ্যে রাসূল ৩১৩ জন।[২৪]

---

১৯. আবুল হাসান আলী বিন আহমদ আল-ওয়াহেদী, Avmeveb bhj (কায়রো : দার—ল হাদিস-২০০৩) পৃষ্ঠা-৩৯

২০. Zwi‡L BqvKex L-1, côv-26 উদ্ধৃত Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) খ-৫, পৃষ্ঠা-৫০৯

২১. Bû'x wek‡Kvl : খ-৬, পৃষ্ঠা-১১ উদ্ধৃত-mxivZ wek‡Kvl ; (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) খ-১, পৃষ্ঠা- ৫২১

২২. প্রাগুক্ত : খ-১, পৃষ্ঠা- ৫২২

২৩. আল-কুর'আন, ২ : ২১৩

২৪. কাজী নাসির উদ্দিন বায়জাভী, AvbIqviZ Zvbhxj Iqv AvmivіZ Zwej, (লেবানন : বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খৃ:) খ-১, পৃষ্ঠা-১১৫-১১৬

আলণ্ডাহ তায়া'লা ইচ্ছা করলে সকলকে এক জাতিভূক্ত রাখতে পারতেন। কিন্তু বিভক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরীক্ষা করা এবং তারা যেন কল্যাণকর কাজে পরস্পর প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হতে পারে। মহান আলণ্ডাহ বলেন :

ولوشاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فى ما اتكم فلستبقوا الخيرات-

অর্থ: আলণ্ডাহ তায়া'লা চাইলে অবশ্যই তোমাদেরকে একটি জাতিতে পরিণত করতেন। কিন্তু বিভক্ত করেছেন তোমাদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতের বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য। অত:পর তোমরা কল্যানকর কাজে প্রতিযোগিতা কর।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ যুগ ও কালের চাহিদার আলোকে ভিন্ন ভিন্ন শরীয়তের মাধ্যমে আলণ্ঢাহ মানুষের আনুগত্যের পরীক্ষা নিয়েছেন।[২৬]

কারণ গোলামের দায়িত্ব হচ্ছে মনিব যখন যা বলবে বিনা দ্বিধায় তা হুবহু অনুসরণ করা। পূর্বে কেনো করতে বলা হলো এখন কেনো নিষেধ করা হচ্ছে এ জাতীয় মনোভাব অনুগত গোলামের বৈশিষ্ট্য নয়। দুনিয়ার বাদশার পক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন দূত প্রেরণ করে বিপরীতধর্মী প্রজ্ঞাপন প্রজাদের উদ্দেশ্যে যখন পাঠানো হয়, অনুগত প্রজারা যেমনি বিনা বাক্যব্যায়ে বাদশার হুকুমের নিকট মাথা নত করে, তেমনিভাবে সমগ্র সৃষ্টিজগতের বাদশাহ মহান আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে ভিন্ন নবী-রাসূল কর্তৃক বিপরীতধর্মী শরীয়তের প্রতিও বিনাপ্রশ্নে আনুগত্যের মাথা নত করা উচিৎ।

---

২৫. আল-কুর'আন, ৫ :৪৮

২৬. কাজী নাসির উদ্দিন বায়জাভী, AvbIqviZ Zvbhxj Iqv Avmivi"Z Zwej, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-২৬৯

wØZxq Aa¨vq

eYx BmivC‡ji Iohš, DÌvb I BDmd (Av:)

ইউসুফ (আ:) ও তাঁর সহোদর ভাই বিন ইয়ামিনের বির"দ্ধে ইসরাঈল (আ:)এর অপর দশ পুত্রের ষড়যন্ত্রের জাল ছড়ানো এবং এই ষড়যন্ত্রের করিডোর পেরিয়ে ইউসুফ (আ:) এর মাধ্যমে পুরো বনী ইসরাঈলকে মিসরের ক্ষমতায় বসানোর প্রক্রিয়া সত্যিই বিস্ময়কর। মহাগ্রন্থ আল কুরআ'ন উক্ত ঘটনা পরিক্রমাকে **احسن القصص** মনোমুগ্ধকর কাহিনী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে-

نحن نقص عليك **أحسن القصص بما** اوحينا اليك هذا **القرأن وان كنت من** قبله **لمن** الغافلين -

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: আমরা আপনার নিকট এই কুরআন অবতীর্ণ করার মাধ্যমে চিত্তাকর্ষক ঘটনা বর্ণনা করেছি। যদিও ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আপনি অবহিত ছিলেননা।[১]

2.1 : BDmd (Av:) Gi ¯c, wcZvi AvksKv I fwel¨Z evYx:

ইসরাঈল পুত্র ইউসুফ (আ:) এর যখন ১৭ বছর তখন এক রাতে স্বপ্ন দেখেন যে ১১টি নক্ষত্র সাথে চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁর সম্মুখে নত হচ্ছে। সকালেই পুত্র পিতাকে স্বপ্নের বিষয়ে অবহিত করলেন। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

اذ قال يوسف لأبيه يا بت انى رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين-

অর্থ: যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বললো : ''হে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা নিশ্চয়ই আমি ১১টি নক্ষত্র ও চন্দ্র সূর্য্যকে স্বপ্নে দেখিছি আমার সামনে নত হতে''।[২] স্বপ্নের পরিস্কার অর্থ ছিলো এই: সূর্য মানে হযরত ইয়াকুব (আ:) চাঁদ মানে তাঁর স্ত্রী (হযরত ইউসুফের বিমাতা) এবং এগারোটি তারকা মানে এগারোটি ভাই।[৩]

পুত্রের দেখা স্বপ্নের বিবরণ শুনেই পিতা ইসরাঈল সতর্ক হয়ে উঠলেন এবং পুত্র ইউসুফের বির"দ্ধে অন্য ভাইদের ষড়যন্ত্রের আশংকায় উক্ত স্বপ্ন ভাইদের নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। আল কুরআনের ভাষায়-

قال يبنى لا تقصص رءياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين

অর্থ: তিনি (ইসরাঈল) বললেন : '' হে প্রিয় বৎস তুমি তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের নিকট প্রকাশ করোনা তাহলে, তারা তোমার ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। নিশ্চই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।''[৪] হযরত ইউসুফ (আ:) এর দশজন বৈমাত্রেয় ভাই ছিলো এবং তার সহোদর ভাই ছিলো একজন, সে ছিলো তার ছোট। এখানে বৈমাত্রেয় দশ ভাইদেরকে বোঝানো হয়েছে।[৫]

সাথে সাথে পিতা ইসরাঈল পুত্রকে সুখবরীও দিলেন এবং পুত্রের নবুয়্যাত লাভের ভবিষ্যতবাণী করলেন। আলণ্ঢাহ তায়া'লা ইয়াকুব (আ:) এর বক্তব্য তুলে ধরে বলেন-

---

১. আল-কুরআন, ১২ : ২
২. আল-কুরআন, ১২ : ৩
৩. মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, Avj KiAv‡bi cqMvg, মাও: আতিকুর রহমান, অনূদিত (ঢাকা : সৌরভ বর্ণালী প্রকাশনী- ২০১৮) খ : ১ম, পৃষ্ঠা-৬৯২
৪. আল-কুরআন ১২ : ৫
৫. মাও: সদরুদ্দীন ইসলাহী, Avj-Ki‡Av‡bi cqMvg, প্রাগুক্ত ; খ-১, পৃষ্ঠা- ৬৯২

وكذالك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ل يعقوب-

অর্থ: অনুরূপভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা শিক্ষা দিবেন। এবং তাঁর অনুগ্রহ তোমার উপর ও ইয়াকুবের বংশধরের উপর পরিপূর্ণ করে দিবেন।[৬]

2.2 : BDm‡di wei"‡× loh‡Ši bxjbKkv ˆZix I ev¯evq‡bi Ac‡Póv :

ইউসুফের প্রতি পিতা ইয়াকুব (আ:) এর বিশেষ স্নেহ ও ভালোবাসা তাঁর অন্য পুত্রদেরকে হিংসুটে ও হিংস্র করে তুলে এবং এক পর্যায়ে ইউসুফকে দুনিয়া থেকে চিরতরে সড়িয়ে দেয়া বা পিতার সম্মুখ থেকে স্থায়ীভাবে দূরে রাখার জঘন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে। কুরআন তাদের সেই গোপণ নীলনকশা প্রকাশ করে দিয়ে বলে-

Dhaka University Institutional Repository

اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ۔ان ابانا لفى ضلال مبين- اقتلوا يوسف اواطرحوه ارضا يخل عنكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين- قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه فى غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين-

অর্থ: তারা (ইসরাইলের পুত্ররা) বললো, নিশ্চয়ই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটা সংহত শক্তি বিশেষ। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন। হত্যা করো ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে। তাদের মধ্যকার একজন বললো ইউসুফকে হত্যা করোনা। কিছু যদি করতেই চাও তবে তাকে কোন অন্ধ কুপে ফেলে দাও। কোন কাফেলা (হয়ত) তাকে কুড়ানো বস্তু হিসেবে নিয়ে যাবে।[৭] আয়াতে ''ইউসুফকে হত্যা করোনা'' উক্তিটির প্রবক্তা বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ইয়াহুযা। যে ইউসুফের জন্য কম অনিষ্টকর ছিলো।[৮]

শেষ প্রস্তাব মোতাবেক ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য সৎ বৈমাত্রেয় দশ ভাই ইউসুফকে তাদের সাথে বাহিরে নেয়ার জন্য পিতার নিকট আবদার করে এবং নিজেদেরকে কল্যাণকামী হিসেবে জাহির করে।

---

৬. আল-কুরআন, ১২ : ৬

৭. আল-কুরআন, ১২ :৮-১০

৮. সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী, iûj gvÛAvbx wd Zvdmxwij KiAvbj AwRg Iqvm mveqxj gvmwbx,
(বৈরুত : লেবানন : ইদারাতুত তিবাআহ্ আল মুনিরিয়্যাহ, ৪র্থ প্রকাশ ১৯৮৫ খৃ) খ-১২, পৃষ্ঠা-১৯২
ইবনুল আসীর : Avj Kwgj wdZ ZwiL, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী-১৯৮৭) খ-১ , পৃষ্ঠা-১২৪

কুরআনের ভাষায়-

قالوا يا ابانا مالك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون ۔ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون-

অর্থ: তারা বললো : '' হে আমাদের পিতা ব্যাপার কি আপনি ইউসুফের বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস করেন না? অথচ আমরা তার কল্যাণকামী।'' আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুণ, তৃপ্তিসহ খাবে, খেলাধুলা করবে আমরা অবশ্যই তার হেফাজত করবো।''

কিন্তু নবী ইয়াকুবের মন ঠিকই ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং ভাইদের অসচেতনতার আশংকা প্রকাশ করলেন। কুরআনের ভাষায়-

قال انى ليحزننى ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون-

অর্থ: তিনি (পিতা) বলেন: ''আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশংকা করি যে, নেকড়ে তাঁকে খেয়ে ফেলবে অথচ তোমরা তার ব্যাপারে গাফেল থাকবে।[৯]

পিতার এই আশংকাকে উড়িয়ে দিয়ে দশ পুত্র ন্যাকামী করে জবাব দিলো, আমরা দশ ভাই থাকতে যদি নেকড়ে তাঁকে খেয়ে ফেলে এটা হবে আমাদের জন্য একটি ব্যর্থতা। আল কুরআনের ভাষায়-

قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخسرون ۔

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: তারা বললো: ‘‘আমরা একটি ভারী দল থাকতে যদি নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবো।’’[১০]

অথচ পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক তারা ইউসুফকে কূপে ফেলে দিচ্ছিলো। এবং তখন তিনি কাকুতি মিনতি করে সাহায্য চাইলে নির্দয় ভাইয়েরা বিদ্রূপ করে বলছিলো, যে তারকাগুলো স্বপ্নে দেখেছো তাদের সাহায্য চাও। এরপর তার উপর একটি পাথর নিক্ষেপ করলো, কিন্তু আলণ্ঢাহর কুদরতী নির্দেশে জিবরাঈল (আ:) পাথরটিকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন।[১১]

তাঁকে কূপে ফেলে রেখে সন্ধ্যায় ফিরে এসে দশ ভাই মিলে পিতার সামনে কান্নার অভিনয় করে বানোয়াট কাহিনী উপস্থাপন করতে থাকে। এমনকি ইউসুফ (আ:) এর পোশাকে প্রাণীর রক্ত মেখে ইউসুফকে নেকড়ে খেয়ে ফেলার নাটক সাজিয়ে পিতার সামনে উপস্থাপন করে নিজেদের কুকর্ম ঢাকার অপচেষ্টা করতে থাকে। কুরআনের ভাষায়-

وجاؤوا اباهم عشاء يبكون- قالوا يا بنا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متعنا فاكله الذئب- وما انت بمؤمن لنا ولن كنا صدقين وجاؤوا على قميصه بدم كذب-

অর্থ: তারা কাঁদতে কাঁদতে রাতে তাদের পিতার নিটক এসে বললো: ‘‘হে আমাদের পিতা আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম আর ইউসুফকে আমাদের মালামালের নিকট রেখে গিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করেন না। যদিও আমরা সত্যবাদী। তারা তাঁর জামায় কৃত্রিম রক্ত মেখে নিলো।

পুত্রদের এমন সাজানো নাটকের বিষয়ে ইয়াকুব (আ:) নবীসূলভ মন্তব্য করে বলেন-এটা তোমাদের মনগড়া এক কাহিনী-

---

[৯] আল-কুর’আন, ১২ : ১১-১৩

[১০] আল-কুর’আন, ১২ : ১৪

[১১] মুফতী মো:শাফী তাফসীরে gvAv‡idj KiÖAvb, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনুদিত (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৭৯) খ-৫ পৃষ্ঠা-২২, ২৩, mxivZ wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, খ-২, পৃষ্ঠা-৩৪

قل بل سولت لكم انفسكم

অর্থ: তিনি বলেন : (বাস্তবতা এমন নয়) বরং এমন নাটক তোমাদের মন তোমাদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছে।[১২] এটি যে সাজানো নাটক ইয়াকুব (আ:) তা বুঝেছেন ইউসুফের কাটা-ছেড়া বিহীন অক্ষত জামা দেখে।[১৩]

2.3 : AÜ Kc n‡Z ivR cwievi‡i Ges BDmd (Av:) †K cÁv c‘vb :

ঘটনার চিত্রপট পরিবর্তিত হতে থাকে। ষড়যন্ত্রকারীরা ইউসুফকে (আ:) অন্ধকার কূপে ফেলে দিয়ে ভেবেছিলো তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। কিন্তু তারা টেরই পায়নি যে তারা ইউসুফকে (আ:) অন্ধকার কূপে ফেলেনি বরং মিসরের রাজদরবারে পৌঁছার সিড়িতে উঠিয়ে দিয়েছে।

ইতোমধ্যে ঐ অন্ধকার কূপের পাশ দিয়ে ব্যবসায়ী কাফেলা অতিক্রম করা কালে পানি সংগ্রহের জন্য কূপে বালতি ফেললে ইউসুফ (আ:) উঠে আসেন এবং কাফেলা প্রিয়দর্শন বালককে দেখে উৎফুলণ্ঢ হয়। কোরআনের ভাষায়-

وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قل يبشرى هذا غلام ولسروه بضاعة و لله عليم بما يعملون-

অর্থ: ‘‘এবং একটি কাফেলা এলো। তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে পাঠালো। সে বালতি কূপে ফেলতেই ইউসুফ উঠে আসলো। কাফেলার লোকটি বললো: কি আনন্দ, এতো প্রিয়দর্শণ কিশোর। তারা তাঁকে পণ্য সামগ্রী ভেবে গোপন করে রাখলো। আলণ্ঢাহ তায়া’লা তাদের যাবতীয় কর্মকান্ডের বিষয়ে অবগত আছেন।’’

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত কাফেলা বালকটি যেহেতু কিনে আনেনি সেহেতু স্বল্পমূল্য নির্দিষ্ট কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে মিসরে বিক্রি করে দেয়। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ۔

অর্থ: তারা তাঁকে স্বল্পমূল্যে কয়েকটি দিরহামে বিক্রি করে দেয়। তারা তার বিষয়ে নিরাসক্ত ছিলো।

ইউসুফের মনিব তার স্ত্রীকে বললো, যেন উত্তমভাবে লালন পালন করা হয়, যেন তাকে দিয়ে উপকৃত হওয়া যায় বা প্রয়োজনে নিজেদের সন্ড়ান হিসেবে গণ্য করা যায়। আর এভাবেই ইউসুফকে আলণ্ঢাহ তায়া'লা মিসরে প্রতিষ্ঠিত করেন। কুরআনের ভাষায়-

وقال الذى اشتراه من مصر لامراته اكرمى مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا- وكذالك مكنا ليوسف فى الارض-

অর্থ: মিসরের যে ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করলো সে তার স্ত্রীকে বললো : ''একে সম্মানে রাখ। হয়তো সে আমাদের কাজে লাগবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেবো।'' এমনি ভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম।[১৪]

---

১২. আল-কুর'আন, ১২ : ১৬-১৮

১৩. সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী, iûj gvAvbx, প্রাগুক্ত, খ-১২, পৃষ্ঠা-২০১

১৪. আল-কুর'আন, ১২ : ১৯- ২১

মুজাহিদ, সুদ্দী বলেন : আয়াতে وشروه بضاعة দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বালতি ফেলেছে সে এবং তার নিকটতম সঙ্গীরা কাফেলার অন্য লোকদের নিকট ইউসুফকে (আ:) পাওয়ার বিষয়টি গোপন রেখেছে যেনো তাকে বিক্রিত অর্থে অংশীদার বেড়ে না যায়। ইবনে আব্বাসের মতে, ইউসুফের ভাইরা কাফেলার নিকট ইউসুফ (আ:) তাদের ভাই হওয়ার বিষয়টি গোপন করেছে।[১৫] ইউসুফকে (আ:) বিক্রির মুদ্রার পরিমাণ প্রসংগে ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস কাতাদাহ বলেন : তা ছিলো বিশ দিরহাম, মুজাহিদের মতে ২২ দিরহাম, কারো মতো ৪০ দিনার ও দুই প্রস্থ চাদরের বিনিময়ে বিক্রি হয়। তবে মিসরের আযীয তাকে তার ওজনের সমান স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কিনেন।[১৬]

আলণ্ঢাহ তায়া'লা ইউসুফ (আ:) কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশেণ্ঢষণ করার পদ্ধতি শিক্ষা দান করার সিদ্ধান্ড় নিলেন এবং এই শিক্ষার সূত্র ধরে মিসরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

ولنعلمه من تأويل الاحاديث و الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون-

অর্থ: এবং তাঁকে আমি (স্বপ্ন দেখা) বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। আলণ্ঢাহ নিজ পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে প্রবল (ক্ষমতাধর)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

উক্ত পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে ইউসুফকে যোগ্য করে তোলার জন্য যৌবনের সাথে সাথে আলণ্ঢাহ তায়া'লা তাঁকে নেতৃত্ব প্রদান, রাষ্ট্র পরিচালনা ও নানা বিষয় সম্পর্কিত প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেন। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

ولما بلغ أشده اتينه حكما وعلما وكذالك نجزى المحسنين-

অর্থ: অত:পর যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। এমনিভাবেই আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই।[১৭] আয়াতে মজবুত বয়স বলতে ইবনে আব্বাসের মতে ২০ বছর, মুজাহিদের মতে ৩৩ বছর।[১৮]

2.4 : PwiwÎK AwM cix¶vq DËxY :

Dhaka University Institutional Repository

জাতিকে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য নিঃস্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হতে হয়। সেজন্য আলণ্ঢাহ তায়া'লা ইউসুফ (আ:) কে চারিত্রিক অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে মিসরের ক্ষমতার জন্য উপযুক্ত নেতা হিসেবে গড়ে তুলেন। উক্ত পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে আলণ্ঢাহ তায়া'লা ইউসুফের (আ:) মনিবের স্ত্রীকেই [১৯] ব্যবহার করলেন।

---

[১৫] আবু বকর আহমদ বিন আলী, AvnKvgj KiAvb (বৈরুত : লেবানন : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ ২০০৩) খ-৩, পৃষ্ঠা-২১৮

[১৬] প্রাগুক্ত : খ-৩, পৃষ্ঠা-২২০, মুফতী মুহাম্মদ শাফী, gvqv‡idj †KviÕAvb : প্রাগুক্ত, খ-৫, পৃষ্ঠা- ৩১

[১৭] আল-কুর'আন, ১২ : ২১- ২২

[১৮] আবু বকর আহমদ বিন আলী, AvnKvgj KiÕAvb, প্রাগুক্ত : খ-৩, পৃষ্ঠা-২২০

[১৯] আযীযের স্ত্রীর প্রকৃত নাম রাইল বিনতে রায়াবিন মতান্ড়রে ফাকসা বিনতে ইয়ানুস। জুলায়খা বা জুলেখা তার প্রচলিত নাম। তৎকালীন সম্রাট রাইয়ান ইবনে ওয়ালীদের ভাগ্নী বা ভাতিজী ছিলেন। হাফিজ ইসমাইল বিন কাসির, Avj we'vqv Iqvb wbnvqvn : খ-১, পৃষ্ঠা-২০০, ২০৬

কোরআনের ভাষায়-

وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك-

অর্থ: ইউসুফ যেই মহিলার গৃহে বড় হয়েছেন সেই মহিলাই ইউসুফকে তার নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইলো এবং সে ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে তাঁকে বলল আমি তোমাকে ডাকছি। ইউসুফ বললেন, আমি আলণ্ঢাহর কাছে এই হারাম কর্ম করা থেকে পানাহ চাচ্ছি।

কোরআনের ভাষায় -

قل معاذ لله انه ربى احسن مثواى انه لايفلح الظالمون-

অর্থ: তিনি বলেন : আমি এই কুকর্ম হতে আলণ্ঢাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমার মালিক (আপনার স্বামী) আমার সম্মানজনক বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই অবিচারকারীরা সফল হয়না।

এমতাবস্থায় সেই নারী ইউসুফের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলো, আর ইউসুফও তার প্রতি আকৃষ্ট হতো যদি তিনি তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শন অবলোকন না করতেন। এভাবেই আলণ্ঢাহ তাঁকে গর্হিত ও অশালীন কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্যে তার চেতনার জগতে দৃঢ়তা দান করে তাঁকে চারিত্রিকভাবে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

কুরআনের ভাষায় -

ولقد همت به وهم بها لو لا ان را برهان ربه كذالك لنصرف عنه للسوء والفحشاء - انه من عبادنا المخلصين-

অর্থ: মহিলা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো। সেও মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হতো যদি সে তার রবের মহিমা অবলোকন না করত। এমনিভাবে হয়েছে, যাতে আমি তাঁর কাছ থেকে মন্দ ও অশণ্টীল বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত।

ইউসুফ (আ:) যথারীতি আত্মরক্ষার জন্যে এবং সে নারী তাঁকে ধরার জন্য উভয়েই দৌঁড়ে দরজার দিকে গেলো। সে নারী পেছন দিক থেকে ইউসুফের জামা টেনে ধরে তা ছিঁড়ে ফেললো। এ অবস্থায় ইউসুফ দরজা খুলতেই সে নারীর স্বামীকে দরজার সম্মুখেই দন্ডায়মান দেখতে পেলো। আল কুরআনের ভাষায়-

واستبقا الباب وقدت قميصه من دبروالفيا سيدها لدا الباب-

অর্থ: তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেলো এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললো। এবং উভয়েই মহিলার স্বামীকে দরজার সামনে পেলো। [২০]

Dhaka University Institutional Repository

কুরতুবী বলেন দরজা সংখ্যা ছিলো সাতটি। সব দরজা বন্ধ করে মহিলা বললো দ্রুত বিছানায় এসো এখানে ভয়ের কিছুই নেই।[২১] মহান আলণ্ঢাহ যদি তাকে ঐ মহিলার ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা না করতেন তাহলে অবশ্যই তিনি ধ্বংস হয়ে যেতেন।[২২] তারা উভয়ে প্রাসাদের মূল দরজার দিকে দৌড়ালো এবং আযীযে মিসরকে পেয়ে গেলো। ঐ সময় তিনি সাধারণত সেখানে আসেননা।[২৩]

---

[২০]. আল-কুর'আন, ১২ : ২৩- ২৫
[২১]. মুহাম্মদ আলী সাবুনী, mvdIqvZZ ZvdmxI, (কায়রো : দারুস সাবূনী ৯ম সংস্করণ) খ-২, পৃষ্ঠা-৪৬
[২২]. প্রাগুক্ত, খ-২, পৃষ্ঠা-৪৭
[২৩]. প্রাগুক্ত, খ-২, পৃষ্ঠা-৪৮

মুহূর্তেই দৃশ্যপটের পরিবর্তন, ছলনাময়ী নারী চতুরতার সাথে স্বামীর নিকট উষ্মা প্রকাশ করে বললো, যে লোক তোমার স্ত্রীকে ধর্ষণের মত কাজ করতে চায় তাকে এ ছাড়া আর কি শাস্ড়ি দেয়া যেতে পারে যে, তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হবে অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্ড়ি?

আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

قالت ما جزاء من اراد باهلكسوء الا ان يسجن او عذاب اليم ۔

অর্থ: মহিলা বললো: যে তোমার স্ত্রীর সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে কারাগারে পাঠানো বা অন্য কোন যন্ত্রনাদায়ক শাস্ড়ি ছাড়া আর কি হতে পারে?

তখন ইউসুফ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, সেই আমাকে অসৎ কর্মের প্রতি আহবান জানিয়েছিলো। আল কোরআনের ভাষায়-

قل هى راودتنى عن نفسى ۔

অর্থ: ইউসুফ বললেন : বরং সেই আমাকে ফুসলিয়েছে।

এমতাবস্থায় সাক্ষ্য প্রমাণে ইউসুফ (আ:) এর চারিত্রিক পবিত্রতা প্রমাণিত হলো এবং ঐ নারী অপরাধী সাব্যস্ড় হলো- আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين- وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ۔فلما را قميصه قد من دبر قال انه من كيد كن ۔ان كيد كن عظيم ۔يوسف اعرض عن هذا واستغفرى لذنبك انك كنت من الخطئين ۔

অর্থ: মহিলার পরিবারের জনৈক সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো যে, যদি তাঁর জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী আর সে মিথ্যাবাদী। আর জামা যদি পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদী আর সে সত্যবাদী। অত:পর গৃহস্বামী যখন দেখলো যে জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক। ইউসুফ এ প্রসঙ্গ ছাড়। আর হে নারী এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নি:সন্দেহে তুমি-ই পাপাচারিণী।[২৪]

আয়াতে সাক্ষীর বিষয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়। প্রথমত : সে ছিলো মহিলার চাচাতো ভাই, সে ছিল খুব বিজ্ঞ ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত: সে ছিলো ছোট শিশু যাকে আলণ্ঢাহ দোলনায় কথা বলিয়েছেন। তৃতীয়ত: তাঁর জামাই ছিলো

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষী।[২৫] সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে যখন স্পষ্ট হলো যে, মহিলাই অপরাধী এবং ইউসুফ নির্দোষ, তখন আযীযে মিসর লজ্জিত হয়ে চুপ হয়ে গেলেন।[২৬]

---

২৪. আল-কুর'আন, ১২ : ২৫- ২৯

২৫. ইমাম মুহাম্মদ রাযী ফখরুদ্দিন, Zvdmxij dLwii ivhx (বৈরুত : লেবানন : দারুল ফিকরি, ৩য় সংস্করণ- ১৯৮৫) খ-১৮, পৃষ্ঠা-১২৬

২৬. প্রাগুপ্ত ; খ-১৮, পৃষ্ঠা : ১২৬

এমনকি পরবর্তীতে ইউসুফ (আ:) জেলখানা হতে মুক্ত হওয়ার পূর্বে বাদশাহ কর্তৃক অভিজাত পরিবারের নারীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে ইউসুফ (আ:) নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং আযীযের স্ত্রী ও অন্য নারীরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেয়।

قال ماخطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرات العزيز الئن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين-

অর্থ: বাদশাহ মহিলাদেরকে বললেন: তোমাদের মন্ড়ব্য কি, যখন তোমরা ইউসুফকে (আ:) আত্মসংবরণ থেকে ফুসলিয়েছিলে? তারা বললো: আলণ্ঢাহ মহান, আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানিনা। আযিয-পত্নি বললো: এখন সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম এবং সে সত্যবাদী।[২৭]

উক্ত জিজ্ঞাসাবাদের কারণ হল বাদশাহ যখন ইউসুফকে জেলখানা থেকে মুক্ত করতে নির্দেশ দিলেন তখন ইউসুফ (আ:) শর্তারোপ করলেন যে, যেই কলঙ্ক আমার প্রতি আরোপ করার চেষ্টা করা হয়েছিল উক্ত বিষয়ে তদন্ড়পূর্বক প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে হবে। কারণ নেতার চারিত্রিক বিষয়টি জনগণের নিকট স্বচ্ছ থাকার গুর"ত্ব আছে। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

وقال الملك ائتونى به فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فسئله ما بال النسوة التى قطعن ايديهن-
ان ربى بكيدهن عليم -
ذالك ليعلم انى لم اخنه بالغيب وان الله لايهدى كيد الخائنين-

১. অর্থ: বাদশাহ বললো : ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে এসো। অত:পর দূত যখন কারাগারে ইউসুফের নিকট পৌঁছল। ইউসুফ বললেন : হে দূত: তুমি তোমার মনিবের নিকট ফিরে যাও এবং তাঁকে ঐ নারীদের মনোভাব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো যারা তাদের আঙ্গুল কর্তন করেছিলো। নিশ্চয়ই আমার রব তাদের ষড়যন্ত্র বিষয়ে সম্যক অবহিত।[২৮]

২. ইউসুফ বলেন : এই তদন্ড় এ জন্য যাতে আযীয জেনে নেয় যে, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর আলণ্ঢাহ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে সফলতার পথ দেখাননা।

তবে ইউসুফ (আ:) নিজের চারিত্রিক পবিত্রতার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরহংকারী ছিলেন- কুরআনের ভাষায়

وما ابرئ نفسى ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربى إن ربى غفور رحيم ۔

অর্থ: আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ। কিন্তু সে নয়, আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল দয়ালু।[২৯]

ইউসুফ (আ:) যখন বললেন : আমি গোপনে খেয়ানত করিনা, তিনি উপলব্ধি করলেন যে এটি অত্মপ্রশংসা যা নিন্দনীয় তখন সাথে সাথে বললেন যে, আমি নিজকে পরিচ্ছন্ন মনে করিনা।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

[২৭.] আল-কুর'আন, ১২ : ৫১

[২৮.] আল-কুর'আন, ১২ : ৫০

[২৯.] আল-কুর'আন, ১২ : ৫২- ৫৩

[৩০.] ইমাম মুহাম্মদ রাযী ফখরুদ্দিন, Zvdmxij dLwii ivhx, প্রাগুক্ত : খ-১৮, পৃষ্ঠা-১৬০

2.5: ¶gZvq c‘vc‡Yi me‡kl cwµqv †RjLvbvq MgY:

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইসলামী নেতৃর্ত্বকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জেলখানার বন্দী জীবনকে সাদরে বরণ করে নিতে হয়েছে।

এবার আলণ্ঢাহ তায়া'লা ইউসুফ (আ:) এর দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা প্রকাশ করার জন্য এবং এর মাধ্যমে মিসরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার রোডম্যাপের সর্বশেষ কর্মসূচী বাস্ড়বায়নের জন্য ইউসুফকে জেলখানায় বন্দী করার ব্যবস্থা করলেন। আর জেলখানায় আটক করার জন্য মিসরের অভিজাত পরিবারের নারীরা ও আযীযের স্ত্রীর মধ্যকার এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে গেলো। ইউসুফের প্রতি আযীযের স্ত্রীর প্রেম উন্মাদনার বিষয়টি শহরের অভিজাত নারী অঙ্গনে রীতিমত শোরগোল ফেলে দেয়। এক্ষেত্রে অভিজাত নারীরা আযিযের স্ত্রীর নীচু মানসিকতার কুৎসা ও সমালোচনা করতে থাকে।

আল কোরআনের ভাষায়-

وقال نسوة فى المدينة امرات العزيز تراود فتها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فى ضلال مبين-

অর্থ: নগরের মহিলারা বলাবলি করতে থাকে যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়, সে তাঁর প্রেমে উম্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্ড়িতে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি।[৩১]

অভিজাত নারীদের এই সমালোচনা আযীযের স্ত্রীকে ক্ষুব্ধ করে তুললো এবং ইউসুফের প্রতি তার প্রেম যে যৌক্তিক তা প্রমাণ করার জন্য অভিজাত নারীদেরকে নিজ বাসভবনে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ জানালো। আর সেই ভোজসভায় ইউসুফকে খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব দিয়ে অভিজাত নারীদের কুৎসার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে দিলো।

আল কোরআনের ভাষায়-

فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكأ واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا- ان هذا الا ملك كريم-

অর্থ: যখন সে (আযীযের স্ত্রী) তাদের (নারীদের) চক্রান্ড়ের বিষয় শুনলো, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্য এক ভোজ সভার আয়োজন করলো। সে তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিয়ে বললো: ইউসুফ এদের সামনে চলে এসো। যখন তারা তাকে দেখল: হতভম্ব হয়ে গেলো এবং আপন হাত কেটে ফেললো। তারা বললো: কখনো নয় এ ব্যক্তি মানব নয়। এতো কোন মহান ফেরেশতা।

ইউসুফের অপর"প মোহনীয় সৌন্দর্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর আযীযের স্ত্রী ইউসুফের সাথে তার মনোবাসনা পূরণ করার পূন: আবেদন ব্যক্ত করল, অন্যথায় ইউসুফকে জেলাখানায় নিক্ষেপ করার হুমকি দিলো।

[৩১.] আল-কুর'আন, ১২ : ৩০

ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ۔

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: আযীযের স্ত্রী বললো : আর আমি তাকে যা আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং লাঞ্চিত হবে।

ইউসুফ (আ:) ঐ সকল নারীদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য জেলখানাকে অধিক নিরাপদ ও উত্তম স্থান হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন। আর মিসরের আযীয ও নারী সমাজকে গর্হিত কাজ হতে দূরে রাখার জন্য ইউসুফকে (আ:) কিছুকাল কারারুদ্ধ করে রাখার সিদ্ধান্ড় নিলো।

আল-কুরআনের ভাষায়-

قل رب السجن احب الى مما يدعوننى اليه والا تصرف عنى كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين- فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم- ثم بدالهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين-

অর্থ: ইউসুফ বললেন : হে রব, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহবান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ড় আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবো এবং অজ্ঞদের অন্ড়র্ভূক্ত হয়ে যাবো। অত:পর তাঁর পালনকর্তা তাঁর দোয়া কবুল করে নিলেন। এবং তাদের চক্রান্ড় প্রতিহত করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। অত:পর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে কিছুদিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করলো।[৩২] জুলাইখা যখন নিজ কামনা পূরণের জন্য ইউসুফকে হুমকি দিলো এবং অন্য নারীরা ও ইউসুফকে জুলাইখার মনোবাসনা পূরণে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করলো, অন্যথায় তাকে জেলখানায় বন্দী হতে হবে বলে সতর্ক করলো তখন ইউসুফ চর্তুমুখী ষড়যন্ত্র অনুভব করলেন, এবং দুনিয়ায় কষ্টকর হলেও আখেরাতের শাস্ড়ি থেকে বাঁচার জন্য জেলখানার জীবনকে গ্রহণ করে নিলেন।[৩৩] আয়াতে জেলখানায় বন্দীর সময়টি অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। ইবনে আব্বাস বলেন : আযীযে মিসর حين শব্দ দ্বারা ঐ পরিমান সময় বুঝিয়েছেন যে সময়ের ব্যবধানে শহরে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বন্ধ হয়ে যাবে। কারো মতে পাঁচ বছর, কারো মতে সাত বছর।[৩৪]

2.6 : KvivMv‡i ‘vIqvZx KvR :

একজন মুসলিম বিশেষ করে আলণ্ডাহর মনোনীত বান্দা নবীগণ সার্বক্ষণিক মানুষকে তাওহীদের দিকে আহবানের কাজে মনোনিবেশ করেন। কোন প্রতিকূল পরিবেশই তাকে দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। এক্ষেত্রে বুদ্ধিমান দায়ীগণ বুদ্ধিমত্তার সাথে বিভিন্ন সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। ইউসুফ (আ:) তাঁর কারাজীবনের দুই সাথীকে যথাসময়ে দাওয়াত দিয়ে দাওয়াতী কাজের এক অনুপম নজির স্থাপন করলেন।

---

৩২. আল-কুর'আন, ১২ : ৩১-৩৫
৩৩. ইমাম মুহাম্মদ রাযী ফখরুদ্দীন, Zvdmxi j dLwii ivhx, প্রাগুক্ত : খ-১৮, পৃষ্ঠা-১৩৩
৩৪. প্রাগুক্ত : খ-১৮, পৃষ্ঠা- ১৩৬

আল-কোর'আনের ভাষায়-

انى تركت ملة قوم لا يومنون الله وهم بالاخرة هم كفرون- واتبعت ملة ابائ ابراهيم ولسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك الله من شيئ- ذالك من فضل لله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس

لايشكرون يا صاحبى السجن ءاربلب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباءكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذالك الدين القيم- ولكن اكثر الناس لا يعلمون-

অর্থ: আমি ঐ সব লোকের দল পরিত্যাগ করেছি যারা আলণ্ঢাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী। আমি আপন পিতৃপুর"ষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের দল অনুসরণ করছি। আমাদের জন্য শোভা পায়না যে, কোন বস্তুকে আলণ্ঢাহর অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য মানুষদের প্রতি আলণ্ঢাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভালো, না পরাক্রমশালী এক আলণ্ঢাহ? তোমরা আলণ্ঢাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত করো। সেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা সাব্যস্ড় করে নিয়েছো। আলণ্ঢাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আলণ্ঢাহ ছাড়া কারো বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করোনা। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা।[৩৫]

2.7 : ev‘kvni ¯c I BDmd (Av:) Gi ¶gZvq Av‡ivnb :

স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানে ইউসুফ (আ:) এর দক্ষতা ও দূরদর্শিতার বিষয়টি জেলখানায় ইউসুফের সাথীদ্বয়ের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান ও উহার বাস্ড়বায়নে ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে মিসরের বাদশাহ এক অদ্ভূদ স্বপ্ন দেখলেন যার ব্যাখ্যা করতে দেশের সকল তাবীলকারকরা ব্যর্থ হল। দীর্ঘ কাল পর জেল খানা হতে মুক্তি পাওয়ায় ইউসুফের এক জেল সংগী বলল, আমি ইউসুফের নিকট থেকে উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা জেনে এসে আপনাদের জানাতে পারবো। যথারীতি ইউসুফ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন। বাদশাহ খুশি হয়ে বললেন তাঁকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করব। আল কোরআনের ভাষায়-

وقل الملك ائتونى به استخلصه لنفسى فلما كلمه قل انك اليوم لدينا مكين امين-

অর্থ: বাদশাহ বললেন : তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাঁকে নিজের বিশ্বস্ড় সহচর করে রাখবো। অত:পর যখন বাদশাহ তাঁর সাথে মতবিনিময় করলো তখন সে বললো, নিশ্চয়ই আজ থেকে আপনি আমার কাছে বিশ্বস্ড় হিসেবে মর্যাদার স্থান লাভ করবেন।[৩৬]

---

৩৫. আল-কুর'আন, ১২ : ৩৭-৪০

৩৬. আল-কুর'আন, ১২ : ৫৪

এবার ইউসুফ (আ:) বাদশাহকে বললেন, যদি আপনি আমাকে সত্যিই বিশ্বস্ড় মনে করেন, তাহলে এ রাজ্যের ধনভান্ডার তথা রাজকীয় কর্তৃত্ব আমার প্রতি সোপর্দ কর"ণ। বাদশাহ রাজী হয়ে গেল এবং এভাবেই আলণ্ঢাহ তায়া'লা ইউসুফকে মিসরের শাসনদন্ডের সর্বময় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আল কোরআনের ভাষায়-

قل اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم وكذالك مكنا ليوسف فى الارض يتبوأ منها حيث يشاء- نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين-

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: ইউসুফ বললেন : আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত কর ণ। আমি বিশ্বস্ড় রক্ষক এবং অধিক জ্ঞানবান। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। অমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌঁছে দেই। এবং আমি পূণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।[৩৭]

আর ইউসুফ (আ:) এর এই ক্ষমতা লাভের মাধ্যমেই বণী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উত্থান শুর হয় এবং মিসরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

2.8: Ab¨ BmivCjx fvB‡'i‡K wgm‡ii ivR'iev‡i cÖwZôZ Kivi cÖµqv:

যেই ভাইয়েরা ইউসুফকে হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল সেই ভাইদেরকেই আবার সেই ইউসুফের মাধ্যমেই রাজদরবারে প্রতিষ্ঠিত করার এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়া শুর করলেন আলণ্ডাহ তায়া'লা। মিসরের দুর্ভিক্ষ ফিলিস্ড়িন পর্যন্ড় ছড়িয়ে পড়ায় খাদ্য শস্যের জন্য প্রথমত ইউসুফের ভাইয়েরা মিসরে ইউসুফের দরবারে গমণ করে। ইউসুফ ভাইদেরকে ঠিকই চিনে ফেলে। যদিও প্রায় দুই যুগ পূর্বে কূপে ফেলে দেয়া ভাই ইউসুফকে তারা চিনতে পারেনি।

وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون -

অর্থ: ইউসুফ এর ভাইয়েরা আসলো এবং তাঁর দরবারে প্রবেশ করলো। অত:পর তিনি তাদেরকে চিনে ফেলেন তবে, তারা তাঁকে চিনতে পারেনি।

যথারীতি ইউসুফ তাদেরকে খাদ্য শস্য বরাদ্দ দিয়ে নিজের সহোদর ভাইকে পরবর্তী সফরে নিয়ে আসার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করতে থাকেন।

ولما جهزهم بجهازهم قال ائتونى باخ لكم من ابيكم- الا ترون انى اوفى الكيل وانا خير المنزلين-

অর্থ: এবং যখন তিনি তাদেরকে প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য বরাদ্দ দিলেন তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের পিতার নিকট থেকে তোমাদের ভাইকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছোনা যে আমি পাত্র ভরে খাদ্য শস্য দান করি এবং আমি উত্তম সমাদরকারী।[৩৮]

আয়াতে উত্তম সমাদর বলতে দুটি অর্থ হতে পারে। এক : খাদ্য খাবারে উত্তম মেহমানদারী। যেহেতু ইউসুফ ভাইদেরকে উত্তম খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন। দুই : নিরাপদ আগমন ও প্রস্থান। দ্বিতীয়টির সম্ভাবনাই বেশী।
৩৯

---

৩৭. আল-কুর'আন, ১২ : ৫৫- ৫৬

৩৮. আল-কুর'আন, ১২ : ৫৮- ৫৯

৩৯. আবু আব্দিলণ্ডাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল আনসারী আল কুরতুবী, Avj Rv‡gq wj AvnKvwgj KziAvb, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী তাঃ বিঃ) খ-৯ , পৃষ্ঠা-২২২

দশ ইসরাঈলী ভাই কেনআনে ফিরে গিয়ে পিতা ইসরাঈলের নিকট ভাই বিন ইয়ামিনকে পরবর্তী সফরে সাথে নেয়ার কথা বলতেই পিতা প্রথম অস্বীকার করলেন তবে, পরবর্তীতে তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ পূর্বক তাদের সাথে দিতে সম্মত হলেন।

আল কুরআনের ভাষায়-

قل لن ارسله معكم حتى تؤتون مؤثقا من الله لتأتننى به الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل-

অর্থ: তিনি (ইয়াকুব) বললেন, আমি তাকে (বিন ইয়ামিন) কখনো তোমাদের সাথে প্রেরণ করবো না। তবে, তোমরা আলণ্ডাহর পক্ষ থেকে কৃত অঙ্গীকার যদি আমাকে দাও যে, তোমরা তাকে অবশ্যই আমার নিকট নিয়ে আসবে। তবে

Dhaka University Institutional Repository

এমন কোন বিপদ হলে ভিন্ন কথা যা তোমাদের সকলকে বেষ্টন করে ফেলবে। অতঃপর তারা যখন তাঁকে অঙ্গীকার প্রদান করলো তিনি বললেন: আমরা যা বলেছি সে ব্যপারে আলণ্ঢাহ তত্ত্বাবধায়ক।[৪০]

অত:পর ইউসুফের সাথে তাঁর সহোদর ভাই বিন ইয়ামিনের মধুর মিলন অনুষ্ঠিত হল। ইউসুফ ভাইকে একান্ড়ে ডেকে নিয়ে বৈমাত্রেয় ভাইদের নিষ্ঠুর আচরণের বিষয়ে স্বান্ড়না দিলেন এবং ভাইয়েরা খাদ্য শস্য নিয়ে মিসর থেকে বিদায়ের সময় ইউসুফ আলণ্ঢাহর শেখানো এক কৌশল অবলম্বন করলেন যেন ছোট সহোদর ভাইকে কাছে রেখে দেয়া যায়। তিনি রাজকীয় পান পাত্রটি বিন ইয়ামিনের মালপত্রের থলেতে ঢুকিয়ে দিলেন। রাজকীয় ঘোষক রাজকীয় পানপাত্র হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ঘোষণা দিল এবং যার নিকট উহা পাওয়া যাবে শাস্ড়িস্বরূপ সে বাদশাহার দাস হিসেবে গণ্য হবে। এমন রায় ঐ দশ ভাই দিয়ে দিলো।[৪১] কারণ ইয়াকুব (আ:) এর ধর্ম ও শরীয়ত মতে চোরের শাস্ড়ি এমনই ছিলো। আর তৎকালীন মিসরীয় বিধান ছিলো চুরিকৃত মালের দ্বিগুণ পরিশোধ করা।[৪২] অতঃপর তলণ্ঢাসী করে যখন বিন ইয়ামিনের থলের মধ্যেই পানপাত্রটি পাওয়া গেল তখন ইসরাঈলী ভাইরা পুনরায় তাদের হীন মানসিকতার পরিচয় দিয়ে বললো, সে যদি উহা চুরি করে থাকে তাহলে বিস্ময়ের কিছুই নেই কেননা ইতোপূর্বে তার ভাই ও চুরি করেছিল। তারা বিন ইয়ামিনকে বললো: তোমার মা 'রাহিল' দুই ডাকাত ভাইকে জন্ম দিয়েছে।[৪৩] এমন মিথ্যা অপবাদ শুনেও ইউসুফ প্রবল ধৈর্য্যের পরিচয় দিলেন। কুর'আনের ভাষায়-

قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم قل انتم شر مكانا و الله اعلم لما تصفون-

অর্থ: তারা (ইসরাঈল পুত্ররা) বললো : যদি সে (বিন ইয়ামিন) চুরি করে থাকে তাহলে তার ভাই ও ইতিপূর্বে চুরি করেছিলো। ইউসুফ বিষয়টি মনের ভিতর গোপন রাখলেন তাদের নিকট প্রকাশ করলেন না। তিনি (মনে মনে) বললেন : তোমরা নিকৃষ্ট মানসিকতা পোষণ করছো। আলণ্ঢাহ (আমাদের ব্যপারে) যেই বর্ণনা তোমরা দিয়েছো সে সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।[৪৪]

---

৪০. আল-কুর'আন, ১২ : ৬৬
৪১. আল-কুর'আন, ১২ : ৬৯ -৭৬
৪২. আবু আব্দিলণ্ঢাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল আনসারী আল কুরতুবী, Avj Rv‡gqvwj AvnKwgj KiAvb, প্রাগুক্ত : খ-৯, পৃষ্ঠা- ২৩৪, ২৩৫
৪৩. প্রাগুক্ত : খ-৯, পৃষ্ঠা- ২৩৫
৪৪. আল- কুর'আন, ১২ : ৭৭

রায় মোতাবেক বিন ইয়ামিনকে রাজদরবারে রেখে দেয়া হলো। অন্য ভাইরা পিতার নিকট জবাবদিহীতার ভয়ে বহু কাকুতি-মিনতি করল বিন ইয়ামিনকে ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তাদের মধ্যে বড় জন পূর্ব সংগঠিত অপরাধবোধ ও পিতার নিকট লজ্জাবোধের কারনে কেনআনে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে অন্য ভাইদেরকে পিতার নিকট গিয়ে সংগঠিত ঘঠনা অবহিত করতে বললো।[৪৫] যেই ভাইটি অনুতপ্ত হওয়ায় নিজ দেশে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালো তার পরিচয় প্রসংগে কালবী বলেন : সে (ربيل) রুবেল। সে ছিলো বয়সে সবার বড়। মুজাহিদ বলেন, তার নাম শামউন সে ছিলো ভালো চিন্ড়াশীল, কালবী বলেন, ইয়াহুযা সে তাদের মধ্যে বেশী জ্ঞানী।[৪৬] সে সিদ্ধান্ড় নিলো মিসরের ভাইয়ের নিকট থেকে যাবে, এবং ভাইকে নিয়ে পিতার নিকট যাবে প্রয়োজনে তরবারী ধরবে।[৪৭] যখন অন্য ভাইয়েরা দেশে গিয়ে বিষয়টি পিতাকে অবহিত করল, তখন পিতা আফসোস ও শোক প্রকাশ করলেন। তবে পরিপূর্ণ মাত্রায় ধৈর্য্যও অবলম্বন করলেন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব সে নিজে বা তার সন্ড়ান বা তার

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদের উপর এমন মুসিবত আসলে সন্তুষ্টচিত্তে صبر جميل বলা।[৪৮] অবশেষে তিনি পুত্রগণকে পূণরায় মিসরে গিয়ে ইউসুফ (আ:) ও তাঁর ভাইয়ের খোঁজ নিতে বললেন। এদিকে ইউসুফের (আ:) শোকে ইয়াকুব (আ:) এর অতিমাত্রায় অশ্রুপাত হওয়ায় তাঁর চোখ দুটি সাদা হয়ে গিয়েছিলো।[৪৯] মুকাতিল বলেন, তিনি ছয় বছর যাবত চোখে দেখননি। মতান্ড়রে তাঁর চোখ সাদা হয়েছিল কিন্তু কিছু দৃষ্টিশক্তি অবশিষ্ট ছিলো। তবে তার অবস্থার বিষয়ে আলণ্ঢাহই অধিক জ্ঞাত।[৫০]

পিতার নির্দেশ মোতাবেক পুত্রগণ যখন পুণরায় মিসরে ইউসুফের (আ:) রাজদরবারে গমণ করল এবং খাদ্য শস্যের আবদার করল, তখন ইউসুফ (আ:) তাঁর প্রতি ও ভাই বিন ইয়ামিনের প্রতি অন্য ভাইদের জঘন্য আচরণের কথা তুলে ধরলেন। তখনি অন্য ভাইয়েরা ইউসুফকে চিনতে পারলো এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলো। আর ইউসুফ (আ:) ও সাথে সাথে ক্ষমা ও উদারতার বিরল দৃষ্টান্ড় স্থাপন করে ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। ইউসুফ (আ:) ভাইদেরকে ক্ষমা করতে لا تثريب শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ কোনো দোষারোপ করা হবেনা, ধমক দেয়া হবেনা এমনকি নিন্দাও করা হবেনা। সুফিয়ান সাওরী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৫১]

---

৪৫. আল-কুর'আন, ১২ : ৭৮-৮৩

৪৬. মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-কুরতুবী, Avj Rv‡gq wj-AvnwgjKiAvb, প্রাগুক্ত : খ-৯, পৃষ্ঠা-২৪১

৪৭. প্রাগুক্ত : খ-৯, পৃষ্ঠা- ২৪২

৪৮. প্রাগুক্ত : খ-৯, পৃষ্ঠা- ২৪৭

৪৯. আল-কুর'আন, ১২ : ৮৪

৫০. মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-কুরতুবী, Avj Rv‡gq wj-AvnKwgj KiAvb, প্রাগুক্ত : খ-৯, পৃষ্ঠা-২৪৮

৫১. মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-কুরতুবী, Avj Rv‡gq wj-AvnKwgj KiAvb, প্রাগুক্ত : খ-৯, পৃষ্ঠা-২৫৭

ইউসুফ (আ:) নিজের একটি জামা দিয়ে বললেন পিতার চেহারায় রাখতে, এতে তিনি হারানো দৃষ্টি ফিরে পাবেন এবং কেনআনের বাসস্থান গুটিয়ে সকলে মিসরে স্থায়ীভাবে চলে আসতে বললেন।[৫২] জামা বহনকারী ছিলো ভাই শামউন, মতান্ড়রে ইয়াহুযা। সে বলেছিলো আমি পিতার নিকট খুশির জামা নিয়ে যাবো যেমনি রক্তমাখা জামা নিয়ে গিয়েছিলাম।[৫৩] মুজাহিদ থেকে বর্ণীত ইউসুফ কর্তৃক প্রেরিত জামাটি ছিলো ইব্রাহীম (আ:) এর যা আলণ্ঢাহ তাকে অগ্নিকুন্ডে পরিধান করিয়েছিলেন, তা ছিলো জান্নাতী রেশমের তৈরী। তিনি ইহা ইসহাককে দিয়েছেন, ইসহাক উহা পুত্র ইয়াকুবকে দিয়েছেন, আর ইয়াকুব উহা ইউসুফের গলায় বেঁধে দিয়েছিলেন যেনো পুত্র খারাপ দৃষ্টি থেকে নিরাপদ থাকে।[৫৪] ইয়াকুব (আ:) যখন ইউসুফের (আ:) ঘ্রাণ পাওয়ার কথা বললেন, তখন তার পুত্ররা পূণরায় হিংসুটে হয়ে উঠলো। এবং ইউসুফের (আ:) প্রতি পিতার আসক্তিকে ভ্রান্ড়ি বলে আখ্যায়িত করে। তবে মতান্ড়রে উক্ত উক্তিটি ইয়াকুবের অন্যান্য স্বজনরা করেছিলো বলে উলেণ্ঢখ আছে।[৫৫] ইউসুফ (আ:) এর পরিবারের সদস্য ছিলো ৭০ জন (ক্বালবী), মাসরুক বলেন : নারী পুরুষ মিলে ৯৩ জন মিসরে প্রবেশ করেছে।[৫৬] অতঃপর পিতা-মাতাসহ সকলে যখন মিসরে ইউসুফের (আ:) রাজদরবারে প্রবেশ করলেন, ইউসুফ (আ:) সকলকে অভিনন্দন জানালেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

ছোটকালে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা বাস্তবায়ন, মিসরের রাজদরবারে সকলকে প্রতিষ্ঠিত করণ ও ভাইদের সাথে দ্বন্দ্ব দূর করে দেওয়ার কাজটি যে আলণ্ঢাহ তায়া'লা অতি সুনিপূনভাবে সম্পন্ন করেছেন তা উলেণ্টখ করলেন। আল কোর'আনের ভাষায়-

فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ۔ ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تأويل رءياى من قبل قد جعلها ربى حقا ۔ وقد احسن بى اذ اخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بينى وبين اخوتى ان ربى لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ۔

অর্থ: অত:পর তারা যখন ইউসুফের (আ:) কাছে পৌঁছলো তখন সে নিজের পিতা-মাতাকে নিজের কাছে বসালো। (নিজের সমগ্র পরিবারকে) বললো, চলো মিসরে আলণ্ঢাহর ইচ্ছায় নিরাপদে প্রবেশ কর। (শহরে প্রবেশর পর) তিনি (ইউসুফ) নিজ পিতা-মাতাকে উঠিয়ে নিজের পাশে সিংহাসনে বসালেন এবং সবাই তাঁর সামনে সাজদায় ঝুকে পড়লো। তিনি বললেন, আব্বাজান আমি ইতিপূর্বে যে স্বপ্ন দেখেছি এটি হলো তার ব্যাখ্যা।

---

[৫২] আল-কুর'আন, ১২ : ৯৩
[৫৩] মুহাম্মদ বিন আহমদ আল কুরতুবী, Avj Rv‡gq wj-AvnKvgj KiAvb, প্রাগুক্ত : খ-৯, পৃষ্ঠা- ২৬১
[৫৪] প্রাগুক্ত : খ-৯, পৃষ্ঠা- ২৫৮
[৫৫] প্রাগুক্ত : খ-৯, পৃষ্ঠা- ২৬১
[৫৬] মুহাম্মদ রাজী ফখরুদ্দিন, Zvdmxi j dLwii ivhx, প্রাগুক্ত, খ-১৮, পৃষ্ঠা-২১১

আমার রব একে সত্যে পরিণত করেছেন। আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন। এবং আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছিলো। আসলে আমার রব অননূভুত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন। নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছু জানেন এবং সুগভীর প্রজ্ঞার অধিকারী।[৫৭]

আলণ্ঢামা যামাখশারী (র:) বলেন: সিজদাটি ছিলো তাদের নিকট সম্মান ও অভিনন্দনের পর্যায়ে। যেমন কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মুসাফাহা বা হাতে চুম্বন করা হয়। কারো মতে, তারা ইউসুফের কারনে কৃতজ্ঞতা বশত: আলণ্ঢাহকে সেজদা করেছে।[৫৮]

বর্ণীত আছে, ইয়াকুব (আ:) মিসরে পুত্র ইউসুফের সাথে ২৪ বছর অবস্থান করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার ওসিয়ত মোতাবেক তাকে সিরিয়ায় তাঁর পিতা ইসহাকের পাশে দাফন করে ইউসুফ মিসরে ফিরে আসেন। এর ২৩ বছর পর ইউসুফ মৃত্যুবরণ করলে মিসরবাসী তাঁকে নিজ মহলণ্ঢায় দাফন করতে বিরোধে লিপ্ত হয়, এমনকি যুদ্ধ করতে উৎসাহী হয়। এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা একটি মরমর পাথরের সিন্দুক তৈরি করে উহাতে তাঁকে রেখে নীল নদে দাফন করে।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

মহান আলণ্ঢাহর প্রিয় বান্দা ও নবীর বংশধর হয়েও সূচনালগ্ন থেকেই যে বণী ইসরাঈল তাদের কুকর্ম ও অপকর্মের ঘৃণ্য নজির স্থাপন করেছে, সূরা ইউসুফের মাধ্যমে আলণ্ঢাহ তায়ালা এর একটি অনবদ্য বিবরণ বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন। যেনো বিশ্বনবী এদের চক্রান্ড় থেকে কিয়ামত পর্যন্ড় সতর্ক থাকতে পারে।

---

৫৭. আল-কুর'আন, ১২ : ৯৯-১০০

৫৮. আবুল কাসেম যার ল্লণ্ঢাহ মাহমুদ বিন উমর আয-যামাখশারী, Avj-Kvkkvd Avb nvKvBwKZ Zvbhxj Iqv Dqwbj AvKwej wd dhwnZ Zwej (মাকাতাবাতু মিসর, তা. বি.) খ-২ : পৃষ্ঠা-৪৯৮

৫৯. প্রাগুক্ত, খ-২ পৃষ্ঠা- ৪৯৮-৪৯৯

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq Aa¨vqt

‘vm‡Zi k•Lj n‡Z g³ eYx BmivC‡ji cbt ivRZ jvf I bex gmv (Av:) Gi mv‡_ AvPiY:

যেই মিসরে আলণ্ঢাহ তায়া’লা ইসরাঈল পুত্র ইউসুফের (আ:) মাধ্যমে বণী ইসরাঈলকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলেন, সেই মিসরেই নিজেদের ভোগ বিলাস, অলসতা, অকর্মণ্যতার দায়ে বণী ইসরাঈল সম্প্রদায় পরবর্তী ক্ষমতাসীন কিবতী সম্প্রদায়ের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে যায়। ইউসুফ (আ:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বণী ইসরাঈল শত শত বৎসর অধিষ্ঠিত থাকার পরও একসময় এই জাতিটি জালিম সম্প্রদায় কিবতী গোত্রের ফিরাউন[১] নামধারী শাসক ২য় রামশীশ এর সময়ে সীমাহীন নির্যাতনের ফলে অস্তিত্ব সংকটের মুখে নিপতিত হয়। আলণ্ঢাহ তায়া’লা উক্ত সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাদেরই বংশের নবী মুসা (আ:) এর নেতৃত্বে তাদেরকে পূনরায় উক্ত মিসরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেন। রবের পক্ষ থেকে এই অপার অনুগ্রহ পাওয়ার পরও এই দুস্কর্মা জাতিটি তাদের নবীকে সীমাহীন যাতনা দিয়েছে, করেছে খোদায়ী বিধানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।

3.1 : ‘vm‡Zi k•L‡j wbhwZZ eYx BmivCj:

কালের পরিক্রমায় কিবতী সম্প্রদায় মিসরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।তৎকালীন সময়ে মিসরের বাদশাহ ফিরআউন উপাধি ধারণ করে বাদশাহী করত। বাদশাহ ২য় রামশীশ যে আল কোরআনে ফেরাউন নামে অভিহিত সে এক সময়ের মিসরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী বণী ইসরাঈলকে চরম ভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত করতে থাকে।

পৃথিবীতে স্বৈরাচারীরা অহঙ্কারীও হয়ে উঠে। ফেরআউন তার স্বৈরাচারী শাসনকে স্থায়ী করতে দেশের নাগরিকদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে, তাদের একটি দলের উপর দুর্বল দাসের মত নির্যাতন করতে থাকে। এবং এই দুর্বল শ্রেণিটি যেন কখনো মাথাচারা দিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতে থাকে আর কন্যা সন্তানদেরকে দাসী ও ভোগের উপকরণ হিসেবে জীবিত রাখে আলণ্ঢাহ তায়া’লা বলেন-

ان فرعون علا فى الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيى نساءهم انه كان من المفسدين

অর্থ: নিশ্চয়ই ফিরআউন পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হয়ে উঠে এবং এর অধিবাসীদের বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করতে থাকে। সে তাদের মধ্যকার একটি গোষ্ঠিকে দূর্বল করে রাখে। তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করে আর কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখে। নি:সন্দেহে সে ছিলো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভূক্ত।[২] এমনকি এক পর্যায়ে ফিরআউন বণী ইসরাঈলকে পৃথিবী থেকে নি:শ্চিহ্ন করে ফেলার পরিকল্পনা করে।[৩]

---

১. আহলে কিতাবদের মতে মুসা (আ:)এর জন্মের সময়কার ফেরাউন এর মূল নাম ‘কাবুস’ তার জন্ম আমালেকা গোত্রে। ইবনুল জাওযির মতে তার মূল নাম ওয়ালীদ ইবনু রাইয়ান। (ইবনুন জাওযী, আল- মুনতাজাম, খ-১, পৃষ্ঠা-৩৩২২) প্রত্নতাত্তিকদের মতে তার মূল নাম ‘মিনফাতাহ’।

২. আল-কুরআন, ২৮ : ৪

৩. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Avj we‘vqv Iqvb wbnvqv, প্রগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-২৩৮

আল কোর’আনের ভাষায়-

فارا د ان يستفزهم من الارض-

অর্থ: এরপর ফিরআউন মুসার সম্প্রদায় বণী ইসরাঈলকে দেশ থেকে নির্মূল করার কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংকল্প করলো।[৪]

3.2 : bex gmv (Av:) Gi AvMgY:

Dhaka University Institutional Repository

ফেরাউনী নিপিড়ণের চূড়ান্ড় পর্যায়ে বণী ইসরাঈলের ত্রাণকর্তাস্বরূপ আলণ্ঢাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে নবী মুসা (আ:) আগমণ করলেন। তিনি ইয়াকুব (আ:) এর বংশের নেক বান্দা ইমরান এর পুত্র। জন্মের পর কয়েক মাস মাতৃক্রোড়েই লালিত হন।[৫] কঠিন প্রতিকূল অবস্থায় শিশু মুসা বিস্ময়করভাবে ফেরাউনের গৃহে আবার নিজ মাতৃক্রোড়ে লালিত পালিত হলেন।[৬] এ ছিল মহান আলণ্ঢাহ তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে অসীম ক্ষমতা ও কৌশল প্রদর্শনের এক নিখুঁত মহড়া।

যথারীতি মুসা (আ:) ফেরাউনের গৃহেই প্রাপ্ত বয়স্ক হলেন এবং আলণ্ঢাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান প্রাপ্ত হলেন। একদা মুসা দেখলেন নগরীতে দু'টি লোক সংঘাতে লিপ্ত, এদের একজন বণী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের অন্যজন ফেরাউন সম্প্রদায়ের। মুসা নিজ সম্প্রদায়ের লোকটিকে সাহায্য করতে গিয়ে কিবতী লোকটিকে ঘুষি দিলে লোকটি নিহত হল। উক্ত হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ স্বরূপ মুসাকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার খবর মুসার নিকট আসলে তিনি ভীত শঙ্কিত অবস্থায় মিসর পরিত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী দেশ মাদইয়ানে চলে যান।[৭] কিবতীকে হত্যা করার বিষয়টি এক ইসরাঈলীর মুখে অন্য এক কিবতী শুনতে পায় এবং সে বিষয়টি নিহত ব্যক্তির পরিবারকে জানিয়ে দেয়। তখনি ফেরাউন মুসাকে হত্যার নির্দেশ দেয়।[৮] সেখানে কূপ থেকে দুই বোনকে পানি উঠিয়ে দিয়ে তাদের পিতার সাথে পরিচয় হয়। মেয়ে দুটি রাখালদের ভীড়ের কারণে নিজ পশুদের পানি খাওয়ানোর জন্যে কুপের নিকট যেতে পারছিলোনা। ফলে মুসা পানি এনে পশুদের পান করিয়ে পার্শ্বে একটি গাছের ছায়ায় বসে থাকে।[৯] পরবর্তীতে তাদের পিতা এই দুই মেয়ের একজনকে মুসার সাথে বিয়ে দেন। এক মেয়ের নাম ছিলো ছাফুরা, অন্যজন লাইয়্যা। মুসার স্ত্রীর নাম ছাফুরা, শশুর ইয়াসরুন।[১০] এবং শর্ত দেন যে, মুসা উক্ত শহরে কমপক্ষে ৮ বছর সর্বোচ্চ ১০ বছর অবস্থান করবে।[১১] মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়ার পর মুসা (আ:) নিজ পরিবার নিয়ে স্বদেশ মিসরের দিকে যাত্রা করলেন।

---

৪. আল-কুর'আন, ১৭ : ১০৩

৫. আফিফ আব্দুল ফাত্তাহ তিবারাহ, gvAvj Aw¤¦qv wdj KiAvbj Kvixg (বৈরুত : দারুল ইলমি লিল মালাইয়িন। তা, বি) পৃষ্ঠা-২১৯

৬. আল-কুর'আন, ২৮ : ৮- ৯

৭. আল-কুর'আন, ২৮ : ১৩-২১

৮. আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী, Rv‡gqj evqvb Avb Zvex‡j Awqj KiAvb (বৈরুত : দারুল ফিকরি, ১৯৯৯) খ-১৯, পৃষ্ঠা- ৬২

৯. প্রাগুক্ত : খ-১৯ পৃষ্ঠা-৭০, ৭২

১০. প্রাগুক্ত : খ-১৯ , পৃষ্ঠা-৭৬, ৭৭

১১. আল-কুর'আন, ২৮ : ২৫- ২৭

পথিমধ্যে তুর পর্বতের দিক থেকে অগ্নি প্রত্যক্ষ করলে মুসা সেখানে যান[১২] এবং উপত্যাকার ডান দিক থেকে আলণ্ঢাহর পবিত্র ডাক শুনতে পান।[১৩] এখান থেকেই তিনি নবুওয়্যাত ও মু'জিযা লাভ করেন।[১৪]

3.3 : †divD‡bi wbKU ‘vIqvZ †ck I eYx BmivCj‡K gw³ †‘qvi ‘vex:

মুসা (আ:) নবুওয়াত লাভের পর ভাই হারুনকে নিজের সহযোগী হিসেবে পাওয়ার জন্য আলণ্ঢাহ তায়া'লার নিকট আবদার করলে, আলণ্ঢাহ তায়া'লা হারুনকে নবুওয়াত দান করেন।[১৫] এবং আলণ্ঢাহ তায়া'লার নির্দেশে ফেরাউনের সম্মুখে তাওহীদের বিপণ্ঢবী দাওয়াত পেশ করেন। আল কোরআনের ভাষায়-

وقل موسى يفرعون **انى رسول من رب** العالمين- حقيق **على ان لا اقول على الله الا الحق- قد جئتكم** ببينة **من ربكم** ۔

অর্থ: মুসা (আ:) বললেন : হে ফিরআউন আমি বিশ্বজাহানের রবের নিকট থেকে প্রেরিত। আমার দায়িত্বই হচ্ছে, আমি আলণ্ঢাহর নামে সত্য ছাড়া আর কিছুই বলবো না। আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিযুক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছি।

একই সাথে মুসা (আ:) নিজ সম্প্রদায় বণী ইসরাঈলকে ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতা দেয়ার জন্য দাবী পেশ করেন।

আলণ্ঢাহ তায়া'লার ভাষায়-

فأرسل معى بنى اسرائيل ۔

অর্থ : কাজেই তুমি বণী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও।

فأتيه**فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بنى** اسرايئل **ولا** تعذبهم ۔

অর্থ : অত:পর তোমরা (দু'জন) তার (ফিরআউনের) নিকট যাও এবং বলো নিশ্চয়ই আমরা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত দু'জন দূত। অতএব বণী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও এবং তাদেরকে শাস্ড়ি দিওনা।[১৬] ফেরাউন তাদেরকে বিভিন্ন কষ্টসাধ্য কাজে কর্মচারী হিসেবে ব্যবহার করত। যেমন মাটি সরানো।[১৭] মুসা (আ:) ফেরাউনের নিকট দাবী জানালেন যেন সে বনী ইসরাঈলকে মুসার সাথে পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার রাস্তা উন্মুক্ত করে দেয়, যা তাদের বাপদাদার ভূমি।[১৮]

---

১২. আল-কুর'আন, ২৮ : ২৯

১৩. আল-কুর'আন, ২৮ : ৩০

১৪. আল-কুর'আন, ২৮ : ৩১- ৩২

১৫. আল-কুর'আন, ১৯ : ৫৩

১৬. আল-কুর'আন, ৭ : ১০৪-১০৫, ২০ : ৪৭

১৭. মুহাম্মদ রাযী ফখরুদ্দিন, Zvdmxij dLwii ivRx, প্রাগুক্ত : খ-১৪, পৃষ্ঠা- ২০০

১৮. মাহমুদ আলুসী, iûj gvAvbx, প্রাগুক্ত, খ-৯, পৃষ্ঠা-১৯

3.4: †diAvD‡bi ûgwK I ¯RwZi cwZ gmv (Av:) Gi bmxnZ :

মুসা (আ:) এর মুখে এমন বিপণ্ঢবী দাওয়াত শুনে ফিরআউন রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ফিরআউনের মন্ত্রীপরিষদ মুসা ও বণী ইসলাঈলের বির"দ্ধে ফিরআাউনকে উত্তেজিত করতে থাকে, এতে ফিরআউন বণী ইসরাঈলকে নির্মূলের ঘোষণা দেয়। আল কোরআনের ভাষায়-

وقل الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه **ليفسدوا فى الارض** ويذرك والهتك ۔

قل سنقتل ابناء هم ونستحى نساءهم **وانا** فوقهم قهرون -

অর্থ: ফিরআউনকে তার জাতির প্রধানরা বললো, আপনি কি মুসা ও তাঁর জাতিকে এমনিই ছেড়ে দেবেন যে, তারা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াক এবং আপনার ও আপনার মাবুদদের বন্দেগী পরিত্যাগ কর"ক? ফিরআউন জবাব দিলো: ''আমি তাদের পুত্রদের হত্যা করবো এবং তাদের কন্যাদের জীবিত রাখবো''। আমরা তাদের উপর

Dhaka University Institutional Repository

প্রবল কতৃত্বের অধিকারী। ফিরআউনের ধ্বংসাত্মক কর্মসূচীর বিষয়ে জানতে পেরে মুসা তার জাতি বণী ইসরাঈলকে নসীহত করে বললেন, ক্ষমতাসীন দলের নির্মূল করণ কর্মসূচী দেখে ভয় পেয়োনা বরং মহান আলণ্ঢাহ তায়া'লার নিকট সাহায্যের জন্য ধর্ণা দাও। এবং প্রবল ধৈর্য্য ধারণ করে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে থাক। যেনে রেখো এ যমীনের মালিক হচ্ছেন আলণ্ঢাহ তিনি যাকে খুশি এর শাসন ক্ষমতা দান করেন। আর চূড়ান্ড় সফলতা তো মুত্তাকীদের জন্য।

আল কোরআনের ভাষায়-

قل موسى لقومه استعينوا الله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ۔

অর্থ: মুসা তাঁর জাতিকে বললো, আলণ্ঢাহর কাছে সাহায্য চাও এবং সবর করো। এ পৃথিবী তো আলণ্ঢাহরই। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী করেন। আর যারা তাকে ভয় করে কাজ করে চূড়ান্ড় সফলতা তাদের জন্য নির্ধারিত।[১৯] মূল কথা হলো, মুসা বললেন হে জাতী! ফেরাউনের কথা ''নিশ্চয়ই আমরা তাদের উপর বিজয়ী'' সঠিক নয়। বরং বিজয় ও প্রতিপত্তি ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য যারা ধৈর্য্য ধরে এবং আলণ্ঢাহর সাহায্য কামনা করে।[২০]

আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন :

وقال موسى يقوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين ۔

অর্থ: মুসা (আ:) বলেন : হে আমার জাতি যদি তোমরা সত্যিই আলণ্ঢাহর প্রতি বিশ্বাসী হও তাহলে তাঁর উপর ভরসা করো, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও।[২১]

আলণ্ঢাহ তায়া'লা মুসা ও হারূণকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশনা দেন যেন তারা বণী ইসরাঈলের নামাজ আদায়ের জন্য মিসরে কিছু ঘর বানিয়ে নেন।

---

১৯. আল কুর'আন, ৭ : ১২৭-১২৮

২০. মাহমুদ আলুসী, iûj gvAvbx, প্রাগুক্ত, খ-৯, পৃষ্ঠা-৩০

২১. আল কুর'আন, ১০ : ৮৪

আল কুর'আনের ভাষায়-

واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلوة وبشر المؤمنين ۔

অর্থ: আর আমি মুসা ও তাঁর ভাইকে ইশারা করলাম, মিসরে নিজেদের কওমের জন্য কিছু ঘর ব্যবস্থা করো নিজেদের ঐ বাড়ী ঘরগুলোকে কিবলায় পরিণত করো এবং নামাজ কায়েম করো। আর ঈমানদারদেরকে সুখবর দাও।[২২]

মুসার উপদেশ শুনে তাঁর জাতি বণী ইসরাঈল বলল, আপনি আমাদের নিকট নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পূর্বেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এখন নবী হিসেবে আসার পরও কি নির্যাতিত হতে থাকবো? মুসা (আ:) তাদেরকে স্বান্ড় না দিলেন এবং জালিম শাসকের পতন ও বণী ইসরাঈলের ক্ষমতা লাভের ভবিষ্যৎবাণী করলেন। আল কুরআনের ভাষায় ۔

Dhaka University Institutional Repository

قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ماجئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الارض فينظر كيف تعملون-

অর্থ: তারা বললো : ''আমাদের নিকট তোমার আসার পূর্বেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং এখন তোমার আসার পরেও নির্যাতিত হচ্ছি'' জবাবে সে বললো: শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে খলীফা বানাবেন। তারপর তোমরা কেমন কাজ করো তা তিনি দেখবেন। আয়াতে পৃথিবী বলতে মিসর উদ্দেশ্য।[২৩]

3.5 : eYx BmivC‡ji gw³ I ivRZ jvf Ges †diAvD‡bi aŸsm :

বণী ইসরাঈলের উপর ফেরাউনের অকথ্য, অমানবিক নির্যাতন ও সত্যকে অস্বীকারের শাস্তি স্বরূপ ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর খোদায়ী গযব হিসেবে দূর্ভিক্ষ, ফসলহানি, পণ্ঢাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত নেমে আসল। আল কোরআনের ভাষায়-

(১) ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون-

(২) فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات ۔

অর্থ: (১) ফেরআউনের লোকদেরকে আমি কয়েক বছর যাবত দুর্ভিক্ষ ও ফসল হানিতে আক্রান্ত করেছি এ উদ্দেশ্যে যে হয়ত তাদের চেতনা ফিরে আসবে।

(২) অত:পর আমি তাদের উপর দূর্যোগ পাঠালাম, পঙ্গপাল ছেড়ে দিলাম, উকুন ছড়িয়ে দিলাম, ব্যাঙের উপদ্রব সৃষ্টি করলাম এবং রক্ত বর্ষণ করলাম। এসব নিদর্শন আলাদা আলাদা করে দেখালাম।[২৪] আয়াতে ال فرعون বলতে কিবতী বংশের ফেরাউনের অনুসারীদের উদ্দেশ্য। ال ব্যবহার করা হয়েছে দুনিয়ার বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেহেতু তারা সম্মানিত ও প্রভাবশালী ছিলো। জালিম ফেরাউনের ধ্বংস ও মুলৎপাটনের নিদর্শন শুরু হয়েছে উলেণ্ঢখিত গযবের মাধ্যমে।[২৫]

---

২২. আল কুর'আন, ১০ : ৮৭
২৩. মাহমুদ আলুসী, iûj gvAvbx, প্রাগুক্ত, খ-৯, পৃষ্ঠা-৩০
২৪. আল কুর'আন, ৭ : ১৩০, ১৩৩
২৫. মাহমুদ আলুসী, iûj gvAvbx, প্রাগুক্ত, খ-৯, পৃষ্ঠা-৩১

এসব নিদর্শন দেখেও তারা অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করতে থাকে। তবে তারা যখনই এইসব বিপর্যয়ে দিশেহারা হয়ে যেত তখন মুসার কাছে এসে বিপর্যয় দূরীভূত করতে আলণ্ঢাহর নিকট দোয়া করতে বলত। এবং দূর হলে ঈমান আনাও বণী ইসরাঈলকে মুসার সাথে বেড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়ার অঙ্গীকার করত। আল কোরআনের ভাষায়-

ولما وقع عليهم الرجز قالوا يموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ۔لئن كشفت عنا الرجز لنومنن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل-

অর্থ: যখনই তাদের উপর বিপদ আসতো তারা বলতো, ''হে মুসা! তোমার রবের কাছে তুমি যে মর্যাদার অধিকারী তার উসীলায় তুমি আমাদের জন্য দোয়া করো। যদি এবার তুমি আমাদের ওপর থেকে এ দূর্যোগ হটিয়ে দিতে পারো, তাহলে আমরা তোমার কথা মেনে নেবো এবং বণী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেবো।'' কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

মুসার দোয়ায় যখনই উক্ত বিপর্যয় কেটে যেতো তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে পূণরায় অহংকারী হয়ে উঠতো এবং নির্যাতন শুর‍ু করে দিতো।

فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بلغوه اذاهم ينكثون-

অর্থ: কিন্তু যখনই তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে নিতাম একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অমনি তারা সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো।[২৬] আয়াতদ্বয়ে رجز বলতে তাদের উপর পতিত বিভিন্ন ধর্মী আযাব বুঝানো হয়েছে। এটি হাসান, কাতাদাহ, মুজাহিদ এর অভিমত। আবু আব্দিলণ্ঢাহ (রা:) থেকে বর্নীত তাদের উপর লাল বরফ পড়ছিলো যা পূর্বে তারা কখনো দেখেনি। এতে তাদের অনেকে মৃত্যুবরণ করে। ইবনে যুবাইর এর মতে, উহা ছিলো পেণ্ঢগ।[২৭]

নির্যাতন নিপীড়নের চূড়ান্ড় পর্যায়ে আলণ্ঢাহ তায়া'লা মুসাকে নির্দেশ দিলেন যেন বণী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতে মিসর ছেড়ে চলে যায়। এক্ষেত্রে সমুদ্র অতিক্রম করার যাবতীয় কৌশলও আলণ্ঢাহ মুসাকে বাতলিয়ে দিলেন। এবং একই সাথে ফেরাউনকে সদলবলে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করার নিখুঁত পরিকল্পনাও আলণ্ঢাহ তায়া'লা বাস্ড়বায়ন করেন। আল কুরআনের ভাষায়-

ولقد أوحينا الى موسى ان اسر بعبادى فاضرب لهم طريقا فى البحر يبسا- فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم -

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি মুসার প্রতি এ ওহী প্রেরণ করেছিলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে তুমি মিসর থেকে রাতেই বেরিয়ে যাও। তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্ক রাস্ড়া তৈরী করে নাও। ইতোমধ্যে ফিরআউন তার বাহিনীসহ বণী ইসরাঈলের পিছনে ধাওয়া করলো। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ তাদেরকে ছেয়ে ফেললো। [২৮]

---

২৬. আল কুর'আন, ৭ : ১৩৪- ১৩৫

২৭. মাহমুদ আলুসী, iûj gvAvbx, প্রাগুক্ত, খ-৯, পৃষ্ঠা-৩৫

২৮. আল কুর'আন, ২০ : ৭৭-৭৮

আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন :

واوحينا الى موسى ان اسربعادى انكم متبعون ـ

অর্থ: আমি মুসার নিকট নির্দেশনা প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে বেরিয়ে পড়ো নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ধাওয়া করা হবে। (২৬ : ৫২) সেদিন মুসার অনুসী ছিলো প্রায় ছয় লক্ষ। [২৯]

এক বিস্ময়কর অলৌকিক পদ্ধতিতে আলণ্ঢাহ তায়া'লা বণী ইসরাঈলকে ফিরআউনী অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে দিলেন এবং অত্যাচারী ফেরাউনকে ও নি:শ্চিহ্ন করে দিলেন।

আল কোরআনের ভাষায়-

يبنى اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم ـ

অর্থ: হে বণী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রর‍ু নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে দিলাম।[৩০]

সমুদ্র অতিক্রমের পূর্বে ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে সূর্যোদয়কালে বণী ইসরাঈলকে গ্রেফতার করার জন্য ধাওয়া করেছিলো। এমনকি মুসা ও ফেরাউনের দল পরস্পরকে যখন দেখতে পাচ্ছিলো তখন বণী ইসরাঈলরা আতঙ্কিত হয়ে বললো আমরা তো ফেরআউনের হাতে গ্রেফতার হয়ে পড়লাম। আল কোরআনের ভাষায়-

Dhaka University Institutional Repository

فاتبعوهم مشرقين فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون-

অর্থ: ফেরআউন তার বাহিনীসহ সূর্যোদয়কালে বণী ইসরাঈলকে ধাওয়া করলো। এক পর্যায়ে মুসা ও ফিরআউনের দল পরস্পরকে যখন দেখতে পেলো, তখন মুসার সঙ্গীগণ বললো, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মুসা নির্ভীক চিত্তে দৃঢ়তার সাথে সঙ্গীদের আশ্বস্ড় করে বললেন কখনোই নয়, অবশ্যই আমার মহান রব আমার সাথেই আছেন, এখনি তিনি আমাকে ফেরাউনের কবল থেকে নিরাপদ থাকার কোনো পথ দেখিয়ে দিবেন। ঠিকই আলণ্ঢাহ তায়া'লা সমুদ্রে পথ তৈরীর দিক নির্দেশনা দিয়ে দিলেন। একই পথ বণী ইসরাঈলের জন্য হল মুক্তির পথ আর ফিরআউনের জন্য হল মৃত্যু কূপ। আল কোরআনের ভাষায়-

قال كلا إن معى ربى سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم - وازلفنا ثم الاخرين - وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين-

অর্থ: মুসা বললেন : কখনোই নয়, অবশ্যই আমার রব আমার সাথেই আছেন। তিনি অচিরেই আমাকে কোনো পথ দেখিয়ে দিবেন। অত:পর আমি মুসার নিকট ওহী পাঠালাম যে, তুমি তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো। সাথে সাথে সমুদ্র বিভক্ত হয়ে গেলো এবং প্রত্যেক ভাগই বিশাল পর্বতের ন্যায় হয়ে গেলো। অত:পর আমি সেখানে পৌঁছে দিলাম পেছন থেকে ধাবমান অপর দলটিও। এবার মুসা ও তাঁর সাথে আসা সকলকে আমি উদ্ধার করে নিলাম আর ধাবমান দলটিকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম।[৩১]

---

২৯. আবু জাফর তাবারী, ZwiLi imwj Iqvj gjK (বৈরুত : দারুল মাআরিফ-১৯৬৭) খ-১, পৃষ্ঠা-৪১৪

৩০. আল কুর'আন, ২০ : ৮০

৩১. আল কুর'আন, ২৬ : ৬০- ৬৩

কুরতুবী বলেন, যখন ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে মুসার বাহিনীর নিকটবর্তী হলো,আর বণী ইসরাঈল শক্তিশালী শত্রুপক্ষকে দেখতে পেলো অথচ তাদের সামনে সমুদ্র, তখন তাদের মনে বিভিন্ন খারাপ ধারণা তৈরী হতে থাকে। তারা মুসাকে ধমক ও কর্কষ ভাষায় বলে নিশ্চয়ই আমরা ধরা পড়ে গেলাম। তখন মুসাও তাদেরকে ধমক দেন এবং আলণ্ঢাহর অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেন।[৩২]

ফেরআউনী অত্যাচারে ধৈর্য্য ধারণ করার পুরস্কার স্বরূপ আলণ্ঢাহ তায়া'লা বণী ইসরাঈলকে রাজত্ব দান করেন এবং মিসরের রাজপ্রাসাদ ও শাসনের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। কেননা এই মিসর তাদেরই পূর্ব পুর"ষদের মালিকানায় ছিল। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

(১) واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشرق الارض ومغربها التى بركنا فيها وتمت كلمت ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا-

(২) ولقد بوأنا بنى اسرائيل مبوأ صدق ورزقنهم من الطيبات-

(৩) ونريد ان نمن على الذين لستضعفوا فى الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين

(৪) فاخرجنهم من جنت وعيون وكنوز ومقام كريم كذالك اورثنها بنى اسرائيل-

অর্থ: (১) আর তাদের জায়গায় আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম দূর্বল ও অধ:পতিত করে রাখা মানবগোষ্ঠিকে। অত:পর যে ভূখন্ডকে আমি প্রাচুর্যে ভরে দিয়েছিলাম তার পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে তাদের করতলগত করে দিয়েছিলাম এভাবে বণী ইসরাঈলের ব্যাপারে সবর করার কারণে তোমার রবের কল্যাণের প্রতিশ"তি পূরণ হয়েছে।[৩৩]

(২) বণী ইসরাঈলকে আমি খুব ভালো আবাসভূমি দিয়েছি এবং উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ তাদেরকে দান করেছি।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

(৩) সে দেশে যে শ্রেণিটিকে দূর্বল করে রাখা হয়েছিলো আমি ইচ্ছে করলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, তাদেরকে সে দেশের নেতা বানিয়ে দেই এবং রাষ্ট্রক্ষমতার উত্তরাধিকারী করি।[৩৫]

(৪) আমি তাদেরকে (ফেরআউন ও তার দলকে) তাদের উদ্যানরাজি, ঝর্ণাধারাসমূহ ধনভান্ডার ও সুরম্য অট্রালিকাসমূহ থেকে বের করে আনলাম, আর এসব কিছুর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম নির্যাতিত জাতি বণী ইসরাঈলকে। কুরতুবী বলেন :

يريد ان جميع ما ذكره الله تعالى من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم اورثه الله بنى اسرائيل- وقال الحسن وغيره رجع بنو اسرائيل الى مصر بعد هلاك فرعون وقومه-

অর্থ : আমি এসব কিছুর উত্তরাধিকার বণী ইসরাঈলকে করেছি দ্বারা অলণ্ঢাহর উদ্দেশ্য হলো যা আলণ্ঢাহ উলেণ্ঢখ করেছেন। যেমন বাগান, ঝর্ণা, গুপ্তধন, বাসস্থান এসব কিছুকে বণী ইসরাঈলের মালিকানাধীন করেছেন। হাসান ও অন্যরা বলেন : ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার পর বণী ইসরাঈলরা পুণরায় মিসরে ফিরে এসেছিলো।[৩৬]

---

৩২. মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী : Avj Rv‡gq wj AvnKvwgj KiAvb, প্রাগুক্ত : খ-১৩, পৃষ্ঠা-১০৬

৩৩. আল কুর'আন, ৭ : ১৩৭

৩৪. আল কুর'আন, ১০ : ৯৩

৩৫. আল কুর'আন, ২৮ : ৫

৩৬. মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী : Avj Rv‡gq wj AvnKvwgj KiAvb, প্রাগুক্ত : খ-১৩, পৃষ্ঠা-১০৫

3.6 : eYx BmivC‡j i gwZ Avmw³ :

অস্ড়িত্ব সংকট থেকে মুক্তি পেয়ে পূণরায় রাজ শক্তি লাভের পর মূর্তির প্রতি আসক্তি, মূর্তি তৈরী ও এর পূঁজা করা ছিল অকৃতজ্ঞ বণী ইসরাঈলের অবাধ্যতার চরম বহিঃপ্রকাশ। প্রথমেই আলণ্ঢাহ তায়া'লা জালিম ফেরাউনের কবল হতে মুক্তির বিষয়টি এক অফুরন্ড় নেয়ামত হিসেবে আখ্যায়িত করলেন-

واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ أنجكم من ال فرعون ۔

অর্থ: যখন মুসা তাঁর জাতিকে বললেন: তোমরা তোমাদের উপর অর্পিত আলণ্ঢাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যখন, তিনি তোমাদেরকে ফিরআউন সম্প্রদায়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

সাথে সাথে আলণ্ঢাহ ঘোষণা দিলেন, এমন বড় নেয়ামত পেয়েও যদি তোমরা ইসলামী জীবন বিধান মানার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করো তাহলে ভয়াবহ শাস্ড়ি অপেক্ষা করছে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد-

অর্থ: হে নবী ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর ণ যখন আপনার রব ঘোষণা করেন: যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও আমি তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেবো। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও যেনে রেখো নিশ্চয়ই আমার শাস্ড়ি খুবই কঠিন।[৩৭] কুরতুবী বলেন : যদি তোমরা আমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমি আমার অনুগ্রহ বৃদ্ধি করে দিবো। হাসান বলেন: আমার আনুগত্য করার শক্তি বৃদ্ধি করে দিবো।[৩৮]

মুসা (আ:) আরো সাবধান করে বলে দিলেন তোমরা এবং দুনিয়ার সকলে মিলে যদি আলণ্ঢাহর অবাধ্য হও এতে আলণ্ঢাহর লাভ-ক্ষতি কিছুই হবেনা-

وقال موسى ان تكفروا انتم ومن فى الارض جميعا فان الله لغنى حميد-

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: মুসা বললেন : যদি তোমরা এবং দুনিয়ার সকলে একসাথে অকৃতজ্ঞ হও তবে জেনে রেখো নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ অমুখাপেক্ষী স্বপ্রশংসিত।[৩৯]

কিন্তু এত সাবধান বাণীর পরও বণী ইসরাঈল সমুদ্র পাড় হওয়ার পর পরই পূজা করার জন্য মূর্তি বানানোর আবদার পেশ করে- আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

وجوزنا بنى اسرائيل **البحر فأتوا على قوم** يعكفون **على اصنام** لهم **قالوا** يموسى **اجعل لنا** الها **كما** لهم ءالهة-

অর্থ: এবং আমি বণী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম। অত:পর তারা এমন এক জাতির নিকট পৌঁছলো যারা তাদের মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে বসে থাকে। এবার তারা (বণী ইসরাঈল) বললো: '' হে মুসা! আমাদের জন্য এমন একটি দৃশ্যমান উপাস্য নির্ধারণ করে দাও যেমন তাদের আছে।''

[৩৭.] আল কুর'আন, ১৪ : ৬ -৭

[৩৮.] মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী : Avj Rv‡gq wj AvnKwgj KiAvb, প্রাগুক্ত : খ-৯, পৃষ্ঠা- ৩৪৩

[৩৯.] আল কুর'আন, ১৪ : ৮

এতে মুসা (আ:) ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, আবার দরদের সাথে মূর্তি পূজার অসাড়তার বিষয়টি তাদেরকে বুঝিয়ে বললেন। আল কুরআনের ভাষায়-

قال انكم قوم تجهلون **إن** هؤلاء **متبر** ماهم فيه **وبطل ما كانوا** يعملون- **قال** اغير **الله** ابغيكم الها وهو **فضلكم على** العالمين-

অর্থ: মুসা বললেন : ''তোমরা বড়োই অজ্ঞের মতো কথা বলছো।'' এরা যে পদ্ধতির অনুসরণ করছে তাতো ধ্বংস হবে এবং যে কাজ এরা করছে তা সম্পূর্ণ বাতিল। তিনি আরো বলেন: আমি কি তোমাদের জন্য আলণ্ঢাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ খোঁজবো? অথচ আলণ্ঢাহই সারা দুনিয়ায় সমস্ড় জাতিগোষ্ঠির উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[৪০] মূর্তির প্রতি তাদের এমন আসক্তির কারণ মূর্তিপূজক কিবতী সম্প্রদায়ের সাথে প্রায় সাড়ে চারশত বছর ধরে বসবাস। তাদের প্রভাব বণী ইসরাঈলের উপর পড়ে।[৪১]

অত:পর মুসা (আ:) আলণ্ঢাহর সাথে কথা বলতে ৪০ দিনের জন্য তুর পাহাড়ে গেলেন এবং এই সময়টুকুতে বণী ইসরাঈলের নেতৃত্ব ভাড় দিয়ে গেলেন তাই হার"ণ (আ:) এর উপর- আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

ووعدنا موسى ثلثين ليلة **واتممنا بعشر فتم** ميقات ربه اربعين ليلة- **وقال موسى** لاخيه هرون **اخلفنى فى قومى واصلح ولا تتبع** سبيل المفسدين ۔

অর্থ: আমি মুসাকে তিরিশ রাত-দিনের জন্য ডাকলাম এবং পরে আরো দশ দিন বাড়িয়ে দিলাম। এভাবে তার রবের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ চলিণ্ঢশ দিন হয়ে গেলো। (যাওয়ার সময়) মুসা তার ভাই হার"ণকে বলেন : আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সঠিক কাজ করতে থাকবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথে চলবেনা।[৪২]

কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এরই মধ্যে বণী ইসরাঈল গো বৎসের মূর্তি তৈরি করে পূজা শুর" করে দেয়। মহান আলণ্ঢাহ বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

واذ وعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون-

অর্থ: (হে বণী ইসরাঈল ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো) যখন আমি মুসার সাথে ৪০ রাতের অঙ্গীকার করেছিলাম অত:পর তোমরা অবিবেচকের ন্যায় গো-বৎসকে (উপাস্য হিসেবে) গ্রহণ করে নিয়েছো। মুসা (আ:) ৪০ দিন তূর পাহাড়ে অবস্থান করেন।[৪৩]

এক্ষেত্রে বণী ইসরাঈলের সবচেয়ে দূর্ভাগা ব্যক্তি সামেরী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সে নিজে উক্ত মূর্তি তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে এক বনানো গল্প বর্ণনা করে বললো-

---

৪০. আল কুর'আন, ৭ : ১৩৮-১৪০

৪১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও সংকলিত, mxivZ wek‡Kvl ; প্রাগুক্ত : খ-২, পৃষ্ঠা-৪৩৯

৪২. আল কুর'আন, ৭ : ১৪২

৪৩. মুহাম্মদ জামিল আহমদ, Awqv B KiAvb, (লাহোর : তা, বি.) খ-২, পৃষ্ঠা-২০১

قل بصرت بمالم يبصروا به فقبضت قبضة من اثرا الرسول فنبذتها وكذالك سولت لى نفسى

অর্থ: সে বললো: প্রকৃতপক্ষে আমি যা দেখেছিলাম তা এ জাতির লোকজন দেখার সুযোগ পায়নি। আমি আলণ্ঢাহর দূত জিবরাঈলের পদচিহ্ন থেকে এক মুষ্ঠি মাটি উঠিয়ে তা স্বর্ণনির্মিত গো শাবকের প্রতি নিক্ষেপ করেছি। আমার মন এমন করতেই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।[৪৪]

তবে বণী ইসরাঈল এ বিষয়ে অজুহাত হিসেবে অন্য ঘটনা বর্ণনা করে। আল কুরআনের ভাষায়-

(১) قالوا ما اخلفنا موعدك لملكنا ولكنا حملنا اوزارا من زنية القوم فقذفنها فكذالك القى السامرى

(২) فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسى-

অর্থ: (১) তারা বললো : আমরা স্বেচ্ছায় আপনার সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিনি, বরং আমাদের উপর জাতির অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। আমরা তা আগুনে ফেলে দেই, অনুরূপভাবে সামেরীউ ফেলে দেয়। ৪৫

(২) অত:পর সে তাদের জন্য গো-শাবকের দেহানুরূপ মূর্তি বের করে আনলো যা গর"র মতো হাম্বা শব্দকারী ছিলো। তারা বললো, এ হলো তোমাদের ও মুসার ইলাহ। কিন্তু মুসা ইহাকে ভুলে গিয়েছে। কুরতুবী বলেন : তারা বললো, এটি যে তোমাদের ইলাহ তা বলতে মুসা ভুলে গিয়েছেন।[৪৬]

গো শাবককে ইলাহ হিসেবে পূজা করার বিষয়ে বণী ইসরাঈলের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার উলেণ্ঢখ করে আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا-

অর্থ: তারা কি দেখেনা যে এই গো শাবক না তাদের কোন কথার উত্তর দেয়, না তাদের কোন ক্ষতি এবং উপকার করতে পারে? অর্থাৎ এটি ইলাহ হয় কিভাবে, অথচ মুসা যার ইবাদত করে তিনি ক্ষতিও করতে পারেন আবার উপকারও করতে পারেন। তিনি পুরুস্কার দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

মুসার প্রতিনিধি হার"ণ (আ:) ও তাদেরকে সতর্ক করতে থাকলেন এবং বুঝিয়ে বললেন যে, এটি তোমাদের জন্য একটি ঈমানী পরীক্ষা। আলণ্ঢাহ তায়া'লাও মুসাকে বলেন, তুমি জাতিকে রেখে তুর পাহাড়ে চলে আসার পর আমি তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি যে, তারা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সত্যের উপর অটল থাকে না অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত হয়।

---

৪৪. আল কুর'আন, ২০ : ৯৬

৪৫. আল কুর'আন, ২০ : ৮৭- ৮৯

৪৬. মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী : Avj Rv‡gq wj AvnKwgj KiAvb, প্রাগুক্ত : খ-১১, পৃষ্ঠা- ২৩৬

৪৭. প্রাগুক্ত : খ-১১, পৃষ্ঠা-২৩৬

আল কুর'আনের ভাষায়-

(১) قل فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامرى-

(২) ولقد قال لهم هرون من قبل يقوم انما فتنتم به وان ربك الرحمن-

অর্থ: (১) তিনি (আলণ্ঢাহ) বলেন: (হে মুসা) তোমার অনুপস্থিতিতে আমি তোমার জাতিকে অবশ্যই পরীক্ষা করেছি। এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। অর্থাৎ মূর্তি পূজার মূল হোতা ছিলো সামেরিউ।[৪৮]

(২) হার"ণ (আ:) ইতিপূর্বে তাদেরকে বলেছেন, হে জাতী তোমরা এই গো-শাবক কর্তৃক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছো। নিশ্চয়ই আপনার রব কর"ণাময়।

অভিশপ্ত এই জাতি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ভ্রষ্টতার বশীভূত হয়ে মূর্তি পূজায় নিমজ্জিত হলো। নবী হার"ণ (আ:) এর শত সতর্কবাণী তাদের বিবেককে নাড়া দিলোনা। বরং তারা এই অজ্ঞতার উপর অটল থাকার দৃঢ়তা প্রকাশ করলো। আল কোরআনের ভাষায়-

قالوا لن نبرح عليه عكفين حتى يرجع الينا موسى-

অর্থ: তারা দৃঢ়তার সাথে বললো: ''মুসা আমাদের মধ্যে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ড় আমরা এই গো- শাবকের পূজা করতেই থাকবো''।[৪৯] ইমাম রাযী বলেন : মনে হয় যেন তারা বললো হে হারুণ আমরা তোমার প্রমাণ মেনে নেবো না বরং মুসার কথা গ্রহণ করবো। আর মুকালিণ্ঢদদের অভ্যাস এমনই হয়।[৫০]

গো-শাবকের প্রতি বণী ইসরাঈলের আসক্তির আরেকটি কারণ হলো আলণ্ঢাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতাবোধ। শত শত বছর ধরে ফেরাউনের গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করা ও হারানো রাজ্য ও রাজত্ব ফিরে পাওয়ার মত বিরাট নেয়ামতের প্রতি তাদের কোন গুর"ত্বই ছিলনা। কোরআনের ভাষায়-

ولشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم ۚ

অর্থ: আলণ্ঢাহ তায়া'লার অসংখ্য নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতাবোধের শাস্ড়ি স্বরূপ তাদের অন্ড়রে গো-শাবকের প্রতি প্রীতির সুধা পান করানো হয়েছে।[৫১]

3.7 : gmv (Av:) Gi wKZve cwß :

Dhaka University Institutional Repository

ঐদিকে মুসা (আ:) তুর পাহাড়ে অবস্থান করছেন। অত:পর যখন নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলো এবং আলণ্ঢাহ তায়া'লা মুসার সাথে কথা বললেন, মুসা বলেন, হে আমার রব আপনি আমাকে সাক্ষাৎ দান কর"ন যেন আমি আপনাকে দেখতে পাই।

---

৪৮. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Avj we'vqvn Iqvb wbnvqvn, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৩০৫

৪৯. আল কুর'আন, ২০ : ৮৯- ৯১

৫০. মুহাম্মদ আর রাযী ফখরুদ্দিন, Zvdmxij dLwii ivhx, প্রাগুক্ত : খ-২২, পৃষ্ঠা- ১০৬-১০৭

৫১. আল কুর'আন, ২ : ৯৩

আলণ্ঢাহ তায়া'লা বললেন: কোন ক্রমেই তুমি আমাকে দেখতে পাবেনা বরং তুমি পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর যদি উহার উপর আমার জ্যোতি নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর নিজ স্থানে অবিচল থাকতে পারো তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন আলণ্ঢাহ পাহাড়ের উপর নিজ জ্যোতির বিকাশ ঘটালেন, তখন সেই তীব্র জ্যোতি পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলে মুসা চেতনা হারিয়ে ভূমি শয্যা গ্রহণ করলেন। এরপর মুসা যখন চেতনা ফিরে পান তখন বলেন মহা পবিত্র আপনার সত্ত্বা, আপনার কাছে আমি তওবা করছি, আর আমি আপনার প্রতি প্রথম বিশ্বাসী। আল কুরআনের ভাষায়-

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه **قال رب ارنى انظر** اليك- **قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل- فان استقر** مكانه **فسوف ترانى فلما تجلى** ربه **للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت** اليك **وانا اول** المؤمنين-

অর্থ: অত:পর মুসা যখন আমার দেয়া নির্ধারিত সময়ে এসে উপস্থিত হলো এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন। মুসা আবেদন করলো, হে রব আপনি আমাকে সাক্ষাৎ দান কর"ন। যেন আমি আপনাকে দেখতে পাই। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন কোনো ক্রমেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, তুমি বরং ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি উহা তার স্থানে অবিচল থাকতে পারে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর জ্যোতির বিকাশ ঘটালেন, সে জ্যোতি পাহাড়টিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো এবং মুসাও চেতনা হারিয়ে ভূমি শয্যা গ্রহণ করলো।

মহান আলণ্ঢাহ বললেন, হে মুসা আমি তোমাকে মানুষের উপর আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মনোনীত করেছি। অতএব তুমি আমার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত পথনির্দেশিকা শক্তভাবে ধারণ করো যা অমি ফলক সমূহে লিখে দিয়েছি- আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

(১) **قال** يموسى **انى** اصطفيتك **على الناس برسالتى وبكلامى فخذ ما** اتيتك **وكن من** الشاكرين ۔

(২) **وكتبنا له فى الالواح من كل** شيئ **موعظة وتفصيلا لكل** شيئ **فخذها بقوة**-

অর্থ: (১) আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন: হে মুসা নিশ্চয়ই আমি আপনাকে আমার রিসালাত ও সংলাপ দ্বারা মানুষের উপর মনোনীত করেছি। অতএব আমি আপনাকে যা দিয়েছি তা গ্রহণ কর"ণ এবং কৃতজ্ঞদের অন"র্ভূক্ত হোন।

(২) আমি সকল বিষয়ে বর্ণনা সমেত কিতাব তখতসমূহে তাঁর জন্যে লিখে দিয়েছি। যা সব কিছুর জন্য বিস্ড়রিত বিবরণ ও উপদেশ স্বরূপ। অতএব উহা মজবুতির সাথে ধারণ কর"ণ।

Dhaka University Institutional Repository

আলণ্ঢাহ মুসাকে বলেন, তুমি তোমার জাতি বণী ইসরাঈলকে আদেশ দাও যেন তারা এই আসমানী কিতাব উত্তমভাবে ধারণ করে-

وأمر قومك يأخذ وا بأحسنها ۔

অর্থ: আপনি আপনার জাতিকে নির্দেশ দেন যেন তারা উক্ত কিতাব উত্তমভাবে ধারণ করে। [৫২]

[৫২] আল কুর'আন, ৭ : ১৪৩-১৪৫

উক্ত আয়াতগুলোতে মুসা (আ:) এর রেসালাতের বিস্ড়্রিত বিবরণ উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। কাশ্‌শাফ গ্রন্থ প্রণেতা বলেন: মুসা (আ:) বেহুশ হয়েছিলেন আরাফাহ এর দিন। আলণ্ঢাহ তাকে তাওরাত দিয়েছেন 'নহর' এর দিন। প্রদত্ত 'তখত' এর সংখ্যা ছিলো দশ। মতান্ড়্রে সাত। উদ্ধৃত [৫৩] তাওরাতের দুটি বিশেষণ আলণ্ঢাহ তায়ালা উলেণ্ঢখ করেছেন। একটি موعظة এর ভিতর যাবতীয় অঙ্গীকার ও ধমক অন্ড়্র্ভূক্ত। অন্যটি تفصيلا যা দ্বারা বিধিবিধান এর বিবরণ বুঝানো হয়েছে।[৫৪] কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে তাওরাত অনুসরণের ক্ষেত্রে মুসা (আ:) সবচেয়ে কঠোরভাবে আদিষ্ট হয়েছেন। আলণ্ঢাহ তাকে কোন 'রুখসত' দেননি যা অন্যদের দিয়েছেন।[৫৫]

আলণ্ঢাহ তায়া'লা আরো বলে দিলেন, এই কিতাব সব দিক থেকে পরিপূর্ণ যা আমি বণী ইসরাঈলের হেদায়েতের জন্য সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী ও মুত্তাকিদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে পাঠিয়েছি।

(১) ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ۔ [৫৬]

(২) ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون- [৫৭]

(৩) واتينا موسى الكتاب وجعلنه هدى لبنى اسرائيل الا تتخذوا من دونى وكيلا ۔ [৫৮]

(8) ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذى احسن وتفصيلا لكل شيئ وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ۔ [৫৯]

(৫) واذ اتينا موس الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون -

শেষ আয়াতে আমি মুসাকে কিতাব এবং ফোরকান প্রদান করেছি বলতে 'তাওরাত' উদ্দেশ্য। যেহেতু এটি অবতীর্ণ কিতাব এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। (২:৫৩) [৬০]

3.8 : wKZve wb‡q wd‡i Avmv I gwZ cRK‡'i kw¯— †NvlYv:

নির্ধারিত সময়ের পর মুসা (আ:) তখতসমেত তাওরাত নিয়ে বণী ইসরাঈলের নিকট ফিরে এলেন। এবং স্বজাতীকে মূর্তি পূজায় লিপ্ত দেখে প্রচন্ড ক্রোধান্বিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ড় হয়ে ধমকের সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন-

(১) ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئسما خلفتمونى من بعدى ء عجلتم امر ربكم ۔

(২) فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يقوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا ۔أفطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى ۔

[৫৩] মুহাম্মদ আর রাযী ফখরুদ্দিন, Zvdmxij dLwii ivhx, প্রাগুক্ত : খ-১৪, পৃষ্ঠা- ২৪৬

[৫৪] প্রাগুক্ত : খ-১৪, পৃষ্ঠা-২৪৭

[৫৫] প্রাগুক্ত : খ-১৪, পৃষ্ঠা-২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

[৫৬] আল কুর'আন, ২১ : ৪৮

[৫৭] আল কুর'আন, ২৩ : ৪৯

[৫৮] আল কুর'আন, ১৭ : ২

[৫৯] আল কুর'আন, ৬ : ১৫৪

[৬০] মুহাম্মদ আর রাযী ফখরুদ্দিন, Zvdmxij dLwii ivhx, প্রাগুক্ত : খ-১, পৃষ্ঠা- ৮২

অর্থ: (১) আর মুসা নিজ সম্প্রদায়ের অবস্থা জানার পর প্রচন্ড ক্রোধান্বিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ড় হৃদয়ে তাদের কাছে ফিরে এলেন, তিনি বলেন : আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কতো জঘন্য প্রতিনিধিত্ব করেছো। তোমাদের রবের পক্ষ থেকে জীবন-বিধান লাভের জন্যে ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা ও করলে না? [৬১]

(২) অত:পর মুসা তার জাতির নিকট প্রচন্ড ক্ষোভ ও ক্রুদ্ধ অবস্থায় ফিরে গেলেন। তিনি বলেন, তোমাদের রব কি তোমাদেরকে উত্তম জিবন বিধান দেয়ার অঙ্গীকার করেননি? আলণ্ডাহর অঙ্গীকার পূর্ণ হবার সময়কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ মনে হয়েছে? নাকি তোমরা চেয়েছিলে তোমাদের উপর তোমাদের রবের ক্রোধ আপতিত হোক? আর এ জন্যই আমাকে দেয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছো। [৬২]

এবার মুসা (আ:) স্বীয় ভাই হার"ণের দিকে মনোযোগী হলেন, হাতের তাওরাত লিখিত ফলক যথাস্থানে রেখে, হার"ণের মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টেনে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

(১) وألقى الالواح واخذ برأس اخيه يجره اليه

(২) قال يهرون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعن افعصيت امرى -

অর্থ: (১) এবং সে তখতগুলো রাখলো এবং তার ভাইয়ের মাথা ধরে নিজের দিকে টান দিলো। এটা ছিলো মুসা (আ:) এর দ্বীনি রাগের বহিঃ প্রকাশ। আবু শায়খ বর্ণনা করেন মুসা (আ:) যখন রাগান্বিত হতেন তার টুপিতে আগুন ধরে যেত। [৬৩]

(২) মুসা বললেন: হে হার"ণ ! যখন তুমি দেখলে এসব লোক পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তখন এমন কোন জিনিস বাঁধা দিলো আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা থেকে? তাহলে কি তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করলে? [৬৪]

হার"ণ জবাবে বললেন, আমি তাদেরকে মূর্তি পূজা থেকে ফিরিয়ে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। এমনকি তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

(১) قال ابن ام ان القوم استضعفونى وكادوا يقتلوننى فلا تشمت بى الاعداء ولا تجعلنى مع القوم الظالمين-

(২) قال يبنؤم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى انى خشيت ان تقول فرقت بين بنى اسرائيل ولم ترقب قولى-

অর্থ : (১) হার"ণ বললো : ''হে আমার সহোদর ভাই! এসব লোকের জঘন্য কর্মে বাধা দেয়ার কারণে তারা আমাকে দুর্বল মনে করেছিলো এবং আমাকে তারা হত্যা করতেই উদ্যত হয়েছিলো। সুতরাং তুমি আমার সাথে এমন আচরণ করোনা যাতে দুশমনরা আনন্দিত হয়, আর আমাকে সীমালংঘনকারী লোকদের অন্ড়র্ভূক্ত করো না।'' বয়সে হারুণ তিন বছর বড় হলেও মর্যাদার দিক থেকে মুসা বড় ছিলেন। মুসাও অপমানের জন্য ভাইয়ের চুল ধরে টানেননি বরং দ্বীনের স্বার্থে।[৬৫]

---

[৬১] আল কুর'আন, ৭ : ১৫০

[৬২] আল কুর'আন, ২০ : ৮৬

[৬৩] সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী : iûj gvAvbx ; প্রাগুক্ত, খ-৯, পৃষ্ঠা-৬৬

[৬৪] আল কুর'আন, ২০ : ৯২-৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী : iûj gvAvbx ; প্রাগুক্ত, খ-৯, পৃষ্ঠা-৬৭

(২) সে (হার"ণ) বললো: হে আমার সহোদর! আপনি আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টানবেন না। আমি আশংকা করেছিলাম যে আপনি আমাকে বলবেন যে, তুমি বণী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো। এবং আমার দায়িত্ব পালনে যত্নবান হওনি। [৬৬]

অতঃপর মুসা (আ:) এই মূর্তি পূজার মূল হোতা সামেরীর দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তার জন্য দুনিয়ায় এক অবমাননাকর শাস্ড়ির ঘোষণা দিলেন। আর ঐ মূর্তিকে পুড়িয়ে সাগরে ভাসিয়ে দেয়ার অঙ্গীকার করলেন-

(১) قال فما خطبك ياسامرى-

(২) قال فاذهب فان لك فى الحيوة ان تقول لامساس- وان لك موعدا لن تخلفه ۚ وانظر الى الهك ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفا-

অর্থ: (১) তিনি বলেন : হে সামেরীউ ! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী? [৬৭]

(২) সামেরীউর কাল্পনিক গল্প শুনে মুসা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন : এ মুহুর্তেই আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও, তুমি যতোদিন বেঁচে থাকবে শুধু বলতে থাকবে, ''আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।'' এ ছাড়াও আরো নির্দিষ্ট রয়েছে তোমার জন্য আখিরাতে শাস্ড়ির অঙ্গীকার যা ভোগ করার ক্ষেত্রে কখনোই ব্যতিক্রম ঘটবেনা। এ বার তুমি তোমার ইলাহর দিকে তাকাও যার উপাসনায় তুমি নিয়োজিত ছিলে আমি অবশ্যই উহা আগুনে জ্বালিয়ে দিব এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবো। সুদ্দি বলেন : মুসা (আ:) গো-শাবককে জবেহ করেছেন, এতে উহা হতে রক্ত প্রবাহিত হয় যেমন স্বাভাবিক গো-শাবক জবেহ করলে হয়। এবং উহা পুড়িয়ে দেন (২০ : ৯৭)। [৬৮]

এর সাথে বণী ইসরাঈলের যারা যারা এই গো শাবকের পূজায় লিপ্ত হয়েছিল তাদের জন্য রবের পক্ষ থেকে গযব ও লাঞ্চনার ঘোষণা দিলেন-

ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحيواة الدنيا وكذالك نجزى المفترين-

অর্থ : ''যেসব লোক নির্মিত গো-শাবককে নিজেদের উপাস্য বানিয়েছিলো এ দুনিয়ার জবিনেই তাদের প্রতি অতিদ্র"ত তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্রোধ ও লাঞ্চনা আপতিত হবে। আর মিথ্যা রচনা কারীদের আমি এভাবেই শাস্ড়ি দিয়ে থাকি।'' অত্র আয়াতের ঐ সকল লোকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা অনুশোচনা না করে গো-শাবকের পূজায় অবিচল ছিলো, যেমন সামেরী এবং তার অনুসারীরা (৭ : ১৫২)। [৬৯]

---

৬৬. আল কুর'আন, ২০ : ৯৪

৬৭. আল কুর'আন, ২০ : ৯৫

৬৮. মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী, Avj Rv‡gq wj AvnKwgj KiAvb, প্রাগুক্ত : খ-১১ - পৃষ্ঠা- ২৪২

৬৯. সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী : iûj gvAvbx ; প্রাগুক্ত, খ-৯, পৃষ্ঠা-৬৯

3.9 : gwZ cRK eYx BmivC‡ji ZIev I nVKwiZv:

মুসা (আ:) এর পক্ষ থেকে মূর্তি পূজার বিষয়ে কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ ও শাস্ড়ির ঘোষণা শুনে বণী ইসরাঈলের মূর্তি পূজকরা সাময়িক নরম মনোভাব পোষণ করলো এবং তওবার ইচ্ছা পোষণ করলো। তাদের তওবার জন্য এবং এ

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে তাওরাত মেনে চলার বিষয়ে খোদায়ী নির্দেশনা নিজ কানে শ্রবণ করানোর জন্য মুসা (আ:)৭০ জনের একটি দল নিয়ে সীনা পাহাড়ে গেলেন।[৭০] তারা নিজ কানে মুসার সাথে আলণ্ঢাহর কথাবার্তা শ্রবণের গৌরব অর্জন করলো। কিন্তু তাদের চিরাচরিত হঠকারিতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তারা বললো হে মুসা! আমরা ততক্ষণ পর্যন্ড় তোমার প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারছিনা যতক্ষন না আমরা আলণ্ঢাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাবো। আলণ্ঢাহ বলেন-

واذ قلتم يموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة-

অর্থ: ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো যখন তোমরা (অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব পুরুষরা) বলেছিলো আমরা ততক্ষণ তোমার প্রতি আস্থা রাখতে পারছিনা যতক্ষণ না আমরা আলণ্ঢাহকে প্রকাশ্যে দেখবো।এই অযৌক্তিক হঠকারীমূলক আবদারের শাস্ড়ি স্বরূপ তাদের উপর ভয়ংকর ধ্বংসত্মাক বজ্রপাত নেমে আসলো এবং উপস্থিত সত্তরজন সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পর্যায়ে চলেগেলা- আলণ্ঢাহ বলেন-

فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون-

অর্থ: অত:পর তোমাদেরকে বজ্রপাতের অনুরূপ গযব পাকড়াও করলো আর তোমরা সেই গযবের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে।[৭১]

এমতাবস্থায় মুসা (আ:) হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং হঠকারী বণী ইসরাঈলের কটাক্ষ ও অপবাদের ভয়ে মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে দিতে আলণ্ঢাহর দরবারে প্রার্থনা শুরু করলেন।

واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذته الرجفة قال رب لوشئت اهلكتهم من قبل واياى-
اتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هى الافتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء انت ولينا فاغفرلنا
وارحمنا وانت خير الغافرين-

অর্থ: আমার নির্দেশিত স্থানে সমবেত হবার জন্য মুসা তার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সত্তরজন লোককে মনোনীত করলো। অত:পর যখন তাদেরকে প্রচন্ড ভূমিকম্প আক্রান্ড় করলো তখন মুসা আবেদন করে বলেন, হে আমার রব! আপনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে এবং আমাকে পূর্বেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন। আমাদের মধ্যকার কতিপয় নির্বোধ লোকের অপকর্মের দরুণ আমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিবেন? এসবই আপনার পরীক্ষা। আপনি যাকে ইচ্ছা এর মাধ্যমে ভুল পথে পরিচালিত করেন এবং যাকে চান অভ্রান্ড় পথ দেখান। আপনি আমাদের অভিভাবক, আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, আমাদের উপর রহম করুণ, আপনি উত্তম ক্ষমাশীল। অধিকাংশের মত হলো তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করে, অত:পর আলণ্ঢাহ তাদেরকে জীবিত করেন। কারো মতে, তারা বেহুশ হয়ে পড়েছিলো। অত:পর হুশ ফিরে পায় (৭ : ১৫৫)।[৭২]

---

[৭০] ইসমাঈল বিন কাসীর, Av j we 'vqvn I qvb wbnvqv, প্রাগুক্ত, খ-১ম, পৃষ্ঠা- ২৮৯

[৭১] আল কুর'আন, ২ : ৫৫

[৭২] সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী : iû j gvAwbx ; প্রাগুক্ত, খ-৯, পৃষ্ঠা-৭৪

আলণ্ঢাহ তায়া'লা মুসার প্রার্থনা কবুল করে তাদেরকে পূণরায় জীবিত করলেন যেন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোচ্চ সুযোগ লাভ করে। কুর'আনের ভাষায়-

ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون-

অর্থ: অত:পর আমি পূণরায় তোমাদেরকে জীবন দান করেছিলাম, যেনো তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।[৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

এবার মুসা (আ:) মূর্তি পূজার বিষয়ে তওবার পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন, যারা গো শাবক পূজা থেকে দূরে ছিলো তারা গো-শাবক পূজকদেরকে হত্যা করবে। আর এভাবেই আলণ্ঢাহ তোমাদের তওবা কবুল করবেন- আল কুর'আনের ভাষায়-

واذ قال موسى لقومه يقوم انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذالكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ۚ

অর্থ: ''যখন মুসা তার জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন: হে জাতি তোমরা গো-শাবককে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের উপর অবিচার করেছো। অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টি কর্তার নিকট তওবা করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা গো-শাবক পূজায় লিপ্ত হয়েছিলো তাদেরকে হত্যা করো। এ কর্মের মধ্যেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। নির্দেশ পালনের পর আলণ্ঢাহ তোমাদের তওবা কবুল করলেন।'' ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত: মুসা (আ:) তওবার বিষয়ে আলণ্ঢাহর আদেশ তাদের অবহিত করলেন। এবার তাদের মধ্যে যারা গো-শাবকের সামনে উপবিষ্ট হয়েছিলো তারা সেভাবে বসলো, আর যারা মূর্তির সামনে বসেনি তারা দাঁড়ালো এবং হাতে খঞ্জর নিল। এবং তাদের উপর ঘোর অন্ধকার নেমে আসলো এবং তারা একে অপরকে হত্যা করলো। এক পর্যায়ে অন্ধকার কেটে গেলো। তারা দেখলো সত্তর হাজার নিহত হয়েছে।[৭৪]

3.10 : Avmgvbx Lvevi I K‘iZx cvbxi cwZ eYx BmivC‡ji Awbnv :

বণী ইসরাঈলকে আলণ্ঢাহ তায়া'লা বিনা পরিশ্রমে আসমানী খাবার মান্না ও সালওয়া পরিবেশন করে সম্মানিত করেছিলেন। মেঘমালা দিয়ে তাদের উপর ছায়া দেয়া ছিল তাদের প্রতি মহান রবের বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন-

وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى-

অর্থ: আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছি এবং তোমাদের উপর মান্না ও সালওয়া (নামক উৎকৃষ্ট খাবার) অবতীর্ণ করেছি।[৭৫]

---

৭৩. আল কুর'আন, ২ : ৫৫

৭৪. ইবনে জারীর তাবারী, Rv‡gqj evqvb, প্রাগুক্ত : খ-১, পৃষ্ঠা-৪০৮

৭৫. আল কুর'আন, ২ : ৫৭

উক্ত আসমানী খাবার ও মেঘমালার কুদরতী ছায়ার নিয়ামত তারা লাভ করেছিলো 'তীহ' প্রান্ড়রে।[৭৬]

আসমানী খাবার গ্রহণের পর যখন তাদের পানি পানের প্রয়োজন হলো তখন মুসা (আ:) আলণ্ঢাহর নিকট পানি চাইলেন। আলণ্ঢাহ তায়া'লা মুসাকে হাতের লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করতে বললেন সাথে সাথে ১২টি গোত্রের জন্য ১২টি প্রস্রবন প্রবাহিত হয়ে গেলো। আল কুর'আনের ভাষায়-

واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا- قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الارض مفسدين ۚ

অর্থ: যখন মুসা তার জাতির জন্য সুপেয় পানির আবেদন জানালো আমি বললাম, তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো। এতে উহা হতে ১২টি ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানি সংগ্রহের স্থান জেনে

Dhaka University Institutional Repository

নিলো। তোমরা খাও আর পান করো কিন্তু পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করো না (২ : ৬০)। বণী ইসরাঈলের তওবার পর আলণ্ঢাহর নির্দেশে পবিত্র ভূমির দিকে মুসা (আ:) তাঁর জাতিকে নিয়ে রওয়ানা হন। অত:পরযখন মিসর ও শাম এর মধ্যবর্তী 'তীহ' নামক স্থানে পৌঁছেন, সেখানে কোন ছায়া ছিলোনা।[৭৭]

আলণ্ঢাহ তায়া'লা আরও বলেন-

وقطعنا هم اثنتى عشرة اسبطا امما ۚ واوحينا الى موسى اذا ستسقه قومه ان اضرب بعصك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ۚ

অর্থ: আমি তাদেরকে বারোটি গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছিলাম। যখন তার জাতি তার নিকট সুপেয় পানি চাইলো আমি মুসার নিকট ওহী অবতীর্ণ করে বলে দিলাম যে, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো। এতে পাথর থেকে বারোটি প্রস্রবন নির্গত হলো। (৭ : ১৬০) ইবনে আব্বাস বলেন: আয়াতে আসবাত বলতে ইয়াকুব (আ:) এর সন্ড়ানদের উদ্দেশ্য। তারা বারো জন ছিলো, প্রত্যেকের সন্ড়ানরা আলাদা গোত্রে বিভক্ত হয়।[৭৮]

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে হঠকারী এই জাতি আবারো তাদের মুখোশ উন্মোচিত করলো। তারা বরকতময় আসমানী খাবারের পরিবর্তে দুনিয়ায় উৎপন্ন খাবারের দাবী করলো এই যুক্তিতে যে, এক ধরনের খাবার সব সময় খাওয়া সম্ভব নয়। কুরআনের ভাষায়-

واذ قلتم يموسى لن نصبر علىطعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ۚ

---

৭৬. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-২, পৃষ্ঠা-৫৭

৭৭. ইবনে জারীর তাবারী, Rv‡gqj evqvb, প্রাগুক্ত : খ-১, পৃষ্ঠা-৪২৪

৭৮. প্রাগুক্ত : খ-১, পৃষ্ঠা- ৪৩৮

অর্থ: স্মরণ করো, যখন তোমরা বলেছিলে, হে মুসা, আমরা একই প্রকারের খাদ্য খেতে খেতে এর উপর ধৈর্য্য ধরতে পারবোনা। এ জন্যে তুমি তোমার মালিকের কাছে আবেদন করো, তিনি যেনো আমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন শাক-সবজি, পেঁয়াজ-রসুন, শশা, ডাল, ভুট্টা ইত্যাদি খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেন। ইমাম তাবারী বলেন : 'তীহ' প্রান্ড়রে বণী ইসরাঈলের খাদ্য ও পানীয় এক ধরনের ছিলো। পানীয় ছিলো মধু যা আকাশ থেকে অবতারিত হতো, যার নাম ছিলো 'মান্না' আর খাদ্য ছিলো 'পাখি' যাকে 'সালওয়া' বলা হতো।[৭৯]

এক ধরনের খাবারে অর"চী ও একঘেয়েমী চলে আসা দুনিয়ায় উৎপাদিত খাবারের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আসমানী বিশেষ খাবারের ক্ষেত্রে এটা মোটেও প্রযোজ্য নয়। জান্নাতী খাবার বারবার খেলেও কখনও অর"চী হবেনা। তেমনিভাবে আসমানী কিতাব বারবার তেলাওয়াত করলেও একঘেয়েমি ও অভক্তি আসেনা। এই মহাসত্য উপলব্ধি করার মতো যোগ্যতা তাদের ছিলোনা। একারণেই মুসা (আ:) তাদের এই দাবীকে নিজেদের জন্য ক্ষতির কারণ হিসেবে উলেণ্ঢখ করলেন-

قال أتستبدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ۚ

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: তিনি বললেন: তোমরা কি উৎকৃষ্ট খাদ্য বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করতে চাও? যদি তাই চাও তাহলে কোনো নগরীতে প্রবেশ করো, যেখানে উহাই আছে যা তোমরা চাও। তাদের উপর লাঞ্চনা ও দরিদ্রতা নিপতিত হলো। এবং তারা মহান আলণ্ঢাহর ক্রোধের পাত্র হয়ে গেলো।[৮০]

আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন, বণী ইসরাঈল এই বরকতময় কুদরতী আসমানী খাবারের প্রতি অনিহা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অবিচার করে নিজেদেরকে গযবের উপযুক্ত বানিয়েছে।

(১) **وماظلمونا ولكن كانوا** انفسهم يظلمون-

(২) **كلوا من** طيبات **ما رزقناكم ولا تطغوا** فيه فيحل عليكم **غضبى ومن** يحلل عليه **غضبى فقد** هوى-

অর্থ: (১) তারা আমার আদেশ অমান্য করে আমার প্রতি জুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের উপর যুলুম করেছিলো। [৮১]

(২) আমি বলেছিলাম, তোমাদেরকে যে পবিত্র রিযিক দিয়েছি তা থেকে খাও এবং এ বিষয়ে সীমা লঙ্গণ করোনা। তাহলে তোমাদের প্রতি আমার ক্রোধ নেমে আসবে। আর যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় (২০ : ৮১)। অর্থাৎ সে هاوية এর দিকে ধাবিত হয় যা হলো জাহান্নামের তলদেশ।[৮২]

---

৭৯. ইবনে জারীর তাবারী, Rv‡gqj evqvb, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৪৪২

৮০. আল কুর'আন, ২ : ৬১

৮১. আল কুর'আন, ৭ : ১৬০

৮২. মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী : Avj Rv‡gq wj AvnKwgj KiAvb, প্রাগুক্ত : খ-১১, পৃষ্ঠা-২৩১

3.11 : Mvfx RevB cms‡M eYx BmivC‡j i Uvjevnvbv :

বণী ইসরাঈলের এক লোক অজ্ঞাত হত্যাকারী কর্তৃক নিহত হয়। অতঃপর তারা মুসা (আ:) এর নিকট এসে হত্যাকারীর নাম বলে দেয়ার উদ্ভট দাবী জানায়। আলণ্ঢাহ তায়া'লা তাদের দাবী পূরণ করে হত্যাকারীর নাম জানার এক বিশেষ প্রক্রিয়া নবী মুসার মাধ্যমে বলে দিলেন-

واذ قتلتم نفسا فادرء تم فيها **و** الله **مخرج ما كنتم تكتمون- فقلنا اضربوه** ببعضها **كذالك** يحيى **الله الموتى** ويريكم اياته **لعلكم تعقلون**-

অর্থ: স্মরণ করো তোমরা যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, এরপর এ বিষয়ে একে অপরের বির"দ্ধে অভিযোগ আনছিলে, কিন্তু মহান আলণ্ঢাহ তোমরা যা গোপণ করছিলে তা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। আমি বললাম: তোমরা নিহত ব্যক্তিকে যবাইকৃত গাভীর এক অংশ দিয়ে মৃদু আঘাত করো। এভাবেই মহান আলণ্ঢাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তার নিদর্শন সমূহ দেখান যেনো তোমরা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারো (২:৭২-৭৩)। মুজাহিদ বলেন, জবাইকৃত গাভীর উরু দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করলে সে জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে বলে আমাকে অমুক হত্যা করেছে। অত:পর আবার সে মৃত্যুবরণ করে।[৮৩]

কিন্তু গাভী জবাইয়ের উক্ত সহজ প্রক্রিয়া বাস্ড়বায়ন করতে গিয়ে শুর" হলো তাদের টালবাহানা ও বাড়াবাড়ি। ফলে সহজ বিষয়টি বাস্ড়বায়ন করা তাদের জন্য অত্যন্ড় কঠিন হয়ে দাড়ায়।

Dhaka University Institutional Repository

واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ـ

অর্থ: যখন মুসা তার জাতিকে বলেন: নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যেনো তোমরা একটি গাভী যবাই করো।

হত্যা তদন্ড়ে গাভী জবাইয়ের নির্দেশকে তারা তাদের সাথে নবীর ঠাট্রা বলে অভিহিত করার মত বেয়াদবী করে -

قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين-

অর্থ: জবাবে তারা বললো: মুসা তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো? মুসা বলেন: কারো সাথে ঠাট্টা করার মতো মুর্খতা হতে আমি আলণ্ঢাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি।

এরপরই শুর" হলো তাদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন। গাভী কোন বয়সের হবে? গাভীর রং কেমন হওয়া চাই, তার বিশেষ কি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে? আলণ্ঢাহ তায়া'লাও তাদের প্রশ্নের সাথে সাথে গাভীর বিষয়ে এমনভাবে শর্তারোপ করতে লাগলেন যেন উহা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠে।

---

৮৩. ইবনে জারীর তাবারী, R¡‡gq j evqvb, প্রাগুক্ত : খ- ১, পৃষ্ঠা-৫০৯

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذالك فافعلوا ما تؤمرون-

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النظرين -

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ان البقر تشبه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الئن جئت بالحق فذبحوها-

অর্থ: তারা বললো, মুসা! তোমার রবকে বলো তিনি যেনো বলে দেন ইহা কোন ধরনের গাভী? মুসা বললেন: মহান আলণ্ঢাহ বলেছেন, ইহা বৃদ্ধা ও নয় আবার শাবক ও নয় বরং এর মাঝামাঝি। নির্দেশ মোতাবেক বাস্ড়বায়ন করো। মুসাকে তারা বললো, তোমার রবকে জিজ্ঞেস করো তিনি যেনো স্পষ্ট করে দেন গাভীর রং কেমন হবে? মুসা বললেন, আলণ্ঢাহ বলেছেন, গাভীটি এমন হলুদ বর্ণ বিশিষ্ট হবে যা দর্শকদের আনন্দিত করে। তারা পূণরায় জিজ্ঞেস করে, তোমার রবকে বলো তিনি যেনো বলে দেন ইহা কেমন বৈশিষ্ট্যের হবে, সকল গাভীই তো একই রকম মনে হয় আলণ্ঢাহ চান তো আমরা সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারবো। মুসা বলেন: মহান আলণ্ঢাহ বলেছেন : যে গাভীটি জমি চাষে ও ফসল উৎপাদনে সেচ কাজে ব্যবহার করা হয়নি, যা সুস্থ-সবল ও ত্র"টি মুক্ত। তারা বললো এবার সঠিক তথ্য দিয়েছো। এরপর তারা ঐ প্রকারের গাভী যবাই করলো।[৮৪] নবীর সাথে বেয়াদবীর শাস্ড়ি স্বরূপ অস্বাভাবিক গুণে গুণান্বিত গাভীটি তারা এক ব্যক্তির নিকট পেলো। কিন্তু ঐ ব্যক্তি গাভীর দশগুণ ওজন পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে উহা বিক্রি করতে সম্মত হয়। অর্থাৎ বাধ্য হয়ে অধিক পন্ডিত বণী ইসরাঈল ঐ দামেই উহা ক্রয় করে জবাই করতে হয়।[৮৫] গাভী সংক্রান্ড় বিষয়ে তারা নবীর সাথে কর্কষ ও রুক্ষ্ম ভাষা ব্যবহার করেছিলো, যা ছিলো তাদের স্বভাব ও প্রকৃতি।[৮৬]

Dhaka University Institutional Repository

এত টালবাহানা করার মূল কারণ ছিল তারা তাদের পূজনীয় বস্তু গাভী জবাই করতে প্রস্তুত ছিলনা। আর গাভী জবাইয়ের মাধ্যমে উক্ত হত্যাকান্ডের তদন্ড় কাজ করতে আলণ্ঢাহর নির্দেশনার উদ্দেশ্য ছিল গাভীর প্রতি তাদের পূজনীয় আসক্তিকে কুরবাণী করা। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

وما كادوا يفعلون-

অর্থ: যদিও তারা উহা যবাই করতে আগ্রহী ছিলোনা।[৮৭]

জবাইকৃত গাভীর অংশ দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করতেই নিহত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তাকে হত্যাকারীর নাম বলে দিল। এমন জ্বাজ্যল্যমান নির্দশন দেখেও তাদের মন আলণ্ঢাহর বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল হয়নি। বরং তা পাথরের চেয়েও কঠিন হয়ে যায়।

---

৮৪. আল কুর'আন, ২ : ৬৭-৭১

৮৫. ইবনে জারীর তাবারী, Rv‡gqj evqvb, প্রাগুক্ত : খ- ১, পৃষ্ঠা-৪৮২

৮৬. প্রাগুক্ত : খ-১ পৃষ্ঠা-৪৮৩

৮৭. আল কুর'আন, ২ : ৭১

কোর'আনের ভাষায়-

ثم قست قلوبكم من بعد ذالك فهى كالحجارة او لشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون-

অর্থ: এরপরও তোমাদের অন্ড়র পাথরের অনুরূপ বা তার থেকেও কঠিন হয়ে গেলো। কারণ নিশ্চয়ই এমন কিছু পাথর রয়েছে যার ভেতর থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। এমন কিছু পাথর আছে যা ফেটে যায় এবং উহা হতে পানি বের হয়। অপরদিকে এমন কিছু আছে যা আলণ্ঢাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে। তোমরা যা করো এ বিষয়ে আলণ্ঢাহ উদাসীন নন (২ : ৭৩)। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণীত নিহত লোকটি জীবিত হয়ে হত্যাকারীর নাম বলে দেয়ার পর পূণরায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পর হত্যাকারী গোত্রের লোকেরা বললো, আলণ্ঢাহর কসম আমরা তাকে হত্যা করিনি। তারা সত্যকে প্রত্যক্ষ করার পারও সত্যকে অস্বীকার করে বসে।[৮৮]

3.12 : eYx BmivC‡ji gv_vi Dci cvnvo DwV‡q A½xKvi MnY:

এতো চাক্ষুষ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার পরও যখন বণী ইসরাঈল তাওরাত মেনে নিতে এবং উহার অলোকে জীবন পরিচালনা করতে গড়িমসি করতে লাগলো তখন আলণ্ঢাহ তায়াা'লা তাদের মাথার উপর তুর পাহাড় এমন ভাবে উঠিয়ে ধরলেন যেন তাদের উপর আছড়ে পড়বে। এবং তাওরাতকে আকড়িয়ে ধরতে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন-

(১) واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتينكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ۔

(২) واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه واقع بهم ۔خذوا ما اتينكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون-

অর্থ: (১) স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তূর পাহাড়কে তোমাদের উপরে উঠিয়ে বলেছিলাম, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা শক্তভাবে ধারণ করো এবং উহাতে যা আছে তা স্মরণ

Dhaka University Institutional Repository

রেখো আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অর্জনে সক্ষম হবে (২ : ৬৩)। মুজাহিদ হতে বর্ণীত, সুরয়ানী ভাষায় পাহাড়কে 'তুর' বলা হয়। আবু জাফর বলেন, আরবদের পরিভাষায় পাহাড়কে 'তুর' বলা হয়।[৮৯]

(২) যখন আমি তাদের উপর পাহাড়কে তুলে ধরেছিলাম যা ছাদের মত মনে হচ্ছিলো। তারা ধারণা করেছিলো এ বুঝি পাহাড় তাদের উপর আছড়ে পড়ছে। আমি বললাম, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব দিয়েছি তা শক্তভাবে ধারণ করো এবং তা স্মরণে রেখো। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারবে।[৯০]

এবারেও যখনই পাহাড় সড়িয়ে নেয়া হলো তখনি তারা তাওরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

---

৮৮. ইবনে জারীর তাবারী, Rv‡gqj evqvb, প্রাগুক্ত : খ- ১, পৃষ্ঠা-৫১২

৮৯. প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা- ৪৬৩

৯০. আল কুর'আন, ৭ : ১৭১

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

ثم توليتم من بعد ذالك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين-

অর্থ: অতঃপর যখন পাহাড় উপর থেকে সড়িয়ে নেয়া হলো তোমরা আলণ্ঢাহর কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। যদি তোমাদের উপর মহান আলণ্ঢাহর অনুগ্রহ ও তাঁর কর"ণা না থাকতো, তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যেতে (২ : ৬৪)। ইমাম তাবারী বলেন : আয়াতের অর্থ হচ্ছে আমি যে অঙ্গীকার তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলাম তা তোমরা পরিত্যাগ করেছো। তবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার পর আবার তওবার সুযোগ দিয়ে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হয়েছে।[৯১]

তারা অঙ্গীকার প্রদানের সময়ই কপটতার সাথে বলেছিলো শুনলাম তবে অমান্য করলাম।

قالواسمعنا وعصينا

অর্থ: তারা বলেছিলো, শুনলাম এবং অমান্য করলাম (২ : ৯৩)। অর্থাৎ তারা বললো আমরা আপনার কথা শুনলাম তবে আপনার আদেশ অমান্য করলাম।[৯২]

3.13: wRnv‡'i wb‡'kbv I eYx BmivC‡ji Aeva¨Zv:

ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তির পর পবিত্র নগরী ফিলিস্ড়িনে প্রবেশের জন্য তথায় অবস্থানকারী জাবাবেরাহ সম্প্রদায়ের বির"দ্ধে জিহাদের ডাক দেন মুসা (আ:)। সেজন্য আলণ্ঢাহ তায়া'লার নির্দেশে বণী ইসরাঈলের ১২টি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ১২জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। এবং তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। আল কোরআনের ভাষায়-

ولقد أخذنا ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا- وقال الله انى معكم لئن اقمتم الصلوة واتيتم الزكوة وامنتم برسلى وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيأاتكم ولأدخلنكم جنت تجرى من تحتها الانهار- فمن كفر بعد ذالك منكم فقد ضل سواء السبيل-

অর্থ: আমি বণী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি এবং তাদের মধ্য থেকে ১২জন প্রতিনিধি মনোনীত করেছি। আলণ্ঢাহ বলেন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথেই আছি। যদি তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর এবং আমার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এবং তাদেরকে সহায়তা ও শক্তি বৃদ্ধি করো এবং আলণ্ঢাহকে উত্তম

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ প্রদান করো তাহলে, আমি তোমাদের পাপরাজি মোচন করে দিবো এবং তোমাদেরকে অবশ্যই এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা সমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। আর তোমাদের মধ্যে যারা এসকল বিধান মেনে চলতে অস্বীকার করবে সে সঠিক পথ হারিয়ে ফেললো।[৯৩]

মুসা (আ:) বণী ইসরাঈলকে নবুওয়াত ও রাজত্ব প্রাপ্তির মত নেয়ামতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন এমন নেয়ামত বিশ্বের কাউকে দেয়া হয়নি।

---

[৯১] ইবনে জারীর তাবারী, R\‡gq j ebqvb, cv¸ ³ : খ- ১, পৃষ্ঠা- ৪৬৭

[৯২] প্রাগুক্ত : খ-১, পৃষ্ঠা- ৫৯৪

[৯৩] আল কুর'আন, ৫ : ১২

কোর'আনের ভাষায়-

واذ قال موسى لقومه يقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتكم ما لم يؤت احدا من العالمين-

অর্থ: আর মুসা যখন তাঁর জাতিকে বললেন : হে আমার জাতি তোমরা তোমাদের উপর আলণ্ডাহ প্রদত্ত নিয়ামতকে স্মরণ করো যেহেতু তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে মনোনীত করেছেন, তোমাদেরকে রাজত্ব দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এমন কিছু বিশেষ নিয়ামত দিয়েছেন যা বিশ্বের আর কাউকে দেয়া হয়নি।[৯৪]

এবার মুসা (আ:) স্বীয় জাতিকে বললেন, যেহেতু তোমরা আলণ্ডাহর পক্ষ থেকে অবারিত নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ সেহেতু, তোমাদের জন্য নির্ধারিত জনপদ পবিত্র নগরী ফিলিস্ড়িনে প্রবেশ করতে জিহাদের কাজে পিছপা হয়োনা। তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আলণ্ডাহ বলেন-

يقوم ادخلوا الارض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين-

অর্থ: হে আমার জাতি তোমরা ঐ পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করো যা আলণ্ডাহ তোমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তোমরা পিছনে ফিরে যাবে না। তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে।[৯৫]

কিন্তু বণী ইসরাঈলের অবাধ্যতা ও কপটতা এখান থেকেই পূণরায় প্রকাশ পেতে থাকে। তারা বলে হে মুসা! ফিলিস্ড়িন যেই শক্তিশালী সম্প্রদায়ের দখলে আছে তারা সেখান হতে বের হওয়ার পূর্বে আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করবোনা। আর যুদ্ধই যদি করতে হয় তাহলে তুমি ও তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ করো এবং ফিলিস্ড়িন দখলমুক্ত করো। আমরা এখানেই বসে রইলাম। আল কুরআনের ভাষায়-

قالوا يموسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا قعدون

অর্থ: তারা বললো: হে মুসা ততক্ষণ সেই নগরীতে আমরা প্রবেশ করবোনা যতক্ষণ উহার অধিবাসীরা সেখানে অবস্থান করবে। অতএব আপনি এবং আপনার রব যান এবং যুদ্ধ কর ণ আমরা এখানে বসে রইলাম (৫ : ২৪)। তারা উক্ত কথাটি বলেছে অবাধ্যতা বশত: যার কারণে তাদেরকে ফাসিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ বিবরণের মাধ্যমে নবীদের সাথে ইয়াহুদীদের অযাচিত বিতর্ক ও সীমালঙ্গন স্পষ্ট করা হয়েছে।[৯৬]

Dhaka University Institutional Repository

এমন অবাঞ্ছিত কথা শুনে মুসা খুবই মর্মাহত হলেন এবং নিজ সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্য দোয়া করলেন। আলণ্ঢাহ তায়া'লা ৪০ বছরের জন্য ঐ দেশটি তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দিলেন এ সময়ে তারা উদ্ভ্রান্ড় যাযাবরের ন্যায় ঘুরতে থাকবে।

---

৯৪. আল কুর'আন, ৫ : ২০

৯৫. আল কুর'আন, ৫ : ২১

৯৬. ইমাম মুহাম্মদ আর রাযী ফখরুদ্দিন, Zvdmxij dLwii ivhx, প্রাগুক্ত, খ-১১, পৃষ্ঠা-২০৫

আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

قال رب انى لا املك الا نفسى واخى ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمة عليهم اربعين سنة يتيهون فى الارض فلا تأس على القوم الفاسقين-

অর্থ: মুসা বলেন : হে আমার রব আমি নিজের ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো দায়িত্ব নিতে পারবোনা। অতএব আমাদের ও এই ফাসিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিন। আলণ্ঢাহ বলেন : এই জনপদ থেকে বের হওয়া তাদের উপর ৪০ বছরের জন্য হারাম করা হলো, তারা জনপদে উদ্ভ্রান্ড়ের ন্যায় ঘুরবে। আপনি দুষ্কর্মা জাতির জন্য আফসোস করবেন না।[৯৭]

উক্ত সময়ের মধ্যে প্রথমে হার"ণ (আ:) ইন্ড়েকাল করেন। তাঁর ইন্ড়েকালের ৩ বছর পর নবী মুসা (আ:) ইন্ড়েকাল করেন। নবী মুসার ইন্ড়েকালের পর তাঁর সহচর ইউশা' বিন নুন নবুওয়্যাত পেলেন এবং তারই নেতৃত্বে অবশিষ্ট বনী ইসরাঈল বায়তুল মাকদাস বিজয় করে।

হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

فلما قضت المدة اخرج بهم يوشع بن نون عليه السلام او بمن بقى منهم وسائر بنى اسرائيل من الجيل الثانى: فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر فلما تضيفت الشمس للغروب وخشى دخول السبت عليهم قال انك مأمورة وانا مامور اللهم احبسها على فحبسها الله تعالى حتى فتحها

অর্থ : অত:পর যখন নির্ধারিত সময় (৪০ বছর) শেষ হলো, ইউশা' বিন নুন তাদেরকে নিয়ে বা তাদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিলো তাদের নিয়ে এবং বনী ইসরাঈলের ২য় প্রজন্মের সকলকে নিয়ে বের হলেন। এবং তাদের নিয়ে বায়তুল মাকদাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং উহা অবরোধ করেন। তিনি উহা জুমুআর দিন আসরের পর জয় করেন। ঐ সময় যখন সূর্য ডুবে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিলো এবং তিনি (ইউশা') তাদের সামনে (যুদ্ধ করা) নিষিদ্ধ শনিবার হাজির হওয়ার আশংকা করলেন, তিনি সূর্য্যকে লক্ষ্য করে বলেন : নিশ্চিয়ই তুমি (অস্ড়মিত হতে) আদিষ্ট, আমিও (যুদ্ধ করতে) আদিষ্ট। হে আলণ্ঢাহ তুমি এই সূর্য্যকে আমার জন্য থামিয়ে দাও। অত:পর মহান আলণ্ঢাহ উক্ত সূর্য্য বায়তুল মাকদাস জয় করা পর্যন্ড় থামিয়ে দিলেন।[৯৮]

নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের জন্য নির্ধারিত জনপদ বায়তুল মাকদাসে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাদের কিছু লোক আলণ্ঢাহ তায়া'লার নির্দেশনার প্রতি আবারো অবহেলা করলো। কৌশলে মুখ বাকিয়ে নির্ধারিত 'ক্ষমা

Dhaka University Institutional Repository

চাই' শব্দের পরিবর্তে 'গম চাই' বলতে থাকে। ফলে তাদের উপর আবারো আযাব (পেণ্ডগ বা ঠান্ডা) নেমে আসে।[৯৯]

---

[৯৭] আল কুর'আন, ৫ : ২৫-২৬

[৯৮] হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-২, পৃষ্ঠা-৫৭

[৯৯] প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-১৩৪, খ-২, পৃষ্ঠা-৫৭

মহান আলণ্ডাহ বলেন :

واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفرلكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون-

অর্থ: স্মরণ করো, যখন আমি বলেছিলাম তোমরা এই নগরীতে প্রবেশ করো এবং সেখানে যা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে খাও। এবং অবনত চিত্তে নতশীরে মুখে আলণ্ডাহর কাছে ক্ষমার কথা বলতে বলতে নগরীর প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করো, তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করে দিবো। আর আমি সৎকর্মপরায়নদেরকে বিনিময় বৃদ্ধি করে দিব। কিন্তু জালিমরা তাদেরকে যা বলতে বলা হয়েছিলো তা পরিবর্তন করে ফেললো এবং তাদের পাপাচারের শাস্ড়ি স্বরূপ উর্ধ্বজগৎ থেকে তাদের উপর শাস্ড়ি অবতীর্ণ করেছিলাম।[১০০]

3.14 : mxgvj½‡bi 'v‡q nvjvj e¯ nvivg K‡i †'qv :

বণী ইসরাঈলদের বারবার সীমালঙ্গন, নবী মুসার সাথে হঠকারিতা, বেয়াদবী আচরণের শাস্ড়িস্বরূপ তাওরাতের মাধ্যমে এই জাতির জন্য হালাল অনেক বস্তু স্থায়ীভাবে হারাম করে দেয়া হয়।

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا- واخذهم الربوا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل ۔

অর্থ: অত:পর ইয়াহুদদিের নানাবিধ অপরাধমূলক কাজ ও মহান আলণ্ডাহর পথ থেকে অধিক হারে মানুষকে বিরত রাখার কারণে এমন অনেক পবিত্র বিষয়াদি আমি তাদের উপর হারাম করেছিলাম যা তাদের জন্যে পূর্বে হালাল ছিলো। আরো কারণ হলো তাদের সুদ গ্রহণ অথচ উহা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো। এবং অন্যের অর্থ সম্পদ প্রতারণার মাধ্যমে গ্রহণ করার কারনে।[১০১]

বিভিন্ন পবিত্র বিষয়াদি তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে ৪টি কারণে। (ক) তাদের অপরাধ ও সীমালঙ্গনমূলক কাজ (খ) মানুষকে আলণ্ডাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা (গ) সুদ খাওয়া (ঘ) অন্যায়ভাবে মানুষের মাল আত্মসাৎ করা। মানুষের পাপসমূহ দু'টি প্রকারে সীমাবদ্ধ। এক. সৃষ্টির প্রতি অবিচার; দুই. সত্য দ্বীন থেকে বিমুখ। উপরোক্ত ৪টি অপরাধের মধ্যে শেষের তিনটি সৃষ্টির প্রতি অবিচার এবং ১মটি সত্য দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সাথে সম্পৃক্ত।[১০২]

আলণ্ডাহ তায়া'লা বিভিন্ন হালাল প্রাণীর পছন্দনীয় অংশগুলো তাদরে উপর হারাম করে দিলেন-

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما اوالحوايا او ما اختلط بعظم ذالك جزينهم ببغيهم وانا لصادقون ۔

অর্থ: আর যারা ইয়াহুদী আমি তাদের উপর নখরযুক্ত সকল পশুই খাদ্য হিসেবে নিষিদ্ধ করেছিলাম। গর˜-ছাগলের চর্বি ও তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম। তবে যে সকল চর্বি ঐ পশুর পিঠ বা অন্ত্র বা অস্থির সাথে মিশে থাকে তা ব্যতীত। তাদের সীমালংঘনমূলক কর্মের শাস্ড়ি হিসেবে এসব আহার নিষিদ্ধ করেছি। নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদি।[১০৩]

[১০০.] আল কুর'আন, ২ : ৫৮-৫৯
[১০১.] আল কুর'আন, ৪ : ১৬০- ১৬১
[১০২.] ইমাম মুহাম্মদ আর রাযী ফখরুদ্দীন, Zvdmxi j dLwi i ivhx, প্রাগুক্ত, খ-১১, পৃষ্ঠা-১০৭
[১০৩.] আল কুর'আন, ৬ : ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

মহান আলণ্ঢাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই করুণাশীল। কারো অনাকাঙ্খিত, অনভিপ্রেত কথা ও আচরণে আলণ্ঢাহ তায়ালার থেকে অধিক ধৈর্য্যশীল কেউ নেই। অসংখ্য পাপী ও অবাধ্য মানুষকে আলণ্ঢাহ বাঁচিয়ে রাখেন, অবিরত খাদ্যের জোগান দেন। অথচ এমন দয়া ও করুণার আধার মহান আলণ্ঢাহ কর্তৃক বণী ইসরাঈলের জন্য হালাল, পবিত্র ও সুস্বাদু কিছু বস্তু হারাম করে দেয়া দ্বারা তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের পরিধি ও গভীরতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তাদের উপর মহান আলণ্ঢাহর ক্রোধের ভয়াবহতাও সহজে অনুমান করা যায়। এবং উক্ত বিষয়টি আল-কুর'আনে উলেণ্ঢখের মাধ্যমে মুসলিম জাতিসহ পুরো মানবজাতিকে সতর্ক করা হয়েছে। যেনো তারা আলণ্ঢাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে হঠকারিমূলক আচরণ না করে। অন্যথায় অনেক হালাল ও সুস্বাদু খাদ্য পৃথিবী থেকে নিঃচিহ্ন করে দেয়া হবে বা বিভিন্ন জটিল ও দূরারোগ্য ব্যধির মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু আহার করা হতে বিরত রাখা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

PZ_ Aa¨vq

Cmv (Av:)chš Ab¨vb¨ bex-ivm‡ji mv‡_ eYx BmivC‡ji AvPiY I Povš cZb:

ইয়াকুব (আ:) এর বংশে পুত্র ইউসুফ (আ:) এর সমসাময়িক আরেকজন নবীর কথা কোরআনে উলেণ্ঢখ আছে। তিনি হলেন ইউনুস (আ:)। এছাড়া ইউসুফ (আ:) এর বংশধরের অন্ড়র্ভূক্ত ইয়াসাআ (আ:)। পূর্বে উলেণ্ঢখ হয়েছে ইয়াকুব এর বংশধর ইমরান, আর ইমরানের পুত্র মুসা ও হার"ণ (আ:)। ইসরাঈলী বংশের নবী দাউদ (আ:)। তাঁর পুত্র সুলাইমান (আ:)। হার"ণ (আ:) এর অধঃস্ড়ন নবী ইলয়াস (আ:), সুলাইমান (আ:) এর পুত্র রাহবাআম, তার বংশের নবী যাকারিয়া (আ:) তাঁর পুত্র ইয়াহয়িয়া এবং তার সমসাময়িক রাহবাআমের বংশে ঈসা (আ:) আগমণ করেন।[১]

4.1 : BDbm (Av:) Gi mv‡_ :

আলণ্ঢাহ তায়া'লা ইউনুস (আ:) এর রেসালাত সম্পর্কে বলেন-

وان يونس **لمن** المرسلين ۔

অর্থ: নিশ্চয়ই ইউনুস (আ:) রাসূলগণের অন্ড়র্ভূক্ত।

তিনি বণী ইসরাঈলের অন্ড়র্ভূক্ত এবং তাদের মধ্যে প্রেরিত নবী ছিলেন। প্রাথমিকভাবে এই সম্প্রদায় নবী ইউনুসের (আ:) সাথে দুর্ব্যবহার করে। নবীর দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের চরম অবাধ্যতার কারণে খোদায়ী গযব যখন নিকটবর্তী হয়েছিলো তখন তিনি নিজ জাতি ও এলাকা ছেড়ে পলায়ন করলেন। কিন্তু বিষয়টি ছিল নবীর শানের বিপরীত। এজন্য আলণ্ঢাহ তাকে নৌকা থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করালেন, সেখান থেকে মাছের পেটে, মাছের পেট থেকে জীবিত অবস্থায় সমুদ্র তীরে ফিরে আসা কুদরতে এলাহীর এক অপূর্ব নমুনা। আল কোর'আনের ভাষায়-

(১) **اذ ابق الى الفلك المشحون**- فساهم **فكان** المدحضين **فالتقمه الحوت** و هو مليم-

(২) **وذ النون** اذذهب **مغاضبا فظن ان لن** نقدر عليه **فنادى فى الظلمت ان لا اله الا انت سبحانك انى كنت من** الظالمين- **فلستجبنا** له **ونجيناه من الغم وكذالك ننجى** المؤمنين ۔

অর্থ: (১) স্মরণ কর"ণ, যখন তিনি (ইউনুস (আ:) পালিয়ে এমন নৌকায় উঠলেন যাতে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী ছিলো। তিনি লটারীতে অংশ নিলেন এবং পরাজিত হলেন। (নিয়ম মোতাবেক তাকে অথৈ পানিতে ফেলে দেয়ার পর) বিশাল আকৃতির মাছ তাকে গিলে ফেললো। এবং তিনি নিজেকে তিরস্কার করছিলেন।[২]

---

১. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, Avi ivnxKj gvLZg, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা-২১

২. আল কুর'আন, ৩৭ : ১৩৯-১৪২

(২) আর মাছ ওয়ালার কথা স্মরণ কর"ণ, যখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ জাতিকে ত্যাগ করে বের হয়ে গিয়েছিলো এবং ধারণা করেছিলো আমি বোধ হয় তাকে শাস্ড়ি দ্বারা গ্রেফতার করতে পারবোনা। অতঃপর সে ত্রিবিধ (রাত, পানি, মাছের পেট) অন্ধকারে আমাকে ডাকছিলো, হে আলণ্ঢাহ আপনি ব্যতিত কোন ইলাহ নাই। আমি আপনার পবিত্রতা

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা করছি। নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছি। অত:পর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করলাম। এমনি ভাবেই আমি মুমিনদেরকে মুক্তি দিব (২১ : ৮৭-৮৮)। ইবনে আব্বাস ও দাহহাক থেকে বর্ণিত ইউনুস (আ:) ছিলেন যুবক। তিনি নবুওয়াতের বোঝা বহন করতে পারছিলেন না। এজন্য রাসূল (সা:) কে বলা হয় ولا تكن كصاحب الحوت ''আপনি মাছওয়ালার মত হবেন না।[৩]

নবী ইউনুসের এই অবস্থায় পড়ায় পেছনে নিশ্চয়ই বণী ইসরাঈলরা দায়ী। তারা অবাধ্য না হলে গযবের পরিস্থিতিও সৃষ্ট হতো না। নবীকেও পলায়ন করতে হতোনা।

4.2 : Avj BqvmvAvÛ (Av:) :

তিনি ইয়াকুব পুত্র ইউসুফ (আ:) এর অধঃস্তন বংশের একজন নবী। এই মহান নবীর প্রসংগটি আলণ্ঢাহ তায়া'লা পবিত্র কুরআনে দু'স্থানে উলেণ্ঢখ করেছেন-

(১) وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسمعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العلمين-

(২) واذكر اسماعيل واليسع وذالكفل وكل من الاخيار -

অর্থ: (১) যাকারিয়া, ইয়াহয়িয়া, ঈসা, ইলয়াস সকলেই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত। এবং ইসমাঈল, আল ইয়াসাআ', ইউনুস, লূত প্রত্যেককে আমি বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[৪]

(২) স্মরণ কর ণ ইসামঈল, আল ইয়াসাআ' এবং জুলকিফল কে। এবং তারা সকলেই সৎকর্ম পরায়ন ছিলেন। (৩৮ : ৪৬) ইবনে আব্বাসের মতে তিনি নবী ইলয়াস (আ:) এর ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। এবং তাঁর পরে বণী ইসরাঈলের প্রতিনিধিত্ব করেন।[৫]

4.3 : 'vD' (Av:) I Zvi mgmvgwqK bex‡'i mv‡_ eYx BmivC‡ji nVKwiZv I kw¯:

আলণ্ঢাহ তায়া'লা হাজার হাজার নবী-রাসূল বণী ইসরাঈলের মধ্য থেকে তাদের হেদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন। হাজার হাজার নবী-রাসূল তাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। মুসা (আ:) এর দুনিয়া থেকে বিদায়ের পর তার প্রতিষ্ঠিত রাজত্বও ধীরে ধীরে তার সম্প্রদায় হারাতে থাকে।

---

৩. মুহাম্মদ বিন আহমদ আল কুরতুবী : Avj Rv‡gqvj AvnKwgj KiÛAvb, প্রাগুক্ত: খ-১১, পৃষ্ঠা-৩৩০

৪. আল কুর'আন, ৬ : ৮৬

৫. মুহাম্মদ বিন আহমদ আল কুরতুবী : Avj Rv‡gqvj AvnKwgj KiÛAvb, প্রাগুক্ত: খ-১৫, পৃষ্ঠা-১১৫

এক পর্যায়ে এই সম্প্রদায়কে নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়। তখন উক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তৎকালীন সময়ে তাদের মধ্যে অবস্থানকারী নবীর নিকট আবেদন করে যেনো তাদের একজন বাদশাহ মনোনীত করা হয়, যার নেতৃত্বে তারা আলণ্ঢাহর পথে জিহাদ করে তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আল কোরআনের ভাষায়-

الم تر الى الملأ من بنى اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله

অর্থ: ''পৃথিবী থেকে মুসার বিদায়ের পর তুমি কি বণী ইসরাঈলের নেতৃবৃন্দের অবস্থা দেখোনি? যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিলেন, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারণ করে দিন যেনো আমরা আলণ্ঢাহর পথে যুদ্ধ করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারি।'' 'জালুত' নামক বাদশাহ তাদের উপর চেপে বসে। ফলে তারা জীবন-যাপনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়। এমতাবস্থায় তারা নিজেদের মধ্যকার বিভেদ ভুলে এক বাদশাহর অধীনে যুদ্ধ করার আগ্রহ প্রকাশ করে।[৬]

তাদের এই আবদারের জবাবে নবী শামউন বা শামবিল বণী ইসরাঈলকে তাদের অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেন। কারণ তাদের চরিত্র হল যখন তখন নিজ নবীর নিকট একটা আবদার করবে, কিন্তু আবদার মোতাবেক কোন নির্দেশনা আসলে সাথে সাথে বেঁকে বসবে। আল কোরআনের ভাষায়-

قل هل عسيتم ان كتب عليكم القتل الا تقاتلوا ؟

অর্থ: ''নবী বললেন : এমন হবে নাতো, যখনই তোমাদের উপর যুদ্ধ বাধ্যতামূলক করা হবে তখনই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে ?'' জিহাদ থেকে পিছুহটা এবং এর বিরোধীতা করা তাদের স্বভাবসূলভ কাজ। এ কারণেই প্রশ্নের আকারে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে যেনো তাদের উত্তর দলিল হয়ে থাকে?[৭]

নবীর কথার জবাবে তারা আলণ্ঢাহর পথে জিহাদের যৌক্তিকতা দেখিয়ে নিজেদের স্বদিচ্ছার বিষয়টি নবীকে বুঝাতে চেষ্টা করলো: মহান আলণ্ঢাহর ভাষায়-

قالوا وما لنا ان لا نقاتل فى سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا ۔

অর্থ: জবাবে তারা বলেছিলো, আমাদের এমন কি অজুহাত রয়েছে যে, আমরা আলণ্ঢাহর পথে যুদ্ধ করবোনা, অথচ আমাদের বাসভূমি ও সন্ড়ান-সন্ড়ুতি থেকে আমাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে? [৮]

কিন্তু যখনি তাদের উপর জিহাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথারীতি 'তালুত' নামক ব্যক্তিকে বাদশাহ নিয়োগ করা হলো, তখনি তাদের টালবাহানা শুর" হলো। অমুককে কেন বাদশাহ বানানো হলো অথচ সে ধনী নয়।

---

৬. মুহাম্মদ হোসাইন আত-তাবাতাবায়ী, Avj-gxhvb wd Zvdmxwij KiÛAvb (তেহরান : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ) ২য় সংস্করণ তা: বি.) খ-২, পৃষ্ঠা-২৯৯

৭. প্রাগুক্ত : খ- ২, পৃষ্ঠা- ২৯৯

৮. আল-কুর'আন, ২ : ২৪৬

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

وقل لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤتسعة من المال-

অর্থ: তাদের নবী তাদেরকে বললেন, নিশ্চয়ই মহান আলণ্ঢাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশা হিসেবে মনোনীত করেছেন। তারা বলে উঠলো, বাদশাহী কিভাবে তার জন্য উপযুক্ত হতে পারে? অথচ তার থেকে বাদশাহীর ক্ষেত্রে আমরা বেশী যোগ্য। তাছাড়া তাকে আমাদের চেয়ে অধিক সম্পদ ও দেয়া হয়নি।

তাদের আপত্তির মুখে তালুতকে বাদশাহ বানানোর যুক্তিকতা ও নিদর্শন বর্ণনা করে নবী বলেন; মহান আলণ্ঢাহর ভাষায়-

قل ان الله اصطفه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ۔ و الله يوتى ملكه من يشاء- و الله واسع عليم-

অর্থ: নবী বললেন : নিশ্চয়ই মহান আলণ্ঢাহ তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানগত ও দৈহিক যোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছেন। মহান আলণ্ঢাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই রাজত্ব দান করেন। আলণ্ঢাহ প্রাচুর্যময় এবং সকল বিষয়ে জ্ঞানী।[৯] উক্ত আয়াতে বাদশাহী প্রাপ্তির জন্য দুটি যোগ্যতাকে বাধ্যতামূলক করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এক: মানব জীবনের যাবতীয় কল্যাণকর ও অকল্যাণকর বিষয়ে জ্ঞান। দুই: রাজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য শারিরীক সক্ষমতা।[১০]

তালুতের বাদশাহ হওয়ার নিদর্শণ বর্ণনা করে মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

وقال لهم نبيهم ان اية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك ال موسى وال هرون تحمله الملائكة إن فى ذالك لاية لكم ان كنتم مؤمنين-

অর্থ: তাদের নবী তাদেরকে আরো বললেন : তালুতের বাদশাহ মনোনীত হওয়ার নিদর্শণ হচ্ছে, তোমাদের কাছে তোমাদের হারানো সিন্দুক আসবে যাতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রশান্ড়ির উপকরণ এবং মুসা ও হার"ণের পরিবারের গচ্ছিত অবশিষ্ট সামগ্রী রয়েছে। যা ফেরেশতারা বহন করে আনবে। এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য নিদর্শন যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাকো (২ : ২৪৮)। 'তাবুত' হচ্ছে ঐ সিন্দুক যাতে মুসা (আ:) তাওরাত রাখতেন। উহা ছিলো কাঠের তৈরী। তারা (বনী ইসরাঈল) উহা চিনতো। মুসা (আ:) এর ইন্তিকালের পর আলণ্ঢাহ তায়ালা উহা উঠিয়ে নেন। আকাশ থেকে ফেরেশতাদের হেফাজতে উহা বাদশাহ তালুতের নিকট অবতরণ করে। যেই দৃশ্য তারা প্রত্যক্ষ করছিলো।[১১]

সকল যৌক্তিক বক্তব্য ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার পরও এই সম্প্রদায় বাদশাহ তালুতের নেতৃত্বে যুদ্ধে যেতে অনীহা প্রকাশ করতে থাকলো।

---

৯. আল-কুর'আন, ২ : ২৪৭

১০. মুহাম্মদ হোসাইন আত-তাবাতাবায়ী, Avj-gxhvb wd Zvdmxwij KiÛAvb, প্রাগুক্ত, খ-২, পৃষ্ঠা-৩০১

১১. ইমাম মুহাম্মদ আর রাযী ফখরুদ্দীন, Zvdmxij dLwii ivhx, প্রাগুক্ত, খ-৬, পৃষ্ঠা-১৯০

فلما كتب عليهم القتل تولوا الا قليلا منهم و الله عليم بالظالمين-

অর্থ: অত:পর যখন তাদের উপর যুদ্ধের বাধ্যবাধকতা আসলো তাদের মধ্যকার খুবই অল্প সংখ্যক লোক ব্যাতিত বাকীরা যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। আলণ্ঢাহ জালিমদের খবর খুব ভালো করেই জানেন।[১২]

অবশেষে তালুত শাসন কর্তৃত্বের আসনে আসীন হয়ে স্বৈরাচারী জালিম শাসকের বির"দ্ধে যুদ্ধের জন্য বাহিনী তৈরী করে, নিজে ঐ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন, তখন তিনি লোকদের জানিয়ে দিলেন আলণ্ঢাহ তায়া'লা নদীর পানি পান করা না করা বিষয়ে তোমাদের আনুগত্যের পরীক্ষা নিবেন। কিন্তু পূর্ব সতর্কতার পরও তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া বাকী সকলে সেই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে বাদশার প্রতি আনুগত্যহীনতার পরিচয় দিয়ে নিজেদের প্রকৃত র"প প্রকাশ করে দেয়-

فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر- فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فانه منى الا من اغترف غرفة بيده- فشربوا منه الا قليلا منهم

অর্থ: অত:পর তালুত যখন নিজ সৈন্য বাহিনী নিয়ে বের হলেন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ তোমাদেরকে নদীর পানি দিয়ে পরীক্ষা করবেন। অতএব যে উহা থেকে পান করবে সে আমার দলভূক্ত নয়। আর যে উহা পান করবেনা সে অবশ্যই আমার বাহিনীর অন্ড়র্ভূক্ত থাকবে। তবে প্রবল পিপসার কারণে হাতের আজলা দিয়ে সামান্য পান করলে ভিন্ন কথা। তাদের সামান্য কিছু লোক ছাড়া সকলেই উহা থেকে পান করলো। ইবনুল আসির বলেন : আশি হাজার সৈনিকের মধ্যে মাত্র চার হাজার ব্যতিত বাকি সবাই পানি পান করে।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অল্পসংখ্যক ঈমানদারের দল নিয়ে তালুত নদী অতিক্রম করলেন। এই বাহিনীতে যুবক দাউদ ছিলেন। এই ছোট্ট দলটি যখন স্বৈরাচারী জালিম জালুতের সমরাস্ত্রে সজ্জিত বিশাল বাহিনী দেখলো তারা বললো, এই শক্তিশালী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার মতো শক্তি আমাদের নেই।

فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده-

অর্থ: ''অত:পর যখন তালুত এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঈমানদাররা নদী অতিক্রম করলেন, তারা বললো 'জালুত' এবং তার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই।'' পানি পানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঈমানদাররা নদী পার হওয়ার পর দু'ভাগ হয়ে গেলো। এক : মৃত্যু ভয়ে ভীত। দুই: আলণ্ঢাহর নির্দেশ পালনে সাহসী।[১৪]

তাদের মধ্যে যারা আলণ্ঢাহর সামনে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহীতার ভয়ে ভীত তারা বললো, আমরা সংখ্যায় কম আর তারা সংখ্যায় বেশী। এটা জয় পরাজয়ের মানদ¨ নয়। আলণ্ঢাহর নির্দেশে বহু ক্ষুদ্র বাহিনীও বড়ো বড়ো বাহিনীর মোকাবেলায় বিজয়ী হয়েছে। অতএব, ধৈর্য্যের সাথে মুকাবিলা করা দরকার।

---

১২. আল-কুর'আন, ২ : ২৪৬

১৩. ইবনুল আসির, Avj Kwgj wdZ ZwiL, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-১৬৬

১৪. মুহাম্মদ আর রাযী ফখরুদ্দীন, Zvdmxi j dLwii ivhx, প্রাগুক্ত, খ-৬, পৃষ্ঠা-১৯৮

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

قل الذين يظنون انهم ملقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله و الله مع الصابرين-

অর্থ: কিন্তু যারা ধারণা করতো যে তারা মহান আলণ্ঢাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে তারা বললো এমন অনেক ছোট বাহিনী বিশাল বাহিনীর উপর আলণ্ঢাহর ইচ্ছায় বিজয়ী হয়েছে। আলণ্ঢাহ ধৈর্য্য ধারণকারীদের সাথে আছেন।[১৫]

এরপর তালুতের এই ক্ষুদ্র দলটি জালুতের বিশাল বাহিনীকে পরাস্ড় করলো এবং তালুতের বাহিনীর অস্র্ভূক্ত দাউদ স্বৈরাচারী যালিম জালুতকে হত্যা করলো। অতঃপর মহান আলণ্ঢাহ দাউদকে রাজত্ব এবং এর পরিচালনার জ্ঞান দান করলেন। এবং তিনি তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁকে জ্ঞান বিজ্ঞান দান করেন। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء-

অর্থ: এরপর তালুতের ক্ষুদ্র দলটি জালুতের বিশাল বাহিনীকে পরাস্ড় করলো। এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করলেন। এবং আলণ্ঢাহ দাউদকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং আলণ্ঢাহ যা চান তা তাকে শিক্ষা দিলেন।[১৬]

দাউদ (আ:) যখন নবুওয়াত লাভ করলেন এবং বণী ইসরাঈলের সংশোধনের কাজে হাত দিলেন তখন এই সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে আলণ্ঢাহর বিধানের সীমালঙ্গন করতে থাকে। শনিবার মাছ না ধরার বিষয়ে আলণ্ঢাহর নির্দেশনার সাথে চাতুরতা তাদের সীমালঙ্ঘনের চূড়াস্ড় বহিঃপ্রকাশ। আল কোরআনের ভাষায়-

وسئلهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر اذ يعدون فى السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم- كذالك نبلوهم بما كانوا يفسقون-

অর্থ: হে নবী সমুদ্রের তীরে যে জনপদটি অবস্থিত ছিলো তার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর¯ণ। যখন তারা শনিবার আলণ্ঢাহর হুকুম অমান্য করতো এবং শনিবারেই মাছেরা পানিতে ভেসে ভেসে তাদের সামনে আসতো। অথচ শনিবার ছাড়া অন্য দিন আসতো না। তাদের নাফরমানীর কারণে আমি ক্রমাগত তাদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিলাম (৭ : ১৬৩)। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, ইয়াহুদীরা ঐ দিনটি সম্মান করতে আদিষ্ট হয়েছিলো যে দিনটির বিষয়ে তোমরা আদিষ্ট হয়েছো। আর ওটা হলো জুমুয়ার দিন। তারা এটা পরিত্যাগ করে শনিবারকে গ্রহণ করে নেয়। এ কারণে আলণ্ঢাহ ঐ দিনের বিষয়ে তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে দেন এবং ঐ দিন মাছ শিকার হারাম করে দেন। [১৭]

[১৫.] আল কুর'আন, ২ : ২৪৯

[১৬.] আল কুর'আন, ২ : ২৫১

[১৭.] মুহাম্মদ আর রাযী ফখরুদ্দীন, Zvdmxij dLwii ivhx, প্রাগুক্ত, খ-১৫, পৃষ্ঠা-৪০

আলণ্ঢাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তাদের একটি দল যখন শনিবার কৌশলে মাছ আটকিয়ে রাখতে শুর" করলো, তখন তাদের বাকী লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হলো। একদল মাছ ধরা লোকদেরকে ঐ কাজে বাধা দিচ্ছিলো। অন্য দল এ বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করলো। এক পর্যায়ে নিরবতা অবলম্বনকারী দলটি বললো ঐ সীমালঙ্ঘনকারী দলকে উপদেশ দিয়ে কি লাভ? তখন বাধাদানকারী দলটি বললো, আমরা আলণ্ঢাহর নিকট যেনো এ বিষয়ে কৈফিয়ত দিতে পারি। কোরআনের ভাষায়-

واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون-

অর্থ: যখন তাদের মধ্যকার একটি দল বাধাদানকারী দলকে বললো, তোমরা কেনো ঐ অপরাধীদের নসীহত করছো। আলণ্ঢাহই তাদেরকে ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্ড়ি দিবেন।

তারা (নসীহত কারীরা) বললো: তোমাদের রবের নিকট কৈফিয়ত দেয়ার জন্য এবং সম্ভবত তারা (অপরাধীরা) আলণ্ঢাহকে ভয় করবে।[১৮]

অতঃপর যখন সীমালঙ্গনকারী দলটি তাদেরকে দেয়া সকল উপদেশ ও সর্তকবাণী উপেক্ষা করতে থাকলো তখন আলণ্ঢাহ তায়ালা ঐ এলাকার পুরো অধিবাসীকে বানরে পরিণত করে দিলেন। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

(১) فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خسئين ۔

(২) ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خسئين-

অর্থ: (১) ''অতঃপর তাদেরকে নিষেধ করা অপকর্ম হতে বিরত থাকার ব্যপারে যখন তারা বাড়াবাড়ি করলো আমরা তাদেরকে বললাম : তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও'' (৭ : ১৬৬)। মহান আলণ্ঢাহ তাদের চেহারা বিকৃত করে দেন এবং তাদের কোন বংশ অবশিষ্ট রাখেননি।[১৯]

(২) তোমরা ঐ সকল লোকদের খবর জানো যারা শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করেছিলো? অত:পর আমরা তাদেরকে বলেছিলাম : তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও (২ : ৪৫)। উলেণ্ঢখিত তিন দল লোকের মধ্যে যারা বাধা দিয়েছে তারা খোদায়ী গযব থেকে বেঁচে যায়। বাকী দুই দলের বিষয়ে ইবনে আব্বাস বলেন : দুই দল ধ্বংস হয়েছে বাধাদানকারী দলটি রক্ষা পেয়েছে। ইবনে আব্বাস এই আয়াত তেলাওয়াতকালে ক্রন্দন করতেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

বলতেন: ঐ সকল লোকেরা অন্যায় দেখে চুপ থেকে ধ্বংস হয়েছে, আমরাও অনেক অন্যায় দেখে চুপ থাকি কোন কথা বলিনা।[২০]

[১৮.] আল কুর'আন, ৭ : ১৬৪

[১৯.] ইমাম আহমদ, gmbv‡' Avng', (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত মে-২০০৮) খ-১,পৃষ্ঠা-৩৯০

[২০.] মুহাম্মদ আর রাযী ফখরুদ্দীন, Zvdmxij dLwii ivhx, প্রাগুক্ত, খ-১৫, পৃষ্ঠা-৪২

4.4 : bex mjvqgvb (Av:) Gi Dci Bqvû'x‡'i Acev':

দাউদ (আ:) এর প্রতিষ্ঠিত রাজত্বের উত্তরাধিকার হলেন তাঁর পুত্র সোলায়মান (আ:)। সুলায়মান (আ:) কে আলণ্ঢাহ তায়ালা মানব, জ্বীনসহ সকল প্রাণী জগতকে পরিচালনা করার এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন। পশু-পাখির ভাষা তিনি বুঝতেন। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

وورث سليمان **داود وقال** يا ايها **الناس علمنا منطق** الطير واوتينا **من كل** شيئ **ان** هذا لهو **الفضل** المبين-

অর্থ: সুলাইমান নবী দাউদ (আ:) এর উত্তরাধিকার হলেন। তিনি (সুলাইমান) বলেন : হে মানব মন্ডলী : আমাদেরকে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং সকল বিষয়ে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই উহা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।[২১]

ইমাম সুদ্দী (র:) বলেন, সুলায়মান (আ:) এর সময়ে কিছু লোক যাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলো, এবং উহা লিখত ও শিক্ষা গ্রহণ করত। সুলায়মান (আ:) ঐ যাদুর বই গুলো বাজেয়াপ্ত করে সিন্দুকে ভরে তাঁর সিংহাসনের নিচে পুথে রাখেন। অত:পর সুলায়মান (আ:) যখন ইন্ড়েকাল করেন, শয়তান মানুষের আকৃতি ধরে বণী ইসরাঈলের একদল লোকের নিকট এসে বললো: আমি কি তোমাদেরকে এমন গুপ্তধনের সংবাদ দেবো যা তোমরা কখনো ভোগ করোনি? তারা বললো হ্যাঁ। শয়তান বললো: তোমরা সিংহাসনের নিচের মাটি খুড়ে দেখো। তারা মাটি খুড়ে ঐ যাদুবিদ্যাংসংক্রান্ড় পুস্ড়কগুলো পেলো। এবার শয়তান বললো, সুলায়মান এ সকল বিদ্যার জোরেই মানুষ, জ্বীন, পশু-পক্ষী নিয়ন্ত্রণ করত। লোকেরা উহাই বিশ্বাস করতে থাকে এবং এগুলো অনুসরণ করতে থাকে। আলণ্ঢাহ তায়া'লা উক্ত অপবাদ থেকে সুলায়মান (আ:)কে পবিত্র ঘোষণা করে নিগোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন [২২] এবং ইয়াহুদীদের চারিত্রিক নোংরামীর বিবরণ দেন-

واتبعوا ما تتلوا الشياطين **على ملك** سليمان **وما كفر** سليمان **ولكن** الشياطين **كفروا** -

অর্থ: সুলায়মান (আ:) এর রাজত্বকালীন সময়ে শয়তান যা পাঠ করত তারা (ইয়াহুদীরা) তাই অনুসরণ করে। মূলত: (নবী) সুলাইমান (যাদু-টোনার মাধ্যমে) কুফুরী করেননি। বরং (মানুষ ও জ্বীন) শয়তানরাই কুফুরী করেছে। [২৩]

4.5 : bex Bjqvm (Av:) Gi cwZ wg_¨v‡ivc :

হার"ণ (আ:) এর বংশের অধঃস্ড়ন নবী ইলয়াস (আ:) যখনি বণী ইসরাঈলকে খোদাভীতির প্রতি আহবান জানালেন এবং বা'ল নামক দেবতার পূজা বন্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন তখনই তারা নবী ইলয়াসকে মিথ্যুক বলে আখ্যায়িত করলো।

Dhaka University Institutional Repository

২১. আল কুর'আন, ২৭ : ১৬
২২. আবুল হাসান আলী বিন আহমদ আল ওয়াহেদী, Avmeveb bhj, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা-৩৪
২৩. আল কুর'আন, ২ : ১০২

আল কুর'আনের ভাষায়-

وان الياس لمن المرسلين- اذ قال لقومه الا تتقون- اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين- الله ربكم ورب ابائكم الاولين- فكذبوه فانهم لمحضرون -

অর্থ: নিশ্চয়ই ইলয়াস রাসূলগণের অন্ড়র্ভূক্ত। যখন তিনি তাঁর জাতিকে বললেন: তোমরা কি পরহেযগারী অবলম্বন করবেনা? তোমরা কি বা'ল দেবতাকে ডাকবে আর সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তাকে পরিত্যাগ করবে? আলণ্ডাহ তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের রব। অত:পর তারা তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ড় করলো। নিশ্চয়ই তাদের সকলকেই উপস্থিত করা হবে।[২৪] ইবনে আব্বাস বলেন : তিনি নবী আল ইয়াসাআ' এর চাচা। মতান্ড়রে আল ইয়াসাআ' এর চাচাতো ভাই। তিনি নবী ইউশা' এরপর বণী ইসরাঈলের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। অবাধ্য বণী ইসরাঈল তাকে উপেক্ষা করে।[২৫]

4.6 : bex RvKwiqv I Bqvnwqqv (Av:) Gi mv‡_ Bqvû'x‡'i wbôi I wbgg AvPiY:

সুলায়মান (আ:) এর পুত্র রাহবাআম এর বংশে নবী হিসেবে প্রেরিত হন জাকারিয়া (আ:)। বৃদ্ধ বয়সে আলণ্ডাহ তায়া'লা তাঁকে ইয়াহয়িয়া নামে এক গুণধর পুত্র দান করেন। যথাসময়ে আলণ্ডাহ তায়া'লা তাকেও নবুওয়াতী দিয়ে গৌরাবান্বিত করেন। এই দু'জন মহান নবী বণী ইসরাঈলের মধ্যে হওয়ার পড়ও ইয়াহুদীরা তাদের সাথে অত্যন্ড় নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করে। এই নিষ্ঠুরতার বিবরণ দিয়ে আলণ্ডাহ তায়া'লা বলেন-

وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض مرتين- ولتعلن علوا كبيرا-

অর্থ: আমি বণী ইসরাঈলের বিষয়ে আসমানী কিতাবেই লিখিতভাবে ফয়সালা করে রেখেছি যে, তোমরা অবশ্যই পৃথিবীতে ২বার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এবং বড় ধরণের অহমিকা প্রদর্শন করবে।[২৬]

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আলণ্ডাহ তায়ালা পূর্ব হতেই তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন যে, তারা সীমালংঘনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে পৃথিবীতে দু'বার ভয়াবহ বিপর্যয়-বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ড়ান নবীদেরকে ও তাদের অনুসারীদের হত্যা করার চেয়ে বড় বিপর্যয় আর বিশৃঙ্খলা কি হতে পারে? অভিশপ্ত এই জাতি স্বজাতির মধ্যে প্রেরিত নবীদেরকে হত্যার মাধ্যমে বারবার কলংকিত হয়েছে। আলণ্ডাহ তায়া'লা তাদের এই কলংকিত অধ্যায়ের বিবরণ দিয়ে বলেন-

২৪. আল কুর'আন, ৩৭ : ১২৪-১২৭
২৫. মুহাম্মদ বিন আহমদ আল কুরতুবী, Avj Rv‡gq wj AvnKvgj KiAvb, প্রাগুক্ত, খ-১৫, পৃষ্ঠা-১১৫
২৬. আল কুর'আন, ১৭ : ৪

Dhaka University Institutional Repository

ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم-

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা আলণ্ঢাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্য থেকে যারা ন্যায়ের উপদেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে তাদেরকে আপনি যন্ত্রনাদায়ক শাস্ড়ির সুসংবাদ দিন। [২৭]

জাকারিয়া (আ:) কে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে তারা পৃথিবীতে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এর শাস্ড়ি স্বরূপ আলণ্ঢাহ তায়া'লা এই জাতির উপর এক শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন যারা তাদের সব কিছুই বিধ্বস্ড় ও চূণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলো। আল কুরআনের ভাষায়-

فاذا جاء وعدا ولهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولى بأس شديدا فجلسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا-

অর্থ: দু'বার বিদ্রোহের ১ম বারের সময় যখন উপস্থিত হলো আমি তোমাদের বিপর্যয়ের গতিরোধ করতে তোমাদের বিরুদ্ধে অতি শক্তিশালী যোদ্ধা বান্দাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, তারা তোমাদের দেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো। তোমাদের বিপর্যয় দমনে আমার দমন অঙ্গীকার কার্যকর হবারই ছিলো।"

পূনরায় এক পর্যায়ে আলণ্ঢাহ তায়া'লা এই জাতীকে শক্তিশালী বাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। তাদেরকে বিপুল পরিমাণ ধন সম্পদ, জনসংখ্যা দিয়ে আলণ্ঢাহ তায়া'লা সাহায্য করেন। আলণ্ঢাহ বলেন-

ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددنكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا-

অর্থ: অত:পর আমি পুনরায় সেই শক্তিশালী বাহিনীর উপর তোমাদেরকে বিজয়ী হবার সুযোগ করে দিলাম। এবং তোমাদেরকে বিপুল ধন-সম্পদ ও সন্ড়ান দিয়ে সাহায্য করলাম এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে তোমারদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দান করলাম।'

বারংবার আলণ্ঢাহ তায়া'লার অনুগ্রহ ও দয়া ভুলে যেতে পারংগম এই জাতি ঠিকই দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে মহা বিপর্যয়-বিশৃংখলা শুরু করে দিলো এবং নবী ইয়াহয়িয়াকে হত্যার মাধ্যমে সীমালংঘনের চূড়ান্ড় পর্যায়ে উপনীত হলো। তখনি আলণ্ঢাহ তায়া'লা তাদের উপর 'বুখতে নসর' নামক জালিম শাসক চাপিয়ে দিলেন যে বায়তুল মাকদাস পর্যন্ড় বিধ্বস্ড় করে ইয়াহুদীদেরকে চরমভাবে শায়েস্ড়া করে ও অপদস্ড় করে ছাড়ে।

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

فاذا جاء وعدا الاخرة ليسوء اوجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا-

অর্থ: অত:পর যখন তোমাদের দ্বিতীয় বার স্বৈরাচারী কর্মকান্ড শুরু করার সময় সমাগত হলো আর তোমরা তা করতে থাকলে, আমিও অন্য দুশমনকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিলাম যেন তারা তোমাদের চেহারাকে কালিমাচ্ছন্ন করতে পারে এবং প্রথম বারের মত মসজিদে তারা প্রবেশ করে তাদের করতলগত সব কিছু ধ্বংস করে দেয়।[২৮]

---

২৭. আল কুর'আন, ৩ : ২১

২৮. আল কুর'আন, ১৭ : ৫-৭

ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ বলেন : তাদের প্রথম সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হলো নবী জাকারিয়া (আ:) কে হত্যা করা।

ইবনে ইসহাক বলেন : আলণ্ঢাহর নবী শা'য়াকে হত্যা করা। এই অন্যায় হত্যা কাণ্ডের শাস্ড়িস্বরূপ বুখতেনসর

Dhaka University Institutional Repository

তাদের উপর আক্রমণ করে বায়তুল মাকদাস থেকে তাদের নিঃশ্চিহ্ন করে দেয়।[২৯] তাদের দ্বিতীয় সন্ত্রসবাদ ছিলো নবী ইয়াহইয়াকে হত্যা করা। নবীকে হত্যা করতেই আলণ্ঢাহ তায়ালা পূণরায় তাদের উপর বুখতে নসরকে প্রেরণ করেন। সে তাদের ৭০ হাজার লোক হত্যা করে। মতান্তরে ৭৫ হাজার। ইবনে আব্বাস বলেন : আলণ্ঢাহ তায়ালা মুহাম্মদ (সা:) এর নিকট ওহী প্রেরণ করে বলেন, আমি ইয়াহইয়াকে হত্যার বদলে ৭০ হাজার হত্যা করেছি, আর আপনার মেয়ের ছেলে হোসাইনকে হত্যার বদলায় ৭০ হাজারের সাথে আরো ৭০ হাজার হত্যা করবো।[৩০]

4.7 : bex Cmv (Av:) I Zvi cweÎ gvi mv‡_ Bqvû'x‡'i †eqv'ex I nVKvixgjK AvPiY:

বণী ইসরাঈলে আগমণকারী সর্বশেষ নবী ও রাসূল হচ্ছেন আলণ্ঢাহ তায়া'লার ক্ষমতার বাস্ড়ব নিদর্শন পূণ্যাত্মা ঈসা (আ:)। নিজ জাতির নবী ঈসার সাথে যেরূপ হঠকারী ও নির্মম আচরণ করেছে বণী ইসরাঈল তা খুবই বিস্ময়কর। যুগে যুগে আলণ্ঢাহর অসংখ্য কুদরত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা এই জাতি, ঈসা (আ:) এর জন্ম সংক্রান্ড় রবের কুদরতী ব্যবস্থাপনাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে না নিয়ে বরং নীচু মানসিকতা ও হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছে। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বিশেষ এক কুদরত বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপনের জন্য তাঁর নেক বান্দাহ ইমরানের পরিবারকে মনোনীত করেন।

এই ইমরান নবী মুসা ও হার"ণ (আ:) এর পিতা ইমরান নন। বরং মারয়াম (আ:) এর পিতা ইমরান।[৩১]

ইমরানের স্ত্রী হান্না বিনতে ফাখুযের গর্ভে পবিত্রাত্মা মারয়াম জন্ম গ্রহণ করেন। এবং মারয়ামের মা'র মান্নত মোতাবেক এই কন্যা সন্ড়ানকে বায়তুল মাকদাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করা হয়। আলণ্ঢাহ তায়া'লার নিদর্শন বহণকারী এই মেয়ের খালু নবী জাকারিয়া (আ:) লটারীর মাধ্যমে এই মেয়ের তদারকীর দায়িত্ব পান। এবং মারয়ামের কক্ষে অমৌসুমী ফল পাওয়া যেত [৩২] যা এই পূণ্যাত্মা মেয়ের বিস্ময়কর ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে।

---

২৯. মুহাম্মদ বিন আহমদ আল কুরতুবী, Avj- Rv‡gq wj-AvnKwgj KiAvb, প্রাগুক্ত, খ-১০, পৃষ্ঠা-২১৫

৩০. প্রাগুক্ত : খ- ১০, পৃষ্ঠা-২১৯

৩১. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৪৬৮

৩২. আল কুর'আন, ৩ : ৩৫-৩৮

মারয়াম যখন সন্ড়ান ধারণ করার বয়সে উপনীত হলেন তখন জীবরাঈল (আ:) কর্তৃক আলণ্ঢাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে সুসংবাদ দেয়া হলো যে, মারয়াম এক পূণ্যাত্মা সন্ড়ানের জননী হতে যাচ্ছে। বিনা বিবাহে এবং পুর"ষের সংস্পর্শ ব্যতিত সন্ড়ানের জননী হওয়ার সংবাদে মারয়াম রীতিমত বিস্মিত হলেন। কিন্তু, অবিশ্বাস্য ও হতবাক করা বিষয় ও যে আলণ্ঢাহ তায়া'লার নিকট অবিশ্বাস্য রকমের সহজ তা প্রমাণ করে দিয়ে, জিবরাঈল (আ:) এর একটি ফুৎকারের মাধ্যমে ঈসা (আ:) মারয়ামের গর্ভে চলে গেলেন। [৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

মারয়ামের গর্ভ যখন পূর্ণতায় পৌঁছলো তখন তিনি বায়তুল মাকদাস থেকে বের হয়ে একটু দূরবর্তী স্থানে গেলেন। প্রসব বেদনা শুর" হলে তিনি মরে যাওয়ার আকাংখা প্রকাশ করেন। তখন কুদরতী অদৃশ্য অওয়াজ থেকে তাকে বলা হলো, তুমি চিন্ড়িত হইওনা।

মারয়ামকে কুদরতী ঝর্ণার পানি, খেজুর গাছের কুদরতী তাজা খেজুর এর ব্যবস্থার কথা জনানো হলো।

কুদরতী সন্ড়ান নিয়ে জনসম্মুখে আসার প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার কৌশল মারয়ামকে শিখিয়ে দেয়া হলো।[৩৪]

আর তা হলো, লোকদের সাথে দেখা হলেই মারয়াম বলবেন: আমি রহমানের সন্তুষ্টির জন্য 'সিয়াম' পালন করার মান্নত করেছি। এখানে 'সওম' বলতে চুপ থাকা উদ্দেশ্য। কারণ 'সওম অর্থ বিরত থাকা। আর চুপ থাকার মাধ্যমে কথা থেকে বিরত থাকতে হয়। এটি ঐ সময়ের শরীয়ত মোতাবেক ছিলো।[৩৫] আমাদের শরীয়ত হলো অন্যায় কথা হতে রোযা অবস্থায় বিরত থাকা। আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণীত: তিন বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, যে অন্যায় কথা বলা ও কাজ ছাড়তে পারেনি আলণ্ঢাহর কোন প্রয়োজন নেই ঐ ব্যক্তি তার খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করুক।[৩৬]

এবার মারয়াম যখনি বিস্ময়কর সন্ড়ানকে নিয়ে বণী ইসরাঈলের নিকট আগমণ করলেন অমনি এই কুচক্রি জাতি আলণ্ঢাহর এই বিস্ময়কর নিদর্শনের প্রতি সেজদাবনতচিত্তে আনুগত্য প্রকাশ করার পরিবর্তে মারয়ামের চারিত্রিক পবিত্রতাকে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে।[৩৭]

মারয়ামের চরিত্রের উপর আনিত মিথ্যা অপবাদের জবাবে বিস্ময়করভাবে এগিয়ে আসে বিস্ময়বালক দুগ্ধশিশু ঈসা (আ:)।[৩৮]

---

৩৩. আল কুর'আন, ৩ : ৪৫-৪৭

৩৪. আল কুর'আন, ১৯ : ২২-২৬

৩৫. মুহাম্মদ বিন আহমদ আল কুরতুবী, Avj- Rv‡gq wj-AvnKwgj KiAvb, প্রাগুক্ত, খ-১১, পৃষ্ঠা-৯৮

৩৬. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, mnxûj eLvix, (ভারত :মাকতাবায়ে মুসতাফাইয়্যাহ, দেওবন্দ, তা: বি:) খ-১, পৃষ্ঠা-২৫৫

৩৭. আল কুর'আন, ৪ : ১৫৬, ১৯ : ২৬

৩৮. আল কুর'আন, ১৯ : ২৯-৩৩

দুগ্ধশিশু ঈসা (আ:) এর স্পষ্ট ও হতবাক করা জবাবে বণী ইসরাঈলের কুচক্রী মহল তাৎক্ষণিক স্ড়ব্ধ হলেও, ঈসা (আ:) যখনি তাদেরকে তাওরাত সত্যায়নকারী আসমানী কিতাব ইঞ্জিলকে মেনে নিতে আবেদন জানালেন, তখনি তারা চূড়ান্ড়ভাবে বিরোধিতা শুর" করে দিলো। ইয়াহুদীরা বিভিন্ন মু'জিযা সমেত ইঞ্জিলকে যাদু বিদ্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে-

واذ كففت بنى اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينت فقل الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين ۔

অর্থ: তারপর যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে বণী ইসরাঈলের কাছে পৌঁছলে এবং তাদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকারকারী ছিলো তারা বললো, এ নিশানীগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই না তখন, আমিই তোমাকে তাদের কবল থেকে রক্ষা করেছিলাম।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা (আ:) তাওরাতকে সত্যায়নকারী হওয়া সত্ত্বেও তাওরাতে বর্ণিত হারাম কিছু বিষয়কে হালালকারী হওয়াতেই ইহুদীরা ঈসা (আ:) এর প্রকাশ্য শত্রু হয়ে উঠে। মূলত ইয়াহুদীদের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতার বিন্দুমাত্র অভ্যাস গড়ে উঠেনি।

ومصدقا لما بين يدى من التورلة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ـ

অর্থ: আমি (ঈসা) সেই শিক্ষা ও হেদায়াতের সত্যতা ঘোষণা করার জন্য এসেছি, যা বর্তমানে আমার যুগে তাওরাতে আছে। আর তোমাদের জন্য যেসব জিনিস হারাম ছিল তার কতোগুলো হালাল করার জন্য আমি এসেছি (৩ : ৫০)। ঈসা (আ:) বণী ইসরাঈলকে বলেন, আমি তোমাদেরকে তাওরাতের একটি অক্ষরের বিপরীতেও আহবান করিনা। তবে হারাম হওয়া কিছু খাদ্য হালাল করা ছিলো ঈসা (আ:) এর নতুন বিষয়। [৪০]

অবাধ্যতা ও শত্রুতার এক পর্যায়ে ইয়াহুদীরা ঈসা (আ:) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো।

ومكروا ومكرا الله و لله خير الماكرين-

অর্থ: তারপর বণী ইসরাঈল (ঈসার বিরুদ্ধে) গোপন চক্রান্ড় করতে লাগলো। জবাবে আলণ্ঢাহ ও তাঁর গোপন কৌশল খাটালেন। আর আলণ্ঢাহ শ্রেষ্ঠতম কুশলী। [৪১]

ইয়াহুদীদের বদ্ধমূল ধারনা হলো তারা তাদের ধর্মের শত্রু ঈসা (আ:) কে হত্যা করেছে এবং শুলে চড়িয়েছে। মূলত তারা ঈসাকে হত্যাও করতে পারেনি এমনকি শুলেও চড়াতে পারেনি। বরং এ বিষয়ে তাদেরকে সর্বকালের সেরা নির্বোধ ও বোকা বানানো হয়েছে। আবদ্ধ ঘরে প্রবেশ করে ঈসার সাদৃশ্য তাদের পাঠানো লোককে হত্যার সময় তারা এতটুকু সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেনি যে, তারা ঈসাকেই যদি হত্যা করে থাকে তাহলে তাদের পাঠানো লোকটি কোথায়?

---

৩৯. আল কুর'আন, ৩ : ১১০

৪০. আব্দুর রহমান বিন জালালুদ্দিন, Zvdmxi 'iij gvbmi wdZ Zvdmxwij gvômi, (বৈরুত : দারুল ফিকরি, ১৯৮৩) খ-২, পৃষ্ঠা-২২২

৪১. আল কুর'আন, ৩ : ৫৪

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

(১) وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم -

(২) بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما-

অর্থ: (১) তারা অভিশপ্ত হবার আরেকটি কারণ হলো, তারা গর্বভাবে বলেছিলো নিশ্চয়ই আমরা আলণ্ঢাহর রাসূল মারয়ামের পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছি। প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যাও করতে পারেনি এবং শুলবিদ্ধও করতে পারেনি। বরং তাদেরকে এক বিভ্রমের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো।

(২) প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মহান আলণ্ঢাহ তাকে তাঁর দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। (আলণ্ঢাহ মহা পরাক্রমশালী ও মহা বিজ্ঞ।)[৪২]

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণীত, আলণ্ঢাহ তায়ালা যখন ঈসা (আ:) কে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করলেন ঈসা (আ:) তার সঙ্গীদের নিকট গেলেন। তখন গৃহে ১২জন হাওয়ারী ছিলেন, তিনি বলেন : তোমাদের কে আমার

Dhaka University Institutional Repository

সাদৃশ্য গ্রহণ করবে যাকে হত্যা করা হবে এবং সে আমার সাথে আমার মর্যাদায় থাকবে? এক যুবক দাঁড়ালো, এবার ইয়াহুদীরা আসলো এবং সাদৃশ্যময় লোকটিকে হত্যা করলো।[৪৩]

তবে তাদের এই জঘন্যতম পাপাচারিতার কঠোর শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

فاما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فى الدنيا والاخرة وما هم من نصرين ـ

অর্থ: যে সকল লোক আমার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে নাফরমানী করেছে আমি তাদেরকে দুনিয়া ও পরকালে কঠিন শাস্তি দিবো। তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।[৪৪]

অপরদিকে ঈসা (আ:) কে অনুসারী বণী ইসরাঈলের দলটিও নিজ নবীর নিকট বিভিন্ন অলৌকিক দাবী করতে থাকে-

اذ قال الحواريون يعيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله -----

অর্থ: স্মরণ করুন, যখন হাওয়ারীগণ আবদার জানিয়ে বলেছিলো, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা ! আপনার রব কি আমাদের জন্য খাদ্যে পরিপূর্ণ একটি পাত্র অবতরণ করাতে সক্ষম? ঈসা বলেছিলেন, তোমরা এমন অবান্তর প্রশ্ন করা হতে আল্লাহকে ভয় করো (৫ : ১১২-১১৪)। উক্ত আবদারের মাধ্যমে ইয়াহুদীদের রুক্ষতা, গোয়ার্তূমি, নবীদের সাথে বেয়াদবীপূর্ণ আচরণ পূণরায় প্রকাশ পায়।[৪৫]

---

৪২. আল কুর'আন, ৪ : ১৫৭-১৫৮

৪৩. আব্দুর রহমান বিন জালালুদ্দিন, Zvdmxi ‘iij gvbmi wdZ Zvdmxwij gvÕmi, প্রাগুক্ত: খ-২,পৃষ্ঠা-৭২৭

৪৪. আল কুর'আন, ৩ : ৫৬

৪৫. আবু বকর জাবের আল জাযায়েরী, AvBmviZ Zvdvmxi (নাদীউল মদীনাতুল মুনাওয়ারাহ আল আদাবী ১৯৮৭) খ-১, পৃষ্ঠা-৫৮২

আকাশ হতে অবতীর্ণ খাদ্য ভর্তি খাঞ্জা পেয়েও তারা আল্লাহর বিধানের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারেনি। বরং তারা ঈসা (আ:) এর অলৌকিক জন্ম, চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবিশ্বস্য কৃতিত্ব ইত্যাদির কারণে ঈসার ক্ষমতা ও মর্যাদা নিয়ে বাড়াবাড়ী করতে থাকে-এক পর্যায়ে তাদের একটি উপদল ঈসাকে আল্লাহর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে-

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم-

অর্থ: ঐ সকল লোকেরা কাফির হয়ে গিয়েছে যারা বলেছে, নিশ্চয়ই মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহই স্বয়ং আল্লাহ।[৪৬]

অন্য উপদল ঈসাকে আল্লাহর সন্তান বলে অভিহিত করে।

وقالت النصارى المسيح بن الله ـ

অর্থ: খ্রীষ্টানরা বলে, ঈসা আল্লাহর পুত্র।[৪৭]

অন্য উপদল ঈসাকে তিন প্রভুর এক প্রভু হিসেবে আখ্যায়িত করে।

لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة-

অর্থ: অবশ্যই তারা সত্য অস্বীকারকারী কাফির হয়ে গিয়েছে যারা বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন তিন আল্লাহর মধ্যে তৃতীয়।[৪৮] অর্থাৎ তিনজনের একজন। তিনজন হচ্ছে : পিতা, পুত্র, রূহ তাদের প্রত্যেকেই ইলাহ।[৪৯]

বণী ইসরাঈলের এই ভয়াবহ বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করে স্বয়ং ঈসা (আ:) বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

وقل المسيح يبنى اسرائيل اعبدو لله ربى وربكم انه من يشرك الله فقد حرم لله عليه الجنة ومأوله النار ۔

অর্থ: মাসীহ বললেন : হে বনী ইসরাঈল তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব মহান আলণ্ঢাহর ইবাদত করো। নিশ্চয়ই যে আলণ্ঢাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ড় করবে আলণ্ঢাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম।[৫০]

ঈসা (আ:) নিজেকে সর্বদাই একজন পথ প্রদর্শক, রাসূল এবং আদম সন্ড়ানই মনে করতেন। তিনি বলেন: ‘‘আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়াই বলিতেছি যে, চাকর কখনও তাহার প্রভু হইতে বড় হইতে পারে না।’’ যোহন (১৩ : ১৬) [৫১]

---

[৪৬] আল কুর্‌র’আন, ৫ : ১৭

[৪৭] আল কুর’আন, ৯ : ৩০

[৪৮] আল কুর’আন, ৫ : ৭৩

[৪৯] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হোসাইন তাবাতাবায়ী, Avj gxhvb wd Zvdmxi KziÔAvb, প্রাগুক্ত, খ-৬, পৃষ্ঠা-৭

[৫০] আল কুর’আন, ৫ : ৭২

[৫১] সম্পাদক মন্ডলী দ্বারা সম্পাদিত, Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৬) খ-৫, পৃষ্ঠা-৭৮৩

Dhaka University Institutional Repository

একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মহান আলণ্ঢাহ তাঁর সৃষ্টি জগত দু'টি পদ্ধতিতে পরিচালনা করে থাকেন। এক: আদত বা স্বাভাবিক নিয়ম, দুই: কুদরত বা বিশেষ ক্ষমতা। যদিও স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যেও মহান আলণ্ঢাহর অপার মহীমা নিহিত রয়েছে এবং এই স্বাভাবিক নিয়মের সৃষ্টিজগতই মহান আলণ্ঢাহর অপার ক্ষমতা ও বিস্ময়ের ধারক ও বাহক হিসেবে যথেষ্ঠ। এরপরও কখনো কখনো তিনি স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কিছু বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা করেন যা মানুষকে অতি সহজেই তাঁর আনুগত্যশীল গোলামে পরিণত করতে পারে। এমন একটি ঘটনাই যেখানে একটি জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারে, সেখানে যুগ যুগ ধরে আবার কখনো একই সময়ে একাধিক অলৌকিক ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জনকারী বণী ইসরাঈল খোদায়ী বিধানের প্রতি আনুগত্যের শির নত না করা যে তাদের দুভার্গ্যের স্পষ্ট প্রমাণ তা সহজেই অনুমেয়। তাদের একটি দল খোদায়ী কুদরতে জন্ম নেয়া ঈসা (আ:) কে অবমূল্যায়ন করতঃ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এবং অপর দল বিষয়টি নিয়ে অতিমূল্যায়ন করতঃ অধিক বাড়াবাড়ি করে খোদায়ী গযবের উপযুক্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

cÂg Aa¨vq

wek bex gnv¤§v‘ (mv:) Gi mv‡_ eYx BmivC‡ji AvPiY :

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রসূলুলণ্ঢাহ (সা:) মক্কার কাফিরদের কর্তৃক যেমন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন, তেমনি মদিনার ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের আচরণে তিনি মানসিকভাবে হন ক্ষতবিক্ষত। যদিও বিশ্বনবীর আগমণের পূর্ব পর্যন্ড় মদীনার ইয়াহুদীরা মদীনার অন্যান্য গোত্র কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শেষ নবীর আগমণের এবং তাঁর নেতৃত্বে মুশরিকদের উপর বিজয়ী হওয়ার তীব্র আকাংখ্যা পোষণ করতো, কিন্তু যখনি তাদের প্রত্যাশিত বিশ্বনবীর আগমণ ঘটলো তখনি তারা তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালো। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ۚ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ۚ

অর্থ: আর যখন তাদের নিকট মহান আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে আল কুরআন আসলো যা তাদের কাছে রক্ষিত কিতাবের সত্যায়নকারী অথচ ইতোপূর্বে তারা কিতাব অস্বীকারকারীদের উপর বিজয়ী হবার জন্য কুরআনের বাহকের আগমনের প্রত্যাশায় প্রহর গুণছিলো, অত:পর যখন তাদের নিকট তাদের প্রত্যাশিত ও পরিচিত নবী ও কিতাব আসলো তারা উহা অস্বীকার করলো।[১]

5.1 : wekbexi cwZ wnsm‡U g‡bvfve :

মদিনার ইয়াহুদীদের আকাঙ্খা ছিল বরাবরের ন্যায় শেষ নবীও বণী ইসরাঈলের মধ্যেই আগমণ করবেন। কিন্তু আলণ্ঢাহ তায়া'লা তাঁর অনুগ্রহ যাকে খুশি তাকেই দান করেন। তিনি নবুয়্যাতের নেয়ামত বণী ইসরাঈল থেকে সড়িয়ে বণী ইসমাঈলকে প্রদান করার মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে বণী ইসরাঈলকে সরিয়ে তথায় বণী ইসমাঈলকে অধিষ্ঠিত করেন। সাথে সাথে হিংসুটে এই ইয়াহুদী জাতির হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং বিশ্বনবীর প্রতি অনুগত্য প্রদর্শণের পরিবর্তে বিশ্বনবীর সাথে চরম হিংসাত্মক আচরণ শুর" করে দেয়। আল কুরআনের ভাষায়-

(১) **بئسما اشتروا** به انفسهم **ان** يكفرو **بما انزل** الله بغيا **ان** ينزل الله **من** فضله **على من** يشاء **من** عباده-

(২) **ام** يحسدون **الناس على الناس على ما** اتهم الله **من** فضله ۚ

অর্থ: (১) কাতোটা জঘন্য ! যার বিনিময়ে তারা নিজেদের সঠিক চিন্ড়া-চেতনাকে বিক্রি করে দিয়েছে। কেবলমাত্র গোড়ামী, হিংসা ও অহংকারের বশবর্তী হয়েই তারা আলণ্ঢাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অস্বীকার করেছে। আলণ্ঢাহ তাঁর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছে তাকেই দান করেন।[২]

(২) আলণ্ঢাহ তার স্বীয় অনুগ্রহ থেকে কুরআন বাহককে যা দান করেন তাতে কি তারা তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করে? [৩]

---

১. আল কুর'আন, ২ : ৮৯

২. আল কুর'আন, ২ : ৯০

৩. আল কুর'আন, ৪ : ৫৪

তারা কখনো আশা করেনি যে, আলণ্ঢাহ তায়া'লা নবুয়াত নামক কল্যাণ তাদের ভিন্ন অন্য কারো উপর অবতীর্ণ করবেন। যেমন আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

ما يود الذين **كفروا من** اهل **الكتاب ولا** المشركين **ان** ينزل عليكم **من خير من ربكم** ۔

অর্থ: পূর্বে কিতাব প্রাপ্তদের মধ্যে যারা কাফির এবং যারা মুশরিক তারা কেউ চায়না তোমাদের উপর তোমাদের রবের নিকট থেকে (নবুয়্যাতের মতো) কোনো কল্যাণ অবতীর্ণ হোক (২ : ১০৫)। অত্র আয়াতে মহান আলণ্ঢাহ মুসলমানদের প্রতি আহলে কিতাব ও মুশরিকদের হিংসা বিদ্বেষ যা গোপণ রাখে তা প্রকাশ করে দিয়েছেন।[৪] এরি সাথে অন্য আয়াতে বলে দিয়েছেন যাবতীয় কল্যাণের চাবিকাঠি সম্পূর্ণই আলণ্ঢাহর হাতে-

قل ان الفضل بيد **الله** يؤتيه **من** يشاء **و الله واسع** عليم ۔

অর্থ: হে নবী আপনি বলুন ! (হিংসা করে লাভ নেই) নিশ্চয়ই যাবতীয় অনুগ্রহ আলণ্ঢাহর হাতে। তিনি উহা যাকে ইচ্ছা দান করেন। আলণ্ঢাহ ব্যপক অনুগ্রহ ও জ্ঞানের অধিকারী।[৫]

আলণ্ঢাহ তায়ালা বলেন-

قل اللهم **مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء** بيدك الخير-

অর্থ: হে নবী আপনি বলুন ! হে আলণ্ঢাহ আপনি সকল রাজ্যের মালিক। আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। এবং যাকে চান সম্মানিত করেন এবং যাকে চান অপমানিত করেন। সকল কল্যাণ আপনার মুষ্টিতে।[৬]

5.2 : wek bexi h‡Mi eYx BmivCj‡K Avjvn c‘Ë wbqvg‡Zi ¯§iY :

বিশ্ব নবীর প্রতি হিংসুটে আচরণের দায়ে আলণ্ঢাহ তায়া'লা বণী ইসরাঈলকে বিনা নোটিশে শায়েস্ড়া করতে পারতেন। কারণ শেষ নবীর আগমণ এবং তাঁর গুণাবলীর বিষয়ে তাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ জ্ঞান ছিলো। কিন্তু আলণ্ঢাহ তায়া'লা যে তাঁর বান্দাদের প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহশীল এর নিদর্শন হলো তিনি বণী ইসরাঈলকে বিশ্বনবীর প্রতি আনুগত্যশীল করার জন্য অত্যন্ড় দরদের সাথে নসীহত করতে থাকেন। এক্ষেত্রে শুর"তে তাদেরকে ইতিপূর্বে প্রদত্ত অসংখ্য নিয়ামতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

(১) يبنى اسرائيل **اذكروا نعمتى التى انعمت** عليكم ۔

(২) يبنى اسرائيل **اذكروا نعمى التى انعمت** عليكم **وانى فضلتكم على** العالمين ۔

অর্থ: (১) হে বণী ইসরাঈল! তোমরা আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাদেরকে দান করেছিলাম (২ : ৪০)। আবু জাফর বলেন: বণী ইসরাঈলের উপর আলণ্ঢাহ প্রদত্ত নেয়ামতরাজি হলো, তাদের মধ্য হতে অসংখ্য রাসূল মনোনীত করা, তাদের উপর কিতাব অবতরণ, ফেরাউনের নির্যাতন হতে মুক্তি দেয়া, পৃথিবীতে ক্ষমতায়ন, পাথর থেকে ঝর্ণা প্রবাহ, মান্না সালওয়া।[৭]

---

৪. ইবনে জারীর আত-তাবারী, Rwgqj evqvb, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা- ৬৬৪

৫. আল কুর'আন, ৩: ৭৩-৭৪

৬. আল কুর'আন, ৩ : ২৬

৭. ইবনে জারীর আত-তাবারী, Rwgqj evqvb, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা- ৩৫৬

(২) হে বণী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ করো আমার সেই নেয়ামত যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম এবং আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলাম।[৮]

আলণ্ঢাহ তাদেরকে প্রদত্ত নিদর্শনমূলক অনেক নিয়ামত ও কুদরতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেন। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

سل بنى اسرائيل كم ءتينهم من اية بينة-

অর্থ: বণী ইসরাঈলকে প্রশ্ন করে জেনে নাও কতো অসংখ্য সুস্পষ্ট নিদর্শন তাদেরকে আমি দান করেছি (২ : ১১১)। রাবী' থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন : আলণ্ঢাহ তাদেরকে যে সকল সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছেন তা হলো মুসা (আ:) এর লাঠি, তাঁর হস্ড়, সমুদ্র বিদীর্ণ করে রাস্ড়া, তাদের শত্রুদের ডুবিয়ে মারা, তাদের উপর মেঘমালার ছায়া ইত্যাদি।[৯]

5.3 : KZ A½xKvi ci‡Yi wb‡'kbv :

বণী ইসরাঈলের সূচনালগ্ন হতে আলণ্ঢাহ তায়ালা প্রদত্ত নিয়ামতরাজি স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর আলণ্ঢাহ তায়া'লা তাদেরকে নির্দেশনা দেন যে, তারা যেন শেষ নবীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বিষয়ে আলণ্ঢাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করে। তাহলে আলণ্ঢাহ তায়া'লা ও তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা দেয়ার নিজ অঙ্গীকার পূরণ করবেন। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ۔

অর্থ: হে বণী ইসরাঈল তোমরা আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করো আমিও তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবো।

বনী ইসরাঈলের কৃত আরেকটি অঙ্গীকার হলো, তারা যেনো তাদের নিকট থাকা আসমানী-কিতাব তওরাত ও ইঞ্জিলকে সত্যায়নকারী কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به-

অর্থ: তোমাদের নিকট বর্তমান পূর্বে অবতীর্ণ যা আছে তাকে সত্যায়নকারী যেই কুরআন আমি অবতীর্ণ করেছি, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তোমরা এর প্রতি প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না।[১০]

আলণ্ঢামা যমাখশারী বলেন: উক্ত আয়াতের মর্ম এও হতে পারে যে, তোমরা এই আসমানী বিধানের প্রতি একে প্রথম অস্বীকারকারীদের মত হয়ো না। অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের মতো হয়ো না। কারণ তারা তো জানে না তোমরা তো এ বিষয়ে জানো।[১১]

[৮.] আল কুর'আন, ২ : ৪৭

[৯.] ইবনে জারীর আত-তাবারী, Rwgqj evqvb, প্রাগুক্ত, খ-২, পৃষ্ঠা- ৪৫২

[১০.] আল কুর'আন, ২ : ৪০-৪১

[১১.] মাহমুদ বিন উমর, Avj Kvkkvd (বৈরুত : লেবানন, দারু ইহয়াউত তুরাসীল আরাবী, ২০০১ খৃ:) খ-১, পৃষ্ঠা-১৬০

5.4 : wekbex AvMgY I cwiPq †Mvcb Kiv:

বনী ইসরাঈলের উপর প্রদত্ত নিয়ামাতরাজি স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর বিশ্ব নবীর প্রতি আনুগত্য ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশনার পরও তারা দুনিয়াবী সামান্য লোভ-লালসা ও স্বার্থের বিনিময়ে বিশ্বনবীর আগমণ সংক্রান্ড় বিষয়গুলো বিক্রয় করে দেয়। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

ولا تشتروا بايتى ثمنا قليلا وايای فاتقون ۔

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: তোমরা আমার (নবীর) নিদর্শন সমূহ সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়োনা। তোমরা শুধুমাত্র আমাকেই ভয় করো।

এ বিষয়ে তারা সত্য (মুহাম্মাদ (সা:) এর আগমণ) কে মিথ্যার (আগমণ এখনো করেনি) সাথে মিশিয়ে প্রচার করতে থাকে-

ولا تلبسوا الحق بالبطل-

অর্থ: তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করোনা।

কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বনবীর আগমণের মত মহাসত্য বিষয়টি তারা গোপন করতে থাকে-

وتكتمو ا الحق وانتم تعلمون-

অর্থ: তোমরা বিশ্বনবীর আগমণ সংক্রান্ড় সত্যকে জেনে বুঝে গোপন করোনা।[১২]

কাশশাফ গ্রন্থকার বলেন : সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করা এবং সত্যকে গোপন করা এক নয়, বরং ভিন্ন কাজ। 'মিশ্রণ' হলো তাওরাতে এমন বিষয় সংযোজন করা যা সেখানে নেই। আর 'গোপন করা হলো এ কথা বলা যে, আমরা তাওরাতে মুহাম্মদের গুণাবলী পাইনি।[১৩] মুজাহিদ বলেন : সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করোনা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইয়াহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদকে ইসলামের সাথে মিশ্রিত করোনা।[১৪]

তারা বিশ্বনবীর গুণাবলীসহ যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে এমনভাবে পরিচিত যেমন তারা নিজ সন্ড়ানদের বিষয়ে পরিচিত। এরপরও তারা বিষয়টি গোপন করে।

মহান আলণ্ডাহ বলেন :

الذين اتينهم **الكتاب** يعرفونه **كما** يعرفون ابناءهم **وان** فريقا منهم ليكتمون **الحق** وهم يعلمون-

অর্থ: আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা নবীকে এমন স্বচ্ছভাবে চিনে যেমন তারা তাদের সন্ড়ানদেরকে চিনে। এরপরও তারা সত্যকে জেনে-বুঝে গোপন করে।

[১২] আল কুর'আন, ২ : ৪১-৪২

[১৩] মাহমুদ বিন উমর, Avj Kvkkvd, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-১৬১

[১৪] ইবনে জারীর তাবারী, Rwgqj evqvb, প্রাগুক্ত : খ-১, পৃষ্ঠা-৩৬৩

(২ : ১৪৬)। অর্থাৎ অন্যের সন্ড়ানের সাথে যেমন নিজের সন্ড়ানের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের সমস্যায় পড়তে হয়না তেমনি শেষ নবীকে চিনতেও কোন চিন্ড়া করতে হয়না। উমর (রা:) হতে বর্ণিত: তিনি আব্দুলণ্ডাহ বিন সালামকে রাসূলের বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তিনি বলেন : আমি তাঁর বিষয়ে আমার সন্ড়ানের চেয়েও বেশী অবহিত। তিনি (উমর) জিজ্ঞাসা করেন কিভাবে? তিনি বলেন : মুহাম্মদ যে শেষ নবী এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আর আমার সন্ড়ান, হতে পারে তার মা খেয়ানত করেছে। তখন উমর তার মাথায় চুম্বন করেন। আয়াতের (ه) সর্বনামটি কুরআন বা 'কিবলাহ' এর দিকে ফিরতে পারে। তবে প্রথমটি অধিক প্রাসাংগিক। [১৫]

Dhaka University Institutional Repository

অথচ শেষ নবীর আগমণের বিষয়টি মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না বলে তারা অঙ্গীকার করেছিলো।

আলণ্ডাহ তায়া'লা বলেন-

واذ اخذ لله ميثاق الذين اوتو الكتب لتبيننه للناس ولا تكتمونه-

অর্থ: স্মরণ কর‍ুন, পূর্বে কিতাব প্রদত্তদের নিকট হতে যখন মহান আলণ্ডাহ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এই মর্মে যে, তোমরা অবশ্যই শেষ নবীর আগমণের বিষয়টি মানুষের নিকট স্পষ্ট করে দিবে এবং উহা গোপন করবেনা।[১৬] তাদের একদল ইমানদারদের সাথে যখন মিলিত হয় তখন অপরদল গোপনে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, মুহাম্মাদের বিষয়ে তাদের নিজেদের নিকট যেই তথ্য আছে তা আবার মুসলমানদের নিকট প্রকাশ করে দিয়েছে কিনা। অর্থাৎ তারা এই বিষয়টি গোপন রাখার বিষয়ে সদা সচেষ্ট ও তৎপর থাকে। মহান আলণ্ডাহ বলেন :

واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح لله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون-

অর্থ: তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয় তারা বলে, আমরাও ঈমান এনেছি। আর তারা যখন নিজেরা একান্তে মিলিত হয় তখন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলে, আলণ্ডাহ যে সত্য তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন তা কি তোমরা মুসলমানদের কাছে বলে দিয়েছো? এতে তো তারা তোমাদের বির‍ুদ্ধে তোমাদের রবের নিকট একদিন প্রমাণ উপস্থাপন করে বসবে। তোমরা কি এতটুকুও বোঝনা? [১৭]

---

১৫. মাহমুদ বিন উমর, Avj Kvkkvd, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-২৩০
১৬. আল-কুর'আন, ৩ : ১৮৭
১৭. আল-কুর'আন, ২ : ৭৬

5.5 : wb‡R bv K‡i Ab¨‡K fvj KvR Kivi bmxnZ:

একদল ইয়াহুদীদের বৈশিষ্ট্য ছিলো এমন যে, তারা আত্মভোলা হয়ে অন্যকে ভালো কাজ করার নসীহত করত। এমনকি তারা নিজেদের কোন আত্মীয়কে বিশ্বনবীর প্রতি অনুগত হতে আহবান জানাতো। অথচ নিজেরা বিশ্বনবীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতো না। তখন আলণ্ডাহ তায়ালা বলেন-

اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتب افلا تعقلون-

অর্থ: তোমরা কি মানুষকে কল্যাণকর কাজের আদেশ করো আর নিজেরা উহা ভুলে যাও। অথচ তোমরা সকলেই কিতাব পড়ে থাকো? তোমরা কি সত্য উপলব্ধি করোনা (২ : ৪৪)।[১৮]

5.6 : Avjvni Kvjvg weKZKvix :

বণী ইসরাঈলরা তাদের উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিল বিকৃত করার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছে। উহাতে বর্ণীত বিশ্বনবীর গুণাবলী ও পরিচয় সম্বলিত আয়াতসমূহ তারা পরিবর্তন করেছে। এছাড়াও আসমানী কিতাবে বর্ণিত বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান তারা নিজেদের পছন্দ মোতাবেক বিকৃত করে নিতো।

Dhaka University Institutional Repository

যারা আলণ্ঢাহর কালাম বিকৃত করার মতো সীমালংঘন করতে পারে তাদের থেকে আর যা হোক অন্ড়ত: ঈমান আসা করা যায় না।

মতান্ড়রে ইয়াহুদী আলেমরা দান সাদকার উপদেশ দিত তবে নিজেরা দান করতো না। এবং কোন দানের জিনিস বন্টনের জন্য তাদের নিকট নিয়ে আসলে তারা খেয়ানত করতো।[১৯]

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون-

অর্থ: (হে ঈমানদারগণ)! তোমরা কি মনে এ আশা পোষণ করো যে, তারা তোমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে ঈমান আনবে? অথচ তাদের মধ্যকার একটি দল আলণ্ঢাহর কথা শ্রবণ করার পরও বুঝে শুনে উহাকে বিকৃত করে দিয়েছে (২ : ৭৫)। আলণ্ঢামা যমাখশারী বলেন : তারা নবীর গুণাবলী বিকৃত করেছে এবং রযমের আয়াতকে। মতান্ড়রে নির্বাচিত ৭০ জন নেতা যারা আলণ্ঢাহর কথা শুনেছিলো, তারা ফিরে এসে বলে : আমরা শুনেছি আলণ্ঢাহ শেষ পর্যায়ে বলেছেন : তোমাদের সামর্থ্য থাকলে এগুলো করো, আর না করলেও কোন ক্ষতি নেই।[২০]

তারা জিহবা বাকিয়ে আলণ্ঢাহর কিতাব (তাওরাত ও ইঞ্জিল) বিকৃত করে উপস্থাপন করে যেনো সধারণ মানুষ উপস্থাপিত বক্তব্য আসমানী কিতাবের অংশ ও আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে মনে করে।

---

১৮. আবুল হাসান আলী বিন আহমদ আল-ওয়াহেদী, Awmeveb bhj, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭

১৯. মাহমুদ বিন উমর, Avj Kvkkvd, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-১৬২

২০. প্রাগুক্ত : খ-১, পৃষ্ঠা-১৭৪

আল-কুর'আনের ঘোষণা :

(১) وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ۔

(২) ومن الذين هادوا---- يحرفون الكلم من بعد مواضعه-

অর্থ: (১) নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে এমন এক দল আছে যারা জিহবা বাকিয়ে কিতাবের বিধানাবলী পরিবর্তণ করে পেশ করে যেনো তোমরা উহাকে আলণ্ঢাহর কিতাবের অংশ মনে করো। মূলত: এগুলো আলণ্ঢাহর কিতাবের অংশ নয়। তারা বলে উহা আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া। সত্য হচ্ছে এগুলো আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়নি। [২১]

(২) ইয়াহুদীরা ------ আলণ্ঢাহর কালামকে যথাস্থান হতে বিকৃত করে। [২২]

তারা এই বিকৃতির কাজে কখনো নিজ হাতে লিখিত বই আসমানী কিতাব বলে প্রচার করে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ۔

অর্থ: ঐ সকল লোকদের জন্যে ধ্বংস যারা নিজ হাতে (সুবিধামত) আসমানী কিতাব লিখে প্রচার করে বেড়ায় যে, উহা আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে এসেছে। [২৩]

এই কাজটি নি:সন্দেহে আলণ্ঢাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়ার শামিল। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا ۔

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: দেখো কিভাবে তারা আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। সুস্পষ্ট পাপ হিসেবে ইহাই যথেষ্ট।[২৪]

5.7 : wg_¨v Avkv I avi Yv‡cvl YKvi x RwZ:

বিশ্বনবীর যুগের ইয়াহুদীদের একদল ছিলো এরা মিথ্যা আশা ও কল্পনার উপর নির্ভর করে অনেক আজগুবী কথা বলতো। এরা মূলত নিরক্ষর। আসমানী কিতাবের বিষয়ে কোন জ্ঞানই তাদের নেই। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا امانى وان هم الا يظنون-

অর্থ: তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক রয়েছে, যাদের আলণ্ঢাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নাযিল করা কিতাবের কোনো জ্ঞান নেই। আছে শুধু মিথ্যে আশা। এরা কেবল ধারণা পোষণই করে থাকে (২ : ৭৮)। আলণ্ঢামা যামাখশারী বলেন: তাওরাত বিশেণ্ঢষণ করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান তাদের নেই। তারা টিকে আছে কিছু আশা আকাংখার উপর। তা হলো, আলণ্ঢাহ তাদের ক্ষমা করে দিবেন, তাদের উপর করুণা করবেন, তাদেরকে তাদের ভুলের জন্য পাকড়াও করবেন না। তাদের পূর্বপুরুষ নবীগণ তাদের জন্য সুপারিশ করবেন।[২৫]

---

[২১] আল কুর'আন, ৩ : ৭৮
[২২] আল কুর'আন, ৫ : ৪১
[২৩] আল কুর'আন, ২ : ৭৯
[২৪] আল কুর'আন, ৪ : ৫০
[২৫] মাহমুদ বিন উমর, Avj Kvkkvd, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-১৮৫

কল্পনাপ্রসূত তারা প্রচার করে যে, যদি তারা জাহান্নামী হয়েও থাকে তবে নির্দিষ্ট কিছু দিন যার পরিমান ৭ দিন এর বেশী সেখানে থাকতে হবে না।

মহান আলণ্ঢাহ তায়ালা বলেন :

وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة-

অর্থ: তারা বলে, গণনা করার মতো কয়েকটি দিন ব্যতিত কখনোই জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবেনা (২ : ৮০)। আলণ্ঢামা যামাখশারী বলেন : কয়েকদিন বলতে গো-শাবক পূজার ৪০ দিন উদ্দেশ্য। মুজাহিদ বলেন : তারা বলতো দুনিয়ার বয়স সাত হাজার বছর। আমরা প্রতি একহাজার বছরের জন্য একদিন শাস্ড়ি ভোগ করতে হবে।[২৬]

এছাড়াও তারা আত্মতুষ্টিতে ভোগে এই ভেবে যে, তাদের জন্য পরকালে আলণ্ঢাহ তায়ালার নিকট বিশেষ সম্মানজনক এক ব্যবস্থাপনা রয়েছে। আসলে এটি যে শুধুই কল্পনা বিলাস, তা তাদের প্রকৃত মানসিক অবস্থায় ফুটে উঠে। আর তা হলো তারা কখনো মৃত্যু কামনা করে না। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند لله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ۔ ولن يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم و لله عليم بالظالمين ۔

অর্থ: হে রাসূল! আপনি বলুন, যদি আখেরাতের অনন্ড় সুখের স্থান অন্য মানুষদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তোমাদের জন্যেই নির্ধারিত থাকে, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো। যদি তোমরা নিজ দাবীতে সত্যবাদী হও। তারা নিজ

Dhaka University Institutional Repository

হাতে যে জঘন্য অপকর্ম করেছে এর পরিণতির ভয়ে তারা কখনোই মৃত্যু কামনা করবেনা। মহান আলণ্ডাহ যালিমদের সার্বিক বিষয়ে অবগত।

বরং তারা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার বিষয়ে মুশরিকদের চেয়ে ও বেশী লোভী। তারা হাজার বছর বেঁচে থাকতে চায় যেনো পরকালীন আযাব থেকে দূরে থাকা যায়। কারণ মূলতঃ তারা জানে যে, তাদের কৃত দু:স্কর্মের দর–ণ মৃত্যুর পর তাদের জন্য কঠিন শাস্ড়ি অবধারিত।

মহান আলণ্ডাহ বলেন :

ولتجدنهم احرص الناس على حيوة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر-

অর্থঃ আর নিশ্চয়ই আপনি তাদেরকে পৃথিবীর জীবনে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে সর্বাধিক লোভী পাবেন এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশী। তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যদি তাকে হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখা হতো। দীর্ঘ জীবন তাদেরকে প্রাপ্য শাস্ড়ি থেকে দূরে রাখতে পারবে না।[২৭]

---

২৬. মাহমুদ বিন উমর, Avj Kvkkvd, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-১৮৫

২৭. আল কুর'আন, ২ : ৯৪-৯৬

দুনিয়ার জীবনের প্রতি তাদের লোভ মুশরিকদের চেয়েও বেশী হওয়ার কারণ হলো, মুশরিকরা তো তাদের পরকালীন পরিণতির বিষয়ে অজ্ঞ কিন্তু ইয়াহুদীরা ভালো করেই জানে মৃত্যুর পর তাদের অবস্থা কেমন ভয়াবহ হবে।[২৮]

বণী ইসরাঈলরা আরো আশা করে যে, জান্নাতে কেবল ইয়াহুদী, খ্রীস্টানরাই যাবে। অথচ এ বিষয়ে তাদের নিকট কোন প্রমাণ নাই। মহান আলণ্ডাহ আলণ্ডাহ বলেন :

وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امنيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين

অর্থঃ তারা বলে, ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান ছাড়া আর কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। এসব হচ্ছে তাদের মিথ্যা স্বপ্ন ও অবাস্ড়ব কল্পনা। আপনি বলুন, যদি তোমরা নিজ দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো।[২৯]

5.8 : wekbex'i 'vIqvZ D‡c¶v Ki‡Z bZb Qjbv :

যুক্তি ও প্রমাণের কষ্ঠি পাথরে প্রমাণিত বিশ্বনবীর দাওয়াত যখন কোন ভাবেই উপেক্ষা করা যাচ্ছিলনা, তখন বিশ্বনবীর দাওয়াত কবুল করা হতে নিজেদেরকে রেহাই দেয়ার জন্য তারা নতুন ছলনা শুর– করলো। তারা বললো, মূলতঃ আমাদের অন্ড়র সমূহ আচ্ছাদিত অবস্থায় আছে যার ফলে আমরা মুহাম্মাদের দাওয়াত গ্রহণে অক্ষম হচ্ছি। এটি হলো লা'নতপ্রাপ্ত এই জাতিটির নিজেদের মুখ বাঁচানোর এক ব্যার্থ প্রয়াস। মহান আলণ্ডাহ বলেন :

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون-

অর্থ: তারা বলে, আমাদের অন্ড়র আচ্ছাদিত। এ কারণে তোমার আহবান আমাদের অন্ড়র পর্যন্ড় পৌঁছেনা। বরং আসল কথা হলো, তাদের কুফুরীর কারণে মহান আলণ্ঢাহ তাদের অন্ড়রে অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন। ফলে তাদের মধ্যকার অল্প সংখ্যাই ঈমান আনবে (২ : ২৮)। আয়াতে غلف এর لام বর্ণে সাকিন দিলে অর্থ হবে আচ্ছাদিত, আবরণযুক্ত। আর لام বর্ণে পেশ দিলে হবে ‘পাত্র’। ইয়াহুদীরা বলতো আমাদের অন্ড়র হলো ইলম রাখার পাত্র।[৩০]

5.9 : wReivCj (Av:) Gi cÖwZ kÎ“Zv :

ইয়াহুদীরা এমন এক জাতি যাদের শঠতা ও একগুয়েমিতার কোন সীমা পরিসীমা নেই। দ্বীনে হক্বের বির"ধীতা করতে গিয়ে বিশ্বনবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণে নিজেদের জেদ মিটাতে না পেরে, শত্র"তা ও বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়াতে থাকে আসমানের ফেরেশতা হযরত জিবরাইল (আ:) এর প্রতি। তাদের অভিজ্ঞতা এই ফেরেশতা জিহাদ এবং যাকাত জাতীয় বিভিন্ন কঠোর বিধান নিয়ে আগমন করে, তাই সে আমাদের শত্র"। আর ‘‘শত্র"র বন্ধু শত্র"’’ প্রবাদের আলোকে মুহাম্মাদ আমাদের শত্র"। যেহেতু জিব্রাঈলের বন্ধু হলেন মুহাম্মাদ (সা:)।

---

২৮. মাহমুদ বিন উমর, Avj Kvkkvd, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-১৯৪

২৯. আল কুর’আন, ২ : ১১১

৩০. ইবনে জারীর তাবারী, Rvwgq‘ evqvb, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা- ৫৭২, ৫৭৩

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

قل من كان عدو الجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه-

অর্থ: হে নবী বলুন, কে আছে জিবরাঈলের প্রতি শত্র"তা পোষণ করে। অথচ তিনি কুরআন আপনার অন্ড়রে আলণ্ঢাহর অনুমতিতেই অবতীর্ণ করেন। যা তাদের নিকট রক্ষিত কিতাবের সত্যায়নকারী।

মূলত: তারা আলণ্ঢাহ তায়া’লার পূর্ণ অনুগত জিব্রাঈল (আ:) এর সাথে শত্র"তা পোষণের ফলে স্বয়ং আলণ্ঢাহ তায়া’লার শত্র"তে পরিণত হয়েছে।

من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكل فان الله عدو للكافرين-

অর্থ: যারা আলণ্ঢাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তার রাসূলগণ, জিবরাঈল ও মিকাঈলের প্রতি শত্র"তা পোষণ করে তাদের জেনে রাখা দরকার নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ কাফিরদের শত্র"।[৩১]

ইয়াহুদী পন্ডিত আব্দুলণ্ঢাহ বিন সুরিয়া রাসূল (সা:) বা উমর (রা:)কে জিজ্ঞাসা করে, ফেরেশতাদের মধ্যে কে ওহী নিয়ে আসে? উত্তরে তিনি (রাসূল/উমর) বলেন : জিবরাঈল। এবার সে বললো, সে তো আমাদের শত্রু , সে শাস্ড়ির ঘোষণা নিয়ে আসে। যদি মিকাঈল হতো আমরা ঈমান আনয়ন করতাম।[৩২]

5.10 : Avj KiÖAv‡bi A_© weKwZi gva¨‡g wekbexi mv‡_ †eqv‘ex :

বণী ইসরাঈল নামক এই অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্ব মানবতার জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দরদী ও হিতাকাঙ্খী নবী মুহাম্মাদ (সা:) এর সাথে চরম বেয়াদবীর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। নবীর বরকতময় মজলিশে উপস্থিত হয়েও দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দরবারের আদব রক্ষায় নূন্যতম ভদ্রতা প্রদর্শন করতে ব্যার্থ হয়েছে। তারা বিশ্বনবীর তা’লিমের মজলিসে বসে, নবীকে লক্ষ্য করে বলা সাহাবীদের উক্তি راعنا, নিয়ে ঠাট্টা করত। যার মূল অর্থ আমাদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখুন যেন আমরা আপনার সকল নসীহত উপলব্ধি করতে পারি এবং আমাদের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

উহা সহজ করে দিন। কিন্তু ঐ বেয়াদবরা এর অর্থ বিকৃত করে নিজেদের মধ্যে হাস্যরস করত এবং বলত راعنا বলতে আমরা বুঝাই ''আমাদের রাখাল''। নাআযুবিলণ্ঢাহ, আলণ্ঢাহ তায়া'লা অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের এই কদাচারিতার পথ র"দ্ধ করে দিয়ে ঈমানদারদেরকে বলেন, তোমরা নবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে انظرنا শব্দ ব্যবহার করবে। এরি সাথে আলণ্ঢাহ তায়া'লা এই অকৃতজ্ঞ জাতির জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্ড়ির ঘোষণা দেন। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولو انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ۔

অর্থ: হে ঈমানদারগণ তোমরা راعنا বলোনা বরং বলো انظرنا এবং নবীর কথা শ্রবণ করো। জেনে রেখো কাফিরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্ড়ি।[৩৩]

---

৩১. আল কুর'আন, ২ : ৯৭-৯৮

৩২. জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান আস সুয়ূতী, Zvdmx‡i Rvjvjv‡Cb, (দেওবন্দ: রশিদিয়া কুতুবখানা, তা:বি:)পৃষ্ঠা-১৫

৩৩. আল কুর'আন, ২ : ১০৪

5.11 : KiAv‡bi †Kvb weavb iwnZ Ki‡Yi wel‡q weåwš :

সৃষ্টিজগত কর্তৃক অভিশপ্ত ও নিন্দিত এই জাতিটি মুমিনদেরকে বিভ্রান্ড় করার সামান্য সুযোগটুকুও হাতছাড়া করেনি। আসমানী কিতাবের উপর দখলের ছদ্মাবরণে তারা নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের মনে কুরআনের বিষয়ে সংশয় সন্দেহের বীজ বপণে বেশ পারদর্শীতার পরিচয় দিয়েছে। এ সকল কাজে তারা বেশ পারঙ্গমও বটে। জাহিলিয়াতের কালিমায় আপদমস্ড়ক নিমগ্ন মানব জাতিকে সংশোধন করার বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসংগত পদ্ধতি অনুসরণ করে, মহান আলণ্ঢাহ তায়া'লা যখন কুরআনের কোন বিধান রহিত করে তদস্থলে নতুন বিধান অবর্তীণ করতেন, সাথে সাথে এই সম্প্রদায়টি বিষয়টি নিয়ে পঞ্চমুখে বিভ্রান্ড়ির বিষবাষ্প ছড়াতে থাকে। যদি কুরআন আলণ্ঢাহর কালাম হবে তাহলে তা রহিত হবে কেন? পরিবর্তন হবে কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। আলণ্ঢাহ তায়া'লা এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের অপপ্রচারের দাতভাঙ্গা জবাব দিয়ে দেন। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

ما ننسخ من اية او ننسها نأت بخير منها او مثلها-

অর্থ: আমি যখনই কোনো আয়াত রহিত করি বা ভুলিয়ে দেই, আমি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে উহার চেয়ে বেশী সহজ বা পরকালীন দৃষ্টিতে অধিক বা সমপরিমাণ পূণ্যের বাহক আয়াত উপস্থাপন করি।[৩৪]

5.12 : Cgvb'vi‡'i‡K Kwdi evbv‡bvi Ac‡Póv:

অধিকাংশ ইয়াহুদীদের আকাঙ্খ্যা হলো, মুসলমানরা যেনো ঈমানের মহা দৌলত ও নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে কুফুরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর এটা হলো তাদের হিংসাভরা হৃদয়ের পরিচয়। কারণ তাদের নিকট রক্ষিত আসমানী কিতাবের বিবরণে তারা নিশ্চিত ছিলো যে, মুহাম্মাদ (সা:)ই শেষ নবী এবং তাঁর অনুসারীরাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয়টি তাদের হৃদয়ে হিংসার আগুন বহুগুণে প্রজ্বলিত করছিলো। মহান আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ماتبين لهم الحق-

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: আহলে কিতাবের অধিকাংশ লোক তোমাদেরকে যে কোনো ভাবেই হোক ঈমান থেকে আবার কুফুরীর দিকে ফিরিয়ে নিতে চায়। যদিও হক তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে তবুও নিজেদের হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে তোমাদের বেলায় এটিই তাদের কামনা।[৩৫]

এমনিভাবে তাদের মধ্যকার একটি দলের মনোবাসনা হলো, যদি তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারতো। এতে মূলত: তারা নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনে যদিও বিষয়টি তারা উপলব্ধিই করতে পারেনা।

---

[৩৪] আল কুর'আন, ২ : ১০৬

[৩৫] আল কুর'আন, ২ : ১০৯

আলণ্ডাহ তায়া'লা বলেন-

ودت طائفة من اهل الكتاب لويضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون-

অর্থ: (হে ইমানদরগণ) আহলে কিতাবের মধ্য থেকে একটি দল যে কোনো রকমে তোমাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুৎ করতে চায়। অথচ তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকেই বিপথগামী করছেনা, কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করেনা।[৩৬]

বণী ইসরাঈলের যাদেরকে আসমানী কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে, অথচ ভ্রষ্টতাকে খরিদ করে নিয়েছে তারা চায় মুহাম্মাদ (স:) এর অনুসারীরা যেন সঠিক পথ হারিয়ে ফেলে। আলণ্ডাহ তায়ালা বলেন-

الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل-

অর্থ: ''তুমি কি তাদেরকে দেখেছো, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা নিজেরাই গোমরাহির খরিদদার বনে গেছে এবং কামনা করছে, যেন তোমরাও পথ ভুল করে বসো (৪ : ৪৪)। তারা নিজেদের পথ ভ্রষ্টতায় সন্তুষ্ট হতে পারছেনা। তারা চায় অন্যরাও তাদের সাথে পথভ্রষ্ট হয়ে যাক।[৩৭]

5.13 : Avj KiÕAv‡bi cwZ wekvm ¯vc‡b Abxnv :

ইয়াহুদী খ্রীস্টানরা নিজেদেরকে আলণ্ডাহর প্রিয়ভাজন এমনকি কোনো ক্ষেত্রে আলণ্ডাহর বংশধর (নাউযুবিলণ্ডাহ) বলেও দাবী করে পুলক অনুভব করে। কিন্তু যখনি তাদেরকে সেই আলণ্ডাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে আহবান জানানো হয়, তখনই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজেদের উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস পোষণের দাবী করে। যদিও তাদের উক্ত দাবী অযৌক্তিক ও হাস্যকর দুটি কারণে-

c_gZ : বর্তমানে অবর্তীণ হওয়া কুরআন তো তাদের নিকট রক্ষিত আসমানী কিতাবেরই সত্যায়নকারী। সকল আসমানী কিতাব একই উৎস থেকে প্রবাহমান ঝর্না। ফলে এগুলো একটি অন্যটির সহায়ক ও সমার্থক, সাংঘর্ষিক নয়। এর যেকোন একটি অস্বীকার করা বাকী সকল কিতাব অস্বীকার করার শামিল।

wØZxqZ: তাদের নিকট রক্ষিত আসমানী কিতাবের দাবী হচ্ছে কুরআনকে অনুসরণ করা। এখন নিজের কিতাবকে বিশ্বাস করে কুরআনকে অবিশ্বাস করা নিশ্চয়ই হাস্যকর। মূল বিষয় হচ্ছে তারা কোনো আসমানী কিতাবকেই

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস করেনি। এখনো করেনা। এর প্রমাণ হলো তারা পূর্ববর্তী যুগে আসমানি কিতাবের ধারক -বাহক হাজারো নবী রাসূলকে হত্যা করেছে।

[৩৬.] আল কুর'আন, ৩ : ৬৯

[৩৭.] মাহমুদ বিন উমর, Avj Kvkkvd, প্রাগুক্ত , খ-১, পৃষ্ঠা- ৫৪৮

আলণ্ঢাহ তায়ালা বলেন-

واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا انؤمن بما نزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ۗقل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين-

অর্থ: ''যখন তাদেরকে বলা হয়, আলণ্ঢাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার ওপর ঈমান আনো, তারা বলে, আমরা কেবল আমাদের এখানে (বণী ইসরাঈলদের মধ্যে) যা কিছু নাযিল হয়েছে তার ওপর ঈমান আনি। এর বাইরে যা কিছু এসেছে তার প্রতি ঈামান আনতে তারা অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। অথচ তা সত্য এবং তাদের কাছে পূর্ব থেকে যে শিক্ষা ছিল তার সত্যতার স্বীকৃতিও দিচ্ছে। তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা তোমাদের উপর নাযিল হওয়া কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো, তাহলে ইতিপূর্বে আলণ্ঢাহর নবীদেরকে (যারা বণী ইসরাঈলদের মধ্যেই জন্ম নিয়েছিলেন) হত্যা করেছিলে কেনো?" [৩৮]

মূলত: পূর্ববর্তী আসমানী প্রত্যাদেশকে সত্যায়নকারী নবীদের সাথে অশুভ আচরণ করা তাদের মুদ্রা দোষে পরিণত হয়েছে। আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হয়ে গেছে তাদের নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। তারা কৃত অঙ্গীকারের প্রতি এমন উদাসীনতা প্রদর্শন করে মনে হয় যেনো এ বিষয়ে তারা কিছুই জানেনা। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

اوكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون- ولما جاءهم رسول من عندك الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوالكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون-

অর্থ : ''যখনই তারা কোনো অঙ্গীকার করেছে তখনই কি তাদের কোনো না কোনো উপদল নিশ্চিতরূপেই বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেনি? বরং তাদের অধিকাংশ ঈমানই আনেনি। এরি সাথে যখনই তাদের কাছে পূর্ব থেকে রক্ষিত কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে এবং এর প্রতি সমর্থন দিয়ে কোনো রাসূল এসেছে তখনই এ আহলে কিতাবের একটি দল আলণ্ঢাহর কিতাবকে এমনভাবে পেছনে ঠেলে দিয়েছে যেনো তারা কিছু জানেই না।[৩৯]

এক পর্যায়ে আলণ্ঢাহ তায়া'লা তাদেরকে কুরআনের প্রতি অনীহা প্রদর্শনের দায়ে চেহারা বিকৃত ও অভিশপ্ত শুকরে পরিণত করে দেয়ার হুমকি দিয়ে চূড়ান্ড়ভাবে সতর্ক করে দেন। আলণ্ঢাহ বলেন-

يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا-

অর্থ: হে পূর্বে কিতাব প্রাপ্তগণ, তোমাদের নিকট রক্ষিত কিতাবের সত্যায়নকারী আল কুরআনের প্রতি ঈমান আনো, সে সময় আসার পূর্বে যখন আমি অপরাধীদের মুখমন্ডল বিকৃত করে পিছনে ঘুরিয়ে দিবো অথবা তাদের ওপর

Dhaka University Institutional Repository

অভিশাপ দিবো যেমন দিয়েছিলাম শনিবারের সীমালঙ্গনকারীদের প্রতি। মহান আলণ্ঢাহর সিদ্ধান্ড় অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে।[৪০]

৩৮. আল কুর'আন, ২ : ৯১
৩৯. আল কুর'আন, ২ : ১০০-১০১
৪০. আল কুর'আন, ৪ : ৪৭

5.14 : cigZ Amnò GK RwZ :

বণী ইসরাঈলীরা নিজেদেরকে পরমত অসহিষ্ণু জাতি হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। যার বহিঃপ্রকাশ নিজেদের মধ্যে ঘটেছে। ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান উভয়ই বণী ইসরাঈলভুক্ত জাতি। অথচ এরা একে অন্যকে ভিত্তিহীন, শিকড়কাটা বলে আখ্যায়িত করে নিজেদের রূপ মনের অজান্ড়ে দুনিয়াবাসীর সামনে প্রকাশ করে দিয়েছে। এমনকি শেষ নবী মুহাম্মদ (সা:) কে শেষ নবী বলে স্বীকার করতে তারা আপত্তি করতে থাকে। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

وقالت اليهود ليست النصارى على شيئ وقالت النصارى ليست اليهود على شيئ وهم يتلون الكتاب-

অর্থ: ইয়াহুদীরা বলে, খ্রীস্টানদের কাছে কিছুই নেই। খ্রীস্টানরাও বলে, ইয়াহদীদের কাছে কিছুই নেই। অথচ তারা উভয়ই কিতাব পড়ে।[৪১]

বণী ইসরাঈলে আগমনকারী সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আ:) এর অনুসারী খ্রীস্টানরা তাদেরই পূর্বশুরী ইয়াহুদীদের পবিত্র স্থান বায়তুল মাকদাসকে লাঞ্ছিত করতে এবং উক্ত ঘরে আলণ্ঢাহর নাম স্মরণ করতে বাঁধা দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের র"মীয় শাসক তাতুস ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করে, তাওরাত জ্বালিয়ে দেয় এবং বায়তুল মাকদাস বিধ্বস্ড় করে দেয়। আলণ্ঢাহ তায়ালা বলেন-

ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها ۔

অর্থ : '' যে ব্যক্তি আলণ্ঢাহর ঘরে তার নাম স্মরণ করতে মানুষকে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংস করার চেষ্টা চালায় তার চেয়ে বড়ো যালিম আর কে হবে? ''[৪২]

5.15 : wekbex i cwZ Cgvb ¯vc‡b A‡nZK kZv‡ivc :

মদিনার ইয়াহুদিরা বিশ্বনবীর সাথে যখন তর্ক-যুক্তি প্রমাণে পেরে উঠতে পারলোনা, তখনি তারা তাঁর প্রতি ঈমান স্থাপনে অহেতুক ও অযৌক্তিক শর্ত আরোপ করতে থাকে। তারা বাহানা ধরে যে, আমাদের নবী মুসা (আ:) যখন আলণ্ঢাহর সাথে কথা বলেছেন, আমাদের পূর্বপুর"ষরা তা নিজ কানে শুনতে পেয়েছেন। যার ফলে নবীর প্রতি ঈমান আনা সহজ হয়েছে। তো আমরা চাই আলণ্ঢাহ যেনো আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলেন যে,''ইনি আমার নবী তোমরা তাকে অনুসরণ কর।'' এ বিষয়ে আলণ্ঢাহ তায়া'লা একটি তথ্য মুসলমানদেরকে অবহিত করে দিলেন, তা হলো, আজকের পথভ্রষ্টরা এমন কোনো অভিযোগ ও দাবি উত্থাপন করেনি, যা এর অগেকার পথভ্রষ্টরা উত্থাপন করেনি। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ড় পথভ্রষ্টতার প্রকৃতি অপরিবর্তিত রয়েছে।[৪৩]

৪১. আল কুর'আন, ২ : ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

৪২. আল কুর'আন, ২ : ১১৪

৪৩. মাও : সদরুদ্দিন ইসলাহী, Avj Ki Av‡bi cqMvg, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬২

আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

وقل الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا اية كذالك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

অর্থ: অজ্ঞ লোকেরা বলে, আলণ্ঢাহ নিজে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেনো অথবা কোনো নিশানী আমাদের কাছে আসেনা কেনো? এদের আগের কালের লোকেরাও এমনি ধারা কথা বলতো। এদের সবার পথভ্রষ্টতা একই ধরনের।" ৪৪

এক পর্যায়ে তারা তাদের এই দাবীর পক্ষে আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে মিথ্যা প্রতিশ্র"তির বাহানা দিতে থাকে। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار- قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين

অর্থ: ''যারা বলে: ''আলণ্ঢাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা কাউকে রসূল বলে স্বীকার করবো না যতক্ষণ না তিনি আমাদের সামনে এমন কুরবাণী পেশ করবেন যাকে আগুন (অদৃশ্য থেকে এসে) খেয়ে ফেলবে।" তাদেরকে বলো: আমার আগে তোমাদের কাছে অনেক রসূল এসেছেন, তারা অনেক উজ্জ্বল নিদর্শন এনেছিলেন এবং তোমরা যে নিদর্শনটির কথা বলেছো সেটিও তারা এনেছিলেন। এ ক্ষেত্রে (ঈমান আনার জন্য এ শর্ত পেশ করার ব্যাপারে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে ঐ রসূলদেরকে তোমরা হত্যা করেছিলে কেনো? ৪৫

বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, আলণ্ঢাহর কাছে কোনো কুরবানী গৃহীত হওয়ার আলামত এই ছিলো যে, গায়েব থেকে একটি আগুন এসে একে পুরে ছাই করে দিতো (বিচার কর্তৃগণ ৬ : ২০-২১, ১৩: ১৯-২০) এ ছাড়াও বাইবেলে এ আলোচনাও এসেছে যে, কোনো কোনো সময় কোনো নবী কোনো জিনিস কুরবাণী করতেন এবং অদৃশ্য থেকে একটি আগুন এসে তা খেয়ে ফেলতো (লেবীয় পুস্ড়ক- ৯ : ২৪ এবং ২- বংশাবলী ৯ : ১২)।

কিন্তু বাইবেলে উহা অপরিহার্য আলামত হিসেবে উলেণ্ঢখ করা হয়নি বা একথাও বলা হয়নি যে, যে ব্যক্তিকে এ মু'জিযা দেয়া হয়নি সে নবী হতে পারে না। এটা নিছক ইয়াহুদীদের একটি বাহানাবাজি। মুহাম্মদ (সা:) এর নবুয়্যাত অস্বীকার করার জন্য তারা এ বাহানাবাজির আশ্রয় নিয়েছিলো। কিন্তু এদের সত্য বির"ধীতায় এর চেয়েও গুর"তর প্রমাণ রয়েছে। বণী ইসরাঈলেরও এমন কোনো কোনো নবী ছিলেন যারা এ অগ্নিদগ্ধ কুরবাণীর মুজিযা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরও এ পেশাগত অপরাধী লোকেরা তাদেরকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

---

৪৪. আল কুর'আন, ২ : ১১৮

৪৫. আল কুর'আন, ৩ : ১৮৩

দৃষ্টান্ড় স্বরূপ হযরত ইলয়াসের কথা বলা যায়। বাইবেলে হযরত ইলিয়াস (ঈলিয়া তিশারী) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বা'ল দেবতার পুজারীদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে সাধারণ লোকদের সমাবেশে বলেন, তোমরা একটি গর" কুরবাণী করবে এবং আমিও একটি গর" কুরবাণী করব। অদৃশ্য আগুন যার কুরবাণী খেয়ে ফেলবে সেই সত্যের ওপর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত বলে প্রমাণীত হবে। অতএব একটি বিপুল জনসমাবেশে এ মুকাবিলাটি হয়। অদৃশ্য আগুন হযরত ইলিয়াসের কুরবাণী খেয়ে ফেলে। কিন্তু এর ফল এই হলো যে, ইসরাঈলী বাদশাহর বা'ল পুজারী বেগম হযরত ইলিয়াসের শত্র" হয়ে যায় এবং বাদশাহ নিজ বেগমের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে দেশত্যাগ করে সাইনা উপদ্বীপের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে হয় (১-রাজাবলী, অধ্যায় ১৮ ও ১৯)। এজন্য বলা হয়েছে ওহে সত্যের দুশমনরা! তোমরা কোন মুখে অগ্নিদগ্ধ কুরবাণীর মু'জিযা দেখতে চাচ্ছো? যেসব পয়গম্বর এ মু'জিযা দেখিয়েছিলেন, তোমরা তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থেকেছিলে?" [৪৬]

এই কপট জাতি বিশ্বনবীর প্রতি আলণ্ঢাহর নিকট থেকে লিখিত ফরমান পেশ করার দাবী করে। যা তাদের চোখের সামনে আকাশ থেকে নাযিল হবে। এবং উহাতে এই মর্মে লিখন থাকবে যে ''মুহাম্মাদ আমার রাসূল তোমরা তাঁর ওপর ঈমান আনো''। তারা যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করলো, আমাদের নবী মুসা (আ:) এর নিকট তো তাওরাত লিখিত তখত অবতীর্ণ হয়েছে। সাথে সাথে আলণ্ঢাহ তায়া'লা পাল্টা যুক্তি দিয়ে তাদের কপটরূপ বিশ্ববাসীর সামনে চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। তোমরা তো তোমাদের নবী মুসা (আ:) থেকে প্রাপ্ত উক্ত লিখিত তখত পেয়েও আশ্বস্ড় হতে পারোনি বরং আলণ্ঢাহ তায়া'লা যখনি উক্ত দাবী পূরণ করে তোমাদেরকে ভাগ্যবান করলেন, তখনি তোমরা সরাসরি আলণ্ঢাহকে দেখার মত ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবী করে বসেছিলে এবং ঐ অপরাধে তোমাদের পূর্বপুর"ষরা গযবে পতিত হয়েছিলো। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

يسئلك اهل **الكتاب ان تنزل** عليهم **كتابا من السماء فقد سألوا موسى اكبر من ذالك فقالوا ارنا** الله جهرة فاخذتهم **الصاعقة** بظلمهم ۔

অর্থ: ''এ আহলে কিতাব যদি আজ তোমার কাছে আকাশ থেকে তাদের জন্য কোনো লিখন নাযিল করার দাবি করে তাহলে ইতিপূর্বে তারা এর চাইতেও গুর"তর ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবী মুসার কাছে করেছিলো। তারা তো তাকে বলেছিলো, আলণ্ঢাহকে প্রকাশ্যে আমাদের দেখিয়ে দাও। তাদের এই সীমালংঘনের কারণে অকাস্মাৎ তাদের উপর বিদ্যুৎ আপতিত হয়েছিলো।[৪৭]

---

৪৬. মাও: সদরুদ্দিন ইসলাহী, Avj KiAv‡bi cqMvg, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২০৭

৪৭. আল কুর'আন, ৪ : ১৫৩

5.16 : Bqvû‘x ev Lx÷vb nIqvB mZ¨ c‡_i cwiPvqK nIqvi AjxK ‘vex:

বণী ইসরাঈলদের দুটি বড় গোষ্ঠি ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান যদিও পরস্পরের বির"দ্ধে কাঁদা ছুড়াছুড়ির নযির স্থাপন করেছে, কিন্তু ইসলামের বির"দ্ধে তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিমূলক মনোভাব প্রদর্শন করেছে। তারা সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে, সঠিক পথ পেতে চাও তো ইয়াহুদী বা খ্রীস্টান হয়ে যাও। আলণ্ঢাহ তায়া'লা তাদের এই অযৌক্তিক দাবীর কড়া জবাব দিয়ে দেন। তিনি বলেন-

وقالوا كونوا هودا **او** نصرى تهتدوا **قل بل ملة** ابراهيم حنيفا **وما كان من** المشركين-

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: ''তারা (ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানরা) বলে ''তোমরা ইয়াহুদী বা খ্রীস্টান হয়ে যাও তাহলে হেদায়েত লাভ করতে পারবে।'' ওদেরকে বলো'' না, বরং এসব কিছু ছেড়ে একমাত্র ইবরাহীমের তরীকা অবলম্বন করো। আর ইব্রাহীম মুশরিকদের অন্ড়র্ভূক্ত ছিলেন না। [৪৮]

এই জবাবের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে দুটি বিষয় সামনে রাখতে হবে ;

GK: ইয়াহুদীবাদ ও খ্রীস্টবাদ উভয়ই পরবর্তীকালের সৃষ্টি। ইয়াহুদীদের সৃষ্টি খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে। তখনই ইয়াহুদীবাদ এর এ নাম ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও রীতি পদ্ধতি সহকারে প্রকাশ করে। আর যেসব বিশেষ আক্বীদা বিশ্বাস ও ধর্মীয় চিন্ড়া ভাবনার সমষ্টি খ্রীস্টবাদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে তার উদ্ভব ঘটেছে হযরত ঈসা মসীহ এর ও বেশ কিছুকাল (দুইশত বছর) পর। এখানে অপনা থেকেই একটি প্রশ্ন জাগে। আর তা হলো, যদি ইয়াহুদীবাদ ও খ্রীস্টবাদ গ্রহণ করাই হেদায়াত লাভের ভিত্তি হয়ে থাকে, তাহলেএ ধর্মগুলো উদ্ভবের শত শত বছর আগে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইব্রাহীম (আ:), অন্যান্য নবীগন ও সৎ ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানরা নিজেরাই সৎপথ প্রাপ্ত বলে স্বীকার করে, তারা কোথা থেকে সৎপথ লাভ করতেন? নিঃসন্দেহে বলা যায় তাদের সৎপথ লাভের উৎস ইয়াহুদীবাদ ও খ্রীষ্টবাদ ছিলো না।

'B: ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের পবিত্র কিতাবগুলোই একথা সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ:) এক আলণ্ঢাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত উপাসনা আরাধনা, প্রশংসা- কীর্তন ও আনুগত্য না করার প্রবক্তা ছিলেন। কাজেই এটি একেবারে সুস্পষ্ট যে, হযরত ইবরাহীম (আ:) যে চিরন্ড়ন সত্য সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ইয়াহুদীবাদ ও খ্রীস্টবাদ তা থেকে সরে গিয়েছিলো। কারণ এ উভয় ধর্মের মধ্যেই শিরকের মিশ্রণ ঘটেছিলো।[৪৯]

আলণ্ঢাহ আরো পরিস্কার করে বলে দেন, বরং তোমাদের (মুসলমানদের) মতো তারা ঈমান আনয়ন করলেই তারা সঠিক পথ পাবে। এর বিপরীত হলেই হঠকারিতা।

---

৪৮. আল কুর'আন, ২ : ১৩৫

৪৯. মাও: সদরুদ্দিন ইসলাহী, Avj KiAv‡bi cqMvg, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৯-৭০

আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

فان امنوا بمثل ما ءامنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم فى شقاق-

অর্থ: ''তোমরা যেভাবে ঈমান এনেছো তারাও যদি ঠিক সেভাবে ঈমান আনে তাহলে তারা হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে সোজা কথা হচ্ছে, তারা হঠকারিতার পথ অবলম্বন করেছে।'' [৫০]

আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ء اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا

অর্থ: ''হে নবী ! আপনি আহলে কিতাব ও অ-আহলে কিতাব উভয়কে জিজ্ঞেস করুণ, ''তোমরা কি তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য কবুল করেছো?'' যদি করে থাকো তাহলে সঠিক পথে আছো''[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

ان الدين عند الله الاسلام- وما اختلف الذين اوتواالكتاب الا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم ۔ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب-

অর্থ: ''আলণ্ঢাহর নিকট ইসলাম একমাত্র দ্বীন জীবন বিধান। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো তারা এ দ্বীন থেকে সরে গিয়ে যেসব বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেগুলো অবলম্বনের এ ছাড়া আর কোনো কারণই ছিলো না যে, প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করার জন্য এমনটি করেছে। আর যে কেউ আলণ্ঢাহর বিধান ও নির্দেশের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে তার কাছ থেকে হিসাব নিতে আলণ্ঢাহর মোটেই দেরী হয় না।''[৫২]

উক্ত আয়াতে আলণ্ঢাহ তায়া'লা দ্যার্থহীনভাবে ঘোষণা করে দিলেন, ইসলামই আলণ্ঢাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য মতাদর্শ। এর বিপরীত সবকিছুই বানোয়াট, কাল্পনিক ও কপটতা।

ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করার মাধ্যমে আলণ্ঢাহর প্রদত্ত রঙে রঙিন হওয়াই হচ্ছে সর্বোত্তম এবং একমাত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি। বাকী সব অসভ্যতা, অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার, ন্যাকামী ও ভন্ডামী। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون-

অর্থ: '' বলো, আলণ্ঢাহর রঙ ধারণ করো।'' আর কার রঙ তাঁর রঙ এর চেয়ে উত্তম? আমরা তো তাঁরই ইবাদতকারী।''[৫৩]

---

৫০. আল কুর'আন, ২ : ১৩৭
৫১. আল কুর'আন, ৩ : ২০
৫২. আল কুর'আন, ৩ : ১৯
৫৩. আল কুর'আন, ২ : ১৩৮

খ্রীস্ট ধর্ম আত্মপ্রকাশের পূর্বে ইয়াহুদীদের মধ্যে একটি বিশেষ রীতির প্রচলন ছিলো। কোনো ব্যক্তি তাদের ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে গোসল করানো হতো। আর তাদের ওখানে গোসলের অর্থ ছিলো তার সমস্ড় গুনাহ যেনো ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেলো এবং তার জীবন নতুন রং ধারণ করলো। পরবর্তীকালে খ্রীস্টানদের মধ্যেও এ রীতির প্রচলন হয়। তাদের ধর্মে এর পারিভাষিক নাম হচ্ছে ইসতিবাগ বা রঙীন করা (ব্যাপটিজম)। তাদের ধর্মে যারা প্রবেশ করে কেবল তাদেরকেই ব্যাপটিজম বা খ্রীস্ট ধর্মে রঞ্জিত করা হয় না, বরং খ্রীস্টান শিশুদেরকেও ব্যাপতাইজ করা হয়। এ ব্যাপারে কুরআন বলছে এ লোকাচার মূলক রঞ্জিত হবার যৌক্তিকতা কোথায়? বরং আলণ্ঢাহর রঙে রঞ্জিত হও- যা কোনো পানির দ্বারা হওয়া যায় না, বরং তাঁর ইবাদাতের পথ অবলম্বন করে এ রঙে রঞ্জিত হওয়া যায়। [৫৪]

5.17 : wKejvn cwieZb cm‡½ Bqvû'x‡'i mgv‡jvPbvi So:

হিজরতের পর নবী করীম (সা:) মদীনা তায়্যিবায় ষোল-সতের মাস পর্যন্ড় বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে থাকেন। মদীনায় দীর্ঘ এ সময় রাসূল (সা:) জের"জালেমকে ক্বিবলা করে নামায পড়েছেন, ইহুদীদের একথা বুঝাবার জন্য যে, যে স্রষ্টা মুসা (আ:) কে পাঠিয়েছেন ও তৌরাত নাজিল করেছেন, ঐ একই স্রষ্টা (আলণ্ঢাহ) তাঁকে ও পাঠিয়েছেন এবং কুরআন নাজিল করেছেন।[৫৫] অতঃপর রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম এর মনের আকাঙ্খা মোতাবেক কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ আসে। রাসূল (সা:)

Dhaka University Institutional Repository

কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ শুর" করলেন, অমনি শুর" হলো সমালোচনার ঝড়। কেন এমন হলো? মুহাম্মদ নিশ্চয়ই হিংসার বশবর্তী হয়ে (নাউযুবিলণ্ঢাহ) এমন কাজ করছে! ইত্যাদি ইত্যাদি। আলণ্ঢাহ তা'য়ালা তাদের সমালোচনার কড়া জবাব দিয়ে বলেন-

سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم -

অর্থ: নির্বোধ (ইয়াহুদীরা) অবশ্যই বলবে, এদের কী হয়েছে প্রথমে এরা যে কিবলার দিকে মুখ করে নামাজ পড়তো তা থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? হে নবী! ওদেরকে বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম সবই আলণ্ঢাহর। আলণ্ঢাহ যাকে চান সোজা পথ দেখান। [৫৬]

এটি হচ্ছে নির্বোধদের অভিযোগ ও সমালোচনার প্রথম জবাব। তাদের চিন্ড়ার পরিসর ছিলো সংকীর্ণ। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো সীমাবদ্ধ। তারা দিক ও স্থানের গোলাম বনে গিয়েছিলো। তাদের ধারণা ছিলো, আলণ্ঢাহ কোন বিশেষ বিশেষ দিকে সীমাবদ্ধ। তাই সর্ব প্রথম তাদের এ মূর্খতাসুলভ অভিযোগের জবাবে বলা হয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম সবই আলণ্ঢাহর দিক। কেননা বিশেষ দিককে কিবলায় পরিণত করার অর্থ এই নয় যে, আলণ্ঢাহ সেই দিকেই আছেন। আলণ্ঢাহ যাদেরকে হেদায়েত দান করেন তারা এ ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে অবস্থান করেন। [৫৭]

[৫৪.] মাও: সদরুদ্দীন ইসলাহী , Avj KiÛAv‡bi cqMvg , প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৭১

[৫৫.] ইমরান নযর হোসেন , অনুদিত মো: এনামুল হক, cwe‡Î KiÛAv‡b †RiRv‡jg, (ঢাকা: কাটাবন বুক কর্ণার ৫ম প্রকাশ-২০১৫) পৃষ্ঠা-৩৯

[৫৬.] আল কুর'আন, ২ : ১৪২

[৫৭..] মাও: সদরুদ্দীন ইসলাহী , Avj KiAv‡bi cqMvg , প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৭২-৭৩

আলণ্ঢাহ তা'য়ালা তাদের আসল গোমর ফাঁস করে দিয়ে বলেন:

ولن الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون-

অর্থ: ''এসব লোক, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিলো, খুব ভালো করেই জানে, কিবলাহ পরিবর্তনের এ হুকুম এদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে এবং এটি যথার্থ সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা যা করছে আলণ্ঢাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন'' [৫৮]

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আলণ্ঢাহ তায়া'লা উক্ত জাতির পুরনো চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এদের অধিকাংশের স্বভাবই হলো সত্য বুঝার পরও শুধুই হিংসা বশত: সত্যের বির"ধীতা করবে। আর ক্বিবলাহ পরিবর্তনের বিষয়ে অভিযোগও তাদের হিংসাত্মক মনোভাবেরই বহি:প্রকাশ। তদের আফসোস হলো, কিবলাহ পরিবর্তণের মাধ্যমে কেনো বিশ্ব নেতৃত্বের মর্যাদা বণী ইসরাঈল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বণী ইসমাঈলের হাতে সোপর্দ করা হলো?

এবার আলণ্ঢাহ তায়া'লা নবী মুহাম্মাদ (সা:) কে জানিয়ে দিলেন যে, ইয়াহুদীদের সামনে হাজার প্রমাণ উপস্থিত করলেও তারা আপনার ক্বিবলাহ অনুসরণ করবেনা। কারণ তারা নিজেদের একদল অন্য দলের ক্বিবলাহ অনুসরণ করতে প্রস্ড়ত নয়। বণী ইসরাঈলেরই দুটি জাতি ইয়াহুদী ও খৃষ্টান তাদের ক্বিবলাহও ভিন্ন। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

ولئن اتيت الذين اوتوالكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض-

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : তুমি এই আহলে কিতাবের কাছে যে কোন নিদর্শনই আনো না কেনো এরা কখনো তোমার কিবলার অনুসারী হবে না। আর তোমাদের পক্ষেও তাদের ক্বিবলার অনুগামী হওয়া সম্ভব নয় এবং এদের কোনো একটি দলও অন্য দলের ক্বিবলার অনুসারী হতে প্রস্তুত নয়।[৫৯]

5.18 : wb‡R‡'i Dci AeZxY wKZv‡ei cwZ Abxnv:

ইতিপূর্বে ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানরা যদিও নিজেদের উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের উপর ঈমান রাখার ঘোষণা দিচ্ছিলো পক্ষান্ড়রে, বিশ্বনবীর উপর অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান আনতে অনাগ্রহ প্রকাশ করছিলো কিন্তু, তারা যে মূলত: তাদের উপর অবতীর্ণ তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতিও অনীহা প্রকাশকারী এক জাতি তা আলণ্ঢাহ তায়া'লা প্রকাশ করে দেন। আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون-

অর্থ: (হে নবী) আপনি কি দেখননি কিতাবের জ্ঞান থেকে যারা কিছু অংশ পেয়েছে তাদের কি অবস্থা হয়েছে? তাদেরকে যখন আলণ্ঢাহর কিতাবের (তাওরাত-ইঞ্জিল) দিকে তদনুযায়ী তাদের পরস্পরের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আহবান জানানো হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল পাশ কাটিয়ে যায়। এবং এ ফয়সালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৬০]

---

৫৮. আল কুর'আন, ২ : ১৪৪
৫৯. আল কুর'আন, ২ : ১৪৫
৬০. আল কুর'আন, ৩ : ২৩

5.19 : Cmv (Av:) m¤ú‡K wekbex ms‡M weZK :

বণী ইসরাঈলে প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল হযরত ঈসা (আ:) এর অনুসারী বলে দাবীদার মদীনা ও আরবের খ্রীস্টানরা ঈসার বিষয়ে বিশ্বনবীর সংগে অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। তাদের পূর্বপুর"ষরা আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার মতো খোদায়ী কুদরত প্রত্যক্ষ করলেও তারা নবী ঈসা (আ:) এর অলৌকিক জন্মকে কুদরতে ইলাহী বলে মেনে নিতে পারেনি। বরং তারা তাঁর নিছক অলৌকিক জন্ম লাভ করাই তাঁকে খোদার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে দেয়। বিশ্বনবী ওহীর মাধ্যমে তাদের যুক্তির জবাব দেন-

ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون-

অর্থ : নি:সন্দেহে আলণ্ঢাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ড় হচ্ছে আদমের মত যাকে আলণ্ঢাহ সরাসবি মাটি থেকে তৈরি করেছেন এবং (ঐ মাটির আকৃতিকে) বলেছেন, হয়ে যাও আর তা হয়ে যায়। [৬১]

ঈসা (আ:) প্রসংগে খ্রীষ্টানদের বাড়াবাড়ির কড়া জবাব দিয়ে আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন-

ياهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق- انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد- له ما فى السموات وما فى الارض وكفى بالله وكيلا-

অর্থ : হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা। আর সত্য ছাড়া কোনো কথা আলণ্ঢাহর সাথে সম্পৃক্ত করোনা। মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ অবশ্যই আলণ্ঢাহর একজন রাসূল ও একটি ফরমান ছাড়া আর কিছুই ছিলোনা, যা আলণ্ঢাহ মারইয়ামের নিকট পাঠিয়েছিলাম। আর সে একটি র"হ ছিলো আলণ্ঢাহর

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষ থেকে। (যে মারইয়ামের গর্ভে শিশুর রূপ ধারণ করেছিলো)। কাজেই তোমরা আলণ্ঢাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনো এবং তিন বলো না। নিবৃত্ত হও এটা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। আলণ্ঢাহই তো একমাত্র ইলাহ। কেউ তাঁর পুত্র হবে, তিনি এর অনেক উর্ধ্বে। পৃথিবী ও আকাশসমূহের সবকিছু তাঁর মালিকানাধীন এবং সেসবের প্রতিপালক ও রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট। [৬২]

এখানে আহলে কিতাব বলতে খ্রীষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। এবং বাড়াবাড়ি করা অর্থ হচ্ছে ঈসা (আ:) কে মহান আলণ্ঢাহর পর্যায়ভুক্ত করা। ইমাম জাসসাস আহকামুল কোরআনে লিখেছেন-

الغلو فى الدين هو مجاوزة حد الحق فيه ۔

অর্থ : ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অর্থ তার ন্যায়সঙ্গত সীমা রেখা অতিক্রম করা।

আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান উভয় জাতিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করোনা। কারণ এ বাড়াবাড়ির রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ড় হয়েছে। খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আ:) কে ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তাঁকে স্বয়ং খোদা, খোদার পুত্র অথবা তিনের এক খোদা বানিয়ে দিয়েছে। অপর দিকে ইয়াহুদীরা তাঁকে অমান্য ও প্রত্যাখান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে।

[৬১.] আল কুর'আন, ৩ : ৫৯

[৬২.] আল কুর'আন, ৪ : ১৭১

তারা হযরত ঈসা (আ:) কে আলণ্ঢাহর নবী হিসেবে স্বীকার করেনি। বরং তাঁর মাতা মারইয়াম (আ:) এর উপর মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাঁর নিন্দাবাদ করেছে।[৬৩]

ঈসা (আ:) সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের বিশ্বাসের বির"দ্ধে স্পষ্ট প্রজ্ঞাপন জারী করে মহান আলণ্ঢাহ বলেন-

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح بن مريم وامه ومن فى الارض جميعا۔

অর্থ : নিশ্চয়ই ঐ সকল লোকেরা কুফুরী করেছে যারা বলে, ''নিশ্চয়ই মারইয়ামের ছেলে মসীহই আলণ্ঢাহ''। হে নবী আপনি বলুন, যদি মহান আলণ্ঢাহ মারইয়ামের ছেলে মসীহকে, তাঁর মাকে এবং পৃথিবীর সকলকে ধ্বংস করতে সিদ্ধান্ড় নেন তাহলে, কে আছে উহা হতে সামান্য বিরত রাখার ক্ষমতা রাখে? [৬৪]

ঈসা (আ:) প্রসংগে যুক্তিসংগত ও পরিস্কার জবাব দেয়ার পরও যখন খ্রীষ্টানরা বিষয়টি নিয়ে পানি ঘোলা করার চেষ্টা করছিলো। তখন মহান আলণ্ঢাহ বিশ্বনবীর প্রতি নির্দেশনা দেন যেনো তিনি তাদেরকে মুবাহালা (মিথ্যাবাদী দল ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার প্রার্থনার) আহবান জানান। আলণ্ঢাহর রাসূল (সা:) নিজে ও ফাতেমা, আলী, হাসান, হোসাইন (রা:) কে সাথে নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন। মহান আলণ্ঢাহ বলেন-

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين -

অর্থ : তোমার নিকট প্রকাশ্য জ্ঞান এসে যাওয়ার পরও যদি ঈসা (আ:) প্রসংগে কেউ তোমার সাথে বিবাদ করে, তাহলে বলো : 'এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের। অত:পর চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আলণ্ঢাহর অভিশম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।'[৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

মহান আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে বিশ্বনবীর মাধ্যমে উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সৎ সাহস খ্রীষ্টানদের ছিলোনা। তাই তারা বিড়ালের ন্যায় কাপুর"ষতার পরিচয় দিয়ে বিশ্বনবীর নিয়ন্ত্রণাধীন মদীনা রাষ্ট্রে জিযিয়া কর পরিশোধের মাধ্যমে কোনো রকম টিকে থাকতে সন্ধি করে। দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্গন এবং আসমানী কিতাব বিকৃতির মাধ্যমে প্রকৃত দ্বীন ইসলাম থেকে যোজন যোজন দূরে থাকা বনী ইসরাঈলকে আলণ্ঢাহ তায়া'লা একটি বিষয়ে একমত হওয়ার মাধ্যমে দ্বীনের ছায়াতলে ফিরে আসার আহবান জানান।

---

৬৩. মুফতী মোহাম্মদ শাফী (র:), Zvdmxi gvqv‡idj †KviAvb, (মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, অনূদিত (সৌদি বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ এর নির্দেশ ও পৃষ্ঠ পোষকতায় বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক ১৪১৩ হি:) পৃষ্ঠা-২৯৯

৬৪. আল কুর'আন, ৫ : ১৭

৬৫. আল কুর'আন, ৩ : ৬১

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

قل ياهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون -

অর্থ : বলুন : হে আহলে কিতাব ! একটি বিষয়ের দিকে এসো যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান। তা হলো আমরা আলণ্ঢাহ ছাড়া আর কারো গোলামী করবোনা, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ড় করবোনা। মহান আলণ্ঢাহকে বাদ দিয়ে আমরা একে অপরকে পালনকর্তা বানাবোনা। যদি তারা এই মহান সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা বলো যে, ''তোমরা সাক্ষ্য থাকো যে আমরা এই মহাসত্যের প্রতি আত্মসমর্পণকারী''। [৬৬]

বিশ্ব মানবতাকে এক পণ্ঢাটফর্মে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মুসলিমদের পক্ষ থেকে যে ব্যাপক ঐক্যের ডাক দেয়া হয়েছে এমন ডাক আর কোন জাতি দিতে পারেনি।

5.20 : Bevnxg (Av:) cms‡M wekbexi mv‡_ weZK :

বণী ইসরাঈলের ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা নবী ইব্রাহীম (আ:) কে নিয়ে বিশ্বনবীর সাথে অযৌক্তিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। তারা প্রত্যেকে নবী ইব্রাহীম (আ:) কে নিজ ধর্মের প্রবর্তক বলে প্রচার করতে থাকে। তারা বিশ্বনবীকে ইব্রাহীমের অনুসারী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। মহান আলণ্ঢাহ তাদের এই দাবীর অসাড়তা প্রমাণ করে বলেন-

يا اهل الكتاب لم تحاجون فى ابراهيم وما انزلت التورلة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون -

অর্থ : হে আসমানী কিতাবের অনুসারী দাবীদাররা! তোমরা কেনো ইব্রাহীম প্রসংগে (আমার নবীর সাথে) তর্কে লিপ্ত হচ্ছো? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম (আ:) দুনিয়া থেকে প্রস্থানের পর। তোমরা কি এতটুকু বুঝতে পারো না? [৬৭]

ইব্রাহীম (আ:) ইয়াহুদী কিংবা খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসারী হওয়ার দাবী হয় তাদের গোড়ামী ও গোর্য়াতুমি, না হয় তাদের চরম মূর্খতা। কারণ সামান্য বোধ ও বিবেচনা শক্তি যার আছে বা পূর্ব পুর"ষদের ইতিহাস সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা ও যাদের আছে, তারা এমন আহমকী দাবী করতে পারে না। কারণ তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার হাজারো বছর পূর্বে ইব্রাহীম (আ:) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে উক্ত কিতাবদ্বয়ের বিকৃত রূপের অনুসারী হলেন কিভাবে?

ইব্রাহীম (আ:) এর জীবনাদর্শ প্রসংগে মহান আলণ্ঢাহ সুস্পষ্ট প্রজ্ঞাপন জারি করে বলেন-

ما كان ابراهيم يهوديا **ولا** نصرانيا **ولكن كان** حنيفا **مسلما وما كان من** المشركين -

অর্থ : ইব্রাহীম ইয়াহুদী ছিলেন না, না ছিলেন খ্রীষ্টান। বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান। তিনি অংশীবাদীদের অন্ড়র্ভূক্তও ছিলেন না। [৬৮]

[৬৬.] আল কুর'আন, ৩ : ৬৪

[৬৭.] আল কুর'আন, ৩ : ৬৫

[৬৮.] আল কুর'আন, ৩ : ৬৭

মহান আলণ্ঢাহ এক প্রজ্ঞাপনে পরিস্কার করে দিলেন যে, ইব্রাহীম (আ:) এর জীবনাদর্শ ছিলো শুধুমাত্র ইসলাম। পৃথিবীর আর কোনো মানবরচিত মতবাদের সাথে তাঁর দূরতম কোনো সম্পর্ক ছিলোনা।

5.21 : ‘ej wP‡Ëi Cgvb‘vi‡‘i weåvš Kivi Ac‡Póv|

বিশ্বনবীর অনুসারী সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য ইয়াহুদীরা দূর্বল চিত্তের ঈমানদারকে টার্গেট করতো। আসমানী কিতাব প্রসংগে নিজেদের পান্ডিত্যতা ব্যবহার করার মাধ্যমে তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ড়ির বেড়াজালে আটকানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। মহান আলণ্ঢাহ বলেন-

وقالت طائفة من اهل **الكتاب ءامنوا بالذى انزل على** الذين امنواوجه النهار **واكفروا ءاخره لعلهم** يرجعون ۔

অর্থ: আসমানী কিতাবধারীদের একদল নিজেদের দলের লোকদের উদ্দেশ্যে বলে, তোমরা ঈমানদারদের উপর অবতীর্ণ হওয়া কিতাবের প্রতি দিনের প্রথম ভাগে ঈমানের ঘোষণা দাও। এবং দিনের শেষ ভাগে উহাকে অস্বীকার করার ঘোষণা দাও। আশা করা যায় তারা (মুসলমানরা) নিজ ধর্ম থেকে ফিরে আসবে।[৬৯]

হাফিজ আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন কাসির বলেন-

هذه مكيدة ارادوها ليلبسوا **على الضعفاء من الناس** امردينهم وهو انهم **لشتوروا** بينهم **ان** يظهروا الايمان **اول** النهار ۔ويصلوا **مع** المسلمين **صلاة الصبح** ۔**فاذا جاء اخر** النهار **ارتدوا الى** دينهم ليقول الجهلة **من الناس : انما** ردهم **الى** دينهم اطلاعهم **على** نقيضة وعيب **فى** دين المسلمين ۔ولهذا **قالوا** (لعلهم يرجعون)

অর্থ : ইহা একটি অপ কৌশল। এর মাধ্যমে তারা (ইয়াহুদীরা) দূর্বল ঈমানের মানুষদের মধ্যে দ্বীনের বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছে। তারা পরস্পর পরামর্শ করেছে যে, তারা দিনের

প্রথম ভাগে ঈমান প্রকাশ করবে এবং মুসলমানদের সাথে ফজরের সালাত আদায় করবে। অতঃপর যখন দিনের শেষ ভাগ আসবে তারা পূর্বের (ইয়াহুদী) ধর্মে ফিরে যাবে। যেন মূর্খরা এটা মনে করে যে, তারা তাদের নিজ ধর্মে ফিরে যাওয়ার কারণ হলো, তারা মুসলমানদের ধর্মে ত্র"টি ও অপূর্ণতা বুঝতে পেরেছে। (তখন দূর্বল ঈমানদাররাও ইসলাম ছেড়ে পূর্বের ধর্মের ফিরে যাবে) এজন্যই তারা বলেছে- لعهم يرجعون । [৭০]

5.22: Aw_K Avgvb‡Zi †LqvbZKvix RwZ:

Dhaka University Institutional Repository

বণী ইসরাঈলের ইয়াহুদী জাতিটি যেমন অসমানী কিতাবের মত মহান আমানতের প্রতি খেয়ানত করেছে, বিশ্বনবীর আগমণ ও গুণাবলী সংক্রান্ড় বিষয়াবলী গোপন করার মাধ্যমে আমানতের চরম খেয়ানত করেছে তেমনি তাদের একটি গোষ্ঠী আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও খেয়ানতের মাধ্যমে নিজেদের হীন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

---

৬৯. আল কুর'আন, ৩ : ৭২

৭০. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg , প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৪৮৭

মহান আলণ্ডাহ বলেন-

ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ذالك بانهم قالوا ليس علينا فى الاميين سبيل -

অর্থ : তাদের (ইয়াহুদীদের) মধ্যে এমন লোক আছে যার নিকট আপনি এক দিনার পরিমাণ আমানত রাখলে, সে উহা আপনাকে ফেরৎ দেবে না। তবে যদি আপনি তার সামনে স্থায়ীভাবে দাড়িয়ে থাকেন (তাহলে হয়ত দিতে পারে) তাদের এমন স্বভাব এ জন্য যে, তারা বলে নিরক্ষর লোকদের বিষয়ে আমাদের কোনো জবাবদিহী করতে হবেনা।[৭১]

এই আয়াতের মাধ্যমে মহান আলণ্ডাহ জানিয়ে দিলেন যে, ইয়াহুদীদের মধ্যে খেয়ানতকারী রয়েছে এবং মুমিনদেরকে তাদের সাথে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক করে দেন। তাদের বক্তব্য ''নিরক্ষর আরবদের সম্পদ ভক্ষণ করা আমাদের জন্য হালাল'' যখন রাসূল (সা:) শুনলেন তিনি বলেন :

كذب اعداء الله ما من شيئ كان فى الجاهلية الا هو تحت قدمى هاتين الا الامانة فانها مؤدلة الى البر والفاجر-

অর্থ : আলণ্ডাহর শত্র"রা মিথ্যাচার করেছে। জাহেলী যুগের সব লেনদেন আমার এই দু'পায়ের নীচে দাফন করা হয়েছে একমাত্র আমানত ছাড়া। নিশ্চয়ই উহা সৎ অসৎ সকল প্রকারের ব্যক্তির নিকট ফেরৎ যোগ্য।[৭২]

5.23 : Bqvû'x I Lxóvb KZK wekbex‡K wUUKvix :

ইয়াহুদী পন্ডিত ও নাজরানের খ্রীষ্টান প্রতিনিধিদল রাসূল (সা:) কে হেয় করার জন্যে টিটকারীর সুরে বলতে থাকে, হে মুহাম্মাদ ! অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে তুমি বলতে চাচ্ছো যে, আমরা তোমার পূজা করি।

عن ابن عباس قال قال ابو رافع الغرظى : حين اجتمعت الاحبا ر من اليهود والنصارى من اهل نجران عند رسول الله ودعاهم الى الاسلام قالوا : اتريد يا محمد ان نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم ؟ فقال رجل من اهل نجران نصرانى يقال له الرئيس : أوذلك تريد منا يا محمد واليه تدعوننا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله ان نعبد غير الله او ان نأمر بعبادة غير الله ما بذالك بعثنى ولا بذالك امرنى- فانزل الله فى ذالك ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله

Dhaka University Institutional Repository

৭১. আল কুর'আন, ৩ : ৭৫

৭২. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg , প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৪৮৯

অর্থ : ইবনে আব্বাস হতে বর্ণীত তিনি বলেন, আবু রাফি' আল গারজী বলেন : যখন ইয়াহুদী পন্ডিতরা এবং নাজরানের খ্রীষ্টানরা রাসূল (সা:) এর নিকট একত্রিত হলো এবং রাসূল (সা:) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তারা বললো, হে মুহাম্মাদ তুমি কি চাও যে আমরা তোমার ইবাদত করি যেমনি খ্রীষ্টানরা মারইয়ামের পুত্র ঈসার ইবাদত করে? এ সময় নাজরানের এক খ্রীষ্টান যাকে রাঈস বলা হতো সে বললো: হে মুহাম্মাদ তোমার কি এমনি ইচ্ছা এবং ঐ দিকেই আমাদের ডাকছো? তখন রাসূল (সা:) বলেন: মহান আলণ্ঢাহ ব্যতিত অন্য কারো ইবাদত করা হতে আমরা পানাহ চাচ্ছি। অথবা আলণ্ঢাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতে নির্দেশ দেয়া হতে। তিনি আমাকে এজন্য প্রেরণ করেননি এবং এ জন্য আদেশও দেননি। তখন আলণ্ঢাহ তায়া'লা আয়াত নাযিল করে বলেন -

''কোন মানুষের জন্য উচিৎ নয় যে, আলণ্ঢাহ তাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওয়াত দান করবেন আর সে মানুষকে বলবে যে, তোমরা আলণ্ঢাহকে বাদ দিয়ে আমার গোলাম হয়ে যাও।[৭৩]

মহান আলণ্ঢাহ বরং উল্টো তাদের মুখোশ উন্মোচিত করে বলে দেন যে, তারাই তাদের পন্ডিত ও পাদ্রীদেরকে নিজেদের রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলো। মহান আলণ্ঢাহ বলেন-

اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله -

অর্থ : ''তারা তাদের পন্ডিত ও পাদ্রীদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ তারা তাদের পুরোহীত ও পাদ্রীদের কর্তৃক হালালকে হারাম করণ এবং হারামকে হালাল করণকে মেনে নিয়ে প্রকারান্ড়রে তাদেরকে উপাস্যের আসনে বসিয়েছে।'' [৭৪]

وفى المسند والترمذى كما سيأتى ان عدى بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال (بلى انهم احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذالك عبادتهم اياهم ۔

অর্থ : মুসনাদ ও তিরমীযিতে এসেছে, আদী বিন হাতিম রাসূল (সা:) কে জিজ্ঞেস করেন, তারা কি তাদের ইবাদত করে? জবাবে রাসূল (সা:) বলেন : হা! তারা তাদের জন্য হারামকে হালাল করে এবং তাদের উপর হালালকে হারাম করে, আর উহাই তারা অনুসরণ করে। আর এটিই হলো তাদেরকে (পুরোহীত ও পাদ্রীদের) তাদের (ইয়াহুদী- খ্রীষ্টানদের) উপাসনা।[৭৫]

5.24 : wekbex‡K wewfb c‡ki gva¨‡g VKv‡bvi Ac‡Póv :

ইয়াহুদীদের একটি দল বিশ্বনবীর নিকট এসে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিষয়সহ আরো কিছু বিষয়ে নবীকে প্রশ্ন করে। তাদের কুমতলব ছিলো এর মাধ্যমে নবীকে ঠকানো যাবে। কিন্তু বিশ্বনবী তাদের সকল প্রশ্নের মার্জিত ও পরিপূর্ণ উত্তর দিয়ে তাদেরকে স্ড়ব্ধ করে দেন।

৭৩. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg , প্রাগুক্ত : খ-১, পৃষ্ঠা- ৪৯১

৭৪. আল কুর'আন, ৯ : ৩১

Dhaka University Institutional Repository

[৭৫] হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg , প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৪৯২

মহান আলণ্ঢাহ বলেন-

كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التورلة قل فأتوا بالتورلة فاتلوها ان كنتم صادقين

অর্থ : সকল প্রকার খাদ্য বস্তুই বণী ইসলাঈলের জন্য হালাল ছিলো। তবে যা ইসরাঈল (ইয়াকুব আ:) তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার ও পূর্বে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন তা ব্যতিত। হে নবী আপনি বলুন, তোমরা তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা তিলাওয়াত করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও। [৭৬]

ইমাম আহমাদ বলেন : ''আমাদের নিকট হিশাম বিন কাসেম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট আব্দুল হামিদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমাদের নিকট শাহর বর্ণনা করেছেনে। তিনি বলেন : আমাদের নিকট ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন: একদল ইয়াহুদী আলণ্ঢাহর নবীর নিকট এসে বললো: আমরা আপনাকে কিছু অস্পষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন করবো যে বিষয়ে নবী ছাড়া কেউ জানেনা। রাসূল (সা:) বলেন : তোমরা যেকোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো ''তবে তোমরা আমাকে আলণ্ঢাহর জিম্মাহ প্রদান করবে এবং ইয়াকুব তাঁর সন্ড়ানদের নিকট যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তা প্রদান প্রদান করবে। যদি আমি তোমাদেরকে এমন বিষয়ে অবহিত করতে পারি যা তোমরা জানো তাহলে তোমরা ইসলাম প্রসংগে আমার আনুগত্য করবে। তারা বললো : তোমার সাথে এমন কথাই রইলো। এবার রাসূল (সা:) বললেন : তোমাদের ইচ্ছেমতো আমাকে প্রশ্ন করো।

তারা বললো : আমাদেরকে চারটি অস্পষ্ট বিষয়ে অবহিত করবে; (১) কোন খাদ্য ইসরাঈল নিজের উপর হারাম করেছিলেন? (২) নারী ও পুর"ষের পানি (যৌন রস) কেমন? কিভাবে পুত্র ও কন্যা সন্ড়ান হয়? (৩) এই নিরক্ষর নবীর ঘুমন্ড় অবস্থা কেমন? (৪) এই নবীর সঙ্গী কোন ফেরেশতা?

---

[৭৬] আল কুর'আন, ৩ : ৯৩

রাসুল (সা:) তাদের নিকট থেকে পুণ: অঙ্গীকার নিলেন যদি তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করেন তাহলে তারা অবশ্যই তাকে অনুসরণ করবে। এবার রাসূল (সা:) বলেন: আমি তোমাদেরকে ঐ সত্তার দোহাই দিয়ে বলছি যিনি মুসার উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা কি জানো যে ইসরাঈল এক কঠিন রোগে আক্রান্ড় হয়েছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং তার রোগ দীর্ঘায়িত হয়েছিলো। তখন তিনি আলণ্ঢাহর জন্যে মানত করেছিলেন, যদি আলণ্ঢাহ তাকে রোগ থেকে মুক্তি দেন তাহলে তিনি তার নিকট অধিক প্রিয় খাদ্য ও পানীয় নিজের জন্যে হারাম করে নেবেন। আর তাঁর নিকট অধিক প্রিয় খাদ্য ছিলো উটের গোশত এবং অধিক প্রিয় পানীয় ছিলো উটের দুধ। জবাবে তারা বললো হে আলণ্ঢাহ হ্যাঁ। রাসূল (সা:) বললেন : হে আলণ্ঢাহ তুমি তাদের ব্যাপারে সাক্ষী থেকো। রাসূল (সা:) (পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরে) বলেন: আমি তোমাদেরকে ঐ আলণ্ঢাহর দোহাই দিয়ে বলছি যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি মুসার উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন। তোমরা কি জানো যে পুর"ষের বীর্য সাদা ও গাঢ় এবং নারীর বীর্য হলুদ ও পাতলা। আর তাদের মধ্যে যার বীর্য প্রভাব বিস্ড়ার করে সন্ড়ান সেই লিঙ্গের হয়। আর সাদৃশ্য আলণ্ঢাহর অনুমতিতে হয়। তারা বললো : হ্যাঁ। রাসুল (সা:) বললেন: হে আলণ্ঢাহ তুমি সাক্ষী থেকো। এবার রাসূল (সা:) (তাদের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে) বলেন: তোমরা কি জানো যে,

এই নবী তাঁর চক্ষু ঘুমায় তবে তার অন্ড়র ঘুমায়না? তারা বললো, হ্যাঁ। রাসূল (সা:) বলেন: হে আলণ্ঢাহ তুমি সাক্ষী থেকো। এবার তারা বললো এখন তুমি আমাদের বলো কোন ফেরেশতা তোমার বন্ধু? এর উত্তরে আমরা তোমার সাথে থাকবো বা বিচ্ছিন্ন হবো। রাসূল (সা:) বলেন, নিশ্চয়ই আমার বন্ধু হলো জিবরাঈল (আ:)। আর আলণ্ঢাহ এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি যার বন্ধু তিনি ছিলেন না। তারা বললো: এখানেই আমরা তোমার সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। যদি তোমার বন্ধু অন্য কোনো ফেরেশতা হতো অমরা অবশ্যই তোমার আনুগত্য করতাম।[৭৭] সামান্য ঠুনকো অজুহাতে নবীদের অবাধ্য হওয়া ছিলো তাদের চিরাচরিত বদঅভ্যাস। সেই স্বভাব থেকে তারা কখনো বের হতে পারেনি।

5.25 : gnvb Avjvn‡K ÔdvKiÕ ejvi aóZv :

বণী ইসরাঈলের ইয়াহুদীরা এক দিকে যেমন নিজেদেরকে আলণ্ঢাহর প্রিয়ভাজন ও বংশজাত বলে দাবী করেছে, এমনকি আলাণ্ঢহর নিকট তাদের জন্য বিশেষ স্থান বরাদ্দ থাকার দাবী করেছে, অন্য দিকে মহান আলণ্ঢাহর শানে ভয়ংকর ও জগন্য মন্ড়ব্য করে মহান আলণ্ঢাহর সাথে তাদের সম্পর্কের যোজন যোজন দুরত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করেছে।

[৭৭.] হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAvbj AvRg , প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৪৯৭

মহান আলণ্ঢাহ বলেন-

لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق-

অর্থ : মহান আলণ্ঢাহ ঐ সকল লোকদের কথা শুনেন যারা বলে, নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ ফকির আর আমরা ধনী'। তারা যা বলে তা অচিরেই আমি লিখে রাখবো এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করার বিষয়ও। এবং আমি বলবো পুড়ে যাওয়ার শাস্ড়ি তোমরা ভোগ করো।[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : لما نزل قوله تعل : من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة قالت اليهود: يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ فانزل الله لقدسمع الله قول الذين الاية-

অর্থ: সাঈদ বিন যুবাইর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যখন আলণ্ঢাহর বাণী ''কে আছে আলণ্ঢাহকে উত্তম ঋণ দেবে তাহলে আলণ্ঢাহ তাকে বহু গুণে বৃদ্ধি করে ফেরৎ দিবেন'' অবতীর্ণ হলো ইয়াহুদীরা বললো : ''হে মুহাম্মদ তোমার রব দরিদ্র হয়ে গেছে ফলে সে তার বান্দাহর নিকট ঋণ চাচ্ছে। ''তখন আলণ্ঢাহ ঐ সকল লোকদের কথা শুনেন'' আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৭৯]

عن عكرمة انه حدث عن ابن عباس رضى الله عنه قال دخل ابو بكر الصديق رضى الله عنه بيت المدارس فوجد من يهود انلسا كثيرا قد اجتمعوا الى رجل منهم يقال له فنحاص وكان من علمائهم واحبارهم ومعه حبريقال له اشيع فقل له ابو بكر : ويحك يا فنحاص اتق الله واسلم فو لله انك لتعلم ان محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدون مكتوبا عندكم فى التورلة والانجيل فقل فنحاص : و لله يا ابا بكر ما بنا الى الله من حاجة من فقر وانه الينا لفقير ما نتضرع اليه كما يتضرع الينا وانا عنه لاغنياء ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان غنيا ما اعطانا الربا فغضب ابو بكر رضى الله عنه فضرب وجه فنحاص ضربا شديدا وقل : والذى نفسى بيده لولا الذى بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو لله فأكذبونا مالستطعتم ان كنتم صادقين - فذهب فنحاص الى رسول الله صلعم فقل يا محمد ابصر ما صنع بى صاحبك فقل رسول الله صلعم لابى بكر ما حملك على ما صنعت يا ابا بكر؟

فقل يا رسول الله ان عدو لله قد قل قولا عظيما يزعم ان الله فقير وانهم عنه اغنياء فلما قل ذالك غضبت لله مما قل فضربت وجهه فجحد فنحاص ذالك وقل : ما قلت ذالك- فانزل الله فيما قل فنحاص ردا عليه وتصديقا لابى بكر لقدسمع الله قول الذين الاية

অর্থ : ইকরিমাহ থেকে বর্ণিত তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। ইবনে আব্বাস বলেন: আবু বকর (রা:) এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে অনেক ইয়াহুদী পেলেন যারা তাদের এক আলেম ও পাদ্রী যার নাম 'ফানহাস' এর নিকট একত্রিত হয়েছে। তার সাথে আশাইয়া নামক অন্য এক পাদ্রী ও ছিলেন। আবু বকর তাকে (ফানহাসকে) বললো : হে ফানহাস! সতর্ক হও, আলণ্ঢাহকে ভয় করো এবং ইসলাম গ্রহণ করো।

---

৭৮. আল কুর'আন, ৩ : ১৮১

৭৯. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg , প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৫৬৫

আলণ্ঢাহর কসম তুমি জানো যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আলণ্ঢাহর রাসূল যিনি তোমাদের নিকট এসেছেন সত্য সহকারে। তোমরা তাঁর বিষয়টি তোমাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পেয়েছো। ফানহাস বললো: আলণ্ঢাহর কসম হে আবু বকর দরিদ্রতা থেকে বাঁচার জন্য আলণ্ঢাহর নিকট আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনিই তো আমাদের মুখাপেক্ষী। তিনি আমাদের নিকট যেমন বিনয়ের সাথে ঋণ চান আমরা তেমন তার নিকট বিনয়ী হবোনা। আমরা তাঁর প্রতি অমুখাপেক্ষী। তিনি যদি আমাদের প্রতি অমুখাপেক্ষী হতেন তাহলে আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

নিকট ঋণ চাইতেন না। যেমন তোমাদের বন্ধু (মুহাম্মদ) ধারণা করে। তিনি (আলণ্ঢাহ) তোমাদেরকে সুদ থেকে বিরত থাকতে বলেন অথচ নিজে আমাদেরকে সুদ দিবেন (বলে ঘোষণা দেন)।

যদি তিনি ধনীই হবেন আমাদেরকে সুদ দিতেন না। আবু বকর (রা:) এতে ক্রোধান্বিত হয়ে ফানহাসের চেহারায় শক্ত আঘাত করলেন এবং বললেন, ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ যদি তোমার ও আমাদের মধ্যে কোনো চুক্তি না থাকতো, হে আলণ্ঢাহর শত্র"! তাহলে অবশ্যই আমি তোমার গর্দান ফেলে দিতাম। ফানহাস রাসূল (সা:) এর নিকট চলে গেলো এবং বললো হে মুহাম্মদ দেখো তোমার সাথী আমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছে। তখন রাসূল (সা:) আবু বকর (রা:) কে বললেন: হে আবু বকর কোন কারনে তুমি এমন কাজ করতে গেলে? আবু বকর জবাবে বলেন : হে আলণ্ঢাহর রাসূল! আলণ্ঢাহর এই শত্র" ভয়ানক এক কথা বলেছে। সে ধারণা করছে যে, আলণ্ঢাহ দরিদ্র আর তারা তাঁর প্রতি অমুখাপেক্ষী। যখন সে একথা বলেছে আমি আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাগান্বিত হয়েছি এবং তার মুখে আঘাত করেছি। ফানহাস বিষয়টি অস্বীকার করলো। এবং বললো আমি এমন কথা বলিনি। তখন আলণ্ঢাহ তায়া'লা আবু বকরকে সত্যায়ন করে ফানহাসের বির"দ্ধে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। [৮০]

5.26 : Cgvb'vi‡'i‡K Avjvni c_ †_‡K evai প্রদান:

ইয়াহুদীরা মুসলমানদেরকে আলণ্ঢাহর পথে অগ্রসর হতে বাধা দিতো। এবং ইসলামে বিভিন্ন বক্রতা অনুপ্রবেশ করাতে সচেষ্ট ছিলো। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

قل ياهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهداء- وما الله بغافل عما تعملون-

অর্থ: বলুন, হে আহলে কিতাবগণ ! কেনো তোমরা আলণ্ঢাহর পথে ঈমানদারদিগকে বাধা দান করো, তোমরা তাদের দ্বীনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অনুসন্ধান করো। অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছো। মহান আলণ্ঢাহ তোমাদের কর্মকান্ডের বিষয়ে গাফেল নন। [৮১]

[৮০.] হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত : খ-১, পৃষ্ঠা- ৫৬৫

[৮১.] আল কুর'আন, ৩ : ৯৯

5.27 : bex‡K wg_¨vev'x mve¨¯— Kiv :

বণী ইসরাঈলীরা বিশ্বনবীকে নবুয়্যাতের দাবীতে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করার মতো বেয়াদবী করেছে। তবে মহান আলণ্ঢাহ বিশ্বনবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন : এটি তাদের পুরোনো বদ অভ্যাস। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينت والزبر والكتاب المنير-

অর্থ : তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে থাকে তাহলে আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিলো যারা সুস্পষ্ট প্রমাণ, সহীফাসমূহ এবং প্রদীপ্ত কিতাব নিয়ে এসেছিলেন। [৮২]

5.28 : wekbexi c‡ki fj DËi w'‡q bex‡K †avKv †'qv:

বিশ্বনবীর পক্ষ থেকে ইয়াহুদীদের নিকট উপস্থাপিত কিছু প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিয়ে তারা সঠিক উত্তর দিয়েছে বলে প্রশংসা কুড়াতে ব্যস্ত ছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ۔

অর্থ : হে নবী ! আপনি মনে করবেন না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা শাস্ড়ি থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বরং তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্ড়ি রয়েছে। [৮৩]

قال ابن عباس: انما نزلت هذه فى اهل الكتاب ثم تلا ابن عباس واذ اخذ الله ميثاق ----- وقال ابن عباس : سالهم النبى صلعم عن شيئ فكتموه اياه واخبروه بغيره ۔فخرجوا قداروه ان قد اخبروه بما سالهم عنه واستحمدوا بذالك اليه ۔وفرحوا بما اتوا من كتما نهم ما سألهم عنه ۔هكذا رواه البخارى فى التفسير ومسلم والترمذى والنسائ فى تفسيريهما والحاكم فى مستدركه ۔

অর্থ : ইবনে আব্বাস বলেন : এই আয়াত আহলে কিতাবদের বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলো। অতপর ইবনে আব্বাস '' যখন মহান আলণ্ঢাহ কিতাব প্রাপ্তগণের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন'' আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন : রাসূল (সা:) তাদেরকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন তারা রাসূল (সা:) কে প্রকৃত উত্তর না দিয়ে অন্য বিষয় বলে দিয়েছিলো। অত:পর তারা বেরিয়ে যায় এবং নবীকে বুঝাতে চায় যে, নবী তাদেরকে যে প্রশ্ন করেছে তারা এরই উত্তর দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে তারা তাঁর নিকট প্রশংসিত হতে চায়। ইমাম বুখারী তার তাফসীরে এমন বর্ণনা করেছেন। মুসলিম ও তিরমিযী তাদের তাফসীরে ও এমন বর্ণনা করেছেন। হাকিম তার মুসতাদরাকে এমন বর্ণনা করেছেন। [৮৪]

[৮২.] আল কুর'আন, ৩ : ১৮৪

[৮৩.] আল কুর'আন, ৩ : ১৮৮

[৮৪.] হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg , প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৫৬৯

5.29 : AvZ¥cksmvq cÂgL RwZ :

বণী ইসরাঈলরা নিজেদের প্রশংসায় খুবই পারদর্শী। বিশ্বনবীর যুগে তারা নিজেদেরকে পুত: পবিত্র বেগুনাহ (মা'সুম) হিসেবে প্রচার করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করতো। এক পর্যায়ে তারা নিজেদেরকে আলণ্ঢাহর প্রিয়ভাজন ও সন্ড়ান হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বসে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبؤه ۔

অর্থ : ইয়াহুদী এবং খ্রীষ্টানরা বলে, আমরা আলণ্ঢাহর সন্ড়ান এবং প্রিয়ভাজন। [৮৫]

মহান আলণ্ঢাহ তাদের এই আত্মপ্রশংসার প্রতিবাদ করে বলেন:

الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون فتيلا-

অর্থ: হে নবী আপনি কি ঐ সকল লোকদের খবর জানেন? যারা নিজেদের পরিশুদ্ধির ঘোষণা দেয়। বরং আলণ্ঢাহ যাকে ইচ্ছা পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করেন। এ ব্যাপারে তাদের উপর সামান্যই অবিচার করা হবে না। [৮৬]

وقل مجاهد : كانوا يقدمون الصبيان امامهم فى الدعاء والصلوة يؤمونهم ويزعمون انهم لاذنب لهم ۔

Dhaka University Institutional Repository

وقال العوفى عن ابن عباس ذالك ان اليهود قالوا ابناء ناتوفوا وهم لنا قربة وسيشفعون لنا ويزكوننا فانزل الله على محمد الم تر الى الذين يزكون -

وعن عكرمة عن ابن عباس قل : كان اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون انهم لا خطايالهم ولا ذنوب- وقل الضحاك : قالوا : ليس لنا ذنوب كما ليس لا بنائنا ذنوب -

অর্থ : মুজাহিদ বলেন ''তারা (ইহুদীরা) শিশুদেরকে তাদের দোয়া ও নামাজে সামনে রাখতো এবং তাদেরকে ইমাম বানাতো এবং তারা ধারণা করতো যে, তাদের কোনো পাপ নাই।''

আওফা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ইহা ইয়াহুদীদের বিষয়ে তারা বলে : আমাদের সন্তান যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারা আমাদের জন্য আলণ্ঢাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। আমাদেরকে পবিত্র করবে। তখন মহান আলণ্ঢাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইকরিমাহ থেকে বর্ণিত ইবনে আব্বাস বলেন : ইয়াহুদীরা নামাজে তাদের বালকদেরকে ইমাম বানানো এবং তাদের নৈকট্য লাভের মাধ্যমে নিজেরা নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতো। এবং ধারণা করতো তাদের কোনো পাপ নেই।

দাহহাক বলেন: তারা বলতো আমাদের সন্তানদের যেমন কোনো পাপ নেই, তেমনি আমাদের ও কোনো পাপ নেই। [৮৭]

---

[৮৫]. আল কুর'আন, ৫ : ১৮

[৮৬]. আল কুর'আন, ৪ : ৪৯

[৮৭]. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg , প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৬৬৯

5.30 : gwZ cRK‡‘ i‡K mZ¨cšx e‡j †NvlYv :

হিংসার আগুনে দহন হওয়া এই ইয়াহুদী জাতির আলেম সমাজের একদল এক পর্যায়ে, মক্কার মূর্তিপূজক মুশরিকদের বিশ্বনবীর তুলনায় অধিক সঠিক পথের অনুসারী বলে সনদ প্রদান করে। মহান আলণ্ঢাহ তাদের এই ক্ষমতার অপব্যবহারের বিবরণ দিয়ে বলেন :

الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا ۔

অর্থ : হে নবী আপনি কি জানেন ঐ সকল লোকদের বিষয়ে যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে, তারা জিবত (যাদু) ও তাগুত (শয়তানের) প্রতি আস্থা রাখে। এবং তারা কাফিরদেরকে ইমানদারদের চেয়ে অধিক সঠিক পথের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করে। [৮৮]

عن عكرمة قل جاء حيى بن اخطب وكعب بن الاشرف الى اهل مكة فقالوا لهم : انتم اهل الكتب واهل العلم فاخبرونا عنا وعن محمد فقالوا ما انتم وما محمد فقالوا : نحن نصل الارحلم وننحر الكوماء

Dhaka University Institutional Repository

ونسقى الماء على اللبن ونفك العناة ونسقى الحجيج ۔ ومحمد صنبورقطع ارحامنا واتبعه سراق الحجيج
بنو غفار فنحن خير ام هو؟ فقالوا انتم خيروا هدى سبيلا فانزل الله الم تر الى الذين اوتوا نصيبا ۔

অর্থ : ইকরিমা থেকে বর্ণিত হুয়াই বিন আখতাব এবং কা'ব বিন আশরাফ মক্কাবাসীর নিকট আসলো। তারা (মক্কাবাসীরা) তাদেরকে বললো: তোমরা আসমানী কিতাবের বাহক এবং জ্ঞানীজন, আমাদেরকে মুহাম্মদ ও আমাদের বিষয়ে অবহিত করো। তারা (ইয়াহুদী আলেমরা) বললো তোমাদের ও মুহাম্মদের কার কি অবস্থা? তারা বললো, আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করি উষ্ট্রী জবাই করি, দুধ মিশ্রিত পানি পান করাই, হাজ্বীদেরকে পানি পান করাই। আর মুহাম্মদ ধর্মত্যাগী, সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। তার অনুসারী হলো বনু গিফার গোত্রের লোকেরা হাজীদের সম্পদ ছিনতাইকারী। এখন বলো আমরা ভালো নাকি সে? জবাবে তারা বললো, বরং তোমরা ভালো ও অধিক সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন আলণ্ডাহ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। [৮৯]

5.31 : wb‡Riv Pig ÔewLjÕ A_P gnvb Avjvn‡K eLxj ejvi aóZv :

মহান আলণ্ডাহ ও সমগ্র সৃষ্টিজগৎ কর্তৃক অভিশপ্ত এ জাতির বেয়াদবীর কোন অন্ড় নেই। তারা মহান আলণ্ডাহর ব্যাপারে এমন জগন্য মন্ড়ব্য করে যা কল্পনা করতেও সামান্য ঈমানদারের গা শিহরীয়ে উঠে। এই বেয়াদবরা মহান আলণ্ডাহর বরকতময় হাতের ব্যাপারে বাজে মন্ড়ব্য করে।

---

[৮৮] আল-কুর'আন, ৪ : ৫১

[৮৯] হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg , প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৬৭০

মহান আলণ্ডাহ বরং তাদের চরম বখীলিপনার বিবরণসহ উলেণ্ডখ করেন :

وقالت اليهود يد الله مغلولة- غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتن ينفق كيف يشاء ۔

অর্থ : আর ইয়াহুদীরা বলে : আলণ্ডাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। একথা বলার জন্যে তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হস্ড় উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। [৯০]

হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন:

يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتا بعة الى يوم القيامة بانهم وصفوا الله عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بانه بخيل- كما وصفوه بانه فقير وهم اغنياء وعبروا عن البخل بان قالوا يد الله مغلولة ۔

অর্থ: অত্র আয়াতে আলণ্ডাহ তায়া'লা ইয়াহুদীদের প্রসংগে বর্ণনা করেছেন, তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ড় ধারাবাহিকভাবে আলণ্ডাহর অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে। তারা মহান আলণ্ডাহকে বখিল বলে আখ্যায়িত করেছে, অথচ মহান আলণ্ডাহ তাদের দেয়া এই অপবাদ থেকে অনেক উচুঁতে সম্মানিত ও মর্যাদাবান। তারা যেমনিভাবে নিজেদেরকে ধনী ও মহান আলণ্ডাহকে ফকির বলে অভিহিত করেছিলো। তারা বখীল বুঝাতে 'আলণ্ডাহর হাত বন্ধ' পরিভাষা ব্যবহার করেছে। [৯১]

মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র:) বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনাটি ছিলো এই যে, আলণ্ঢাহ তায়া'লা মদীনার ইহুদীদেরকে বিত্তশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছিলেন কিন্তু যখন রাসূলুলণ্ঢাহ (সা:) মদীনায় আগমন করেন এবং তাদের কাছে ইসলামের আহবান পৌঁছে তখন পাষন্ডরা সামাজিক মোড়লি ও কুপ্রথার মাধ্যমে প্রাপ্ত নযর নিয়াযের খাতিরে এ আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এবং রাসুলুলণ্ঢাহ (সা:) এর বির"দ্ধাচারণ করে। ফলে আলণ্ঢাহ তায়ালা শাস্ড়ি হিসেবে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ হ্রাস করে দেন। ফলে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তখন মুর্খদের মুখ থেকে এ জাতীয় কথাবার্তা বের হয়ে থাকে যে, আলণ্ঢাহর ধন ভান্ডার ফুরিয়ে গেছে, অথবা আলণ্ঢাহ তায়ালা কৃপন হয়ে গেছেন। [৯২]

মহান আলণ্ঢাহ তাদের কৃপনতার রূপ বর্ণনা করে বলেন:

ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا-

অর্থ : তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে। তাহলেও তারা কাউকেও এক তিল পরিমাণও দেবে না। [৯৩]

[৯০.] আল-কুর'আন, ৫ : ৬৪

[৯১.] হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg , প্রাগুক্ত, খ-২, পৃষ্ঠা-১০৫

[৯২.] মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র:) Zvdmxi gvAv‡idj †KviAvb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৪৩

[৯৩.] আল-কুর'আন, ৪: ৫৩

5.32 : bex ivmjM‡Yi g‡a¨ wefw³KiY :

বণী ইসরাঈলরা মহান আলণ্ঢাহর প্রেরিত নবী রাসূলগণের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করার মাধ্যমে দুয়ের মাঝে নতুন এক রাস্ড়া প্রবর্তন করতে চায়। আলণ্ঢাহ তায়ালা এমন স্বভাবের লোকদেরকে খাঁটি কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

ان الذين يكفرون الله ورسله ويريدون **ان** يفرقوا بين الله ورسله ويقولون **نؤمن ببعض ونكفر ببعض** ويريدون **ان** يتخذوا بين **ذلك** سبيلا **اولئك** هم **الكافرون حقا** ۔

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা আলণ্ঢাহ ও তার রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং তারা আলণ্ঢাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে এবং তারা বলে, আমরা কিছু রাসূলের প্রতি আস্থা রাখি এবং কিছু রাসূলের প্রতি অনাস্থা পোষণ করি। তারা এই দুয়ের মাঝে একটি নতুন পথ প্রবর্তন করতে চায়। তারা হলো খাঁটি কাফির। [৯৪]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

يتوعد **تبارك وتعالى** الكافرين به وبرسله **من** اليهود **والنصارى** حيث **فرقوا** بين الله ورسله **فى** الايمان- **فامنوا ببعض** الانبياء **وكفروا ببعض بمجرد** التشهى **والعادة وما الفوا** عليه **اباء** هم **لا عن** دليل قادهم **الى ذالك** فانه لا سبيل لهم **الى ذالك**- **بل بمجرد** الهدى والعصبية- فاليهود عليهم **لعائن الله امنوا** بالانبياء **الا** عيسى ومحمد عليهما **السلام والنصارى امنوا** بالانبياء **وكفروا** خاتمهم واشرفهم محمد **صلعم**- **والسامرة لا** يؤمنون **بنبى بعد** يوشع خليفة **موسى بن عمران والمجوس** يقال انهم **كانوا** يؤمنون **بنبى** لهم يقال له **زرادشت ثم كفروا** بشرعه **فرفع من** بين اظهرهم **و الله اعلم والمقصود ان من كفر بنبى من الانبياء فقد كفر بسائر** الانبياء **فان** الايمان **واجب بكل نبى** بعثه الله **الى** اهل **الارض**

Dhaka University Institutional Repository

فمن رد نبوته للحسد او العصبية او التشهى تبين ان ايمانه بمن امن به من الانبياء ليس ايمانا شرعيا
انما هو عن غرض وهوى وعصبية

অর্থ : মহান আলণ্ঢাহ ইয়াহুদী, খ্রীষ্টানদের মধ্যে যারা তাঁর ও রাসূলগণের মধ্যে ঈমানের ক্ষেত্রে বিভক্তির মাধ্যমে অনাস্থা পোষণ করে তাদেরকে ধমক দিয়েছেন। তারা কিছু নবীর প্রতি আস্থা রাখে, আর কিছু নবীর প্রতি শুধুমাত্র লোভ ও অভ্যাসের কারণে অনাস্থা রাখে। অথবা তাদের পূর্ব পুর ষদের রেখে যাওয়া পথ অনুসরণের কারণে। কোন দলিলের কারণে নয় যা তাদেরকে সেদিকে ধাবিত করবে। এক্ষেত্রে তাদের জন্য কোনো পথ নাই বরং আছে শুধু প্রবৃত্তি ও জাতিয়তাবাদের অন্ধ অনুসরণ। অত:পর ইয়াহুদীরা ঈসা ও মুহাম্মদ (সা:) ব্যতিত সকল নবীকে বিশ্বাস করে। খ্রীষ্টানরা সকল নবীকে বিশ্বাস করে তবে অস্বীকার করে নবীদের শেষ নবী ও সবচেয়ে সম্মানীত নবী মুহাম্মদ (সা:) কে।

[৯৪] আল-কুর'আন, ৪ : ১৫০-১৫১

সামেরা সম্প্রদায় মুসা বিন ইমরানের খলীফা ইউশা এর পর আর কোনো নবীর প্রতি আস্থা রাখেনা। অগ্নীপূজকরা বলা হয়ে থাকে তাদের এক নবীর প্রতি আস্থা এনেছিলো যার নাম 'যারাদাশত' অত:পর তার শরীয়তের প্রতি অনাস্থা দেয়। ফলে তাকে তাদের সামনে থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়। আলণ্ঢাহ অধিকজ্ঞাত। মূল কথা হলো, নবীদের যেকোনো এক নবীর প্রতি যে অনাস্থা দিবে, সে মূলত সকল নবীর প্রতিই অনাস্থা দিলো। নিশ্চয়ই আস্থা রাখা বাধ্যতামূলক প্রত্যেক এমন নবীর প্রতি যাকে মহান আলণ্ঢাহ দুনিয়াবাসীর নিকট প্রেরণ করেছেন। যে এর যেকোনো একজনের নবুয়্যাতকে প্রত্যাখ্যান করবে হিংসা, জাতীয়তাবাদ বা লালসার কারণে সে প্রমাণ করে দিলো যে, সে যে নবীর প্রতি আস্থা রেখেছে তা শরয়ী ঈমান ছিলো না। বরং তা ছিলো উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রবৃত্তির অনুসরণে এবং জাতীয়তাবাদের প্রেমে।[৯৫]

5.33: bexi kÎ"‡'i ¸ßPi :

ইয়াহুদীরা গুপ্তচরবৃত্তিতে খুবই পারদর্শী। বিশ্বনবীর দরবারে তারা বসতো, মনোযোগ দিয়ে কথা শুনতো উদ্দেশ্য ছিলো বিশ্বনবীর বিভিন্ন সিদ্ধান্ড়মূলক কথা নবীর শত্র দের নিকট পাচার করে দেয়া। এতে বিশ্বনবী খুবই চিন্ড়িত হতেন। কিন্তু মহান আলণ্ঢাহ নবীকে সান্ড়্বনা দিয়ে বলেন, এ নিয়ে দু:শ্চিন্ড়া করার কোনো কারণ নেই। কারণ তাদের মন ঈমানের জন্য উপযুক্ত করার ইচ্ছা মহান আলণ্ঢাহর নেই। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم اخرين لم يأتوك ---- اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم-

অর্থ : হে রাসূল ! আপনি তাদের জন্য দু:খ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফুরীতে ঝাপ দেয়। তারা মুখে বলে আমরা মুসলমান অথচ তাদের অন্ড়র মুসলমান নয় এবং যারা ইয়াহুদী মিথ্যা বলার জন্যে তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। তারা অন্যদের গুপ্তচর যারা আপনার কাছে আসেনি আলণ্ঢাহ তাদের অন্ড়র পবিত্র করতে চান না।[৯৬]

Dhaka University Institutional Repository

5.34 : Zv‡'i B"Qv gwdK ivq w'‡Z bex‡K Pvc c‡qvM :

তাদের বিভিন্ন অপকর্মের শাস্তির রায় তারা বিশ্বনবীর মাধ্যমে নিতে চায়। কারণ তারা জানে আর যা হোক মুহাম্মদ সর্বজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তার মাধ্যমে ফতোয়া নিতে পারলে সমালোচনার উর্ধ্বে থাকা যাবে। কিন্তু তারা তাদের পছন্দমতো ফতোয়া দিতে বিশ্বনবীকে চাপ দিতো।

---

৯৫. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxi j KiAwbj AwRg , প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৭৪৮

৯৬. আল-কুর'আন, ৫ : ৪১

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذورا-

অর্থ : তারা (ইয়াহুদীরা) বলে : যদি তোমাদেরকে এমন রায় দেয়া হয় তাহলে তা গ্রহণ করো। আর যদি তা দেয়া না হয় তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করো। [৯৭]

তাদের প্রবৃত্তি মাফিক রায় চাওয়া মূলত জাহিলিয়াত।

মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون-

অর্থ: তারা কি জাহেলী যুগের রায় কামনা করে? বিশ্বাসীদের জন্য আলণ্ঢাহর চেয়ে উত্তম রায় আর কে দিতে পারে? [৯৮]

মহান আলণ্ঢাহ ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত সালিশীর রায় দেয়ার ক্ষেত্রে নবীকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে নবীকে তাদের যেকোনো অনিষ্টতা থেকে সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا- وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط-

অর্থ: যদি তারা আপনার নিকট কোনো সালিশী নিয়ে আসে তাহলে আপনি তাদের মধ্যে রায় দিন বা রায় দেয়া হতে বিরত থাকুন। যদি আপনি রায় দেয়া থেকে বিরত থাকেন তারা আপনার সামান্যও ক্ষতি করতে পারবেনা। আর যদি আপনি রায় দিতেই চান তাহলে ইনসাফের সাথে রায় দিন। [৯৯]

তাদের কৃত অপকর্মের বিষয়ে বিশ্বনবীর নিকট রায় নিতে আসা যে ন্যাকামী, মহান আলণ্ঢাহ তা স্পষ্ট করে দেন। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

وكيف يحكمونك وعندهم التورات فيها حكم الله

অর্থ : তারা কি জন্যে আপনাকে বিচারক মানতে চায় অথচ তাদের নিকট তো (আসমানী কিতাব) তাওরাত রয়েছে আর উহাতে রয়েছে আলণ্ঢাহর রায়।[১০০]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

والصحيح انها نزلت فى اليهود بين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم من الامر برجم من احصن منهم فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة والتحميم والاركاب على حمارين مقلوبين فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم اليه فان حكم

Dhaka University Institutional Repository

بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون نبى من انبياء الله قد حكم بينكم بذالك ولن حكم بالرجم فلا تتبعوه فى ذالك-

---

৯৭. আল-কুর'আন, ৫ : ৪১

৯৮. আল-কুর'আন, ৫ : ৫০

৯৯. আল-কুর'আন, ৫ : ৪২

১০০. আল-কুর'আন, ৫ : ৪৩

অর্থ: বিশুদ্ধ মত হলো উক্ত আয়াতগুলো দুই ইয়াহুদী নারী পুরুষের প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে যারা যিনা করেছিলা। তাদের হাতে থাকা আলণ্ঢাহর কিতাবে বিবাহিত নারী পুরুষের যিনার শাস্ড়ি পাথর মেরে হত্যা করার বিধান ছিলো। তারা উহা পরিবর্তন করে এবং নিজেদের মধ্যে একশত বেত্রাঘাত শাস্ড়ি প্রচলন করে নেয়। তার সাথে মুখে কালি মেখে দুটি গাধার উপর উল্টো করে বসিয়ে আরোহন করানো। অত:পর যখন হিজরতের পর উক্ত ঘটনা ঘটে তারা নিজেরা বলাবলি করলো যে, চলো আমরা মুহাম্মদকে বিচারক মানি। যদি সে বেত্রাঘাত ও কালি মাখার রায় দেয় তাহলে মেনে নাও এবং উহাকে তোমাদের ও আলণ্ঢাহর মধ্যে প্রমান হিসেবে উপস্থাপন করো। আর যদি সে পাথর মারার রায় দেয় তাহলে তোমরা তার অনুসরণ করোনা।[১০১]

5.35: Bmjvg I mvjvZ wb‡q VvÆv we‘‟c :

ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান ও মুশরিকরা ইসলাম নামক পবিত্র ও মজবুত জীবন ব্যবস্থা নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করতো। তাদের ভ্রান্ড় বিশ্বাস মোতাবেক তারা এই কল্যাণমুখী আদর্শকে খেলনার বস্তুতে পরিণত করেছে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين

অর্থ : হে ইমানদারগণ তোমরা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত ও কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে ঠাট্টা ও খেলনার বস্তুতে পরিণত করেছে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। আলণ্ঢাহকে ভয় করো যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।[১০২]

তেমনিভাবে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ সালাতের দিকে যখন মুসলমানরা আহবান করতো তারা এ নিয়ে ঠাট্টা ও হাস্য -রস করতো। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

واذا ناديتم الى الصلوة اتخذوها هزوولعبا ذالك بانهم قوم لا يعقلون-

অর্থ: যখন তোমরা সালাতের দিকে আহবান করো তারা উহাকে ঠাট্রা ও খেলনার বস্তুতে পরিণত করে। এটা এজন্য যে তারা এক নির্বোধ জাতি।[১০৩]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

عن السدى فى قوله (واذا ناديتم الى الصلوة) قال كان رجل من النصارى بالمدينة اذا سمع المنادى ينادى اشهد ان محمدا رسول الله قال حرق الكاذب قد خلت خادمة ليلة من الليالى بنار وهو نائم واهله نيام فيسقطت شرارة فاحرقت البيت فاحترق هو واهله (رواه ابن جريروابن ابى حاتم) -

---

১০১. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg , প্রাগুক্ত, খ-২, পৃষ্ঠা-৮১

১০২. আল-কুর'আন, ৫ : ৫৭

১০৩. আল-কুর'আন, ৫ : ৫৮

অর্থ : সুদ্দী হতে বর্ণীত (যখন তোমরা সালাতের দিকে ডাকবে প্রসংগে) তিনি বলেন: মদীনার খ্রীষ্টানদের এক লোক যখন মুয়াজ্জিনকে এ কথা বলতে শুনতো যে, ''আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আলণ্ঢাহর রাসূল তখন সে বলতো মিথ্যাবাদী জ্বলে যাক।'' অত:পর এক রাতে তার সেবিকা আগুন নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে এমতাবস্থায় যে, সে ও তার পরিবার ঘুমন্ড়। হঠাৎ সেবিকার হাত থেকে আগুনের সৈলতা পড়ে গেলো এবং ঘরে আগুন ধরে গেলো এবং সে ও তার পরিবার সকলে পুড়ে মরলো। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম উহা বর্ণনা করেন। [১০৪]

5.36 : wekbexi mv‡_ wekvmNvZKZv।

৫ম হিজরীতে খন্দক যুদ্ধের প্রক্কালে বনু কুরায়জা গোত্রের ইয়াহুদীরা বিশ্বনবীর সাথে কৃত চুক্তি প্রকাশ্যে ভঙ্গ করার ঘোষণা দিয়ে চরম বিশ্বাস ঘাতকতার পরিচয় দেয়। যুদ্ধ হওয়ার মুহুর্তে মদীনায় অবস্থানরত প্রতিবেশী ও চুক্তিবদ্ধ গোত্র প্রকাশ্যে চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দেয়ায় ঘরের শত্র" বিভীষণ এর র"প ধারণ করে।

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقى المدينة ولهم عهد من النبى صلى الله عليه وسلم وذمة وهم قريب من ثما نمائة مقاتل- فذهب اليهم حى بن اخطب النضرى- فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد-

অর্থ: বনু কুরায়জার ইয়াহুদীরা মদীনার পূর্ব দিকে দূর্গে অবস্থান করতো। তাদের সাথে বিশ্বনবীর চুক্তি ও নিরাপত্তার অঙ্গীকার ছিলো। তাদের মধ্যে আটশত এর কাছাকাছি যোদ্ধা ছিলো। তাদের নিকট হুয়াই বিন আখতাব আন নযরী গেলো। সে তাদের মধ্যে তারা চুক্তি ভঙ্গ করা পর্যন্ড় অবস্থান করলো। [১০৫]

মহান আলণ্ঢাহ উক্ত বিশ্বাসঘাতকতাকালীন সময়টিকে কঠিন সংকটকালীন সময় হিসেবে উলেণ্ঢখ করে বলেন:

هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا-

অর্থ : এই পর্যায়ে মুমিনগণ পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন এবং তাদের মধ্যে কঠিন প্রকম্পন দেখা দিলো। [১০৬]

---

১০৪. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg , প্রাগুক্ত, খ-২, পৃষ্ঠা-১০১

১০৫. প্রাগুক্ত, খ, ৩ - পৃষ্ঠা-৬১৬

Dhaka University Institutional Repository

১০৬. আল কুর'আন, ৩৩ : ১১

5.37 : wekbe‡K nZ¨vi NY¨ lohš¿ :

মদিনার বণু নাযীর গোত্রের ইয়াহুদীরা বিশ্বনবীকে হত্যা করার জগন্য এক ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এ বিষয়ে আলণ্ডামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

وكان سبب ذالك فيما ذكره اصحاب المغازى والسير انه لما قتل اصحاب بئر معونة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا سبعين وافلت منهم عمرو بن امية الضمرى فلما كان فى اثناء الطريق راجعا الى المدينة قتل رجلين من بنى عامر- وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله وامان لم يعلم به عمرو فلما رجع اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قتلت رجلين لأدينهما وكان بين بنى النضير وبنى عامر حلف وعهد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بنى النضير ليستعينهم فى دية ذينك الرجلين وكانت منازل بنى النضير ظاهر المدينة على اميال منها شرقيها

وقال محمد بن اسحاق بن يسار فى كتابه السيرة : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بنى النضير يستعينهم فى دية ذينك القتيلين من بنى عامر الذين قتلهما عمرو بن امية الضمرى للجوار الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدلهما فيما حدثنى يزيد بن رومان وكان بين بنى النضير وبنى عامر عقد وحلف- فلما اتا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم فى دية ذينك القتيلين قالوا : نعم يا ابا القاسم نعينك على ما احببت مما استعنت بنا عليه ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : انكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى جنب جدار من بيوتهم فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فانتدب لذالك عمرو بن جحاش بن كعب احدهم فقال انا لذالك فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر من اصحابه فيهم ابو بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم فاتى رسول الله صلعم الخبر من السماء بما اراد القوم فقام وخرج راجعا الى المدينة-

অর্থ : এর (বনু নযীর গোত্রের ইয়াহুদীদের মদিনা হতে উৎখাতের) কারণ প্রসংগে যুদ্ধ সংক্রান্ড় ও জীবনী সংক্রান্ড় গ্রন্থ প্রণেতারা বলেন : যখন বীরে মাউনায় রাসূলের ৭০ জন সাহাবী নিহত হলেন তাদের একজন আমর বিন উমাইয়্যা আদ দামরী পলায়ন করতে সক্ষম হলেন। তিনি যখন মদীনার দিকে ফিরে আসার পথে তখন বনু আমের গোত্রের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেন। ঐ দুই ব্যক্তির সাথে রাসূল (সা:) এর অঙ্গীকার ও নিরাপত্তা চুক্তি ছিলো যা আমরের জানা ছিলোনা। তিনি যখন মদীনায় ফিরলেন তিনি রাসুল (সা:) কে বিষয়টি অবহিত করলেন।

তখন রাসূল (সা:) তাকে বললেন : তুমি এমন দু'জনকে হত্যা করলে আমি অবশ্যই যাদের ক্ষতিপূরণ দেবো। এদিকে বনু নাযীর ও বনু আমের গোত্রের মধ্যে অঙ্গীকার ও চুক্তি ছিলো। রাসূল (সা:) বনু নাযীর গোত্রের দিকে বের হলেন, নিহত ঐ দু'বক্তির রক্তমূল্য পরিশোধ করতে তাদের নিকট হতে সহায়তা চাইতে। বনু নাযীর গোত্রের বাসস্থান গুলো ছিলো মদীনা থেকে কয়েক মাইল পূর্বে।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার তার সীরাত গ্রন্থে বলেন : অতঃপর রাসূল (সা:) বনু নাযীর গোত্রের দিকে বের হলেন তাদের নিকট থেকে নিহত দু'ব্যক্তির রক্তমূল্য পরিশোধে সহায়তা চাইতে। অতঃপর রাসূল (সা:) যখন তাদের মহলণ্ঢায় পৌঁছলেন, তারা বললো হ্যাঁ হে আবুল কাসেম আমরা তোমাকে তোমার পছন্দ ও প্রত্যাশা অনুযায়ী সাহায্য করবো। অত:পর তারা নিজেরা নির্জনে মিলিত হলো এবং বললো: নিশ্চয়ই তোমরা এই ব্যক্তিকে এমন সুযোগ মতো আর পাবেনা। রাসূল (সা:) ঐ সময় তাদের এক গৃহের দেয়ালের পাশে অবস্থান করছিলেন। কে আছে ঐ ঘরের উপর উঠে উপর থেকে পাথর ফেলে দিয়ে তার শাসন থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে? এ কাজের জন্য তাদের একজন আমর বিন জাহাশ রাজী হলো এবং দেয়ালের উপর উঠলো পাথর নিক্ষেপের জন্য। রাসূল (সা:) একদল সাহাবা যেমন আবু বকর (রা:), উমর (রা:) ও আলী (রা:) এর মধ্যে ছিলেন। তখন আকাশ থেকে রাসুলের নিকট খবর আসলো তাদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে। রাসূল (সা:) উঠে গেলেন এবং মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন।[১০৭]

উক্ত ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের শাস্ড়ি স্বরূপ রাসূল (সা:) মহান আলণ্ঢাহর নির্দেশে তাদেরকে খায়বার ও শামে বিতাড়িত করেন। যার বিবরণ মহান আলণ্ঢাহ সূরা হাশরের ২য় আয়াতে উলেণ্ঢখ করেছেন। ইমাম বুখারী ও অন্যান্যগণ ইববে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ইবনে আব্বাসের নিকট বললাম, 'সুরাতুল হাশর' তিনি বলেন, বলো, 'সুরাতু বাণী নাযীর' ইবনে হাজার বলেন: মনে হয় তিনি 'হাশর' নামটি অপছন্দ করেছেন যেনো এ ধারণা করা না হয় যে, এখানে কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। বরং এখানে 'হাশর' বলতে বনু নাযীর গোত্রের বহিস্কার বুঝানো হযেছে।[১০৮]

আসল কথা হলো জাতিয়তাবাদ নামক ব্যধি তাদেরকে অক্টোপাসের ন্যায় আকড়িয়ে ধরেছে। আর এই ব্যাধিই তাদেরকে কখনো হিংসুটে কখনো হিংস্র করে তুলেছে। তারা নিজেদেরকে যতই আলণ্ঢাহর প্রিয়ভাজন বলে দাবী করুক না কেন, বাস্ড়বে তারা খোদা প্রদত্ত আদর্শে নিজেদেরকে পরিচালিত করতে প্রস্তুত ছিলোনা। বরং সর্বদাই তারা নিজ জাতীয়তাবাদের অন্ধ প্রেমে নিমজ্জিত ছিলো। আর এই অন্ধ প্রেমই তাদেরকে বিবেকহীন কখনো বল্গাহীন পশুতে পরিণত করেছে। যার ফলশ্রুতিতে তারা বিশ্বনবীর মতো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানবের সাথে সীমাহীন অসহনীয় আচরণ করতে দ্বিধা করেনি।

---

১০৭. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg , প্রাগুক্ত, খ-৪, পৃষ্ঠা-৪২৩

১০৮. সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী, iûj gvAvbx wd Zvdmxwij KiAwbj AwRg Iqvm mvewqj gvmvbx, প্রাগুক্ত, খ- ২৮, পৃষ্ঠা-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

lô Aa¨vq

Avj KiAv‡b ewYZ mrKgkxj eYx BmivC‡ji weeiY :

আলণ্ঢাহ তায়ালা তাঁর বান্দার প্রতি অবিচার করেন না। পৃথিবীর যেকোনো জাতি, গোষ্ঠি বা বর্ণের মানুষ হোক না সে যদি মহান আলণ্ঢাহর প্রতি আস্থাশীল হয় এবং সৎকর্মশীল হয় মহান আলণ্ঢাহ তাকে এর উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن الله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون-

নিশ্চয়ই যারা (শেষ নবীর প্রতি) ইমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও সাবেয়ী অথচ আলণ্ঢাহ ও পরকালের প্রতি আস্থা এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে প্রতিদান। তাদের নেই কোনো ভয়, নেই কোনো চিন্ড়া। [১]

ঈমানদার, ইয়াহুদী, নাসারা ও সাবেয়ীদের পরিচয় প্রসংগে আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

''ইয়াহুদী হলো মুসা (আ:) এর অনুসারীগণ যারা তাদের যুগে তাওরাতের আলোকে বিচার ফয়সালা করতো। اليهود শব্দটি الهوادة হতে গৃহীত, অর্থ ভালোবাসা, প্রীতি। অথবা التهود হতে গৃহীত। যার অর্থ তওবা করা যেমন মুসা (আ:) বলেছেন- انا هدنا اليك অর্থাৎ আমরা আপনার নিকট তওবা করেছি। হয়তো বা তাদের নামকরণ করা হয়েছে তাদের মূলের অর্থের আলোকে তাদের তওবার কারণে এবং তাদের একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা, প্রীতি থাকার কারণে। কারো মতে, ইয়াকুব (আ:) এর বড় ছেলে ইয়াহুদা এর দিকে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে ইয়াহুদী বলা হয়। আবু আমর বিন আ'লা বলেন : যেহেতু তারা তাওরাত পড়ার সময় নড়াচড়া করতো। অতঃপর যখন ঈসা (আ:) প্রেরিত হলেন বণী ইসরাঈলের উপর আবশ্যক হয়ে যায় তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা। এক্ষেত্রে তাঁর সাথীগণ ও দ্বীনের অনুসারীগণ হলো নাসারা। এ নামে তাদের নামকরণের কারণ হলো তাদের পরস্পরের সহায়তার কারণে। তাদেরকে আনসার ও বলা হয়। যেমন ঈসা (আ:) বলেছেন : ''আলণ্ঢাহর জন্য আমার সাহায্যকারী কারা হবে? হাওয়ারীগণ বলেছিলেন : আমরা আলণ্ঢাহর সাহায্যকারী হবো।'' কারো মতে তাদের এ নামের কারণ হলো, তারা 'নাসারা' নামক স্থানে অবতরণ করেছিলেন।

---

[১] আল-কুর'আন, ২ : ৬২, ৫ : ৬৯

অতঃপর যখন আলণ্ঢাহ তায়া'লা মুহাম্মদ (সা:) কে শেষ নবী হিসেবে এবং সকল আদম সন্ড়ানের জন্য সাধারণভাবে প্রেরণ করলেন তখন তাদের উপর আবশ্যক হয়ে যায় শেষ নবী যেই সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা, তার আদেশ সমূহ পালন করা এবং যে সকল বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আছে তা থেকে বিরত থাকা। আর

Dhaka University Institutional Repository

তারাই হলো প্রকৃত ঈমানদার। আর উম্মতে মুহাম্মদীকে মুমীন বলে নামকরণ করার কারণ হলো, তাদের অধিক ঈমান ও মজবুত বিশ্বাস। এবং যেহেতু তারা অতীত সকল নবীদের প্রতিও ভবিষ্যত গায়েবের প্রতি বিশ্বাস রাখে। অতঃপর সাবেয়ীদের বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন : সাবেয়ীরা হলো অগ্নিপুজক, ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের মাঝামাঝি একটি দল। তাদের কোনো নিজস্ব জীবন ব্যবস্থা নেই। দাহহাক ও ইসহাক বিন রাহওয়াইহি হতে বর্ণীত : সাবেয়ীরা হলো আহলে কিতাবের অন্তর্ভূক্ত যারা যাবুর পাঠ করে। এ কারণে ইমাম আবু হানিফা ও ইসহাক বলেন: তাদের জবাইকৃত প্রাণী ভক্ষণ ও তাদের সাথে বিয়ে শাদী বৈধ। মুয়াবিয়া বিন আবদিল কারীম হতে বর্ণীত তিনি হাসান থেকে বর্ণনা করেন। সাবেয়ীরা এমন এক সম্প্রদায় যারা ফেরেশতাদের ইবাদত করে।" [২]

তাদের সকল ভালো কাজের প্রতিদান দেয়ার অঙ্গীকার করে মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

وما يفعلوا من خير فلن يكفروه و الله عليم بالمتقين-

অর্থ : তারা (আহলে কিতাবরা) যেই ভালো কাজই কর্ুক তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হবে না। মহান আলণ্ঢাহ মুত্তাকীদের বিষয়ে অবহিত আছেন। [৩]

তবে তাদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যকই ঈমানদার আর অধিকাংশই অবাধ্য।

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

ولو امن اهل **الكتاب لكان** خيرالهم منهم **المؤمنون** واكثرهم **الفسقون**-

অর্থ : যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনতো তা আবশ্যই তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদার তাদের অধিকাংশই ফাসিক। [৪]

---

২. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১ পৃষ্ঠা-১৩৯-১৪০

৩. আল-কুর'আন, ৩ : ১১৫

৪. আল-কুর'আন, ৩ : ১১০

6.1 : eYx BmivC‡ji ga¨Kvi †kl bexi cwZ Cgvb'viiv wØ¸Y cwZ'vb cv‡e :

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা শেষ নবী ও আল কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে তারা মহান আলণ্ঢাহর নিকট দুই বার প্রতিদান পাবে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

الذين ءاتينهم **الكتاب من** قبله هم به يؤمنون ۝ **واذا** يتلى عليهم **قالوا ءامنا** به انه **الحق من ربنا انا كنا من** قبله مسلمين ۝ **اولئك** يؤتون اجرهم مرتين ۝

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : আল কুরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা উহার প্রতি ঈমান এনেছে। যখন তাদের উপর কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তারা বলে আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। নিশ্চয়ই উহা আমাদের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ সত্যবাণী। আমরা এর পূর্বেই মুসলমান।তাদেরকে দুইবার প্রতিদান দেয়া হবে। [৫]

قال سعيد بن جبير **نزلت فى** سبعين **من** القسيسين بعثهم **النجاشى فلما قدموا على النبى صلعم قرأ** عليهم- يس **والقران الحكيم حتى** ختمها **فجعلوا** يبكون **واسلموا ونزلت** فيهم هذه الايات-

عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه **قال قال رسول** الله **صلعم ثلاثة** يؤتون اجرهم مرتين : **رجل من** اهل **الكتاب امن** بنبيه **ثم امن بى وعبد مملوك ادى حق** الله **وحق** مواليه- **ورجل كانت** له **امة** فادبها **فاحسن** تاديبها- **ثم** اعتقها فتزوجها ـ

অর্থ : সাঈদ বিন যুবাইর বলেন : এই আয়াতগুলো ৭০ জন খ্রীষ্টান আলিমদের প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদেরকে বাদশাহ নাজ্জাশী প্রেরণ করেছিলেন। অত:পর তারা যখন বিশ্বনবীর দরবারে আগমণ করলো, রাসূল (সা:) তাদের নিকট সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করেন। তারা ক্রন্দন করতে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

আবু মুসা আশয়ারী হতে বর্ণিত, রাসূল (সা:) বলেন: তিন ধরণের ব্যক্তিকে দুইবার প্রতিদান দেয়া হবে। এক: আহলে কিতাবের এমন ব্যক্তি যে তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছে আবার আমার প্রতিও ঈমান এনেছে। দুই: এমন ক্রীতদাস যে আলণ্ঢাহর হক আদায় করে এরি সাথে মনিবের হক আদায় করে। তিন : এমন ব্যক্তি যার দাসী আছে সে তাকে উত্তম আচরণ শিক্ষা দিয়ে স্বাধীন করে দিয়ে বিয়ে করে নিয়েছে।[৬]

---

৫. আল-কুর'আন, ২৮ : ৫২- ৫৪

৬. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-৩ পৃষ্ঠা-৫১৮

Dhaka University Institutional Repository

6.2 : Cgvb‘vi Avn‡j wKZv‡ei ˆewkó¨ mgn :

মহান আলণ্ঢাহ তায়া'লা শেষ নবীর প্রতি বিশ্বাসী আহলে কিতাবের বৈশিষ্ট্য সমূহ আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উলেণ্ঢখ করেছেন।

১) তারা ধৈর্য্যশীল। পূর্বের শরীয়ত থেকে নিজেদের ফিতরাতকে সরিয়ে নতুন শরীয়তের প্রতি আস্থা ও অনুসরণ কঠিন ধৈর্য্যের বিষয়। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

بما صبروا (اى على اتباع الحق) [৭]

২) তারা মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন : [৮]

ويدرؤون بالحسنة السيئة۔

কেননা পূণ্য কাজ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। যেমন মহান আলণ্ঢাহ বলেছেন :

ان الحسنت يذهبن السيئات۔

অর্থ : '' নিশ্চয়ই নেক কর্মগুলো পাপসমূহকে দূর করে দেয়'' [৯]

এক হাদীসে রাসূল (সা:) হযরত মুয়ায বিন জাবালকে বলেন:

اتبع السيئة الحسنة تمحها অর্থাৎ- গুনাহের পর নেক কাজ করো। নেককাজ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। কারো মতে ভালো বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অধৈর্য্য বোঝানো হয়েছে। [১০]

৩) তারা নিজ জীবিকা হতে দান করে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন : ومما رزقناهم ينفقون ۔

অর্থ : এবং আমি তাদেরকে যেই রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। [১১]

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর পরিষদ বর্গের মধ্য থেকে চলিণ্ঢশ জনের একটি প্রতিনিধি দল যখন মদীনায় উপস্থিত হয় তখন রাসূলুলণ্ঢাহ (সা:) খয়বর যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। তারাও জেহাদে অংশগ্রহণ করলো। কেউ কেউ আহতও হলো, কিন্তু তাদের কেউ নিহত হলো না। তারা যখন সাহাবায়ে কেরামের আর্থিক দুর্দশা দেখলো, তখন রাসূলুলণ্ঢাহ (সা:) কে অনুরোধ জানালো যে, আমরা আলণ্ঢাহর রহমতে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি। আপনি অনুমতি দিলে আমরা দেশে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে কেরামের জন্যে অর্থ সম্পদ সরবরাহ করবো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১২]

---

[৭]. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-৩, পৃষ্ঠা-৫১৮

[৮]. আল-কুর'আন, ২৮ : ৫৪

[৯]. আল-কুর'আন, ১১ : ১১৪

[১০]. মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র:) Zvdmxi gv‡idj Ki‡Avb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০১৫

[১১]. আল-কুর'আন, ২৮ : ৫৪

[১২]. মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র:) Zvdmxi gv‡idj Ki‡Avb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০১৪

৪) তারা বেহুদা তর্কে জড়িত হয়না : মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

واذاسمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلم عليكم لا نبغى الجاهلين ۔

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : যখন তারা (আহলে কিতাবরা) অনর্থক ও অযৌক্তিক কথা শুনে তারা উহা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এবং বলে আমাদের কর্মফল আমাদের জন্য আর তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্য। তোমাদের উপর শান্ড়ি বর্ষিত হোক। আমরা মুর্খদের পথ অনুসরণ করিনা। [১৩]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

''যখন কোন নির্বোধ তাদের (আহলে কিতাবদের) সাথে মুর্খ আচরণ করে এবং তাদের সাথে এমন কথা বলে যার উত্তর দেয়া সমীচিন নয়, তখন তারা উহা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা নির্বোধদের মতো নিকৃষ্ট কথা দিয়ে উহার প্রতিউত্তর দেয় না। তাদের পক্ষ হতে উত্তম কথাই প্রকাশ পায়।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক সীরাতে বলেন : অত:পর রাসুল (সা:) এর নিকট হাবশা থেকে ২০ বা এর কাছাকাছি সংখ্যক খ্রীষ্টান মক্কায় আগমণ করলো যখন তাদের নিকট তাঁর সংবাদ পৌছেঁছিলো। তারা নবীকে মসজিদে (হারামে) পেলো। তারা রাসূলের নিকট বসলো এবং তাঁর সাথে কথা বললো, তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলো। তখন কা'বার চতুপার্শ্বে একদল কুরাইশ তাদের আঙ্গীনায় বসা ছিলো। অত:পর যখন তারা রাসূল (সা:) কে নিজ ইচ্ছা মাফিক প্রশ্ন করা শেষ করলো, রাসূল (সা:) তাদেরকে মহান আলণ্ঢাহর দিকে দাওয়াত দেন এবং তাদের সামনে কোরআন তেলাওয়াত করেন। যখন তারা কুরআন শুনলো তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

অত:পর তারা আলণ্ঢাহর দিকে সাড়া দিলো এবং তার প্রতি ঈমান আনলো ও তাকে (নবীকে) সত্য বলে বিশ্বাস করলো। এবং তাদের কিতাবে যে নবীর গুণাবলী বলা আছে তা বিশ্বনবীর মধ্যে পেলো। অত:পর যখন তারা তাঁর নিকট হতে উঠলো আবু জাহল তাদেরকে একদল কুরাইশের নিকট উপস্থিত করলো।

[১৩.] আল- কুর'আন, ২৮ : ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

তারা(কুরাইশরা) তাদেরকে বললো: আলণ্ঢাহ তোমাদের আগমণকে ক্ষতিগ্রস্থ কর"ক। তোমাদেরকে তোমাদের দেশের দ্বীনদার লোকেরা পাঠিয়েছে এজন্য যে তোমরা তাদের নিকট এই লোকের বিষয়ে অবহিত করবে। তোমরা তার মজলিসে প্রশান্ড়চিত্তে বসার পূর্বেই স্বধর্ম পরিত্যাগ করলে এবং তাকে সত্য বলে ঘোষণা দিলে। সে (আবু জাহল) বললো, তোমাদের চেয়ে বেশি বোকা কোনো কাফেলা আছে বলে আমাদের জানা নাই। তখন তারা (প্রতিনিধিদল) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললো: তোমাদের প্রতি বিদায়ী সালাম। তোমাদের সাথে আমরা মূর্খতাসূলভ তর্ক করবোনা। আমরা যেই আদর্শের উপর আছি তার প্রতিদান আমাদের জন্য। তোমাদের বিশ্বাসের প্রতিদান তোমাদের জন্য।"[১৪]

৫) তারা বিশ্বনবীর শরীয়তকে প্রতিষ্ঠাকারী।

৬) তারা রাতে কুরআন তেলাওয়াতকারী এবং তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়কারী।

৭) তারা সৎকাজের আদেশকারী এবং অসৎ কাজ থেকে বাধাদানকারী।

৮) তারা কল্যাণমূলক কাজে প্রতিযোগিতাকারী।

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ءايت لله ءاناء الليل وهم يسجدون- يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات واولئك من الصالحين ۔

অর্থ : আহলে কিতাবের সকলে সমান নয়। তাদের একদল নবীর শরীয়ত পালনকারী, তারা আলণ্ঢাহর আয়াতসমূহ রাতে তেলাওয়াত করে সেজদারত অবস্থায়। তারা আলণ্ঢাহর ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। তারা কল্যাণমূলক কাজে দ্র"ত অগ্রসর হয়। এবং তারাই সৎ ও উপযুক্ত লোকদের অন্ড়র্ভূক্ত। [১৫]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন:

عن ابن عباس ان هذه الايات نزلت فيمن امن من احبار اهل الكتاب كعبد لله بن سلام ولسدين عبيد وثعلبة بن سعيه واسيد بن سعية وغيرهم إى لا يستوى من تقدم بالذم من اهل الكتاب وهؤلاء الذين اسلموا ۔

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণীত : এই আয়াতগুলো আহলে কিতাবের আলেমদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আব্দুলণ্ঢাহ বিন সালাম, আসাদ বিন উবাইদ, সালাবাহ বিন সা'য়াহ, ও উসাইদ বিন সা'য়াহ আরো অন্যান্যগণ। তারা ঐ সকল আহলে কিতাবের মতো নয় যাদের নিন্দা পূর্বে করা হয়েছে।[১৬]

---

১৪. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-৩ পৃষ্ঠা-৫১৯

১৫. আল-কুরআন, ৩ : ১১৪

১৬. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১ পৃষ্ঠা-৫১৭

6.3 : eYx BmivC‡ji Cgvb'vi Lxóvb‡'i ^ewkó¨ :

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা (আ:) এর অনুসারী হাওয়ারীগণের প্রতি মহান আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ এসেছে যে তারা যেন আলণ্ঢাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী হয়। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

واذ اوحيت الى الحواريين ان ءامنوا بى وبرسولى ۔

অর্থ : যখন আমি হাওয়ারীদের নিকট প্রত্যাদেশ করলাম যে, তোমরা আমার ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। [১৭]

উক্ত নির্দেশ মোতাবেক তারা নিজেদেরকে ঈমানদার হিসেবে ঘোষণা দেয়।

মহান আলণ্ঢাহ বলেন-

قالوا ءامنا واشهد باننا مسلمون-

অর্থ : তারা ঘোষণা দিলো : আমরা ঈমানদার এবং সাক্ষী থাকুন আমরা আত্মসমর্পণকারী।[১৮] মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

قل الحواريون نحن انصار لله ءامنا بالله واشهد باننا مسلمون- ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين-

অর্থ : হাওয়ারীগণ বললো : আমরা আলণ্ঢাহর সাহায্যকারী আমরা আলণ্ঢাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমানগণ। হে আমাদের রব, আমরা আপনার অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের আনুগত্য করি। আমাদেরকে ঈমানের সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে অন্ড়র্ভূক্ত কর"ণ। [১৯]

মহান আলণ্ঢাহ এসকল ঈমানদার হাওয়ারীদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়ার ঘোষণা দেন।

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

واما الذين امنوا وعملوا الصالحت فيوفيهم اجورهم و لله لايحب الظالمين-

অর্থ: অত:পর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদেরকে তিনি পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। আলণ্ঢাহ অবিচারকদেরকে পছন্দ করেননা। [২০]

বিশ্বনবীর যুগের ঈমানদার খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বৈশিষ্ট্য হলো :

ক) তারা অহংকার করেনা

খ) কুরআন শুনলে তাদের চক্ষু দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে।

গ) কুরআনকে হক বলে ঘোষণা করে।

ঘ) নিজেদেরকে নেক বান্দাদের অন্ড়র্ভূক্ত করার প্রত্যাশা করে।

---

১৭. আল-কুর'আন, ৫ : ১১১

১৮. আল-কুর'আন, ৫ : ১১১

১৯. আল-কুর'আন, ৩ : ৫৩-৫৪

২০. আল-কুর'আন, ৩ :৫৭

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

ذالك بأن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون- واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشاهدين- وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين-

অর্থ : উহা এ জন্য যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা আলিম ও কিছু লোক সর্বদা ইবাদতে মগ্ন। এবং তারা (ঈমানদার খ্রীষ্টানরা) অহংকার করেনা। তারা যখন বিশ্বনবীর উপর অবতীর্ণ কুরআন শ্রবণ করে আপনি দেখতে পাবেন তারা যে সত্য বুঝতে পেরেছে এ থেকে তাদের চোখ গড়িয়ে পানি পড়েছে। তারা বলে: হে আমাদের রব আমরা ঈমান এনেছি আমাদেরকে ঈমানের সাক্ষ্য দানকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর। আমাদের কি হয়েছে যে আমরা আলণ্ঢাহ ও আমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তার প্রতি ঈমান আনবো না। আমরা আশা করি আমাদের রব আমাদেরকে সৎকর্মশীল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করবেন। [২১]

6.4 : gmv (Av:) Gi cwZ wekvmx eYx BmivCj :

ফেরাউন কর্তৃক বণী ইসরাঈলের উপর নির্যাতনের সময় একদল বনী ইসরাঈল ধৈর্যের সাথে আলণ্ঢাহর উপর ভরসা করার ঘোষণা দেয়। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين-

অর্থ : তারা (বণী ইসরাঈল) বললো : আলণ্ঢাহর উপর আমরা ভরসা করলাম। হে আমাদের রব যালিম সম্প্রদায়ের সামনে আমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করোনা। আমাদেরকে তোমার কর্না দিয়ে কাফির সম্প্রদায় থেকে বাঁচাও।[২২]

ঐ সকল ঈমানদাররা ধৈর্য্যের সাথে উক্ত যুলুম সহ্য করার পুরস্কার স্বরূপ আলণ্ঢাহ তায়া'লা তাদেরকে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بايتنا يؤمنون-

অর্থ: তারা যে ধৈর্য্য ধারণ করেছে এর পুর্স্কার স্বরূপ আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা বানিয়েছি যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক পরিচালনা করত। তারা আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাসী।[২৩]

ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তির পর জাবাবেরাহ সম্প্রদায়ের বির্দ্ধে যুদ্ধের আহবান জানালে বণী ইসরাঈলরা যখন বেকে বসেছিলো তখন তাদের মধ্যকার ২জন ঈমানদার যুদ্ধের কাজে উৎসাহিত করে বক্তব্য প্রদান করে।

[২১.] আল-কুর'আন, ৫ : ৮২-৮৪

[২২.] আল-কুর'আন, ১০ : ৮৫-৮৬

[২৩.] আল-কুর'আন, ৩২ : ২৪

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দুব্যক্তি বললো, যাদের প্রতি আলণ্ডাহ অনুগ্রহ করেছেন ; তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ করো। তোমরা যখন সেখানে প্রবেশ করবে নিশ্চয়ই তোমরাই বিজয়ী হবে। আলণ্ডাহর উপর তোমরা ভরসা করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।[২৪]

হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

ويقال انهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطيه والسدى-

অর্থ : বলা হয় এ দু'জন হচ্ছেন ইউশা বিন নূন এবং কালেব বিন ইউকানা। এ মত পোষণ করেছেন ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ইকরিমাহ আতিয়্যাহ ও সুদ্দী (রা:)।[২৫] বণী ইসরাঈলের গো বৎস পূজারীদের মধ্যে যে অনুশোচনা এসেছিলো তার বিবরণ দিয়ে মহান আলণ্ডাহ বলেন:

ولما سقط فى ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفرلنا لنكونن من الخاسرين-

অর্থ : অত:পর যখন তারা নিজ কর্মের জন্য অনুতপ্ত হলো এবং তারা দেখলো যে, তারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে, তারা বললো: যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবো।[২৬]

সর্বপরী মুসা (আ:) এর সম্প্রদায়ের একদল লোক যে সত্যের অনুসারী সে বিষয়ে মহান আলণ্ডাহ বলেন :

ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون ۔

অর্থ : মুসা (আ:) এর সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল আছে যারা সত্য সহকারে পথ চলে এবং এর মাধ্যমেই বিচার ফায়সালা করে।[২৭]

আলণ্ডামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

''ইবনে জুরাইয হতে বর্ণীত তিনি বলেন : আমার নিকট খবর এসেছে বণী ইসরাঈরা যখন নবীদেরকে হত্যা করলো এবং কুফুরী করলো তারা ১২টি গোত্রে বিভক্ত ছিলো। তাদের মধ্যে একটি গোত্র তাদের এই নিকৃষ্ট কর্ম হতে নিজেদেরকে বিরত রাখলো। এ বিষয়ে আপত্তি করলো এবং আলণ্ডাহর নিকট প্রার্থনা করে যেনো আলণ্ডাহ তাদের ও অন্যান্য বণী ইসরাঈলের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেন। আলণ্ডাহ তায়া'লা তাদের জন্য মাটিতে সুড়ঙ্গ করে দেন। তারা ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে ভ্রমণ শুরু করে এবং চীনের পিছনে বের হয়। তারা এখানে একনিষ্ঠ মুসলমানও তারা আমাদের ক্বিবলাকে ক্বিবলাহ হিসেবে গ্রহণ করে। ইবনে জুরাইয বলেন, ইবনে আব্বাস বলেন আলণ্ডাহর বাণী وقلنا من بعده لبنى اسرائيل এ وعد الاخرة বলতে ঈসা বিন মারইয়াম উদ্দেশ্য। ইবনে জুরাইয বলেন: ইবনে আব্বাস বলেন তারা মরুভূমিতে ১ বছর ৬ মাস ভ্রমণ করেছে।''[২৮]

---

২৪. আল-কুর'আন, ৫ : ২৩
২৫. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-২ পৃষ্ঠা-৫৫
২৬. আল-কুর'আন, ৭ : ১৪৯
২৭. আল-কুর'আন, ৭ : ১৫৯
২৮. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-২ পৃষ্ঠা-৩৪১

6.5 : wKQz eYx BmivC‡ji AvgvbZ'vixZv :

বণী ইসরাঈলের কিছু লোকের আমানতদারীতার প্রসংগে মহান আলণ্ডাহ তায়ালা বলেন :

ومن اهل الكتب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ۔

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোক আছে যাদের নিকট আপনি 'কিনতার' পরিমান সম্পদ আমানত রাখলেও আপনার নিকট সে উহা ফেরৎ দিবে। [২৯]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

''হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণীত, তিনি রাসূল (সা:) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা:) বণী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির বিষয়ে আলোচনা করলেন। লোকটি বণী ইসরাঈলের কারো নিকটে এক হাজার দিনার ঋণ চায়। সে বললো সাক্ষী নিয়ে এসো যাদেরকে আমি এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখবো। তখন (ঋণ প্রত্যাশী) লোকটি বললো সাক্ষী হিসেবে আলণ্ঢাহই যথেষ্ট। (ঋণদাতা) লোকটি বললো জামিনদার আনো। সে বললো আলণ্ঢাহ জামিনদার হিসেবে যথেষ্ট। সে বললো সত্যিই বলেছো । অত:পর সে তাকে (ঋণ প্রত্যাশীকে) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এক হাজার দিনার প্রদান করলো। অত:পর সে (ঋণ গ্রহিতা) সমুদ্রের উদ্দেশ্যে বের হলো এবং নিজের প্রয়োজন সম্পন্ন করলো। অত:পর নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে এসে ঋণ পরিশোধ করার জন্য জাহাজ খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোন জাহাজ না পেয়ে সে একটি কাঠ নিয়ে উহাতে ছিদ্র করে একহাজার দিনার ও একটি চিঠি ঢুকিয়ে সমুদ্র তীরে এসে বললো: হে আলণ্ঢাহ তুমি জানো যে, আমি জনৈক লোকের নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চেয়েছিলাম, সে আমার নিকট সাক্ষী চেয়েছিলো। আমি বলেছিলাম সাক্ষী হিসেবে আলণ্ঢাহই যথেষ্ট। এবং সে এতেই সন্তুষ্ট হলো। আর আমি তার নিকট পৌছার জন্য জাহাজ পেতে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু তা পাইনি। এখন আমি এই কাঠটি আপনার দায়িত্বে দিলাম একথা বলে সে কাঠটি সমুদ্রে ফেলে দিলো। এক সময় উহা সমুদ্রে ডুবে যায়। অত:পর সে চলে যায় এবং জাহাজ খুজঁতে থাকে দেশে ফেরার জন্য। এদিকে ঋণদাতা লোকটি সমুদ্রের দিকে বের হলো হয়তো ঐ লোকটি জাহাজে করে তার মালসহ ফিরে আসবে। তখন সে দেখে ঐ কাঠ যার মধ্যে সম্পদ আছে। সে উহা তার পরিবারের জন্য লাকড়ি মনে করে নিয়ে আসে। অত:পর যখন সে উহা ভাঙ্গে তাতে এক হাজার দিনার ও একটি চিঠি পায়।

[২৯.] আল-কুর'আন, ৩ : ৭৫

অনেকদিন পর (ঋণগ্রহিতা) লোকটি আগমণ করলো এবং তাকে একহাজার দিনার পরিশোধ করলো এবং বললো: আলণ্ঢাহর কসম আমি তোমার সম্পদ তোমার নিকট নিয়ে আসতে জাহাজের সন্ধানে অনেক চেষ্টা করেছি। যেই জাহাজ দিয়ে আমি এসেছি এর পূর্বে আর কোনো জাহাজ পাইনি। সে (ঋণদাতা) বললো: তুমি কি আমার নিকট কোনো কিছু পাঠিয়েছো? সে বললো : আমি কি তোমাকে বলিনি যে, এর পূর্বে আমি আর কোনো জাহাজ পাইনি? সে (ঋণদাতা) বললো: তুমি যে কাঠ পাঠিয়েছো তা তোমার পক্ষ থেকে আলণ্ঢাহ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। অত:পর সে একহাজার দিনার নিয়ে সোজা চলে গেলো। ইমাম বুখারী এমনই বর্ণনা করেছেন।'' [৩০]

6.6 : bex kvgD‡bi mg‡qi Cgvb'vi eYx BmivCj:

মুসা (আ:) এর ইন্ড়িকালের পর নবী ইউশা, বা শামউন বা শামবীল এর সময়ে মহান আলণ্ঢাহ কর্তৃক নির্ধারিত বাদশাহ তালুতের নেতৃত্বে বণী ইসরাঈলরা যখন অত্যাচারী শাসক জালুতের বির"দ্ধে জিহাদে বের হয়, তখন

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ বণী ইসরাঈল বিভিন্নভাবে টালবাহানা করলেও একদল বাদশার নির্দেশ মোতাবেক জিহাদে অংশগ্রহণ করে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

قال الذين يظنون انهم **ملقو الله كم من فئة** قليلة **غلبت فئة** كثيرة **باذن الله و الله مع** الصابرين- **ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ** علينا **صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم** الكافرين- **فهزموهم باذن الله**

অর্থ : যারা ধারণা করছিলো যে, তারা আলণ্ঢাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তারা বললো : এমন অনেক ছোট দল আলণ্ঢাহর ইচ্ছায় বড় দলের উপর বিজয়ী হয়েছে। আলণ্ঢাহ ধৈর্য্য ধারণকারীদের সাথে আছেন। অতঃপর তারা যখন জালুত ও তার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বের হলো তারা বললো: হে আমাদের রব আমাদেরকে ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি দাও এবং আমাদের পদযুগল মজবুত রাখো। এবং কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে সাহায্য করো। অত:পর তার তাদের উপর আলণ্ঢাহর ইচ্ছায় আক্রমণ করলো। [৩১]

6.7 : bex BDbm (Av:) Gi cwZ Cgvb'vi eYx BmivCj :

নবী ইসরাঈল (আ:) এর বংশের নবী হযরত ইউনুস (আ:) যেই জনবসতিতে প্রেরিত হয়েছিলেন তারা বণী ইসরাঈল এর অন্ড়র্ভূক্ত ছিলো কিনা এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ সম্প্রদায়ের নবীর প্রতি ঈমান আনার পর্যায় বিশেণ্ঢষণ করলে বুঝা যায় তারা বণী ইসরাঈলের বংশেরই হয়ে থাকবে। মহান আলণ্ঢাহ উক্ত জনবসতির ঈমান প্রসংগে বলেন :

فلولا كانت قرية **امنت** فنفعها ايمانها **الا قوم** يونس **لما ءامنوا كشفنا** عنهم **عذاب الخزى فى** الحيوة الدنيا ومتعنهم **الى** حين-

---

[৩০.] হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১ পৃষ্ঠা-৪৮৮

[৩১.] আল-কুর'আন, ২ : ২৪৯ -২৫০

অর্থ : কোন জনপদ কেনো এমন হলোনা যারা ঈমান এনেছে এবং তার ঈমান তাকে উপকৃত করেছে ইউনুস (আ:) এর সম্প্রদায় ছাড়া? তারা যখন ঈমান এনেছে আমি তাদের উপর থেকে অপমানজনক শাস্ড়ি দুনিয়ার জীবনে সড়িয়ে দিয়েছিলাম এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ড় তাদেরকে পৃথিবীতে ভোগ করার সুযোগ দিয়েছি। [৩২]

আলণ্ঢাম হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

يقول **تعالى** فهلا **كانت** قرية **امنت بكما** لها **من الامم السالفة** الذين **بعثنا** اليهم **الرسل بل ما ارسلنا من قبلك** يا محمد **من رسول الا كذب** قومه **او** اكثرهم كقوله **تعالى** ----- **وفى** الحديث الصحيح- **عرض على** الانبياء **فجعل النبى** ومعه **الفئام من الناس والنبى** يمر معه **الرجل والنبى** معه **الرجلان والنبى** ليس معه **احد ثم ذكر كثرة اتباع موسى** عليه **السلام ثم ذكر كثرة** امته **صلوات الله** وسلامه عليه **كثرة سدت** الخافقين **للشرقى والغربى- والغرض** انه **لم توجد** قرية **امنت بكما** لها بنبيهم **ممن سلف من القرى الا قوم** يونس وهم اهل نينوى **وما كان** ايمانهم **الاخوفا من وصول العذاب الذى** انذرهم به رسولهم **بعد ما** عاينوا اسبابه **وخرج** رسولهم **من** بين اظهرهم **فعند ما جأروا الى الله واستغاثوا** به **تضرعوا** له **واستكانوا واحضروا اطفالهم** ودوابهم ومواشيهم **وسألوا الله تعالى ان** يرفع عنهم **العذاب الذى** انذرهم به نبيهم- فعندها رحمهم **الله وكشف** عنهم **العذاب**-

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : মহান আলণ্ঢাহ বলেন : পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে যাদের নিকট আমি রাসূল প্রেরণ করেছিলাম কোন জনপদ নেই যারা সকলে ঈমান এনেছে। বরং হে মুহাম্মদ আপনার পূর্বে আমি এমন কোন রাসূল পাঠাইনি যার পুরো জাতি বা তাদের অধিকাংশরা তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ড় করেনি। বিশুদ্ধ বর্ণনায় হাদিসে এসেছে (রাসুল (সা:) বলেন) ''আমার নিকট (মি'রাজের রাতে) নবীদেরকে উপস্থাপন করা হয়। নবীদের কেউ চলছেন তার সাথে একদল মানুষ। কেউ চলছেন তার সাথে একজন মানুষ, কেউ চলছেন তার সাথে দুইজন মানুষ। এমন নবী চলছেন তার সাথে কেউ নেই। অত:পর তিনি মুসা (আ:) এর উম্মতের আধিক্যতার কথা উলেণ্ঢখ করেন। অত:পর তিনি তাঁর উম্মতের আধিক্যতার কথা উলেণ্ঢখ করেন। এতবেশী যা পূর্ব-পশ্চিম দিগন্ড়কে আচ্ছাদিত করে। উদ্দেশ্য হলো, পূর্ববর্তী জাতীর মধ্যে এমন কোন জনপদ পাওয়া যাবেনা যাদের সকলে নবীর প্রতি ঈমান এনেছে। তবে ইউনুস (আ:) এর সম্প্রদায় ছাড়া তারা 'নিনবী' এলকার অধিবাসী। তারা যখন আযাবের নিদর্শন দেখে, যেই আযাবের বিষয়ে তাদের নবী তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন, তখন তারা ভয়ে ঈমান এনেছিলো। তখন তাদের রাসূল তাদের সামনে থেকে চলে গিয়েছিলেন। তখন তারা আলণ্ঢাহর নিকট আশ্রয় চাইলো, তাঁর মাধ্যমে সাহায্য চাইলো, তারঁ নিকট বিনয়ী হলো। তাদের শিশু, গৃহপালিত পশু সামনে এনে হাজির করে। এবং আলণ্ঢাহর নিকট তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নিতে প্রার্থনা করতে থাকে। এমন সময় আলণ্ঢাহ তাদের উপর রহম করেন এবং আযাব সড়িয়ে নেন।[৩৩]

ইউনুস (আ:) যেই সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হন তাদের সংখ্যা এবং তাদের ঈমান আনার প্রসংগে মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

---

৩২. আল-কুর'আন, ১০ : ৯৮

৩৩. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-২ পৃষ্ঠা-৫৬৪

وارسلنه الى مائة الف اويزيدون فامنوا فمتعنهم الى حين ۔

অর্থ : আমি তাকে এক লক্ষ বা এর বেশী লোকের নিকট প্রেরণ করেছি। তারা ঈমান এনেছিলো। আমি তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ড় ভোগের সুযোগ দিয়েছি।[৩৪]

6.8 : wekbexi cwZ wekvmx eYx BmivCj :

বণী ইসরাঈলের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্যাবলী গোপন করেনা। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

ولن من اهل الكتاب لمن يومن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا۔

অর্থ : আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আলণ্ঢাহর প্রতি এবং তোমাদের প্রতি ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি বিনম্র অবস্থায় ঈমান আনে। তারা সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে আলণ্ঢাহর আয়াতসমূহ বিক্রয় করেনা। [৩৫]

বণী ইসরাঈলের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

لكن الرلسخون فى العلم منهم والمؤمون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلوة والمؤتون الزكاة-

অর্থ : তাদের (ইয়াহুদীদের) মধ্যে যারা জ্ঞানে গভীরতা অর্জন করেছে এবং ঈমানদারগণ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আপনার পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতিও, এবং তারা সালাত প্রতিষ্ঠাকারী এবং যাকাত আদায়কারী।[৩৬]

আয়াতে জ্ঞানে গভীরতা অর্জনকারী ব্যক্তিদের দ্বারা আব্দুলণ্ঢাহ বিন সালাম, কা'ব আহবার এবং তাদের মতদের উদ্দেশ্য-[৩৭]

তারা সাধারণ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মতো জাতীয়তাবাদের অন্ধ প্রেমে আপদমস্ড়ক নিমজ্জিত নয়। তারা প্রবৃত্তির অন্ধ দাসে পরিণত হয়নি। তারা বিশ্বাস করে পৃথিবীর প্রারম্ভ থেকে মুহাম্মদ (সা:) পর্যন্ড় সকল নবী-রাসূল একই বাদশাহ কর্তৃক প্রেরিত দূত। সকল আসমানী কিতাব একই রাজাধিরাজের পক্ষ থেকে পাঠানো নির্ভূল প্রত্যাদেশ। তারা বিশ্বাস করে এর যে কোন একটি অস্বীকার করা স্বয়ং মহান মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল।

---

৩৪. আল-কুর'আন, ৩৭ : ১৪৭

৩৫. আল-কুর'আন, ৩ : ১৯৯

৩৬. আল-কুর'আন, ৪ : ১৬২

৩৭. মুহম্মদ বিন আহমাদ আল আনসারী আল-KiZex, Avj Rv‡gqvwj AvnKvwgj KiAvb , প্রাগুপ্তখ-৬, পৃষ্ঠা-১৩

mßg Aa¨vq

Avj KiAv‡b ewYZ eYx Bmi vCj (Bqvû'x, Lxóvb‡'i) mv‡_ eZgvb Bqvû'x Lxóvb‡'i Zjbvgj K chv‡j vPbv:

বণী ইসরাঈলরা শুর" থেকে ঈসা (আ:) ও শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুলণ্ঢাহ (সা:) এর সমকালীন যুগ হয়ে বর্তমান পর্যন্ড় একই মন মানসিকতা পোষণ করে আসছে। মহান আলণ্ঢাহ তায়া'লা বলেন :

وقل الذين لايعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا اية كذالك قل الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون-

অর্থ : যারা জানেনা তারা বলে: যদি না আলণ্ঢাহ আমাদের সাথে কথা বলেন বা আমাদের নিকট কোনো নিদর্শন আপনি না নিয়ে আসতে পারেন তাহলে (আমরা ঈমান আনবোনা), এমনি কথা তাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকেরাও বলতো। তাদের মনগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। আমি আয়াত সমূহ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করেছি।[১]

উক্ত আয়াতটি মক্কার কোরাইশ কাফিরদের প্রসংগে নাকি ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও পূর্বাপর আয়াত পর্যালোচনায় উহা ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের প্রসংগে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

عن ابن عباس قال : رافع بن حريملة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ان كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه فانزل الله فى ذالك من قوله وقل الذين لا يعلمون الاية- وقل مجاهد : النصارى تقوله وهو اختيار ابن جرير : قل : لان السياق فيهم وفى ذالك نظر- وحكى

Dhaka University Institutional Repository

القرطبى قولا يكلمنا الله اى يخاطبنا بنبوتك يا محمد (قلت) وهو ظاهر السياق- والله اعلم وقال ابو العالية والربيع بن انس وقتادة والسدى فى تفسير هذه الاية هذا قول كفار العرب-

অর্থ : ইবনে আব্বাস হতে বর্ণীত তিনি বলেন : রাফি বিন হুরাইমালাহ রাসুল (সা:) কে বলে, হে মুহাম্মাদ যদি তুমি আলণ্ঢাহর পক্ষ হতে রাসূল হও যেমন তুমি বলছো, তাহলে আলণ্ঢাহকে বলো তিনি যেনো আমাদের সাথে কথা বলেন এমনকি আমরা তার কথা শুনতে পাবো। তখন এ প্রসংগে মহান আলণ্ঢাহ وقال الذين لا يعلمون আয়াত অবতীর্ণ করেন। মুজাহিদ বলেন: এটি খ্রীষ্টানদের বক্তব্য। এটি ইবনে জারীরের ও পছন্দনীয় মত। তিনি বলেন: কেননা আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগ তাদের নিয়ে। তবে এখানে চিন্ড়ার বিষয়বস্তু রয়েছে। কুরতবী বলেন : لو لا يكلمنا الله অর্থ হলো হে মুহাম্মাদ আলণ্ঢাহ আমাদেরকে আপনার নবুওয়াতের প্রসংগে সম্বোধন করবেন। (আমি বলি) এটাই বাহ্যিকভাবে প্রাসংগিক, এ বিষয়ে আলণ্ঢাহ অধিক জ্ঞাত। আবুল আলিয়া, রাবী বিন আনাস, কাতাদাহ এবং সুদ্দী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : এটি আরবের কাফেরদের কথা। [২]

---

১. আল-কুর'আন, ২ : ১১৮

২. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১ পৃষ্ঠা- ২১৪

7.1 : wPi¯vqx jvÂbvi wkKvi Bqvû'x RwZ :

ইউসুফ (আ:) এর মাধ্যমে ইয়াহুদীরা মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয়েও কিবতী সম্প্রদায় কর্তৃক লাঞ্ছনার শিকার হয়ে শত শত বছর গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থেকে পরবর্তীতে মুসা (আ:) এর নেতৃত্বে আবারো রাজ্য পাওয়া ও পরে আবারো হারানো, এসবই লাঞ্ছিত এই জাতির লাঞ্ছনার দীর্ঘ ইতিহাস।

বিশ্বনবীর যুগে নবীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে প্রথমত মদীনার সীমানা থেকে বের করে দেয়া এবং হযরত ওমরের যুগে আরব ভূখন্ড থেকে তাদেরকে বের করে দেয়া তাদের উপর ধারাবাহিক লাঞ্ছনা বলবৎ থাকার দিকেই ইঙ্গিত করে। মহান আলণ্ঢহ তায়া'লা বলেন :

هو الذى اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ماظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدى المؤمنين فاعتبروا ياولى الابصار-

অর্থ : তিনি এমন সত্ত্বা যিনি আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে প্রথমবার একত্রিত করে বের করেছেন। হে ঈমানদারগণ তোমরা ধারণা করেছিলে তারা বের হবেনা। এবং তারা ধারণা করেছিলো যে, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আলণ্ঢাহর শাস্ড়ি হতে রক্ষা করবে। অত:পর মহান আলণ্ঢাহ তাদের উপর এমনভাবে আসলেন যে, তারা ধারণাও করতে পারেনি। এবং তিনি তাদের অন্ড়রে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা নিজ হাতে ও মুমিনদের হাতে তাদের বাসস্থানসমূহ ভেঙ্গে ফেলেছে। হে দৃষ্টিসম্পন্নরা তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। [৩]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

''মহান আলণ্ঢাহর বাণী তিনি এমন সত্ত্বা যিনি আহলে কিতাবের কাফিরদের বের করেছেন অর্থাৎ বণী নাযীর গোত্রের ইয়াহুদীদের। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ জুহরী, ইহাই বলেছেন : রাসূল (সা:) যখন মদিনায় আগমণ করলেন তিনি তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করলেন এবং তাদেরকে অঙ্গীকার ও নিরাপত্তা দিলেন যে, তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন না এবং তারাও তাঁর সাথে যুদ্ধ করবেনা। এরপর তারা তাদের ও রাসূলের মধ্যকার চুক্তি ভঙ্গ করে। অত:পর মহান আলণ্ঢাহ তাদের জন্য তাঁর পাকড়াও অবতরণ করলেন। যার কোন প্রত্যাহার নাই। এবং তাদের বির"দ্ধে তাঁর সিদ্ধান্ড় অবতীর্ণ করলেন। যা বাধাগ্রস্থ করা যায় না।

---

৩. আল-কুর'আন, ৫৯ : ২

নবী তাদেরকে নির্বাসনে দিলেন এবং তাদেরকে তাদের অপ্রতিরোধ্য দূর্গ হতে বের করলেন যা মুসলমানরা কল্পনা করেনি। এবং তারাও ধারণা করেছিলো যে উক্ত দূর্গ তাদেরকে আলণ্ঢাহর শাস্ড়ি থেকে রক্ষা করবে। রাসূল (সা:) তাদেরকে আলণ্ঢাহর শাস্ড়ি হতে একটুও রক্ষা করতে পারেনি। রাসূল (সা:) তাদেরকে উঠিয়ে দিলেন এবং মদিনা হতে উৎখাত করলেন। তাদের একদল শামের উচু এলাকায় কৃষি ভূমিতে চলে গেলো। আর ইহা হলো একত্রিত হওয়া ও পুনর"খানের স্থান। তাদের একদল খায়বরে যায়। মদিনা হতে তাদেরকে এই শর্তে বের করে দেন যে, তারা তাদের উটের উপর বহন করে মাল সামগ্রী নিতে পারবে। এর ফলে তারা ঘরের স্থানান্ড়রযোগ্য সকল সমগ্রী ভেঙ্গে নিলো যা তাদের নিজেরা বহন করা সম্ভব ছিলো না। এজন্য মহান আলণ্ঢাহ বলেন: তারা তাদের গৃহগুলো তাদের হাত ও মুমিনদের হাত দ্বারা শূন্য করে দিয়েছে। হে জ্ঞানবানগণ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। অর্থাৎ তোমরা চিন্ড়া করো আলণ্ঢাহর আদেশ লঙ্গনে কিরূপ শাস্ড়ি হতে পারে এবং যে তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং তাঁর কিতাবকে মিথ্যা সাবাস্ড় করে। দুনিয়ার জীবনে কিরূপ লাঞ্চনাকর শাস্ড়ি অবতীর্ণ হতে পারে সাথে আখেরাতের যন্ত্রণাদায়ক শাস্ড়ি তো জমা আছেই।'' [৪]

মদীনায় অবস্থানরত বিভিন্ন গোত্রের ইয়াহুদীদেরকে উৎখাত করা প্রসংগে আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

وقال الامام احمد : حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بنى النضير وحرق- اخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة بنحوه ولفظ البخارى من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : حاربت النضير وقريظة فأجلى بنى النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حارب قريظة فقتل من رجالهم وسبى وقسم نساءهم واولادهم واموالهم بين الناس الا بعضهم لحقوا بالنبى صلى الله عليه وسلم فأمنهم واسلموا واجلى يهود المدينة كلهم بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بنى حارثة وكل يهود بالمدينة ۔

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : ইমাম আহমাদ বলেন : আমার নিকট আব্দুর রহমান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমার নিকট মুসা বিন উকবাহ থেকে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই রাসুল (সা:) বণু নাযীর গোত্রের খেজুর বৃক্ষ কর্তণ করেছেন এবং জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

---

৪. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-৪ পৃষ্ঠা- ৪২২

Dhaka University Institutional Repository

মুসা বিন উকবার বর্ণনায় বিশুদ্ধ দুই হাদিস গ্রন্থ প্রণেতা এমনই বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারীর বর্ণনা আব্দুর রাজ্জাকের সনদে, ইবনে জুরাইজ থেকে তিনি মুসা বিন উকবাহ থেকে, তিনি নাফি থেকে, তিনি ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন : নাযীর ও কুরাইযা বিদ্রোহ করে। অত:পর বনু নাযীরকে উৎখাত করেন এবং কুরাইযাহ ও তাদের মিত্রদের বহাল রাখেন। এক পর্যায়ে কুরাইযা আবারো বিদ্রোহ কর। এবার তাদের পুর‍ষদের হত্যা করা হয়, আর নারী, শিশু ও সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। তবে তাদের কিছু লোক যারা বিশ্বনবীর সাথে মিলিত হয়। রাসুল (সা:) তাদেরকে নিরাপত্তা দেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি মদিনার বনু কাইনুকা গোত্রের সকল ইয়াহুদীকে মদীনা হতে উৎখাত করেন। তারা হলো আব্দুলণ্ডাহ বিন সালাম এর গোত্র। এবং বনু হারেসাহ গোত্রের ইয়াহুদীদের ও মদীনার সকল ইয়াহুদীদের উৎখাত করেন।[৫]

বনু নাযীর গোত্রের ইয়াহুদীদেরকে সিরিয়ায় বিতাড়িত করা হয়। এ প্রসংগে আলণ্ডামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

عن ابن عباس قال : من شك فى ان ارض المحشر ههنا يعنى الشام فليقرأ هذه الاية هو الذى اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا قالوا الى اين ؟ قال الى ارض المحشر-

অর্থ: ইবনে আব্বাস হতে বর্ণীত, তিনি বলেন : যে হাশরের ময়দান এখানে অর্থাৎ শামে (সিরিয়ায়) হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করে, সে যেনো এই আয়াত (তিনি এমন সত্তা যিনি আহলে কিতাবের কাফিরদের বের করেছেন) পড়ে। রাসূল (সা:) তাদেরকে বলেন : তোমরা বের হও। তারা বললো : কোন দিকে? রাসূল (সা:) বলেন : হাশরের ময়দানের দিকে।[৬]

হযরত ওমর (রা:) এর খেলাফত আমলে ইয়াহুদীদেরকে পুরো আরব ভূখন্ড থেকে বিতাড়িত করেছেন। এটাই ইতিহাসে ২য় সমাবেশ হিসেবে পরিচিত।

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র) বলেন: এটা হযরত ফার‍কে আযম (রা:) এর খেলাফতকালে বাস্ড়বরূপ পরিগ্রহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যারা খয়বরে বসতি স্থাপন করেছিলো তাদেরকে আরব উপদ্বীপ ছেড়ে নির্বাসন প্রথম সমাবেশ এবং হযরত ওমর (রা:) এর খেলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন, দ্বিতীয় সমাবেশ নামে অভিহিত হয়।[৭]

লাঞ্চনা ও বঞ্চনার এই ঘানি ইয়াহুদীরা চির জীবন টানতে হবে-

---

৫. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-৪, পৃষ্ঠা- ৪২৬

৬. প্রাগুক্ত, খ-৪, পৃষ্ঠা-৪২৪

৭. মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রঃ), Zvdmxi gv0†idj KiAvb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৫০

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি মহান আলণ্ঢাহ পরিস্কার করে দিয়ে বলেন:

ضربت عليهم الذلة اين ما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة-

অর্থ : তাদের উপর লাঞ্চনা চাপিয়ে দেয়া হলো তারা যেখানেই থাকুক, তবে আলণ্ঢাহর পক্ষ হতে বা মানুষের পক্ষ থেকে কোন চুক্তি থাকলে ভিন্ন কথা। তারা আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে গযবের উপযুক্ত হয়েছে। তাদের উপর বাসস্থানের সংকট চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। [৮]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

اى الزمهم الله الذلة والصغا راينما كانوا فلا يأمنون الا بحبل من الله اى بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم والزامهم احكام الملة- وحبل من الناس اى امان منهم لهم كما فى المهادن والمعاهد والاسير اذا امنه واحد من المسلمين ولو امرأة قال ابن عباس : الا بحبل من الله وحبل من الناس اى بعهد من الله وعهد من الناس وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن قتادة والسدى والربيع بن انس-

অর্থ: অর্থাৎ মহান আলণ্ঢাহ তাদের জন্য অপমান ও লাঞ্চনা আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। তারা যেখানেই থাকুক তারা নিরাপদ থাকবেনা। তবে আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে যদি নিরাপত্তার চুক্তির বা জিযিয়া কর আরোপের মাধ্যমে অথবা মানুষের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার অঙ্গীকারের মাধ্যমে কোনো নিরাপত্তা পায় তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন কোনো মুসলমান সে হোক নারী যদি কাউকে নিরাপত্তা দেয়। ইবনে আব্বাস বলেন : এর উদ্দেশ্য হলো আলণ্ঢাহ ও মানুষের সাথে চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা পেতে পারে। এমনি বলেছেন মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আতা, দাহহাক, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দি ও রাবী বিন আনাস।[৯]

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি কর্তৃক তাদের উপর শাস্ড়িমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ বিষয়ে মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب- وانه لغفور رحيم-

অর্থ: স্মরণ কর ণ যখন আপনার প্রভু ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর কিয়ামত পর্যন্ড় এমন জাতি প্রেরণ করবেন যারা তাদেরকে কঠিন শাস্ড়ি দিবে। নিশ্চয়ই তোমার রব দ্র ত শাস্ড়িগ্রহণকারী। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও কর ণাময়।[১০]

---

[৮]. আল-কুর'আন, ৩ : ১১২
[৯]. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১ পৃষ্ঠা- ৫১৭
[১০]. আল-কুর'আন, ১০ : ১৬৭

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

''তিনি (আলণ্ঢাহ) অবশ্যই তাদের (ইয়াহুদীদর) উপর কিয়ামত পর্যন্ড় এমন এমন জাতি চাপিয়ে দিবেন যারা তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্ড়ি দিবে। অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতার কারণে এবং আলণ্ঢাহর আদেশ লঙ্গনের দায়ে এবং হারাম কাজকে কৌশলে হালাল করার অপরাধে। বলা হয়ে থাকে মুসা (আ:) তাদের উপর উপর সাত বছর খাজনা নির্ধারণ করেছিলেন। কারো মতে তের বছর। তিনি হলেন প্রথম খাজনা আরোপকারী। এরপর তারা ইউনানী, কাশদানী, কালদানী বাদশাহদের অধীনস্থ ছিলো। এরপর তারা খ্রীষ্টানদের অধীনস্থ হয় এবং তাদের কর্তৃক তারা লাঞ্চিত হয়। তারা তাদের নিকট থেকে খাজনা ও কর দুটোই আদায় করে। অত:পর ইসলাম ও মুহাম্মদ আগমণ করে। এবার তারা তাঁর অধীনস্থ হয়। তারা তাঁর নিকট খাজনা ও জিযিয়া কর আদায় করে। আলি বিন আবি তালহা বলেন : ইহা হলো জিযিয়া কর। আর তাদেরকে কঠিন শাস্ড়ি দিবে মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর উম্মতগণ কিয়ামত পর্যন্ড়। এমনি মত পোষণ করেছেন সাঈদ বিন যুবাইর, ইবনে জুরাইয, সুদ্দী, কাতাদাহ আমি বলি: অত:পর তাদের শেষ অবস্থা হবে, তারা দাজ্জালের সহায়তাকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে। এবং মুসলমানরা ঈসা (আ:) এর নেতৃত্বে তাদেরকে হত্যা করবে।'' [১১]

মূলত: তাদের উপর মহান আলণ্ঢাহর অভিশাপই তাদেরকে এই অপমানজনক যাযাবরি জীবন যাপনে বাধ্য করেছে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا-

অর্থ: তাদের উপর মহান আলণ্ঢাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। আর আলণ্ঢাহ যার উপর অভিশাপ দেন আপনি তার জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবেন না। [১২]

বর্তমানে ফিলিস্ড়িন এলাকায় 'ইসরাঈল' নামক বিশ্বের একমাত্র অবৈধ রাষ্ট্রটি নিয়ে ইয়াহুদীরা যতই বড়াই কর্ক না কেন এটি যে তাদের প্রতি পশ্চিমাদের কর্ণার ফসল তা মহান আলণ্ঢাহর বাণী وحبل من الناس (অর্থাৎ মানুষের সাথে সন্ধি বা চুক্তির বদলে আলে ইমরান-১১২) থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। বৃটিশ মার্কিনীরা তাদেরকে আরব উপনিবেশের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহারের শর্তে তাদেরকে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। গায়ের জোরে গড়ে উঠা বিশ্বের একমাত্র 'অবৈধ' রাষ্ট্র ইসরাঈল জন্মের ইতিহাস সত্যিই বিস্ময়কর।

মক্কার গভর্ণর শরীফ হোসাইনের সাথে বৃটিশ নেতা ম্যাকমোহনের ১৯১৫ সালে এক মিথ্যা ওয়াদার চুক্তি হয় যে, আরবরা তুর্কীদের বির্দ্ধে দাঁড়ালে তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। কিন্তু বাস্ড়বতা এর বিপরীত হলো। যুদ্ধ শেষে বৃটিশ ও ফ্রান্স আরবে থেকে যেতে চাইলো। ১৯১৭ সালে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব বেলফোর ঘোষণা করলেন :

---

১১. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAvbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-২ পৃষ্ঠা- ৩৪৫

১২. আল-কুরআন, ৪ :৫২

ঐরং গধলবংঃু মড়াবৎহসবহঃ ারবিং রিঃয ভধাড়ঁৎ ঃযব বংঃধনষরংযসবহঃ রহ চধষবংঃরহব ড়ভ ধ হধঃরড়হধষ যড়সব ভড়ৎ ঃযব ঔবরিংয ঢ়বড়ঢ়ষব, ধহফ রিষষ ঁংব ঃযবরৎ নবংঃ বহফবধাড়ঁৎ ঃড় ভধপরষরঃধঃব ঃযব ধপযরবাবসবহঃ ড়ভ ঃযরং ড়নলবপঃ,রাব রঃ নবরহম পষবধৎষু ঁহফবৎংঃড়ড়ফ ঃযধঃ হড়ঃযরহম ংযধষষ নব ফড়হব যিরপয সধু ঢ়ৎবলঁফরপব ঃযব পরারষ ধহফ ৎবষরমরড়ঁং ৎরমযঃং ড়ভ বীরংঃরহম হড়হ-লবরিংয পড়সসঁহরঃরবং রহ চধষবংঃরহব ----.

১৯১৫ ও ১৯১৭ সালের আবস্থান বিপরীত মুখী। উলেণ্টখ্য যে, বেলফোর ঘোষণাতে দেখা যায় যে, স্থানীয় অ-ইহুদী জনগণের শুধু ''সিভিল ও ধর্মীয় অধিকার'' সংরক্ষণের কথা রয়েছে, এতে 'রাজনৈতিক অধিকার' শব্দাবলী চতুরতার সঙ্গে বাদ দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ শঠতা! একই এলাকা দুই জুনগোষ্ঠিকে দেয়া হচ্ছে শঠতার মাধ্যমে। এক জনগোষ্ঠি তখনও ইউরোপে বসবাসরত।

১৯২০ সালে বৃটিশ সেক্রেটারী অব ষ্টেট উনষ্টন চার্চিল মধ্যপ্রাচ্য সফরে গেলেন। জের"যালেমে তিনি আরব নেতাদের সঙ্গে মোলাকাত করলেন। তিনি আরব নেতাদের কথা দিলেন যে, ফিলিস্ড়িনকে ইহুদী রাষ্ট্র করা হবেনা। অথচ একই চার্চিল অন্যত্র নিম্নোক্ত দ্বিমুখী বক্তব্য দেন :

"ওভ ধং সধু বিষষ যধঢ়ঢ়বহ, ঃযবৎব ংযড়ঁষফ নব পৎবধঃবফ রহ ড়ঁৎ ষরভব ঃরসব নু ঃযব নধহশ ড়ভ ঃযব ৎরাবৎ ঔড়ৎফধহ ধ ঔবরিংয ংঃধঃব ঁহফবৎ ঃযব ঢ়ৎড়ঃবপঃরড়হ ড়ভ ঃযব ইৎরঃরংয পৎড়হি যিরপয সরমযঃ পড়সঢ়ৎরংব ঃযৎবব ড়ৎ ভড়ঁৎ সরষষরড়হ লবংি ধহফ বাবহঃ রিষষ যধাব ড়পপঁৎৎবফ রহ ঃযব যরংঃড়ৎু ড়ভ ঃযব ড়িৎষফ যিরপয ড়িঁষফ নব ভৎড়স বাবৎু ঢ়ড়রহঃ ড়ভ ারবি নবহবভরপরধষ ধহফ ড়িঁষফ নব বংঢ়বপরধষষু রহ যধৎসড়হু রিঃয ঃযব ঃৎঁবংঃ রহঃবৎবংঃং ড়ভ ঃযব ইৎরঃরংয ঊসঢ়রৎব্হ

''কুটচালের রাজনীতিবিদ চার্চিলের এই মন্ড়ব্যে বৃটিশ মতলব স্পষ্ট। ইহুদী রাষ্ট্র বৃটিশদের জন্য। এখন মার্কিনীদের জন্যও কারণ বৃটিশ মার্কিন একই সভ্যতা-সংস্কৃতি। এই ইহুদী রাষ্ট্র বৃটিশ রাজের বর্তমানে বৃটিশ মার্কিন রাজ্যের ছাতার নিচে অবস্থান করছে।'' [১৩]

পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের ফলে ইউরোপ থেকে ইহুদীদের গোপনে ফিলিস্ড়িনে পাঠানো হতে লাগলো। ইহুদীরা এসে বেশী দাম দিয়ে জমি কিনতে লাগলো। সরল আরবরা এর মতলব বুঝতে পারলনা। তবু স্থানীয় ফিলিস্ড়িনীদের নিকট প্রচুর জমি। তারা বেচতে না চাইলে সন্ত্রাস শুর" করল ইহুদীরা। এর ভিতর আরবদের শান্ড় করতে বৃটেন সিরিয়াতে মক্কার শরীফ হোসাইনের পুত্র ফয়সল বিন আল হোসাইনকে রাজা হিসেবে নিয়োগ করল। বৃটিশ চাপে ফয়সাল ১৯১৯ সালে ইহুদী জায়নবাদী নেতা চেইম ওয়েইজম্যানের সঙ্গে একটা আত্ম হত্যার চুক্তি করলেন। এর দ্বারা ইহুদীরা বিপুল সংখ্যায় ফিলিস্ড়িনে প্রবেশ করতে পারবে। বৃটিশ ও ইহুদীরা এই কথা দিল ফয়সলকে যে, এরপর তারা শ্রীঘ্রই বাকি আরব এলাকার আরবদের স্বাধীনতা দেবে। এই আত্মঘাতি কাজটি করতে বৃটিশ ও ইহুদীদের সাহায্য করে বৃটিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তাটিই লরেন্স। লরেন্স ছিলেন ফয়সলের উপদেষ্টা।

---

[১৩] সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, BmivCj I gmwjg Rvnvb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০৫-৩০৬

বৃটিশরা ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নানা ছলচাতুরী করে। ১৯৩৭ সালের ৭ জুলাই বৃটিশ সরকার একটি পলিসি বিবৃতি দেয়।'' আরবরা তাদের জাতীয় স্বাধীনতা পাবে এবং আরব একতা ও প্রগতির জন্য পাশ্ববর্তী আরবদেশ সমূহের সঙ্গে একই মানদ" সহযোগিতা করতে সমর্থ হবে। তাদের পবিত্র ভূমিসমূহ ইহুদী নিয়ন্ত্রনে যাবে। এই ইহুদী প্রাধান্যের ব্যাপারে সর্ব প্রকারের ভয় ও চিন্ড়ার প্রকাশ থেকে তারা শেষ পর্যন্ড় মুক্ত থাকবে।

এসব ঘোষণা সব ভন্ডামী : অনৈতিকতার প্রমাণ। এসব কথা বৃটিশরা রাখে নাই। তারা শেষ পর্যন্ড় ফিলিস্ড়িনদের উৎখাতে সাহায্য করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইহুদীরা ফিলিস্ড়িনে আরবদেরকে নিজ ভূমি থেকে তাড়াতে গড়ে তুলেছিলো বহু সন্ত্রাসী ও জঙ্গী গ্রুপ। 'হাগানাহ' ও 'ইরগুন' নামে দু'টি কুখ্যাত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইহুদীদের উপরেই সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ইহুদীদের পক্ষে বিশ্ব জনমত ও সহনাভূতি তৈরি করতে চায়। ১৯৪০ সালে এস এস পাট্রিয়া নামক একটি জাহাজকে হাইফা বন্দরে উড়িয়ে দিয়ে ২৭৬ জন ইহুদী হত্যা করে। ১৯৪২ সালে আরেকটা জাহাজ উড়িয়ে দিয়ে ৭৬৯ জন ইহুদী হত্যা করে। উভয় জাহাজে করে বেআইনীভাবে ইহুদীরা ফিলিস্ড়িনে আসছিল।

কুখ্যাত সন্ত্রাসী সংগঠন 'ইরগুন' এর নেতা সেনাচেম বেগিন। ১৯৪৪ সালে এই সন্ত্রাস-রাজ জেরুযালেমের কিং ডেভিড হোটেলে বোমাবাজি করে ৯১ জনকে হত্যা করল। এর ভিতর বৃটিশরা ও ছিলো। বৃটিশদের উপর আরো চাপ সৃষ্টি করতে বেগিন এই কুখ্যাত কান্ড করে। যাই হোক সে সময় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বেগিনকে জীবিত বা মৃত ধরতে পুরস্কার পর্যন্ড় ঘোষণা করেছিল। বৃটিশরা দু'জন কুখ্যাত ইহুদী সন্ত্রাসীকে ফাঁসি দেয়। এর প্রতিশোধ নিতে বেগিন দু'জন নিরীহ বৃটিশ সার্জেন্টকে ফাঁসি দেয়। এই বেগিন ১৯৪৮ সালে দির ইয়াসিন নামক ফিলিস্ড়ীন গ্রামে ফিলিস্ড়ীন রক্তের নদী প্রবাহিত করে। এ সন্ত্রাসের পুরস্কার স্বরূপ তাকে ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী (১৯৭৬-৮২) করা হয়। ১৯৭৮ সালে মিসরের আনোয়ার সাদাতের সঙ্গে শান্ড়িতে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। এই শান্ড়িকামী (?) বেগিন দক্ষিণ লেবাননে আক্রমণ করে ত্রিশ হাজার আরবকে হত্যা করে। নোবেল শান্ড়ি পুরস্কারের কত বড় যৌক্তিকতা! এই বেগিনকে প্রধানমন্ত্রী অবস্থায় বৃটেনে আমন্ত্রণ করা হলো, একই সময়ে 'পিএলও'কে লন্ডনে একটি সম্মেলনে যেতে দেয়া হয়নি তারা সন্ত্রাসী এই অজুহাতে। কি চমৎকার স্বজাতি প্রেম বৃটিশদের কি বিস্ময়কর তাদের ন্যায় বিচার!

ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় শুধু বৃটিশরাই আরবদের সাতে শঠতা করে নাই। মাকির্নীরা আরো বেশী করে। ১৯৪৫ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সৌদী বাদশা ইবনে সউদকে কথা দিলেন যে, ফিলিস্ড়িনে আরব বিরোধী কোনও কার্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্র অংশ নিবেনা। একই যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৬ সালে বৃটেনকে চাপ দেয় যেন এক লক্ষ ইহুদী ফিলিস্ড়িনে যেতে দেয়া হয়। বৃটেন তখনও ফিলিস্ড়িনের মেন্ডেটরি শক্তি।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢামের একটি শাশ্বত বাণী এ ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য الحياء شعبة من الايمان 'লজ্জা ঈমানের একটি শাখা' [১৪] বিশ্বনবী হাদিসে ঈমানের ৭৩টির অধিক শাখা আছে উলেণ্ঢখ করে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার কথা উলেণ্ঢখ করার পর মাঝখান থেকে একটি শাখার কথা উলেণ্ঢখ করলেন তা হলো 'লজ্জা'। এ দ্বারা রাসূল (সা:) বুঝিয়ে দিলেন যদি কারো 'লজ্জা' থাকে তাহলে ঈমানের বাকী সকল শাখা সম্পন্ন

করা সম্ভব। আর 'লজ্জা' না থাকলে সে যা খুশি তা করতে পারে। মূলত: ইহুদী, বৃটিশ ও মাকির্নীরা নির্লজ্জতার চরম সীমায় পৌঁছেছে। 'লজ্জা' নামক চরিত্রটি তাদের রক্তে ০.০১ ভাগও পাওয়া দুস্কর। এ কারনেই তারা এতো অনৈতিক কাজ করেও তাদের চেহারাগুলো আবার বিশ্ব মিডিয়ার সামনে উপস্থাপন করতে পারে।

বৃটিশ ও মার্কিনী দুই অত্যাচারী রাষ্ট্রের অবৈধ মেলামেশায় 'ইসরাঈল' নামক অবৈধ রাষ্ট্র আরব নামক মায়ের পেটে ধীরে ধীরে পূর্ণতায় পৌঁছে। এবার অবৈধ রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক যাত্রার পালা। ১৯৪৭ সাল। জাতিসংঘে ভোট হলো। ৩৩টি রাষ্ট্র ইহুদী অবৈধ রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে, ১৩টি বিপক্ষে আর ১০টি ভোট দানে বিরত। এই প্রহসনের ভোটাভুটির সাথে সাথে ইহুদীদের সন্ত্রাসী ও গুন্ডারা আরবদের বিতাড়িত করতে হত্যা উলণ্ঢাসে মেতে উঠলো। ১৫ মে ১৯৪৮

Dhaka University Institutional Repository

সাল রাত বারোটা এক মিনিটে অবৈধ রাষ্ট্র 'ইসরাঈল' আরব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলো। দশ মিনিটের ভিতর নাটের গুর" যুক্তরাষ্ট্র অবৈধ 'সন্ড্রনকে' স্বীকৃতি দিলো। এভাবে বিশ্ব রাজনীতিতে শঠতা, চালবাজি, ভন্ডামী, ষড়যন্ত্র, অসভ্যতা, 'জোর যার মলণ্ডুক তার' নীতি ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী সমস্যা সৃষ্টি হলো।

এরপরের ইতিহাস বিশ্ববাসীর নিকট দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার। হত্যা, হত্যা, হত্যা। বিগত সত্তর দশক ধরে হত্যাই যেনো অবৈধ রাষ্ট্রের ইসরাঈলের একমাত্র কৃতিত্ত্ব। আরবের বৈধ রাষ্ট্রের ফিলিস্ড়িনিদের হাতে পাথর আর অবৈধ ইসরাঈলের হাতে সর্বাধুনিক অস্ত্র। তবে বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে অবৈধরা যে অবৈধই। তা প্রমাণ হচ্ছে এতো শক্তিশালী (?) ইসরাঈলের দূর্বল ফিলিস্ড়িনকে নিয়ে এত মাথা ঘামানো ও ঘাবড়ানো দেখে। কারণ প্রবাদ আছে 'চোরের মনে পুলিশ পুলিশ' বিভিন্ন দেশ কর্তৃক আক্রমণের শিকার ইয়াহুদীরা ফিলিস্ড়িন থেকে বিতাড়িত হয়ে যখন ছন্নছড়া অবস্থায় খন্ড বিখন্ড হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পরে আবার সেখানে গিয়েও দেশ বির"ধীপক্ষ অবলম্বন করার দায়ে আবার বিতাড়িত হয়। তখন তাদেরই ষড়যন্ত্রে ও পরিকল্পনায় ফরাসি রাষ্ট্র বিপণ্ডব হলে উনিশ শতকের শেষাংশে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানী, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, অষ্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যান্ডে ইহুদীদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার দান করে। অষ্ট্রিয়ায় ইয়াহুদী সাংবাদিক থিউডর হার্টজেল ইয়াহুদীদের মধ্যে আজাদীর প্রেরণা সৃষ্টি করে। এ জন্য তাকে ইহুদীবাদের জনক বলা হয়। সে তুর্কীর সুলতান আব্দুল হামিদ (দ্বিতীয়) এর সাথে দেখা করে ফিলিস্ড়িনে ইহুদীদের বসবাসের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে এবং সুলতানকে ৫ কোটি পাউন্ড অর্থ সাহায্য পেশ করে।

---

১৪. শাইখ ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আব্দুলণ্ডাহ, wgkKvZj gvmvexn (সাহানপুর : দেওবন্দ : মিরাজ বুক ডিপো) পৃষ্ঠা-১২

কিন্তু চৌকস সুলতান তাদের আবেদন নাকচ করে দেন।[১৫] এ থেকে তাদের দৈন্যদশা উপলব্ধি করা যায়। কারণ তো একটাই শেষ পরিণতি কখনো তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। তারা পাথরের আড়ালে বাঁচার জন্য আশ্রয় চাইবে, পাথর কথা বলবে যে, তার নিচে ইয়াহুদী লুকায়িত সেখান থেকে ধরে এনে তাকে হত্যা করা হবে। মহান আলণ্ডাহর বাণীই চিরসত্য হিসেবে প্রমাণিত-

اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا-

অর্থ : তাদের উপর আলণ্ডাহর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। আর আলণ্ডাহ যার উপর অভিশম্পাত করেন আপনি তার পক্ষে কোনো সাহায্যকারী পাবেন না। [১৬]

বর্তমান বৃটেন ও আমেরিকার সাহায্য নিঃস্বার্থ নয়, এই সাহায্য ও সমর্থন মুসলিম জাহানের কেন্দ্রভূমিকে অস্থির রাখার উদ্দেশ্যে। স্বার্থ যখন ফুরিয়ে যাবে অবৈধ রাষ্ট্রের উপর থেকে অবৈধ পিতা-মাতা তাদের আশ্রয়ের হাত সরিয়ে নিবে অভিশপ্তরা আবারো লাঞ্চনার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে।

''বিবিসি টিভি- ৬ নভেম্বর ২০০২ হাউটক প্রোগ্রামে একজন উদারচেতা ইহুদী মেজর রামি কাপলের সাক্ষাৎকার প্রচার করল। তার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ইহুদীদের পুণ চূড়ান্ড় পতনের দিকে ইঙ্গিত করে। মেজর বললেন : ''প্রায় সারাদিন ইসরাঈলী সৈন্যরা কারফিউ জারিতে ব্যস্ড় থাকে, ফিলিস্ড়িনিদের জিনিসপত্র নষ্ট করে, কাটাকাটি করে। এসব কাজ তো আসলে ইসরাঈলকে ধ্বংস করছে। সমগ্র ইসরাঈলী সমাজ দূর্নীতিগ্রস্ড়। ইসরাঈলী সমাজ তছনচ হওয়ার পথে। ইসরাঈল বিশ্ব থেকে বেশি বেশি একাকী হয়ে পড়ছে। ইসরাঈলের কোনও ভবিষ্যত নেই। আঠারো বছর বয়সে সব ইসরাঈলী বালকদের সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক, কিন্তু মাত্র ৪৫ ভাগ যোগ দিচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসরাঈলে সুবিচার, মানবাধিকার, নীতিবোধ কিছুই নেই। পশ্চিম তীর দখলে রাখার ব্যাপারে বেশ মতভেদ রয়েছে।" [১৭]

7.2: eY¨ BmivC‡ji mK‡jB wKqvg‡Zi c‡e Cgvb`vi n‡e:

বিশ্বনবীর যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত আহলে কিতাবের লোকেরা যতই পরস্পরের প্রতি ও শেষ নবীর প্রতি ভিন্ন মত পোষণ করুক না কেন, কেয়ামতের পূর্বে সকলেই তারা ঈমানদার হবে। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেন :

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا-

অর্থ: আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেউ থাকবেনা যে, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তার (ঈসা আ:/মুহাম্মদ (সা:)) প্রতি ঈমান আনবেনা। আর কিয়ামতের দিন তিনি তাদের উপর সাক্ষী হিসেবে থাকবেন।[১৮]

---

[১৫] আব্দুল খালেক, Bû`x Pµvšÿ (XvKv : AvaybK cKvkbx, ৩য় প্রকাশ ২০১২) পৃষ্ঠা-২৫-২৬

[১৬] আল-কুর'আন, ৪ :৫২

[১৭] সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, BmivCj I gmwjg Rvnvb, প্রাগুক্ত: পৃষ্ঠা-৪১৭

[১৮] আল-কুর'আন, ৪ :১৫৯

আল্লামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

''ইবনে জারির বলেন : ব্যাখ্যাকারগণ এই আয়াতের বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন। অর্থাৎ ঈসা (আ:) এর মৃত্যুর পূর্বে। এই মতের দাবী হলো, তাদের সকলেই তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে যখন তিনি দাজ্জালকে হত্যা করতে অবতরণ করবেন। তখন সকল জাতি এক জাতিতে পরিণত হবে। উহা হলো ইবরাহীম (আ:) এর একনিষ্ঠ ইসলাম ধর্মের জাতি। যারা এ মতের প্রবক্তা তারা উল্লেখ করেছেন ইবনে আব্বাস হতে, তিনি বলেন : ঈসা বিন মারইয়ামের মৃত্যুর পূর্বে। আওফা ইবনে আব্বাস হতে এমন মত প্রকাশ করেছেন। আবু মালেক বলেন : এটি হলো ঈসা (আ:) দুনিয়ায় (পূণরায়) অবতরণের সময়। ঈসা বিন মারইয়ামের মৃত্যুর পূর্বে আহলে কিতাবের এমন কেউ থাকবেনা যে তাঁর প্রতি ঈমান আনবেনা। দাহহাক ইবনে আব্বাস থেকে বলেন: বিশেষ করে ইয়াহুদীরা। হাসান বসরী বলেন : উদ্দেশ্য হলো নাজ্জাসী ও তার সঙ্গীরা। ইবনে জারীর হাসান থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা (আ:) এর মৃত্যুর পূর্বে। আল্লাহর কসম নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর নিকট জীবিত, কিন্তু যখন তিনি নেমে আসবেন তখন তার প্রতি সকলেই ঈমান আনবে। ইবনে আবি হাতেম বলেন : আমি এক ব্যক্তিকে শুনেছি তিনি হাসানকে বলছেন হে সাঈদের পিতা! মহান আল্লাহর কথা ''আহলে কিতাবের এমন কেউ থাকবেনা যে তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবেনা।" এর উদ্দেশ্য কী? তিনি বলেন, ঈসা (আ:) এর মৃত্যুর পূর্বে । নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈসাকে তাঁর নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন, আবার তিনি তাকে কিয়ামতের পূর্বে এমন এক মর্যাদায় প্রেরণ করবেন যে, তার প্রতি নেকী-বদী সকলেই ঈমান আনবে। অন্য একদল বলেন : আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, ঈসা (আ:) এর প্রতি প্রত্যেক কিতাবের অধিকারী তার মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনবে। যারা এ মতের পক্ষে তারা বলেন : প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর সময় যখন সে সত্যকে প্রত্যক্ষ করবে , তার আত্মা ততক্ষণ বের হবেনা যতক্ষণ না তার নিকট তার নিজ ধর্মের গোমরাহী ও ইসলামের সত্যতা স্পষ্ট না হবে।

আলী বিন আবি তালহা ইবনে আব্বাস থেকে এই আয়াতের প্রসংগে বলেন : কোনো ইয়াহুদী মৃত্যু বরণ করবেনা ঈসা (আ:) এর প্রতি ঈমান আনা ব্যতিত। মুজাহিদ হতে বর্ণীত : প্রত্যেক আসমানী কিতাবের অধিকারী তার মৃত্যুর পূর্বে ঈসা (আ:) এর প্রতি ঈমান আনবে। ইবনে আব্বাস বলেন : যদি তার গর্দানে আঘাত করা হয় তার

Dhaka University Institutional Repository

আত্মা বের হবেনা যতক্ষণ না সে ঈসা (আ:) এর প্রতি ঈমান আনবে। ইকরিমাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন। কোন ইয়াহুদী মৃত্যুবরণ করবেনা যতক্ষণ না সে সাক্ষ্য দিবে যে, ঈসা আলণ্ঢাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল যদিও তার উপর অস্ত্রের আঘাত করা হোক। সাঈদ বিন যুবায়ের ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন। উবাই এর ক্বেরাত হলো তাদের মৃত্যুর পূর্বে। কোন ইয়াহুদী কখনো মৃত্যু বরণ করবেনা যতক্ষণ না সে ঈসা (আ:) এর প্রতি ঈমান না আনবে। ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করা হলো, যদি কেউ ঘরের ছাদ থেকে পড়ে তাহালে আপনার মত কি? তিনি বলেন: সে শুন্যে থেকে এই সাক্ষ্য দিবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি তাদের কারো ঘাড়ে আঘাত করা হয়? তিনি বলেন : তার জিহবা বিড় বিড় করবে এই সবগুলো বর্ণনা ইবনে আব্বাসের বিশুদ্ধ মত।

অপর একদল বলেন: আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কেউ থাকবেনা যে তার মৃত্যুর পূর্বে মুহাম্মদ (সা:) এর প্রতি ঈমান আনবেনা। যারা এ মতের প্রবক্তা তারা উলেণ্ঢখ করেন; ইকরিমাহ বলেন: কোন ইয়াহুদী এবং খ্রীষ্টান মৃত্যুবরণ করবেনা যতক্ষণ না মুহাম্মদ (সা:)এর প্রতি ঈমান আনবে। অত:পর ইবনে জারীর বলেন: বিশুদ্ধতার দিক থেকে এমতগুলোর মধ্যে উত্তম হলো প্রথম মতটি। আর তা হলো ঈসা (আ:) এর পূন: আগমণের পর এমন কোনো আহলে কিতাব থাকবেনা যে, ঈসা (আ:) এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবেনা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইবনে জারীর যা বলেছেন ইহাই সঠিক মত।

কেননা ঈসা (আ:) কে হত্যা করা এবং শুলে চড়ানোর বিষয়ে ইয়াহুদীদের দাবী ও মূর্খ খ্রীষ্টানদের উক্ত দাবী সমর্থন করার বিষয়টি ভ্রান্ড় প্রমাণ করার জন্য প্রাসংগিক আয়াতগুলো উলেণ্ঢখ করার উদ্দেশ্য। মহান আলণ্ঢাহ জানিয়ে দেন যে, বিষয়টি এমন নয়, বরং তাদের নিকট সাদৃশ্যময় করে দেয়া হয়েছে। তারা ঈসার মত এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তারা এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করেনি। অত:পর মহান আলণ্ঢাহ তাকে তাঁর নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি জীবিত ও অবশিষ্ট আছেন। তিনি অচিরেই কিয়ামতের পূর্বে আগমণ করবেন অত:পর পথভ্রষ্ট মাসীহকে হত্যা করবেন। ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন। এবং জিযিয়া কর রহিত করবেন। অর্থাৎ কোন দ্বীনদারের নিকট থেকে উহা গ্রহণ করবেন না। বরং তিনি ইসলাম বা তরবারী এর যে কোনো একটি গ্রহণ করবেন । অত:পর এ আয়াত জানিয়ে দেয় যে, তখন আহলে কিতাবের সকলেই তার প্রতি ঈমান আনবে। তাদের কেউ তাকে সত্য বলে মানতে পিছপা হবে না। অত:পর যারা আয়াতের ব্যাখ্যা এমন করেন যে, প্রত্যেক কিতাবী তার মৃত্যুর পূর্বে ঈসা (আ:) বা মুহাম্মদ (সা:) এর প্রতি ঈমান আনবে। এটাও ঘটবে। আর উহা হলো প্রত্যেক ব্যক্তিরই যখন মৃত্যু উপস্থিত হবে তখন তার নিকট যা অন্ধকার ছিলো তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। এবং সে উহার প্রতি ঈমান আনবে। তবে এটা উপকারী ঈমান হবেনা। যখন সে মৃত্যুর ফেরেশতা প্রত্যক্ষ করবে। যেমন সুরা নিসাতে উলেণ্ঢখ আছে : তওবা কবুল হবেনা ঐ সকল লোকের যারা অপরাধ করতেই থাকে কিন্তু যখন মৃত্যু এসে হাজির হয় সে বলে আমি তওবা করলাম।" [১৯]

উক্ত পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ হলো বণী ইসরাঈলরা নবীর যুগ থেকে শুর‍ু করে বর্তমান পর্যন্ড় যতই একঘেয়েমি ও গোড়ামী কর‍ুকনা কেনো, তাদের কেহই নিজ আদর্শের উপর আমৃত্যু টিকে থাকতে পারবে না। তাদেরকে এক পর্যায়ে সত্যের কাছে মাথানত করতেই হবে।

7.3 : eYx BmivC‡ji mv‡_ †gv‡Avgv jvZ :

বিশ্বনবীর সময়কার আহলে কিতাবের সাথে মুসলমানদের বিয়ে-শাদী এবং তাদের জবাইকৃত প্রাণী মুসলমানদের জন্য খাওয়ার বৈধতা নিয়ে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এবং আলোকে বর্তমান কালের ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের সাথে মুসলমানদের মুআ'মালাতের বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১ পৃষ্ঠা- ৭৫৪-৭৫৫

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

اليوم احل لكم الطيبت وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسفحين ولا متخذى اخدان- ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو فى الاخرة من الخاسرين-

অর্থ : আজ তোমাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হলো। ইতোপূর্বে যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে, আহলে কিতাবের প্রস্তুতকৃত খাবার ও তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খাদ্য সামগ্রী ও তাদের জন্য হালাল, সতী-সাধ্বী মুমিন নারীর সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তোমাদের জন্য হালাল। তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের সতী নারীদের বিয়ে করা তোমাদের জন্য হালাল, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মহরানা পরিশোধ কর। তোমরা তাদের চরিত্রের রক্ষক হিসেবে, ব্যাভিচারকারী হিসেবে নয় এবং গোপনে সম্পর্ক করে কামনা চরিতার্থকারী হিসেবে নয়। আর যে আলণ্ঢাহর উপর থেকে ঈমান প্রত্যাখান করে নিবে তার আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর সে আদালতে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ড় দলের অন্ড়র্ভূক্ত হবে। [২০]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

''মহান আলণ্ঢাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের উপর অপবিত্র হারাম খাদ্যবস্তুর বিবরণ দেয়ার পর এবং তাদের জন্য পবিত্র যা হালাল এর বিবরণের পর বলেন- اليوم احل لكم الطيبات ''আজকের দিনে তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু সমূহ হালাল করা হলো।'' অত:পর তিনি দুই কিতাবের অধিকারী ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের জবাইকৃত প্রাণীর বিধান উলেণ্ঢখ করেন। এবং বলেন : ''আহলে কিতাবের খাদ্যবস্তু তোমাদের জন্য হালাল''। ইবনে আব্বাস, আবু উমামা, মুজাহিদ, সাঈদ বিন যুবাইর, ইকরিমাহ, আতা, হাসান, মাকহুল, ইব্রাহীম নাখয়ী, সুদ্দী, মুকাতিল বলেন : অর্থাৎ তাদের জবাইকৃত প্রাণী সমূহ। আর এটি আলেমদের সর্বসম্মত একটি মত যে, তাদের জবাই করা প্রাণীর গোশত মুসলমানদের জন্য হালাল। কেননা তারা গাইর"লণ্ঢাহর নামে জবাই করা হারাম মনে করে। এবং জবাই করার সময় আলণ্ঢাহ ছাড়া আর কারো নাম উচ্চারণ করেনা। যদিও তারা মহান আলণ্ঢাহর বিষয়ে এমন বিশ্বাস রাখে যা থেকে তিনি পবিত্র। তবে আরবের খ্রীষ্টান যেমন বণী তাগলীব, তানুখ, জুযাম, লাখাম, আমেলাহ এবং তাদের মত যারা আছে তাদের জবাই করা প্রাণী অধিকাংশের মতে খাওয়া যাবে না। উবায়দাহ হতে বর্ণীত তিনি বলেন আলী (রা:) বলেছেন: বণী তাগলীব গোত্রের জবাই করা প্রাণী তোমরা খেওনা। কেননা তারা মদ পানের বিষয়ে খ্রীষ্টানদের নিকট থেকে দলীল গ্রহণ করে। কাতাদাহ হতে বর্ণীত তিনি সাঈদ বিন মুসাইয়াব এবং হাসান হতে বর্ণনা করেন, তারা বনু তাগলীব গোত্রের খ্রীষ্টানদের জবাই করা প্রাণী খাওয়াতে কোন দোষ মনে কনে না। আর অগ্নি পূজকরা যদিও তাদের নিকট থেকে জিযিয়া কর নেয়া হয় আহলে কিতাবদের সাথে সংশিণ্ঢষ্টতার কারনে। তবে তাদের জবাই করা কিছু খাওয়া যাবেনা এবং তাদের নারীদের বিয়ে করা যাবেনা।

২০. আল-কুর'আন. ৫ : ৫

অতঃপর মুফাসসির ও উলামাগণ ''তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্তগণের নারীদেরকে বৈধ করা হয়েছে'' আয়াত প্রসংগে মতবিরোধ করেছেন যে, প্রত্যেক কিতাবী নারীই কি বৈধ? স্বাধীনা হোক ক্রীতদাসী? ইবনে জারীর পূর্ববর্তী

Dhaka University Institutional Repository

একদল আলেম থেকে বর্ণনা করেন যারা আয়াতে المحصنة বলতে পুতঃপবিত্রা ব্যাখ্যা করেছেন। কারো মতে, এখানে আহলে কিতাব বলতে ইসরাঈলী নারী উদ্দেশ্য। আর এটিই ইমাম শাফেয়ী (র:) এর মত। কারো কারো মতে, এর দ্বারা জিম্মী নারীগণ উদ্দেশ্য হারবীগণ নয়। যেহেতু মহান আলণ্ঢাহ বলেছেন: যারা আলণ্ঢাহ ও আখেরাত বিশ্বাস করেনা তাদের সাথে লড়াই করো। আব্দুলণ্ঢাহ বিন উমর খ্রীষ্টান নারীদের বিয়ে করা বৈধ মনে করেন না। তিনি বলেন : এর চেয়ে বড় শিরক আছে বলে আমার জানা নেই যে, সে (নারী) বলবে তার রব ঈসা। অথচ মহান আলণ্ঢাহ বলেছেন: তোমরা মুশরিক নারীদেরকে ঈমান না আনা পর্যন্ড় বিয়ে করবেনা। ইবনে আব্বাস হতে বর্ণীত, তিনি বলেন : যখন ''তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করোনা'' আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন লোকেরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

এরপর ''তোমাদেরকে পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত নারীদের বিয়ে করো'' অবতীর্ণ হলে লোকেরা আহলে কিতাবের নারীদের বিয়ে করে। এমনকি একদল সাহাবা খ্রীষ্টান নারীদের বিয়ে করে এবং এতে কোন দোষ মনে করেননি।'' [২১]

আলণ্ঢামা মাওলানা সদর"দ্দিন ইসলাহী বলেন :

আহলে কিতাবের খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে তাদের যবেহকৃত প্রাণীও অন্ড়র্ভূক্ত। আমাদের জন্য তাদের এবং তাদের জন্য আমাদের খাদ্য দ্রব্য হালাল হওয়ার অর্থ হলো খাদ্য পানীয়ের ব্যাপারে আমাদেরও তাদের মধ্যে কোনো বাধা বা শুচি-অশুচির ব্যাপারে নেই। আমরা তাদের সাথে পানাহার করতে পারি তারাও আমাদের সাথে পানাহার করতে পারে। কিন্তু এ সাধারণ অনুমতি দেয়ার আগে এ বস্তুটির পূনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে, ''তোমাদের জন্য পাক পবিত্র বস্তু হালাল করা হয়েছে''। এ থেকে জানা গেলো যে, আহলে কিতাব যদি পাক পবিত্রতার যেসব নিয়ম-কানুন মেনে না চলে যেগুলো শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে মেনে চলা জর"রী, অথবা তাদের খাদ্যের মধ্যে হারাম বস্তু শামিল থাকে, তাহলে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ তারা যদি আলণ্ঢাহর নাম নেয়া ছাড়া কোনো প্রাণী যবেহ করে অথবা আলণ্ঢাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ করে, তাহলে সেসব প্রাণী খাওয়া আমাদের জন্য জায়েয হবেনা। অথবা তাদের পানাহারের টেবিলে বা দস্ড়রখানে মদ, শুকরের মাংস বা অন্য কোনো হারাম বস্তু থাকে তাহলে আমরা তাদের সাথে শরীক হতে পারিনা। আহলে কিতাব ছাড়া অন্যান্য অমুসলিমদের ব্যাপারেও একই হুকুম।

[২১.] হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, (কায়রো : দারুল হাদীস : ২০১১ খৃ:) খ-২ পৃষ্ঠা- ২৭-২৯

পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আহলে কিতাব যদি যবেহ করার সময় আলণ্ঢাহর নাম নিয়ে থাকে তাহলে তাদের যবেহকৃত প্রাণীই আমাদের জন্য হালাল আর আহলে কিতাব ছাড়া অন্যদের হত্যা করা প্রাণী আমাদের জন্য হালাল নয়। [২২]

Bqvû‘x Lxóvb‡‘i mv‡_ ‰eewnK m¤úK ¯vcb cms‡M gvIjvbv m‘i“wÏb Bmjvnx_e‡jb :

''এখানে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে। তাদের নারীদেরকেই বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং এর সাথে এই শর্ত লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা 'মুহসানাত' তথা সংরক্ষিত নারী হতে হবে। এ হুকুমের বিস্ড়ারিত ব্যাখ্যায় ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনে আব্বাসের মতে, এখানে 'আহলে কিতাব' দ্বারা সেসব আহলে কিতাব বোঝানো হয়েছে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক। অপরদিকে দার"ল হরব ও দার"ল কুফরের

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদেরকে বিবাহ করা জায়েয নয়। হানাফী ফকীহগণ এতে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে বর্হিবিশ্বের আহলে কিতাবের নারীদেরকে বিবাহ করা হারাম না হলেও অবশ্যই মাকর"হ।

পক্ষান্ড়রে সাঈদ ইবনুল মুসায়াব ও হাসান বসরী (রা:) এ মতে আয়াতটির হুকুম আম। তাই এখানে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক এবং অনৈসলামিক রাষ্ট্রের নাগরিকের মধ্যে পার্থক্য করার সুযোগ নেই। এরপর 'মুহসানাত' শব্দের অর্থের ব্যাপারেও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত ওমর (রা:) এর মতে এ অর্থ পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী নারী। এর ভিত্তিতে তিনি আহলে কিতাবের স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী মানসিকতার নারীদেরকে এ অনুমতির আওতাভুক্ত মনে করেননা। হাসান বসরী, শা'বী ও ইবরাহীম নাখয়ী ও এ মতই পোষণ করেন। এবং হানাফী ফকীহগণও এ মত পছন্দ করেন। অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী (র:) এর মত হলো এখানে শব্দটি দাসীদের মোকাবিলায় ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আহলে কিতাবের সেই সকল নারী যারা দাসী নয়। [২৩]

7.4 : wewfb Dc‘‡j wef³ Lxóvb RwZ :

বণী ইসরাঈলের খ্রীষ্টানরা ব্যহ্যত মুসলিম জাতির বির"দ্ধে একাট্রা মনে হলেও তাদের মধ্যে অভ্যন্ড়রিণ চরম বিভক্তি রয়েছে। তাদের এই বিভক্তি এই জাতি সূচনালগ্ন থেকেই শুর" হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ড় বহাল থাকবে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

ومن الذين قالوا انا نصرى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به- فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون-

অর্থ: এভাবে যারা বলেছিলো, আমরা 'নাসারা' তাদের থেকেও আমি পাকাপোক্ত অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তাদেরকে যে শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিলো তারও বিরাট অংশ তারা ভুলে গেছে। শেষ পর্যন্ড় আমি তাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্র"তা ও পারস্পারিক হিংসা বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছি। আর এমন এক সময় অবশ্যই আসবে যখন আলণ্ঢাহ তাদের জানিয়ে দেবেন তারা দুনিয়ায় কী করতো। [২৪]

---

২২. মাও: সদরুদ্দীন ইসলাহী, আল †KviAv‡bi cqMvg, প্রাগুক্ত : খ-১, পৃষ্ঠা-৩০৮

২৩. প্রাগুক্ত, খ-১ পৃষ্ঠা : ৩০৮-৩০৯

২৪. আল কুর'আন, ৫ : ১৪

খ্রীষ্টানদের পরিচয় প্রসংগে মাওলানা সদর"দ্দিন ইসলাহী বলেন :

মানুষের এ ধারণা ভুল যে, নাসারা (نصارى) শব্দটি নাসেরা (ناصرة) থেকে গৃহীত হয়েছে যা মসীহ ঈসা এর জন্মস্থান। মূলত শব্দটি নুসরাত (نصرة) থেকে গৃহীত । আর এর ভিত্তি হলো ঈসা (আ:) এর কথা من انصارى الى الله (কে আছো আলণ্ঢাহর পথে আমার সাহায্যকারী হবে?) এর জবাবে হাওয়ারীগণ বলেছিলেন, نحن انصار الله (আমরা হবো আলণ্ঢাহর কাজে সাহায্যকারী) খ্রীষ্টান লেখকরা সাধারণভাবে শুধুমাত্র বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখেই বিভ্রান্ড় হয়েছে, তারা মনে করেছে খৃষ্টবাদের প্রাথমিক ইতিহাসে ناصرية নামে একটি সম্প্রদায় ছিলো যাদেরকে তাচ্ছিল্য সহকারে নাসেরী ও ঈবুনী বলা হতো। তাদের নাম অনুসারে কুরআন মাজীদ সমগ্র খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য তা ব্যবহার করেছে। কিন্তু কুরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, তারা নিজেরাই বলেছিলো, আমরা নাসারা আর এটাও সুস্পষ্ট যে, তারা কখনো নিজেদের 'নাসেরী' বলেনি।

এ প্রসংগে উলেণ্ঢখযোগ্য যে, হযরত ঈসা (আ:) কখনো নিজের অনুসারীদের নাম খ্রীষ্টান বা মসীহী রাখেননি। তিনি সাধারণ বণী ইসরাঈল ও মুসা (আ:) এর শরীয়ত থেকে আলাদা কোনো দল গঠন করতে আসেননি। তাঁর প্রথম দিকের অনুসারীদেরও নিজেদেরকে ইসরাঈলী মিলণ্ঢাত থেকে আলাদা কোনো দল মনে করতেন না, আর না তারা একটি স্বতন্ত্র দল হিসেবে সংগঠিত হয়েছেন। তারা সাধারণ ইয়াহুদীদের সাথে বায়তুল মাকদিসের হাইকলে

Dhaka University Institutional Repository

ইবাদত করার জন্য যেতেন এবং নিজেদেরকে মুসা (আ:) এর শরীয়তের অনুসারী বলে মনে করতেন। (৩;১;১;১৪-১৫; ২১: ২১ বাইবেল প্রেরিতদের কার্যাবলী দ্রষ্টব্য)

পরবর্তীকালে দুই পক্ষ থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকা- শুর- হয়েছে। একদিকে ঈসা (আ:) এর অনুসারীদের মধ্য থেকে জুলুস (সেন্ট পল) শরীয়তের অনুসরণ শেষ করে দিয়ে ঘোষণা করেন যে, শুধুমাত্র ঈসা (আ:) এর ওপর ঈমান আনাই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট। অপরদিকে ইয়াহুদী আলেমগণও ঈসার অনুসারীদেরকে একটি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় আখ্যায়িত করে তাদেরকে সাধারণ বণী ইসরাইল থেকে আলাদ করে দেয়। কিন্তু এ বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও প্রথমদিকে এ বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের আলাদা বিশেষ কোনো নাম ছিলো না। ঈসা (আ:) এর অনুসারীরা কখনো নিজেদেরকে 'শিষ্য' (শাগরেদ) বলে উলেণ্ঢখ করতেন। আবার কখনো সাথী (র-ফাকা) কখনো ভ্রাতৃগণ (ইখওয়ান) কখনো 'ঈমানদারগণ' (মুমিনুন) কখনো যারা ঈমান এনেছে (আলণ্ঢাযিনা আমানু) আবার কখনো পবিত্রগণ (মুকাদ্দাসুন) বলে উলেণ্ঢখ করতেন। (প্রেরিতদের কার্যাবলী ২ : ৪৪, ৪ : ৩২, ৯ : ২৬, ১১ : ২৯, ১১ : ৫২, ১৫ : ১ ও ২৩ (রোমীয় ১৫ : ২৫ কুলুসীউ ১:২ দ্রষ্টব্য)

অপরদিকে ইয়াহুদীরা তাদেরকে কখনো গালীলী, আবার কখনো নাসেরীদের বেদয়াতী সম্প্রদায় বলে ডাকতো (কার্যাবলী) ২৪ : ৫ লুক ১৩ : ২) ঈসা (আ:) এর অনুসারীদেরকে নিন্দা ও বিদ্র-পার্থে এ নামে ডাকার কারণ হলো, হযরত ঈসা (আ:) এর জন্মভূমি ছিলো নাসেরাহ যা ফিলিস্ড়িনের গালীল জিলার অন্ড়র্গত। এ দলের বর্তমান খৃষ্টান নাম সর্ব প্রথম এন্ড়াকিয়াতে দেয়া হয়। সেখানকার কতিপয় মুশরিক অধিবাসী (অবজ্ঞা ও বিদ্র-পাচ্ছলে) প্রথম ৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এ নামকরণ করে, যখন সেন্ট পল ও বারণাবাস সেখানে নিজেদের ধর্ম প্রচার শুর- করেন (কার্যাবলী ১২ : ২৬)। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে এ লোকেরা নিজেরাই নিজেদেরকে এ নামে আখ্যায়িত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ড় তাদের মধ্যে এ অনুভূতিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে যে, তাদেরকে যে নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে তাতো আসলে একটি মন্দ নাম।

কুরআন মাজিদ এ জন্যই ঈসা (আ:) এর অনুসারীদেরকে মসীহী বা ঈসায়ী তথা খৃষ্টান নামে স্মরণ করেনি, বরং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, তোমরা তো আসলে সেসব লোক যাদেরকে ঈসা (আ:) **من انصارى الى الله** বলে সম্মোধন করেছেন। (অর্থাৎ কে আছো যে আলণ্ঢাহর পথে আমার সাহায্যকারী তখন তারা জবাব দিয়েছিলো **نحن انصار الله** (আমরা আলণ্ঢাহর রাহে আপনার সাহায্যকারী।

আর এজন্য তোমরা তো মূলত নাসারা বা আনসার। কিন্তু বর্তমান খৃষ্টান মিসনারীরা একথা স্মরণ করিয়ে দেয়ায় কুরআন মাজীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার পরিবর্তে কুরআনের বির-দ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করছে যে, কুরআন তাদেরকে মসীহী তথা খ্রীষ্টান বলার পরিবর্তে 'নাসারা' নামে কেন অভিহিত করছে? [২৫]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর নাসারাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব. বিদ্বেষ, বিভক্তি প্রসংগে বলেন :

وقوله : **ومن** الذين **قالوا انا نصارى اخذنا** ميثاقهم **اى ومن** الذين **دعوا** لانفسهم انهم **نصارى** يتابعون المسيح **بن** مريم عليه **السلام** وليسوا **كذالك**- **اخذنا** عليهم العهود والمواثيق **على متابعة الرسول ومنا** صرته ومؤازرته **واقتفاء اثاره** والايمان **بكل نبى** يرسله **الله الى** اهل **الارض**- **اى ففعلوا كما فعل** اليهود **خالفوا** المواثيق **وقضوا** العهود- ولهذا **قل فنسوا حظا مما ذكروا** به فاغرينا بينهم **العداوة والبغضاء الى** يوم القيامة- **اى** فالقينا بينهم **العداوة والتباغض** لبعضهم **بعضا ولا** يزالون **كذالك الى** قيام **الساعة وكذالك طوائف النصارى على اختلاف** اجناسهم **لا** يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم **بعضا** ويلعن بعضهم **بعضا**- **فكل** فرقه **تحرم الاخرى ولا** تدعها **تلج** معبدها فالملكية **تكفر** اليعقوبية **وكذالك الاخرون وكذالك** النسطورية والاريوسية - **كل طائفة تكفر الاخرى فى** هذه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد-

অর্থ : মহান আলণ্ঢাহর কথা ''আর যারা বলে, আমরা 'নাসারা' আমরা তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম'' অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে 'নাসারা' বলে দাবী করে তারা মসীহ বিন মারইয়ামের অনুসরণ করার দাবী

Dhaka University Institutional Repository

করে। বিষয়টি এমন নয়। আমরা তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্র“তি গ্রহণ করেছিলাম তারা যেনো রাসূলের আনুগত্য করে, তাকে সাহায্য করে এবং তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করে এবং এই পৃথিবীতে পাঠানো সকল নবীর প্রতি ঈমান আনে। অর্থাৎ তারা এমন আচরণ করলো যেমন ইয়াহুদীরা করেছিলো, তারা অঙ্গীকার ও প্রতিশ্র“তি ভঙ্গ করেছিলো। এজন্য মহান আলণ্ঢাহ বলেন : ''তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তার অধিকাংশই তারা ভুলে গিয়েছিলো, এর ফলে আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ড় শত্র“তা, ক্রোধ নিক্ষেপ করে দিলাম।'' অর্থাৎ তাদের মধ্যে শত্র“তা, পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিলাম। এমতাবস্থা কিয়ামত পর্যন্ড় বহাল থাকবে। অনুরূপভাবে খ্রীষ্টানদের দলসমূহ তাদের জাতিগত ভিন্নতার দর“ণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ সর্বদাই পোষণ করে। তারা একে অন্যকে কাফির সাব্যস্ড় করে, একে অপরের উপর অভিশাপ বর্ষণ করে। প্রত্যেক দল একে অপরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। একদল অন্য দলকে নিজেদের ইবাদত গৃহে প্রবেশ করতে দেয়না। মালাকিয়্যাহ সম্প্রদায় ইয়াকুবিয়্যাহ সম্প্রদায়কে কাফির সাব্যস্ড় করে। অনুরূপভাকে অন্যরাও। অনুরূপ নাসতুরিয়্যাহ এবং আইয়ূসিয়্যাহ প্রত্যেক দল অপর দলকে এই দুনিয়ায় কাফির সাব্যস্ড় করবে এবং হাশরের মাঠেও।[২৬]

---

[২৫] মাওঃ সদরুদ্দীন ইসলাহী, আল †KviAv‡bi cqMvg, প্রাগুক্ত : খ-১, পৃষ্ঠা-৩১৩-১১৪

[২৬] হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-২ পৃষ্ঠা- ৪৪

7.5 : 'wbqv e¨wc nZ¨vKvÛ I mšvmev‡'i D¯vbx'vZv I gj‡nvZv Bqvû'x m¤c'vq :

বণী ইসরাঈলের ইয়াহুদী সম্প্রদায়টি জাতিগতভাবে তাদের জন্মলগ্ন থেকেই সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করত। বিশ্বনবীর যুগে তারা তাদের এই কুঅভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বর্তমান যুগে তো তারা এ ক্ষেত্রে তাদের পারঙ্গমতার ষোলকলা পূর্ণ করেছে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا انما نحن مصلحون- الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون-

অর্থঃ যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করোনা, তারা বলে, আমরা তো শান্ড়িকামী, মূলত তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা তা অনুভব করেনা।"[২৭]

উপরোক্ত আয়াতে মহান আলণ্ঢাহ তাদের বক ধার্মিকতার স্বরূপ উন্মোচিত করে দিয়েছেন। তারা নিজেদেরকে মিডিয়ার জোরে দুনিয়াজোড়া শান্ড়ির পায়রা বলে প্রচার করে। মহান আলণ্ঢাহর ঘোষণা পরিস্কার করে দিচ্ছে যে, এরাই হলো অশান্ড়ির শকুন।

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেনঃ

عن ابن مسعود وعن اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض ----- قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية ٍ وقال ابو جعفر عن الربيع بن انس عن ابى العالية فى قوله تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قال يعنى لا تعصوا فى الارض وكان فسادهم ذالك معصية الله ٍ لانه من عصى الله فى الارض او امر بمعصية الله فقد افسد فى الارض- لان صلاح الارض والسماء بالطاعة- وقال ابن جريج عن مجاهد : واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قال اذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا انما نحن على الهدى مصلحون- عن سلمان الفارسى قال : لم يجيئ اهل هذه الاية بعد- قال ابن جرير يحتمل ان سلمان اراد بهذا ان الذين يأتون

Dhaka University Institutional Repository

بهذه الصفة اعظم فسادا من الذين كانوا فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم لا انه عنى انه لم يمض ممن تلك صفاته احد ۔

অর্থ: ইবনে মাসউদ এবং একদল সাহাবী হতে বর্ণীত, যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করোনা। আয়াতে ফাসাদ অর্থ কুফুরী এবং পাপাচারিতায় লিপ্ত হওয়া। আবু জা'ফর রাবী থেকে তিনি আনাস থেকে, তিনি আবুল আলিয়াহ থেকে বর্ণনা করেন, ''আলণ্ঢাহ তায়া'লার কথা, ''যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করোনা'' এর অর্থ তোমরা জমিনে অবাধ্য হয়োনা। তাদের বিশৃঙ্খলা ছিলো আলণ্ঢাহর অবাধ্য হওয়া। কেননা যে জমিনে আলণ্ঢাহর অবাধ্য হয় বা আলণ্ঢাহর অবাধ্য হতে নির্দেশ দেয় সে জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করলো। কেননা আসমান ও জমিনের শান্ড়ি বজায় থাকে আনুগত্যের মাধ্যমে। ইবনে জুরাইহি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, তাদেরকে যখন বলা হয় তোমরা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করোনা। এর অর্থ হচ্ছে তারা যখন আলণ্ঢাহর অবাধ্যতার দিকে ধাবিত হয়, তখন তাদের বলা হয় তোমরা এমন এমন কাজ করোনা, তখন তারা বলে আমরা সঠিক পথে আছি এবং সংশোধনের পথেই আছি।

---

২৭. আল-কুর'আন, ২ : ১১-১২

সালমান ফারসী থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন : এই আয়াতের বৈশিষ্ট্যধারীরা পরবর্তীতে আর আসবেনা। ইবনে জারীর বলেন: সালমানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই বৈশিষ্ট্যের লোকেরা যারা আসবে তারা নবীর যুগের লোকদের চেয়ে অধিক ফাসাদ সৃষ্টিকারী হবে। তাঁর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এই চরিত্রের লোক আর আসবেনা। [২৮]

পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও অন্যায় যুদ্ধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলনে ইয়াহুদীদের অপপ্রয়াস প্রসংগে মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون فى الارض فسادا- و الله لا يحب المفسدين ۔

অর্থ: যতোবারই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায় ততোবারই আলণ্ঢাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আলণ্ঢাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কখনো পছন্দ করেন না। [২৯]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

اى كلما فقدوا لسبابا يكيدونك بها وكلما ابرموا امورا يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم ويحيق مكرهم السيئ بهم- ويسعون فى الارض فسادا و الله لا يحب المفسدين اى من سجيتهم انهم دائما يسعون فى الافساد فى الارض و الله لا يحب من هذه صفته-

অর্থা : তারা যখনই আপনার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র পাকাবে এবং আপনার সাথে যুদ্ধ বাঁধাবার কোনো পরিকল্পনা আটবে আলণ্ঢাহ তাদের ষড়যন্ত্র তাদের উপরই চাপিয়ে দেন এবং তাদের কুটকৌশলের কুফল তাদেরকে দিয়েই মিটিয়ে দেন। ''এবং তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, আলণ্ঢাহ বিশৃঙ্খলাকারীদের পছন্দ করেননা।'' অর্থাৎ তাদের স্বভাবজাত অভ্যাস হলো, তারা সর্বদা পৃথিবীতে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সৃষ্টিতে তৎপর থাকে। অথচ মহান আলণ্ঢাহ এমন বৈশিষ্ট্যের লোকদের পছন্দ করেননা।[৩০]

বর্তমান ইয়াহুদী সমাজ বিশ্বময় নৈরাজ্য ও বিপর্জয়ের সামগ্রিক কলকাঠি নাড়ছে সুকৌশলে। তাদের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সূচনা লগ্ন থেকে এই জাতীর হঠকারিতা, নৈরাজ্য সৃষ্টির পারঙ্গমতার কারণে অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এই জাতি অগ্রসর হতে থাকলেও হযরত সুলায়মান (আ:) এর সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের চরম উন্নতি হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর থেকে তাদের চরম অধ:পতন শুর“ হয়। যুগে যুগে পৃথিবীতে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার বিবরণ দিতে গিয়ে 'ইসরাঈল ও মুসলিম জাহান' গ্রন্থে গ্রন্থকার সাইদুর রহমান ও মোহাম্মদ সিদ্দিক যেই বিবরণ দেন তা নিম্নে উলে®খ করা হলো :

---

২৮. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১ পৃষ্ঠা- ৬৬

২৯. আল-কুর'আন, ৫ : ৬৪

৩০. হাফিজ ইসমাইল বিন কাসীর, Zvdmxij KiAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-২ পৃষ্ঠা- ৯৭

''হযরত সুলায়মান (আ:) এর বদৌলতে বণী ইসরাঈলগণ ঐশ্বর্যের চরম শিখরে পৌঁছিয়েছিল। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে তারা আবার খোদার বিধি নিষেধ লংঘন করতে শুর“ করে। ধীরে ধীরে তারা নৈতিক অধ:পতনের সর্বশেষ স্ড়রে নেমে যায়। ঐশী শাসনতন্ত্রের বিরোধীতা করা শাসক ও নেতাদের স্বভাবে রূপ নেয়। এদের আলিমগণ, শিক্ষিতেরা ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছা মাফিক আলণ্ঢাহর কালামের অপব্যাখ্যা প্রদান করে শাসক শ্রেণীর সকল অপকর্মের সমর্থন যোগাতে থাকে। ফলে নানাবিধ জগন্য অপরাধ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় বিস্ড়ার করতে থাকে। উপরে উপরে দীনের খোলসটা বজায় রেখে ভিতরে ভিতরে চরমভাবে দীনের বরখেলাফ কাজে অত্যন্ড় তৎপর থাকে। দূর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, যাকাত বন্ধ করে দিয়ে সুদের ভিত্তিতে লেনদেনের প্রসার, যিনা-ব্যভিচার ও অশণ্ঢীল অনুষ্ঠানাদি ইসরাঈলী সমাজে আর দুষনীয় বিবেচিত হতো না। ফলে দেখতে দেখতে শুর“ হলো বৈষম্যের সংঘাত; স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নেতৃত্বের কোন্দল, আঞ্চলিকতার প্রশ্ন। হযরত সুলায়মান (আ:) এর মূল প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রটি ভেঙ্গে দু'খন্ড হয়ে গেলো। উত্তর প্যালেস্টাইন ও জর্ডানে ইসরাঈল রাষ্ট্র কায়েম হয়। এর রাজধানী হয় 'সামরিয়া' আর দক্ষিণ প্যালেস্টাইন ও আদুম এর এলাকা নিয়ে গঠিত হয় ইহুদিয়া রাষ্ট্র। জের“যালেম হয় এর রাজধানী।

বলা বাহুল্য যে, এই দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম দিন হতেই কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও তীব্র দ্বন্দ্ব শুর“ হয়। আর এর ধ্বংস হওয়া অবধি এই অবস্থায়ই অব্যাহত থাকে।'' ৩১

বণী ইসরাঈল জাতি ছিলো আলণ্ঢাহর সবচাইতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত জাতি; কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হয়। আলণ্ঢাহর অভিসম্পাতে পড়ে তারা অপর জাতির দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হয় এবং পরিশেষে স্বীয় আবাস ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে সারা বিশ্বে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং যুগ যুগ ধরে অত্যন্ড় নাজুক জীবন যাপন করতে থাকে। যারা শত আঘাত অপমান এবং নির্যাতন সহ্য করেও স্বীয় আবাসভূমি আঁকড়ে ধরে পড়েছিল, তাদের উপর বহু বছরব্যাপী বিশ্বের বিভিন্ন জাতি শাসন করেছিলো- যেমন -

১. ব্যাবিয়লোনীয়রা খৃ: পু: - ৫৮৬ - ৫৩৮ অব্দ পর্যন্ড়
২. পারসিকরা ,, ,, - ৫৩৮ - ৩৩২ ,, ..
৩. গ্রীকরা ,, ,, - ৩৩২ - ১৬৬ ,, ,,
৪. মক্কাবীরা ,, ,, - ১৬৬ - ৬৩ ,, ,,
৫. প্যাগান রোমানরা ,, ,, - ৬৩ - ৩২৩ খৃষ্টাব্দ ,,
৬. বাইজান্টাইনরা খৃষ্টাব্দ - ৩২৩ - ৬১৪ ,, ,,
৭. পারসিকরা ,, - ৬১৪ - ৬২৮ ,, ,,

Dhaka University Institutional Repository

৮. রোমকরা - ,, - ৬২৮ - ৬৩৭ ,, ,,

---

৩১. সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, BmivBj I gmwjg Rvnvb, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা-১৩২-১৩৩

৯. আরবরা- ,, - ৬৩৭ - ১০৭২ ,, ,,

১০. মুসলিম তুর্কীরা ,, - ১০৭২ - ১০৯২ ,, ,,

১১. আরবরা - ,, - ১০৯২ - ১০৯৯ ,, ,,

১২. খৃষ্টানরা - ,, - ১০৯৯ - ১১৮৭ ,, ,,

১৩. আরবরা - ,, - ১১৮৭ - ১২২৯ ,, ,,

১৪. খৃষ্টানরা- ,, - ১২২৯ - ১২৩৯ ,, ,,

১৫. আরবরা- ,, - ১২৩৯ - ১৫১৪ ,, ,,

১৬. মুসলিম তুর্কিরা - ,,- ১৫১৪ - ১৯১৭ ,, ,,

১৭. বৃটিশরা - ,, ১৯১৭ - ১৯৪৭ ,, ,,

১৮. আরব + ইসরাঈল- ,, ১৯৪৭ - ১৯৫০ ,, ,, [৩২]

উপরের চিত্র থেকে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে অভিশপ্ত এই জাতিটি কী ছন্নছড়া অবস্থায় শতাব্দির পর শতাব্দি গোলামীর জিঞ্জির গলায় নিয়ে বিভিন্ন মনিবের অধীনে লাঞ্ছনার জীবন অতিবাহিত করেছে। তবে বিস্ময়ের সাথে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এর মধ্যেও এ জাতিটি দুনিয়াভর বিশৃঙ্খলা, হানাহানি ও সন্ত্রাসবাদের অগ্নি প্রজ্জলিত করে রাখার ব্যাপারে অত্যন্ড় দক্ষতার সাথে মূখ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্ড়ান নবী-রাসূলগণকে নির্মমভাবে হত্যা করা ছিলো ঐ জাতির সন্ত্রাসী চেহারার সবচেয়ে ভয়ংকর রূপ। 'ইসরাঈল ও মুসলিম জাহান' গ্রন্থে গ্রন্থকারদ্বয় বলেন :

''নবী-রাসূলদের উপর তাদের অত্যাচারের কাহিনী তাদেরই গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। দৃষ্টান্ড়স্বরূপ আমরা এখানে 'বাইবেল' থেকে কয়েকটি ঘটনার উলেণ্ঢখ করছি :

১. হযরত সুলায়মান (আ:) এর পর বণী ইসরাঈলদের রাজত্ব যখন জের"যালেমের 'ইহুদী' রাজ্য ও 'সামেরীয়' ইসরাঈলী রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেলো তখন তাদের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ বিগ্রহের সূচনা হয়। পরিণতি এতদূর দাঁড়ায় যে ইহুদী রাজ্য নিজ ভাইদের বির"দ্ধতার জন্যে দামেস্কের আরামী রাষ্ট্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। এজন্যে আলণ্ঢাহর নির্দেশ অনুসারী হানানী নবী ইহুদী রাজ্যের শাসনকর্তা আসা'কে সতর্ক করে দেন। কিন্তু, আসা' নবীর এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করে তাকে অন্ধকারময় কারাগারে নিক্ষেপ করে। (২, বংশাবলী, ১৭শ অধ্যায়: ৭-১০ আয়াত)

২. হযরত ইলিয়াস (আ:) যখন 'বাআল' নামক দেবতার পূজা করার কারণে ইয়াহুদীদের ভৎসনা করেন এবং পূণরায় তাওহীদের আহবান প্রচারে মনোনিবেশ করেন, তখন সামেরীয়া রাজ্যের ইসরাঈলী বাদশাহ আখীয়াব নিজের মুশরিক স্ত্রীর খাতিরে হযরত ইলিয়াস কে হত্যা করার জন্যে তৎপর হয়। হযরত ইলিয়াস আত্মরক্ষার জন্যে বাধ্য হয়ে সিনাই উপদ্বীপের পর্বতমালার মধ্যে আত্মগোপন করেন। অন্ড়রে অত্যন্ড় বেদনা নিয়ে তিনি আলণ্ঢাহ তায়ালার নিকট ফরিয়াদ করেন, ''বণী ইসরাঈলগণ তোমার সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্র"তি ভঙ্গ করেছে, তোমার

Dhaka University Institutional Repository

নবীদিগকে তরবারী দ্বারা হত্যা করেছে, একা আমিই বেঁচে গিয়েছি। তবুও তারা আমার প্রাণ নেয়ার জন্য সদ্য চেষ্টিত।" (১ রাজাবলী : ১৯শ অধ্যায়: ১-১০ আয়াত)

---

[৩২]. সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, BmivBj I gmwjg Rvnvb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৫-১৪৬

৩. মিকা-ইয়াহ নামক আর একজন নবীকে এই আখীয়াবই সত্য কথা বলার অপরাধে কারারুদ্ধ করেছিলো এবং তাঁকে খাবারের ভিতর বিষ মাখিয়ে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলো। (১. রাজবালী-২২ অধ্যায়-২৬-২৭ আয়াত)

৪. ইয়াহুদী রাজ্যে যখন প্রকাশ্যভাবে মূর্তিপূজা ও ব্যভিচার শুরু হয়েছিলো এবং জাকারিয়া নবী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, তখন 'ইউওয়াস' নামক ইহুদী বাদশাহর নির্দেশে যুল হায়কলে সুলাইমানীতে মাকদাস ও কুরআন গাহের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে পাথর মেরে হত্যা করেছিলো। (২. বংশাবলী-২৪ অধ্যায়-২১ আয়াত)

৫. এরপর সামেরীয়ার ইসরাঈলী রাষ্ট্র যখন আমুরীদের হাতে চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেলো এবং জেরুযালেমের ইয়াহুদী রাজ্যের উপর কঠিন বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসলো, তখন ইয়ারমিয়াহ নবী নিজ জাতির এই পতনের জন্যে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং প্রতিটি অলিতে-গলিতে ঘুরে ঘুরে ঘোষণা করতে লাগলেন : জাগো, সাবধান হও, অন্যথায় তোমাদের পরিণতি সামেরীয়দের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট এবং মারাত্মক হবে। কিন্তু জাতির নিকট হতে এই সাবধানবাণীর কি উত্তর পাওয়া গিয়েছিলো? তাঁর উপর চর্তুদিক হতে অত্যাচার ও জুলুমের শিলাবৃষ্টি হয়েছিলো। তাকে কঠিনভাবে মারধোর করা হয়েছিলো, রশি দিয়ে বেঁধে তাকে কর্দমাক্ত কূপে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো, যেন তিনি ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রনায় ছটফট করে সেখানেই শুকিয়ে মারা যান। এরপর তাকে দেশদ্রোহী ও বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে ষড়যন্ত্রকারী বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো। (যিরমিয় : ১৫ অধ্যায় ১০ আয়াত)

৬. হযরত আমুস নামক অপর এক নবী সম্পর্কে উলেণ্ঢখ করা হয়েছে, যখন তিনি সামেরীয়ার ইসরাঈলী রাষ্ট্রের ভ্রান্ড় কার্যাবলী ও ব্যভিচারের প্রতিবাদ করলেন এবং এইসব কাজের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে তাদের সাবধান করলেন, তখন তাঁকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, দেশ হতে চলে যাও এবং অন্যত্র গিয়ে নবুয়ত কর। (২০ অধ্যায়-২০-২৩ আয়ত)

৭. হযরত ইয়াহইয়া ইউহাসা (আ:) যখন ইহুদীদের বাদশাহ 'হীরোদেস' এর দরবারে প্রকাশ্যে যে সব অসচ্ছরিত্রতা এবং ব্যভিচার হতো তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন, তখন সর্ব প্রথম তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। অত:পর বাদশাহর প্রেমিকার নির্দেশে জাতির এই আদর্শস্থানীয় ব্যক্তির মস্ড়ক কর্তন করে একখানা থালায় রেখে তার সম্মুখে উপহারস্বরূপ পেশ করা হয়েছিলো। (মার্ক অধ্যায়-৬ আয়াত ১৭-২৯)

৮. হযরত ঈসা (আ:) এর প্রতিও যে এই ইসরাঈল জাতি একইরূপ ব্যবহার করেছিলো তা বাইবেলের মথী অধ্যায় ২৭, ২০-২৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।"

''হযরত ঈসা (আ:) কে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দিতে পেরে কুচক্রী ইহুদী সম্প্রদায় উলণ্ঢাসে আত্মহারা হয়ে পড়ে এবং তারা যে শ্রেষ্ঠ জাতি তা প্রমাণের জন্যে 'তালমুদের' সংবিধানগুলি তুলে ধরে। বণী ইসরাঈল জাতির শ্রেষ্ঠত্ব

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণের জন্যে ইহুদী পন্ডিতগণ কর্তৃক ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে প্যালেস্টাইন ও বেবিলনে এই তালমুদ গ্রন্থের দু'টি খন্ড লিখিত হয়েছিলো। এতে লিখা আছে :

ক) অ-ইহুদী মানুষের ধন সম্পদের কোন মালিকানা নেই। ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক ইহুদী জাতি। অ-ইহুদীদের অর্জিত ধন-সম্পদ ন্যায়তই ইহুদীগণ দখল করে নিতে পারে।

খ) অ-ইহুদী মানুষ ও তাদের ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্যেই আলণ্ঢাহ তা'য়ালা ইহুদী জাতিকে দুনিয়াতে মনোনীত করেছেন।

গ) মানুষ যেমন সৃষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনি ইহুদী জাতি মাটির পৃথিবীতে বসবাসকারী সমগ্র মানুষ গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহুদী ছাড়া সকল মানুষের মধ্যেই পশুত্ব ও পাপ-প্রবৃত্তি রয়েছে।

ঘ) আলণ্ঢাহ তায়ালা অ-ইহুদীদের নিকট থেকে সুদ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিনা সুদে অ-ইহুদীদের ঋণ দিতে নিষেধ করেছেন। '(উদ্বৃত, ইহুদী চক্রান্ড়' সম্পাদনায় : আব্দুল খালেক, প্রকাশনায়-মার্ফ পাবলিকেশন্স, ঢাকা) [৩৩]

মহান আলণ্ঢাহ তা'য়ালার নামে মিথ্যা অপবাদ প্রদানে অভ্যস্থ এবং আসমানী কিতাবে বিকৃতি ও মনগড়া কথা সংযোজনে পারঙ্গম ইয়াহুদী জাতিটি উক্ত বিকৃত ও মনগড়া খোদায়ী বাণীর দোহাই দিয়ে বিশ্বময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে থাকে। পৃথিবীকে সর্বদা অস্থিতিশীল ও উত্তপ্ত রাখাতেই যেনো তাদের স্বস্ড়ি। শান্ড় পৃথিবী তাদের নিকট অসহ্য ও গা-জ্বালার কারণ। এরা মানবতার মুক্তির নবী, শান্ড়ির বার্তাবাহক বিশ্বনবীর আগমণে খুশী না হয়ে বরং তাকে শিশু বয়সেই দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়ার চক্রান্ড়ে লিপ্ত হয়। তাদের মধ্যে সৌভাগ্যবান, হেদায়েতপ্রাপ্ত গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া বাকী সকলেই যুগ যুগ ধরে ভ্রান্ড়ির গোলক ধাঁধায় আচ্ছন্ন থাকে।

''৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ। ইহুদীগণকে গণকিনীরা সংবাদ দিলো সেই প্রতিশ্রুত নবী মুহাম্মদ (সা:) পৃথিবীতে এসে গেছেন। তাদের ভেতর সাজ সাজ রব পড়ে গেল। এ যেন জাতীয় জীবনের সব থেকে সংকটময় মুহূর্ত। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা আর কি! তাঁকে তালাশ করে বের করার জন্য ইহুদী গোয়েন্দারা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

৫৮২ খৃষ্টাব্দ। সিরিয়ার এক ইহুদী গণকিনী একদা চিৎকার করে আর্কিমিডিসের ন্যায় ঘোষণা দিলো; আজই সেই প্রতিশ্রুত নবী মুহাম্মদ সিরিয়া ভূখন্ডে প্রবেশ করবে। মুহূর্তে এর সংবাদ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। কুচক্রী ইহুদী পান্ডারা প্রমাদ গুনলো। তারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। আর সীমান্ড়ে সীমান্ড়ে পাহারার ব্যবস্থা করা হলো।

---

৩৩. সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, BmivBj I gmwjg Rvnvb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৬, ১৪৮

ইতোমধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুলণ্ঢাহ (সা:) তাঁর চাচাজান শ্রদ্ধেয় আবু তালিবের সাথে বাণিজ্যোপলক্ষ্যে সিরিয়ায় প্রবেশ করে বসরা শহরের দ্বারপ্রান্ড়ে গিয়ে উপনীত হয়েছেন। যাত্রা পথের ক্লান্ড়ি দূর করবার জন্যে কাফেলা এখানে যাত্রা বিরতি করলো।

এখানে একজন নেস্টরীয় খৃষ্টান ধর্মযাজক তপস্যা করতেন। নাম তাঁর 'বহীরা'। এই খৃষ্টান তাপস অনেক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলেন এই কাফেলার প্রতি। এক অলৌকিক কান্ড তাঁকে সচকিত করে। আর তা হলো কাফেলার সকলেই যখন মরুভূমির প্রখর রোদ্রে ঝলসিয়ে যাচ্ছিলো, তখন ঐ একই কাফেলার একটি ছোট বালককে এক খন্ড সাদা মেঘ ছায়াদান করে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সিরিয়ার ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্ড়ফা (সা:) এর আগমণে যে আতংক সৃষ্টি হয়েছিলো, তা বহীরাও অবগত ছিলেন। তাই তিনি সতর্ক দৃষ্টি সবদিকে রাখছিলেন। ইতোমধ্যেই যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়লো, তাতে তিনি শিহরিয়ে উঠেন এবং বালক নবী মুহাম্মাদ (সা:) কে হিফাজতের জন্যে কাফেলার সকলকে সতর্ক করে দেন। এবং যে ৭জন সশস্ত্র ইহুদী যুবক ছুটে কাফেলার দিকে আসছিলো, তাদের দিকে এগিয়ে যান। এই ৭ জন ইহুদী যুবক নিকটবর্তী হতেই তিনি তাদেরকে বাঁধা দেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কারা? উত্তরে তারা বলে আমরা সিরিয়ার ইহুদী। বহীরা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোথায় ছুটছো? তারা বললো, ''গণকিনী ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, আজই নাকি সেই প্রতিশ্র“ত নবী সিরিয়াতে অনুপ্রেবেশ করবে। তাকে কোনমতোই সিরিয়াতে প্রবেশ করতে দেয়া হবেনা। বনী ইসমাঈল বংশীয় কোনও নবীকেই আমরা বরদাস্ড় করবোনা।'' যুক্তিবাদী বিজ্ঞ বহীরা শিক্ষিত ৭ ইহুদী যুবকে যুক্তির শিকলে বেঁধে ফেললেন। তিনি তাদেরকে দুটি প্রশ্ন করে বললেন, (ক) প্রথম থেকে আলণ্ঢাহর পরিকল্পনাকে যারা নস্যাৎ করতে চেয়েছিলো তারা কি তা করতে পেরেছিলো? যুবকরা জবাব দিল 'না'। বহীরা বললেন, তবে কেন তোমরা শিক্ষিত যুবক হয়ে খোদার উপর খোদকারী করতে ছুটেছো? তোমাদের আমাদের পূর্ব পুর“ষ হযরত ইবরাহীম (আ:) এর আগমণকে নস্যাৎ করে দেবার জন্যে খোদায়ী দাবিদার অত্যাচারী সম্রাট নমর“দ তার সাম্রাজ্যের বিশাল বাহিনীকে ব্যবহার করেও তা পারেনি। তোমাদের মুক্তি দাতা হযরত মুসা (আ:) এর আগমণবার্তা অত্যাচারী সম্রাট ফেরাউন দ্বিতীয় র‌্যামেসিস গণক গণকিণীদের নিকট থেকে শুনে তা স্ড়ব্ধ করে দেবার ব্যপক প্রচেষ্টা নিয়েও কী লজ্জাকর ভাবেই না আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার নিকট পরাভূত হয়েছিলো, সে ইতিহাস কি তোমরা পড়নি? শিক্ষিত যুবকরা সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে এবং নিজেদের বোকামীর জন্য লজ্জিত হয়ে ফিরে যায়।

ইহুদী ও ইহুদী নিয়ন্ত্রিত বৃহৎ শক্তি বর্গ আজ যেমন পৃথিবীর সকল ভুখন্ডের উপর দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে আধিপত্য বিস্ড়ারের জন্যে শান্ড়িপ্রিয় অ-ইহুদী জাতিসমূহের সপক্ষে ও বিপক্ষে দাঁড়িয়ে অস্ত্র, কু-জ্ঞান ও মোটা সুদে ঋণ দিয়ে কুমিরের অশ্র“পাত করছে, সরলপ্রাণ মানুষের সর্বনাশ সাধন করছে, ঠিক তেমনিভাবে তৎকালীন সময়ে জের“যালেম থেকে রোমানগণ কর্তৃক বিতাড়িত ইহুদী গোত্র বনু কুরাইজা, বনু-নাজীর এবং বণু কাইনুকা স্থানীয় বাসিন্দা বনু আউস ও বনু খাযরাজ গোত্রকে একে অপরের বির“দ্ধে লেলিয়ে দিয়ে 'বুয়াস' এর যুদ্ধের মতো সব থেকে দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত করে।

বনু কুরাইজা ও বনু নাযীর গোত্র আউস গোত্রকে খাযরাজ গোত্রের বির“দ্ধে উৎসাহ প্রদান করে: আর বনু কাইনুকা খাযরাজ গোত্রকে আউস গোত্রকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য ইন্ধন জোগায়।'' [৩৪]

মদিনা সনদে স্বাক্ষরদানকারী অন্যান্য পক্ষ সকল শর্ত মেনে চললেও প্রথম থেকেই ইহুদী কুচক্রীরা তা মানেনি। যখনই তারা বুঝতে পারলো যে, মুহাম্মাদ (সা:) কোনো দলীয় স্বার্থের উদ্যোক্তা নহেন, তখনই তারা বেঁকে বসলো।[৩৫]

মদিনার ইহুদীরা গালাগালি ও কুৎসা রটিয়েই ক্ষান্ড় হলোনা। তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধও করেছিলো। পবিত্র সনদে তারা মুসলমানদিগের সাথে রাষ্ট্র রক্ষার চুক্তি সম্পাদন করে, কার্যত তা ভঙ্গ করে বদরের যুদ্ধের সময় বনু কাইনুকা গোত্র কুরাইশদের সহযোগিতা করে। কিন্তু উহুদ যুদ্ধে বনু-নযীর গোত্র পূণরায় মুনাফেকী করে এবং শত্র“র সাথে মিলিত হয়। আব্দুলণ্ঢাহ বিন উবাই ৩০০ জন ইহুদী যোদ্ধাসহ মাঝ পথ থেকে কেটে পড়ে। মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে তারা শত্র“ বাহিনীর সাহায্য করে। উপরন্তু একটি আপোস রফার মানসে একটি

Dhaka University Institutional Repository

সভা ডেকে পাথর গড়িয়ে দিয়ে তাঁকে হত্যার চক্রান্ড় করে। খন্দকের যুদ্ধে শত্র" পক্ষকে অপেক্ষাকৃত দূর্বল স্থানের সন্ধান দিয়ে বনু কুরায়জার ইহুদীগণ গুর"তর অপরাধ করে। [৩৬]

মুসলিম সেনাপতি মাহমুদ বিন মসলামা যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ড় হয়ে পড়লে দুর্গ প্রাচীরের ছায়ায় একটু বিশ্রামের জন্যে দাড়ালেই ইহুদী দলপতি কেনানা বিন আবিল হকীক উপর থেকে পাথর ফেলে তাকে শহীদ করে। [৩৭]

'সালাম-বিন-মিশকাম নামক এক ইহুদীর স্ত্রী জয়নব বিনতুল হারিস একটি বকরী পাক করে তাতে বিষ মিশিয়ে হুযুর সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহে ওয়া সালণ্ঢামকে খেতে দেয়। মুখে গ্রাস নেয়া মাত্রই তিনি কুচক্রীদের চক্রান্ড় বুঝতে পারেন এবং সাথে সাথে থুথু করে ফেলে দেন। কিন্তু বিষ এত প্রবল ছিলো যে, ইতোমধ্যেই তার প্রতিক্রিয়া শুর" হয়ে যায়। আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামিনের কৃপায় তিনি বেঁচে গেলেও তাঁর সঙ্গী বিশার ইবনুল মার"র এই খাবারের এক গ্রাস খেয়েই মারা যান। জয়নব তার কুকীর্তির জন্য মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত হয়।

৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮জুন রাসূল (সা:) ইন্ড়েকাল করেন। এই সুযোগে ইহুদীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং মদীনা প্রজাতন্ত্রের ধ্বংস সাধনের এবার মরণপণ তৎপরতা শুর" করে। হাজার হাজার আরববাসী ইসলাম ত্যাগ করে ইহুদীদের পক্ষ নেয়। ইহুদীদের প্ররোচনায় রাতারাতি অনেক ভন্ড নবী গজিয়ে উঠে। এ সময় হাজার হাজার মুনাফিক মুসলমান ইসলাম পরিত্যাগ করে স্বধর্মে ফিরে যায়। কিন্তু খলিফা আবু বকর (রা:) সাহস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে কুচক্রীদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিবার জন্য রিদ্দা যুদ্ধ পরিচালনা করেন। [৩৮]

---

৩৪. সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, BmivBj I gmwjg Rvnvb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৪-১৬৭

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭০

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৪

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৭

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৯-১৮০

কিন্তু ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে যেই হযরত উমর (রা:) ইন্ড়িকাল করেন, অমনি তারা বিভিন্ন স্থান থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কিন্তু এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারায় ইসলাম ও মুসলিম জাতির একজন একনিষ্ঠ খাদেম ও সমঝদার হিসেবেই।

দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের ইয়েমেন রাজ্যের সানা নামক স্থানের অধিবাসী আব্দুলণ্ঢাহ বিন সাবা ছিলো এদের প্রধানতম নেতা। সে ইবনে সওদা নামেও পরিচিত ছিলো। সাবাই আন্দোলনের নেতা আব্দুলণ্ঢাহ ইবনে সাবা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি প্রকাশ্যে খলিফা উসমান (রা:) এর খিলাফতকালের অষ্টম বর্ষে (৬৫২ খৃ:) বসরার গভর্ণর আব্দুলণ্ঢাহ ইবনে আসীরের নিকট গিয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং কুরআন-হাদীসের উপর ব্যাপক পড়াশুনা করেন। এরপর তিনি একজন চরম দরবেশী ভাব প্রদর্শন করতে থাকেন। তার দরবেশী ভাবমূর্তিতে সরল প্রাণ বহু মুসলমান তার একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হয়। এই সকল ভক্তের সংখ্যা যখন কুচক্রী আব্দুলণ্ঢাহ ইবনে সাবার আশানুরূপ হয়ে বেড়ে গেলো, তখনই তার আসল পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে অগ্রসর হলো।

আব্দুলণ্ঢাহ বিন সাবা ছিলো অত্যন্ড় ধুরন্ধর ব্যক্তি। সে জানতো যাঁরা প্রশাসনের শীর্ষে থাকেন, তাদের বির"দ্ধে অধীনস্থ প্রজাদের এক অংশ অবশ্যই অসন্তুষ্ট থাকে। কারণ, ক্ষমতায় গিয়ে কোনও লোকের পক্ষেই সকলকে সন্তুষ্ট রাখা সম্ভব নয়। তাই সে তার অশুভ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্ড়রে জনমত গঠনে মনোনিবেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম সে খলীফা হযরত উসমান (রা:) এর নিয়োজিত শাসনকর্তাদের বির"দ্ধে প্রচারণা শুর" করে এবং সরকার কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হলে খলীফা হযরত উসমান (রা:) এর বির"দ্ধেও প্রচারণা চালাতে আরম্ভ করে। মিসরে গমন করে ইবনে সাবা প্রচার করতে থাকে যে, হযরত আলীই প্রকৃতপক্ষে এবং ঐশি বিধান অনুসারে খিলাফতের উত্তরাধিকারী, খলীফা উসমান (রা:) অন্যায় অধিকারী মাত্র। এবং প্রথম তিন খলীফা অবৈধভাবে তাঁকে খিলাফত হতে বঞ্চিত করেছে। ইবনে সাবার এই বিষময় প্রচারণা মিসর, কুফা এবং বসরার সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ড় করে। তাদের এক বৃহত্তম অংশ হযরত মুহাম্মাদ (সা:) এর গোত্রীয় (বনু-হাশিম) ও জামাতার সপক্ষে দাঁড়িয়ে হযরত উসমান (রা:) এর বির"দ্ধে উৎখাতের আন্দোলন শুর" করলে বনু-হাশিম ও বনু উমাইয়াদের (হযরত উসমানের বংশ) মধ্যে এক গৃহ যুদ্ধের সূচনা হয়। ইসলামের ইতিহাসে সর্ব প্রথম যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিলো তার মূলে ছিলো কুচক্রী ইহুদী নেতা এই আব্দুলণ্ঢাহ ইবনে সবারই প্ররোচনা ও চক্রান্ড়। এই উপমহাদেশের বৃটিশ তাড়াও অভিযানের মহান নায়ক মৌলানা মুহাম্মাদ আলী জওহর বলেন: ''ইবনে সাবা হযরত আলী (রা:) কে রাসূলুলণ্ঢাহ (সা:) এর ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী বলে প্রচারণা করতে থাকে এবং আশা করে যে, রাসূলুলণ্ঢাহর চাচাত ভাই তাদের ঐকান্ড়িক সমর্থন দান করবেন।'' ডক্টর মাহমুদুল হাসান বলেন : ''স্বার্থান্ধ ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত ইবনে সাবা হযরত আলীর সমর্থন লাভ না করলেও তাহার খিলাফতের ন্যায্যতাকে কেন্দ্র করে বিভেদ সৃষ্টি করে।''
এমনিভাবে এই কুচক্রী ইবনে সাবা (ক) কুরায়শকে অকুরায়েশদের বির"দ্ধে (খ) আনসারকে মুহাজেরিনদের বির"দ্ধে (গ) হিমারাইটদেরকে মুযহারাইটদের বির"দ্ধে (ঘ) মুর"য়ারদেরকে দীনদের বির"দ্ধে (ঙ) আর বেদুঈনদেরকে কুরাইশ ও উমাইয়াদের বির"দ্ধে এবং (চ) বিজিত অঞ্চলের অমুসলিমদেরকে মুসলিম জাতির বির"দ্ধে প্ররোচিত করে সমগ্র মুসলিম জাহানে এক নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আরব ঐতিহাসিক তাবারী বলেন। ''মুসলমানদিগকে ভুল পথে চালিত করার জন্য সে স্থানান্ড়র গমন করে'' বসরা ও কুফা হতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে বহিস্কৃত হয়ে ইবনে সাবা মিসরে গমণ করে এবং সেখানে হযরত উসমানের বির"দ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভ ও ব্যাপক ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়।[৩৯]
খলিফা হযরত উসমান (রা:) বললেন : ''যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ পর্যন্ড় আলণ্ঢাহ প্রদত্ত এই দান আমি ত্যাগ করবোনা। রাসূলুলণ্ঢাহ (সা:) এর ওসিয়ত মোতাবেক জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ড় ধৈর্য ধারণ করে আমি আমার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে যাবো। মৃত্যুকে আমি ভয় করিনা এবং তাকে আমি সহজভাবেই গ্রহণ করবো। আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবোনা, কারণ আমি যুদ্ধ করতে চাইলে আমার পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্যে হাজার হাজার সৈনিক রয়েছে। মুসলমানের একবিন্দু রক্তপাত করবার ইচ্ছা আমার নেই। ''
হযরত উসমান (রা:) এর শেষ কথাটি সম্পূর্ণভাবে তাঁর বির"দ্ধেই কাজ করে। কারণ বিদ্রোহীগণ হযরত উসমান (রা:) এর শেষের বাক্যটি দ্বারা তাদের জীবনের নিরাপত্তা পেলো। ফলে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ উৎসাহ নিয়ে খলিফার বাসগৃহ অবরোধ করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলো যে, কেউ খলিফার জন্যে একঢোক পানি পর্যন্ড় এগিয়ে দিতে পারেনি। কেবলমাত্র হযরত আলী (রা:) মাঝে মধ্যে অতি সংগোপনে কিছু কিছু সরবরাহ করতেন।
৬৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ জুন। বিদ্রোহীরা দেওয়াল অতিক্রম করে ছাদের উপরে উঠে গেলো। তাদের সকলের সম্মুখে মুহাম্মদ বিন আবি বকর। ইবনে সাবার পদলেহনকারী মুহাম্মদ বিন অবু বকর সহ কয়েকজন বিদ্রোহী খলিফার সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো। হযরত উসমান (রা:) মুহাম্মদ বিন আবু বকরের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন হে

Dhaka University Institutional Repository

ভাতিজা : তোমার পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক যদি এ সময় জীবিত থাকতেন তবে তিনি এরূপ কার্য পছন্দ করতেন? একথা শুনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর একটু লজ্জিত হয়ে পিছে হটে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কয়েকজন বিদ্রোহী এগিয়ে এলো। এদের একজন একটা লৌহদন্ড দিয়ে খলিফাকে আঘাত করলো, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাত হয়ে পড়ে গেলেন। আর মুখে উচ্চারণ করলেন, ''বিসমিলণ্ঢাহ ওয়া তাওয়াক্কালতু আলালণ্ঢাহ''- ঠিক সেই সময়ই আর একজন খলীফাকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করলো। তৃতীয় ব্যক্তি তরবারী দ্বারা আঘাত করলো। তখনো খলীফার সামনে পবিত্র কুরআন খোলা ছিলো। ফিনকী দিয়ে রক্ত বের হয়ে পবিত্র কুরআনের উপর পতিত হয়ে তা রঞ্জিত করলো। এ দৃশ্য দেখে হযরত উসমান (রা:) এর স্ত্রী হযরত নায়লা আর স্থির থাকতে পারলেন না।

---

[৩৯]. সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, BmivBj I gmwjg Rvnvb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮১-১৮২

তিনি তাড়াতাড়ি শত্র"র তরবারীর আঘাত ঠেকাবার জন্যে হাত বাড়ালেন। ফলে তাঁর হাতের তিনটি আঙুলই কেটে মাটিতে পড়ে গেলো। ইতোমধ্যে হযরত উসমান (রা:) এর র"হ মুবারক তাঁর নশ্বর দেহ হতে অনন্ড় ধামে পাড়ি জমায়।[৪০]

ইহুদীরা জানতো কোনোদিনই সম্মুখ যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে পারা যাবে না। তাদের উপর জয়যুক্ত হতে হলে আগে এদের বীর শ্রেণির লোকদেরকে নিঃশেষ করতে হবে এবং শক্তিশালী মুসলিম নেতৃত্বকে হত্যা করতে হবে। তা তাদেরই একজনকে অপরজনের বির"দ্ধে লাগিয়ে দিয়ে। প্রথমে তারা (সাবায়ী পন্থীরা) হযরত আলী (রা:) এর পক্ষাবলম্বনের ভান করে। এই ভান যাতে আলী (রা:) এর ন্যায় বিচক্ষণ জ্ঞানীর জ্ঞানেও ধরা না পড়ে সেজন্যে তারা প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা:) এ বংশের প্রতি একান্ড় মহব্বতশীল এটা প্রমাণের জন্যে একটি দল গঠন করে। এর নাম দেয় ''জমিয়িয়াতে মুহিব্বনে আহলে বায়াত''। যার বাংলা দাঁড়ায়- ''হুজুরের পরিবার বর্গের প্রেমিক সংঘ''। হযরত রাসুলুলণ্ঢাহ সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢামের ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে দু'জন নিকট সাহাবী হযরত তালহা (রা:) এবং জুবায়ের (রা:)। ইহুদী চক্রান্ড়ের বেড়াজালে আবদ্ধ খলীফা হযরত আলী (রা:) এর এই দুরাবস্থা দেখে তাঁরা আর স্থির থাকতে না পেরে হযরত আয়েশা (রা:) এর নিকট পরিস্থিতির ভয়াবহতা বর্ণনা করার জন্যে দ্র"ত ছুটে যান মদীনা থেকে মক্কা শরীফে। পরিস্থিতির গুর"ত্ব উপলব্ধি করে হযরত আয়েশা (রা:) কুচক্রীদের উৎখাত এবং হযরত উসমান এর হত্যার নায়কদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে এক বাহিনী নিয়ে ছুটে চলেন কুচক্রীদের ঘাঁটি বসরাতে। বসরা দখল করে (৬৫৬ খৃ: অক্টোবর) হযরত উসমানের হত্যার সাথে জড়িতদের নিশ্চিহ্ন করে তিনি যখন হযরত তালহা (রা:) ও হযরত জুবায়ের (রা:) এর সহযোগিতায় বৃহত্তর অভিযানের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, হযরত আয়েশা (রা:) এর বাহিনীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য হযরত আলী (রা:) ও অগ্রসর হন। কুচক্রী সাবায়ী গ্র"পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো হযরত আয়েশা (রা:) এর বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। এর প্রমাণ মেলে পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে। বিশেষ করে ''উষ্টের যুদ্ধে।'' ৬৫৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আয়েশা (রা:) হযরত তালহা (রা:) ও হযরত জুবায়ের (রা:) বসরা অধিকার করলে এবং কুচক্রীদের শাস্ড়ি দাবী করলে হযরত আলী (রা:) বসরা অভিযানে বের হন। হযরত আলী (রা:) বসরা পৌঁছেই দেখতে পেলেন বসরা সম্পূর্ণরূপেই হযরত আয়েশা (রা:) এর নিয়ন্ত্রণে। তাই তিনি জিকার নামক স্থানে তাঁবু ফেলে শান্ড়ির প্রস্ড়াব দিয়ে হযরত আয়েশা (রা:) এর কাছে কায়াকায়াকে পাঠালেন। হযরত আয়েশা (রা:) ও হযরত আলী (রা:) কারোরই কারোর বির"দ্ধে যুদ্ধ করার বাসনা ছিলোনা। কারণ, তারা উভয়েই ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণকামী। উপরন্তু উভয়ের

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক জামাই শাশুড়ী। তাই হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা:) সাথে সাথে হযরত আলী (রা:) এর প্রস্ড়াব গ্রহণ করলেন। এতে কুচক্রী ইহুদী নেতা ইবনে সাবা ও তার অনুসারীরা আতঙ্কিত হলো।

---

৪০. সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, BmivBj I gmwjg Rvnvb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯০-১৯১

তারা ভাবলো এদের ভিতর মিল মিমাংসা হলেই তাদের সমূহ বিপদ হবে। কারণ, এর পরে উসমান হত্যার আসল রহস্য বেরিয়ে পড়বে। আর তা পড়লে তাদের এতদিনকার সকল প্রচেষ্টা তো পন্ড হবেই, তার উপর তাদের সকল অপকীর্তির মাশুল অবশ্যই দিতে হবে। তাই তারা হযরত আলী (রা:) ও হযরত আয়েশা (রা:) এর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটনের জন্যে কলাকৌশল খুঁজতে লাগলো। রাত ঘনিয়ে এলো। হযরত আয়েশা (রা:) ও হযরত আলী (রা:) এর সৈন্যদল যার যার ক্যাম্পে নিশ্চিন্ড়ে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু কুচক্রীদের চোখে ঘুম নেই। তারা ক্যাম্প থেকে একটু দুরে সরে গিয়ে ষড়যন্ত্রের সলাপরামর্শে লিপ্ত হলো। তাদের ভিতর একজন বললো আলী, তালহা ও জুবায়ের এই তিনজকেই হত্যা করা হোক। তাহলেই সব বিপদের পরিসমাপ্তি ঘটবে। আর একজন বললো তাও বিপদের সম্ভাবনা কম নয়। তার চেয়ে বরং চলো আমরা এসব ঝামেলা ত্যাগ করে সরে পড়ি। কিন্তু শয়তানের চূড়ামণি ইবনে সাবা বললো- যদি তোমরা নিজেদের মঙ্গল চাও তবে তোমরা সেনাবাহিনীর মধ্যে থেকেই একদল অন্য দলের বির"দ্ধে লাগিয়ে দাও। নতুবা কোনো ক্রমেই তোমাদের নিস্ড়ার নেই। ইবনে সাবার পরামর্শ সকলেরই মন:পূত হলো। আবার তারা যুক্তি পরামর্শ করে তাদের কার্য পদ্ধতি ঠিক করে নিলো। অত:পর রাতের অন্ধকারে হযরত আলীর দলভুক্ত ইবনে সাবার অনুসারীরা হঠাৎ করে হযরত আয়েশার ঘুমন্ড় বাহিনীর উপর তীর দিয়ে আক্রমণ চালায়। ফলে চারদিকে হৈ চৈ শুর" হয়। ব্যাপার কি জানার জন্যে হযরত আয়েশা, জুবায়ের ও তালহা (রা:) ক্যাম্প থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন-ব্যাপার কি? সৈন্যগণ উত্তর করে হযরত আলী (রা:) এর সৈন্যগণ বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়েছে। এতে হযরত আয়েশার সাথে হযরত তালহা ও যুবায়ের অত্যন্ড় দুঃখিত ও মর্মাহত হন। হযরত আলী (রা:) এরূপ একটা জঘন্য কাজ করতে পারে এটা মনে করতেই তারা দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন। ওদিকে হযরত আলী (রা:) ও ব্যাপার কি জানার জন্যে ঘটনা স্থলে ছুটে গেলেন। সাথে সাথে কুচক্রী সাবায়ী সম্প্রদায়ের লোক দৌড়ে গিয়ে হযরত আলী (রা:) কে উত্তেজিত করার জন্যে উসকানীমূলক কথা বলতে থাকে। হযরত তালহা (রা:) ও জুবায়ের (রা:) এর সৈন্যরা বড়ই বিশ্বাসঘাতক, শান্ড়ি প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও তারা রাতের অন্ধকারে আমাদের ঘুমন্ড় সৈন্য বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়েছে। তাদের এই মুনাফেকী যাতে কেউ ধরতে না পারে এজন্য হযরত আলী ও আয়েশা (রা:) এর উভয় বাহিনীতেই তারা ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলো। এরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাওয়াতে হযরত আলী (রা:) অত্যন্ড় দুঃখ পান। তাই তিনি আফসোস করে বলেছিলেন যে, হযরত তালহা ও হযরত জুবায়েরের দ্বারা এমন একটা জঘন্য কাজও অনুষ্ঠিত হতে পারলো? কিন্তু ইতোমধ্যেই উভয় পক্ষে সম্পৃক্ত সাবায়ী বাহিনী পরিস্থিতি এতো ঘোলাটে করে তোলে যে, হযরত আলী (রা:), হযরত আয়েশা (রা:) উভয়ের পক্ষেই যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া গত্যন্ড়র থাকলোনা। তাই হযরত আলী (রা:) যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন।

হযরত আয়েশা (রা:) এর সপক্ষে হযরত তালহা (রা:) ও জুবায়ের (রা:) এর জবাবে এগিয়ে এলেন। ফলে রাতের ঐ অন্ধকারেই উভয় পক্ষের মধ্যে অচিন্ড়নীয় ভাবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো। সাবায়ী দল অন্ড়রে

Dhaka University Institutional Repository

প্রশান্ড়ি লাভ করলো। মুসলমান হয়ে মুসলমান ভাইয়ের এরূপ নৃশংস হত্যাকান্ডে ব্যথিত হয়ে হযরত তালহা (রা:) ও হযরত জুবায়ের (রা:) যুদ্ধ পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় পাপাত্মা মারওয়ান তাদের যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে দেখে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করলো। তীর বিদ্ধ তালহার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তবুও জুবায়ের (রা:) এর ভ্রুক্ষেপ নাই । তিনি ভারত সম্রাট অশোকের মতো অনুতপ্ত মন নিয়ে সম্মুখে এগিয়েই চলছিলেন। ইতোমধ্যে আসরের নামাজের ওয়াক্ত হওয়াতে সাবা নামক মাঠের মধ্যেই নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় মারওয়ানের দোসর আমর এসে তাকে নামাজরত অবস্থায় শহীদ করলো। আমর ও মারওয়ান কর্তৃক রাসূলুলণ্ঢাহ (সা:) এর প্রখ্যাত দুই সাহাবীর শহীদ হওয়াতে হযরত আলী (রা:) দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন। কিন্তু পরিস্থিতি যেন সম্পূর্ণভাবেই সকলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এবং সবকিছুই যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে যাচ্ছিল।

প্রখ্যাত সাহাবী ও মুসলিম জেনারেল হযরত তালহা (রা:) ও জুবায়ের (রা:) কে এভাবেই যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ করতে দেখে হযরত আয়েশা (রা:) দ্রুতগতিতে এগিয়ে এলেন এবং স্বয়ং উটের পিঠে আরোহন করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। সপ্তাকালব্যাপী যুদ্ধ চলার জন্যে যে পবিত্র রক্ত ক্ষয় হচ্ছিলো তা দেখে বসরার কাজী কায়ার বিন সাওমার আর স্থির থাকতে পারলেন না; তিনি আয়েশার নিকট গিয়ে বললেন- অন্যায়ভাবে রক্তপাত হচ্ছে, আপনি যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিন। কিন্তু তখন যুদ্ধ বন্ধ করার কোনো উপায় ছিলোনা।

কাজী কায়ারের এই যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টা সাবারী বাহিনী মোটেই সহ্য করতে পারছিলোনা। তাই তিনি হযরত আয়েশা (রা:) এর শিবির থেকে বের হয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতেই এক সাবাই সৈন্যের তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। [৪১]

জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আলী (রা:) বিজয়ী হলেও তাঁর প্রধান ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হযরত আমির মুয়াবিয়াহ (রা:) তখনও জনমত গঠনের জন্যে নিহত খলিফা হযরত উসমান (রা:) এর রক্তাক্ত জামা ও তাঁর স্ত্রী হযরত নায়লার কর্তিত আঙ্গুল জুমুআর দিনে মসজিদে এবং জনসভায় জনগণকে প্রদর্শন করতে থাকেন। এবং কুচক্রীরা কি নৃশংসভাবেইনা তাঁকে হত্যা করেছিলো তা বর্ণনা করে জনতাকে উত্তেজিত করতে থাকেন। এবং হযরত আলী (রা:) এই হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিলম্ব করায় এই নৃশংস হত্যাকান্ডের সাথে তাঁকেও জড়িত করেন। এটা আলী (রা:) অবশ্যই সম্যক অবগত ছিলেন; তবুও তিনি হযরত উসমান (রা:) এর শাহাদাত বরণের জন্যে সারা মুসলিম বিশ্বব্যাপী যে অশান্ড় অবস্থা বিরাজ করতে থাকে, তা আয়ত্তে আনার জন্যে সময় ক্ষেপণ করতে থাকেন। এটা মুসলিম বিশ্বের সামগ্রিক স্বার্থেই। কারণ, মুসলিম বিশ্বের অধীন অমুসলিমদের বিদ্রোহ ঘোষণা করার একটা সমূহ আশংকা খলীফা বোধ করছিলেন।

---

৪১. সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, BmivBj I gmwjg Rvnvb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯২-১৯৫

কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রা:) এর নিকট আনুগত্যের হাত খলিফা বারংবার প্রসারিত করা সত্ত্বেও প্রতিবারই ফিরিয়ে দেন। তাই খলিফা বাধ্য হয়ে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সিফ্ফীনে হযরত মুআবিয়া (রা:) এর ৬০,০০০ সৈন্যের মুকাবিলা করার জন্যে ৫০,০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন। ৬৫৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে যখন হযরত আলী (রা:) এর জয় একেবারে সুনিশ্চিত তখনই হযরত আলী (রা:) এর সেনাবাহিনীতে সম্পৃক্ত সাবায়ী গ্রুপের সৈন্যরা হঠাৎ করে যুদ্ধ বন্ধের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কারণ মুসলিম বিশ্বের সকল দ্বন্দ্ব ঝঞ্জাট এই যুদ্ধের মাধ্যমেই শেষ হয়ে যেতে দেখে কুচক্রীরা প্রমাদ গুনলো। কেননা, হযরত মুয়াবিয়া (রা:)

Dhaka University Institutional Repository

এখানে শেষবারের মতো পরাজিত হলে হযরত আলী (রা:) একেবারে নিষ্কন্টক হয়ে যেতে পারতেন। মুসলিম বিশ্বে আবার শান্ড়ি ফিরে আসতো। তারা বীর কেশরী হযরত আলী (রা:) এর নেতৃত্বের ছায়াতলে সমবেত হয়ে বিশ্বজয়ে বের হতে পারতো । সাবায়ী কুচক্রীদের সকল চক্রান্ড় কুকর্ম উদঘাটনও ফাঁস হয়ে পড়তো। তাই তারা হযরত আলী (রা:) কে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করে। হযরত আলী (রা:) এতে কোনও মতেই রাযী হচ্ছিলেন না দেখে সাবায়ী গ্র“পের ১২০০০ সৈন্যের একটি গ্র“প হযরত আলী এর বির“দ্ধে বিদ্রোহ করে চলে যায়। এই গ্র“পের আর যারা হযরত আলী (রা:) এর বাহিনীতে থাকলো তাদের পীড়াপীড়িতে তিনি হযরত মুআবিয়া (রা:) সাথে সন্ধি করতে রাযী হন। [৪২]

সকল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো কুফা। কুফার তামীম, বকর ও জামাদান গোত্রের লোকেরা এদের দলভুক্ত ছিলো। এরাই হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের এবং আয়েশা (রা:)এর বির“দ্ধাচরণ করেছিলো। আবার এরাই হযরত আলী (রা:) ও মুআবিয়া (রা:) এর বির“দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। আবার এরাই সিফফীনে হযরত আলী (রা:) কে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলো। এদেরকে 'খারিজী' বলা হয়। হযরত আলী (রা:) কে বিপদে ফেলে চলে গিয়ে হার“রী নামক এক গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলো বলে এদেরকে হার“রীও বলা হয়। এই হার“য়রা খারিজীরা একটি পরিষদ গঠন করে এবং আব্দুলণ্ঢাহ ইবনে ওয়াহাবের নেতৃত্বে ৪০০০ সৈন্য নিয়ে একটি শক্তিশালী সেনা বাহিনীও গঠন করে। এরা প্রচার করতে থাকে যে, হযরত উসমান (রা:) ও হযরত আলী (রা:) বেআইনীভাবে খিলাফত দখলকারী। অতএব তাদেরকে হত্যা করাই ধর্মীয় বিধান। কেননা তারা কুরআন মানে না। এর বাস্ড়ব প্রমাণ হযরত আলী মুআবিয়ার সাথে দুমাতল জান্দলের মীমাংসা কুরআন মোতাবেক করেনি। অতএব সে কাফির এবং কাফিরকে হত্যা করা পুণ্যের কাজ। এই পুণ্যের কাজ করবার জন্যে তারা ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি ঘাতকদলও গঠন করে। এরা হলো (ক) আমর ইবনে বাকর (খ) বকর ইবনে আব্দুলণ্ঢাহ (গ) আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম (ঘ) আব্দুর রহমান ইবনে শাবিব। [৪৩]

---

৪২. সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, BmivBj I gmwjg Rvnvb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৭-১৯৮

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৯-২০০

ইতিহাসের পাঠকেরা অবগত আছেন, পরবর্তীকালে মুসলিম সভ্যতা সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে ইরাকের বাগদাদ নগরী। মুসলিম ঐক্যের প্রতীক খলীফা আল মু'তাসিম বিলণ্ঢাহ তখন ক্ষমতায়। বাগদাদকে কেন্দ্র করেই তাদের গোপন ষড়যন্ত্র নতুন করে শুর“ হয়। তারা মুসলমানদের রাজনৈতিক ব্যক্তিটি নিয়ে পায়ে মাড়াই করার জন্যে নর-রাক্ষস তাতারীদের সাথে যোগসাজস করে। তখন এই নর-রাক্ষস তাতারীরা চীনের মঙ্গোলিয়া থেকে বের হয়ে পঙ্গ পালের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র এশিয়াকে বিধস্ড় করে চলে। তবুও তাতারী নেতা চেঙ্গীস খান মধ্য এশিয়ায় উপরিভাগে খাওয়ারিজম বা খিভা পর্যন্ড় হানা দেয়ায় মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্ড়র ভাগে অগ্রসর হতে সাহসী হয়নি। চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্য যখন তদীয় পৌত্রদের মধ্যে বিভক্ত হয়, তখন মধ্য এশিয়া ও তৎসংলগ্ন দেশগুলো হালাকু খাঁর ভাগে পড়ে। কিন্তু হালাকু ও তাঁর নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে পা বাড়াতে সাহসী হয়নি। দীর্ঘ ছয়শো বছরের নিরবিচ্ছিন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত 'খিলাফতে ইসলামীর' গৌরব ও প্রতাপের প্রভাব তখনও কারোর অন্ড়র হতেই অন্ড়র্হিত হয়নি। এমতাবস্থায় আলণ্ঢাহ ইসলাম ও মুসলিম জাতির পরম শত্র“ শিয়ার“পী ইহুদী নেতা ইবনে

Dhaka University Institutional Repository

সাবার উত্তর সুরিরা মুসলিম সাম্রাজ্যের ভেতর এমন নৈরাজ্যের সৃষ্টি করলো যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ভূমির র"দ্ধদ্বার হালাকুর সন্মুখে আপনা আপনিই উন্মোচিত হয়ে গেলো। খোরাসান ও তুস নগরেও ঐ একই ঘটনা ঘটে। খোরাসানের পতন বাগদাদ অভিযানের পথ মুক্ত করে দিলো। হালাকুর মন্ত্রী ছিলো খাজা নাসিরউদ্দীন তুসী। আর বাগাদাদের খলীফা মু'তাসীম বিলণ্ঢাহর মন্ত্রী ছিলো ইবনুল আলকামী। এরা দু'জনই ছিলো ইবনে সাবার অনুসারী উগ্র শিয়া। এ কারণে সুন্নীদের প্রতি ছিলো দার"ণ খ্যাপা। নাসীর"দ্দীন তুসী ইতিপূর্বে আলমুৎ দুর্গে ইসমাঈলী রাফেয়ীদের মন্ত্রী ছিলেন। তাদের ষড়যন্ত্র এবং প্ররোচনায় একদিকে যেমন হালাকু খাঁ বাগদাদ আক্রমণ করার জন্যে বিরাট আকারে প্রস্তুত হচ্ছিলো, অন্যদিকে ইবনুল আলকামীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বাগদাদে সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা কমিয়ে মাত্র দশ হাজার অশ্বারোহীতে নামিয়ে এনেছিলো। প্রফেসর ব্রাউন 'তবাকাতে নাসেরীর' বরাত দিয়ে খলিফার মোট সৈন্য সংখ্যা দু' লক্ষ লিখেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন লিখেছেন, ইবনুল আলকামী তদীয় বন্ধু আরবলের সুলতান ইবনুস সালায়াকে লিখেন যাতে তিনি হালাকু খাঁকে বাগদাদ আক্রমণ করার জন্যে প্ররোচিত করেন। হালাকু আলমুৎ দুর্গ আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার অব্যাবহিত কাল পূর্বে ইবনুল আলকামীর এই পত্র তার হস্ড়গত হয়। ব্রাউন লিখেছেন বাগদাদ অভিযানে যে সকল ব্যক্তি হালাকুর সাহচর্য লাভ করেছিলেন তন্মধ্যে শিরাজের আবু বকর বিন সাদ জঙ্গী, মসুলের বদর"দ্দিন লুলু, তদীয় মন্ত্রী আতা মালিক জোওয়াশণী এবং নাসীর"দ্দীন তুসী প্রমুখ। মসুলের শাসনকর্তা লুলু হালাকুর জন্যে অভিযানের পথ সুগম করে দিয়েছিলো। পক্ষান্ড়রে গোপনে খলীফাকেও হালাকুর দুরভিসন্ধির কথা জানিয়েছিলো। কিন্তু ইবনুল আলকামী সে কথা খলীফাকে আদৌ জ্ঞাত করেনি। বরং সে হালাকুর নিকট স্বীয় ভ্রাতা ও জনৈক ক্রীতদাসকে প্রেরণ করেছিলো।

হালাকুর সাথে তার শর্ত হয়েছিলো যে, হালাকুর প্রতিনিধিস্বরূপ বাগদাদের সিংহাসনে সে স্বয়ং উপবেশন করবে। এই শর্ত মেনে নিয়ে বাগদাদ অভিযান পরিচালনা করলে হালাকুকে কোনরূপ বেগ পেতে হবে না বলে ইবনুল আলকামী তাকে প্রতিশ্র"তি দেয়। সমস্ড় আয়োজন ঠিক ঠাক হওয়ার পর ইবনুল খোর্য়াজমীর পুত্র হালাকুর নিকট অর্থ, খাদ্য-পানীয় সরবরাহের প্রতিশ্র"তি দিয়ে লোক পাঠায়। মসুলের সুলতানের সঙ্গে তদীয় পুত্র সানোহ ইসমাঈলী ও হালাকুর সহযাত্রী হয়েছিলো। ইবনে কাসীর, ইবনুল ইমাদ, ও সুয়ূতী প্রমুখ তাতারীর সৈন্য সংখ্যা দু'লক্ষ বলেছেন। কিন্তু শিয়া ঐতিহাসিক ইবনে তরতবা তার ইতিহাসে লিখেছেন, তাতারীদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র ত্রিশ হাজার ছিলো। ব্রাউন এক লক্ষ দশ হাজারের কথা লিখেছেন। সে যাই হোক, হালাকুর সৈন্যদল কাঁচির আকারে দু'দিক দিয়ে বাগদাদের উপর চড়াও হয়। হালাকু স্বয়ং এক বিরাট বাহিনী নিয়ে পূর্বদিক দিয়ে সোজাসোজি অগ্রসর হতে থাকে। আর একদল বায়ুন য়ানের সেনাপতিত্বে পশ্চিম দিক হতে বাগদাদের উপর চড়াও হবার উদ্দেশ্যে তাকরীতের পথ ধরে আগুয়ান হতে থাকে। খলীফার পক্ষ হতে হালাকুর প্রতিরোধ কল্পে খলিফার সচিব মুজাহেদুদ্দিন আইবেক, যিনি দেওয়েদার সগীর নামে প্রসিদ্ধ, তিনি এবং মালিক ইযযুদ্দিন বিন ফতহুদ্দীন অগ্রসর হন। এবং মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যে হালাকুর অগণিত ধ্বংস বাহিনীর প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন। কিন্তু রাত্রিযোগে তাতারীরা চৈনিক ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে দজলার বাধ ভেঙ্গে দেয়। এর ফলে বাগদাদ নগরী পণ্ঢাবিত এবং খলীফার সৈন্যবাহিনী পরাভূত হয়। এমতাবস্থায় মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক খলীফাকে নৌপথে বসরায় চলে যাওয়ার জন্যে দওয়েদার ও ইযযুদ্দীন পরামর্শ দিলে ইবনে সাবার চেলা বিশ্বাসঘাতক ইবনুল আলকমী তাতেও বাধা প্রদান করে। যুহরী ও ইবনুল ইমাদ লিখেছেন যে, হালাকুর সাথে সন্ধির কথা আলোচনা করবেন এরূপ ভান করে

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল আলকামী এককভাবে হালাকুর সাথে সাক্ষাৎ করে; কিন্তু ইবনে কাসীর তার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইবনুল আলকামী স্বীয় পরিবারবর্গ ও দাসদাসী সমভিব্যাহারে হালাকুর নিকট গমণ করেছিলো এবং যাতে কোনোক্রমেই সন্ধি হতে না পারে খাজা নাসীর ুদ্দীন তুসীসহ সে হালাকুকে সেরূপ পরামর্শ দেয়। যহরী ও ইবনুল ইমাদ লিখেছেন যে, ইবনুল আলকামী হালাকুর নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করে খলিফা মু'তাসিমকে বলে যে, হালাকু খাঁন সন্ধির জন্যে সম্মতি দিয়েছেন এবং খলীফার পুত্র আমীর আবু বকর আহমদের সাথে তার কন্যার বিয়ের প্রস্ড় াব দিয়েছে। সন্ধির শর্ত এই যে, খলীফার পূর্বপুর ুষগণ যেরূপ সেলজুকীদের অধীনতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন, খলীফাকে তদর ুপ হালাকুর অধীনতা স্বীকার করে নিতে হবে। ইবনে কাসীর লিখেছেন যে, সন্ধির শর্তের মধ্যে ইরাক প্রদেশের অর্ধেক রাজত্ব হালাকুকে প্রদান করার কথাও ইবনুল আলকামী খলীফাকে শোনায়। ইবনুল আলকামীর প্রস্ড়াব অনুসারে বিয়ের উৎসব সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে খলীফা তাঁর নিকট আত্মীয় এবং কাজী, মুফতী, সুফী ও নেতৃস্থানীয় উমরা এবং রাজপ্রতিনিধিগণকে মোট সাতশ অশ্বারোহী সহ হালাকুর দরবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

কিন্তু ১৭জনের বেশি কোনো সৈন্যকে হালাকুর দরবারে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি।অথচ বাইরে দন্ডায়মান উক্ত বাকি সৈন্যগুলিকে খলিফা রেখে দরবারে প্রবেশের সাথে সাথে হালাকুর বাহিনী তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যেই ছিন্নভিন্ন ও সকলকে ধ্বংস করে দেয়। এ কাজ সমাধার পরে স্বয়ং হালাকু খান খলীফার সাথে চরম দুর্ব্যবহার শুর ু করে এবং নানারূপ অপমানসূচক কথা বলতে থাকে। খলিফা লাঞ্ছিত অপদস্ড় ও সন্ত্রস্ড় অবস্থায় রাজধানীতে ফিরে আসে। খাজা নাসিরউদ্দীন তুসী ও ইবনুল আলকামী ও খলিফার সাথে সাথে বাগদাদে ফিরে আসে। এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী খলীফা রাজকোষের সমুদয় স্বর্ণ, হীরক ও মূল্যবান সামগ্রীসহ পুনরায় হালাকুর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঐতিহাসিক ইবনে কাসীরই লিখেছেন শিয়া মন্ত্রীদ্বয়ের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার ফলে খলিফা মু'তাসিমের শত অনুনয় বিনয় ও অনুরোধ সত্ত্বেও হালাকু তাঁর সাথে সন্ধি করতে অস্বীকার করে। মন্ত্রীরা হালাকুকে বুঝিয়েছিলো যে, সন্ধি কখনই স্থায়ী হবেনা এবং দুই এক বছর যেতে না যেতেই খলিফা বিদ্রোহ করবেন। উক্ত দুই শিয়া মন্ত্রীর উসকানীর ফলেই শেষ পর্যন্ড় হালাকু খলীফা মু'তাসিমের প্রাণ ভিক্ষা প্রত্যাখান করে এবং তাঁকে অত্যন্ড় নির্মমভাবে হত্যা করে। যহরী, ইবনে কাসীর, ইবনুল ইমাদ, সুয়ুতী প্রমুখ ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হিংস্র তাতারীরা লাথি মারতে মারতে খলিফাকে হত্যা করেছিলো। ইবনে খালদুন বলেন, খলীফাকে চটের বস্ড়ায় পুড়ে কুঠার দ্বারা খন্ড খন্ড করে কেটেছিলো। এই ঘটনাটি ঘটে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ ফেব্র ুয়ারি, বুধবার। প্রফেসর ব্রাউন লিখেছেন বাগদাদে তাতারীদের হত্যা উৎসব ৮ দিন পর্যন্ড় চলতে থাকে ও ৮ লক্ষ নাগরিককে নৃশংসভাবে হত্যা করে। [৪৪]

বর্তমান ইয়াহুদীদের অপকর্মের সামান্য চিত্র ফুটে উঠেছে গত ২৩ আগষ্ট ২০১৯ দৈনিক নয়াদিগন্ড়ে বাংলাদেশ সরকারের অবসর প্রাপ্ত যুগ্মসচিব মো: বজলুর রশিদ লিখিত 'ইসরাঈলি নির্যাতন ও ফিলিস্ড়িনি শিশু' শিরোনামে একটি উপসম্পাদকীয় ছেপেছে। যা থেকে বর্তমান ইসরাঈলের বর্বরতার চিত্র কিছুটা অনুমান করা যায়। যার কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

ইসরাঈলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকেরা ক্লাশে ঢোকার পর শিশুদের দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আরবদের কি করবে? শিশুরা জোরে চিৎকার করে বলে, 'আমরা আরবদের হত্যা করবো।'

অথচ দু'বার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্বের একমাত্র মহিলা ও ইসরাঈলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা ময়ার প্রকাশ্যেই বলতেন, 'আরবরা বর্বর'।

একেই বলে 'চোরের মার বড় গলা' প্রথমে আরবদের অনুগ্রহে পরবর্তীতে বোকামী ও বিশ্বাসঘাতকতার দর"ণ যখন দুনিয়ার কোথাও এই অভিশপ্ত উচ্ছিষ্টের স্থান হচ্ছিলনা তখন এই আরবে মাথা গুজার ঠাঁই পেলো।

---

৪৪. সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, BmivBj I gmwjg Rvnvb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০১-২০৪

এবং তারো পরে ব্যাপক সন্ত্রাস ও বর্বরতার মাধ্যমে আরব তাড়িয়ে, গায়ের জোরে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে আরবে বসতি স্থাপন করে এখন বলো আরবরা বর্বর। চমৎকার! সাবাশ ! সাবাশ তোমাদের নির্লজ্জতার।

সম্প্রতি ইসরাইলি স্কলার নুরিত কিলেদ এলহানান এসব বিষয় নিয়ে একটি বই লিখেছেন নাম 'ইসরাঈলি পাঠ্যবইতে ফিলিস্ড়ি'

তিনি লিখেছেন : 'ইসরাঈলী পাঠ্যপুস্ড়কগুলোতে ফিলিস্ড়িনিদের 'রেসিষ্ট' বা বর্ণবাদী বলে পরিচয় দেয়া হয়েছে'। 'ফিলিস্ড়িনিদের চিত্রায়িত করা হয়েছে 'সন্ত্রাসী' উদ্বাস্তু, সেকেলে কৃষক হিসেবে'। বলা হয়েছে তাই 'ইসরাইলের জন্য ফিলিস্ড়িনরা একটি সমস্যা।'

এলহানানের বই প্রকাশিত হলে ইসরাঈলে হইচই পড়ে যায়। তিনি বলেছেন, ইসরাঈলী সমাজে যেভাবে হিংস্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, একসময় এই সমাজব্যবস্থা বিষাক্ত হয়ে নিজেই বিপদগ্রস্থ হবে। তিনি আরো বলেন, সামাজিক বন্ধন বৃদ্ধি না পেয়ে পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে। 'তিন প্রজন্মের ইসরাঈলী' জানেনা ইসরাইলের সীমানা আসলে কোনটি বা কোথায়?

জেলখানার বন্দীদের নিয়ে কাজ করে এমন এক সংগঠন 'আদামির' বলেছে, ফিলিস্ড়িনি শিশুদের পরিকল্পিতভাবে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। 'আদামির' রিপোর্টে দেখা যায় ২০১৮ সালে ৮০০ ফিলিস্ড়িনি শিশুকে জের"সালেম থেকে বন্দী করা হয়।

'আল খলিল' নামক স্থানের নাম ইহুদীরা পরিবর্তন করে রেখেছে হেবরন। এখন বিশ্বে এ নামই পরিচিত। এভাবে বিভিন্ন গুর"ত্বপূর্ণ নাম বদল করে ইহুদীরা নতুন নামকরণ করছে। বহু বছর ধরে এই কাজ চলছে।

বিশ্ব তথ্য সারণিতে, ইতিহাস, ইন্টারনেট, এনসাইক্লোপিডিয়া সব কিছুতে এই পরিবর্তণ করা হচ্ছে। জের"সালেম পোষ্টে আমোজ আসা লিখেছেন, 'গ্রিন লাইনের বাইরে বসতি বাড়ানো অবৈধ নয়, কিছুটা অনৈতিক মাত্র। দেখুন কেমন নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি !

নেতানিয়াহু দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ৩৩১৬ জন ফিলিস্ড়িনিকে হত্যা করা হয়। যার মধ্যে শিশু ৭৭৫ জন। ইসরাঈলের মানবাধিকার সংস্থা 'বেইত সালেম' এই রিপোর্ট দিয়েছে। কিছু দিন আগে ৫১ দিন যাবৎ অবর"দ্ধ গাজায় ছয় হাজার বার বোমা হামলা চালানো হয়। ট্যাংক থেকে ১৪ হাজার ৫০০ বার গোলাবর্ষণ করা হয়। আর্টিলারী থেকে গোলাবর্ষণ করা হয় ৩৫ হাজার বার। জাতিসংঘের সূত্রেই এই তথ্য। ইসরাঈলের অন্ড়সারশূন্য নৈতিক কাঠামো ভয়াবহ পর্যায়ে অবস্থান করছে। জেরুজালেম পোষ্ট, আগস্ট-২৮,২০০০ প্রকাশ পুলিশ

Dhaka University Institutional Repository

পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে দু'শোরও বেশী পতিতালয়, দু'শোরও বেশী যৌনসঙ্গ এবং অসংখ্য পরিমাণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা সারাদেশে বারবণিতা যোগান দেয়। ১০ মে ২০০১ এ প্রকাশ ইসরায়েলে প্রতিদিন টাকার জন্য প্রায় ২৫০০০ যৌন আদান-প্রদান ঘটে থাকে। প্রকৃত পরিসংখ্যানের তুলনায় এ চিত্র একেবারেই নগণ্য।

উপরোক্ত বিবরণ দুনিয়াব্যাপি অভিশপ্ত ইহুদী জাতির ধ্বংসলীলার অতি ক্ষুদ্রর"প। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় এই জাতিটি বিশ্ব শান্ড়ি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার পক্ষে বড়ই হুমকি। তারা বাহ্যিকভাবে বিশ্ব শান্ড়ি ও নিরাপত্তার পক্ষে বড়ই মুখরোচক ও চমকপ্রদ বিবৃতি প্রদান করে। কিন্তু তাদের অভ্যন্ড়রীণ চেতনা এতটাই বিষাক্ত ও নীচ যে, বিশ্বময় অশান্ড়ি পরিস্থিতি যুদ্ধের লেলিহান শিখাই তাদের মানসিক প্রশান্ড়ি ও সুখ লাভের একমাত্র উপাদান। মহান আলণ্ঢাহ বলেন-

ومن الناس من يعجبك قوله فى الحيواة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو الد الخصام- واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل و الله لا يحب الفساد-

অর্থ : আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আলণ্ঢাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃত পক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক, যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণ নাশ করতে পারে। আলণ্ঢাহ অশান্ড়ি ও বিপর্যয় পছন্দ করেননা। [৪৫]

7.6 : Ab¨vq ¸ßPi eÆË‡Z cÖvi‘kx Bqvû‘x RwZ :

গুপ্তচরবৃত্তির সকল রীতি নীতি উপেক্ষা করে নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য হেন কোনো কাজ নেই যা তারা করতে পারে না। নূন্যতম শিষ্টাচারিতা বা সভ্যতার ধার তারা ধারেনা। তাদের এই দু:শ্চরিত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم اخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه

অর্থ : এবং যারা ইয়াহুদী : মিথ্যা বলার জন্যে তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। তারা অন্যদলের গুপ্তচর যারা আপনার কাছে আসেনি, তারা বাক্যকে স্বস্থান হতে পরিবর্তন করে।[৪৬]

রাসূলুলণ্ঢাহ (সা:) এর যুগ হতে শুর" করে খোলাফায়ে রাশেদার শেষ দুই খলিফার যুগ হয়ে উমাইয়া আমল, আব্বাসীয় আমল, ফাতেমীয় শাসনামল, উসমানী সালতানাতের আমলসহ আধুনিক যুগ পর্যন্ড় গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমেই এ জাতিটি তাদের দুস্কর্মের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

'ইসরাঈল ও মুসলিম জাহান' নামক গ্রন্থের গ্রন্থকারদ্বয় বলেন: কুচক্রী ইহুদী সম্প্রদায় কৃতকর্মের জন্য বিশ্বের সকল জাতি কর্তৃক নিগৃহীত, বিতাড়িত, ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও তারা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে গিয়ে শুধু নিরাপদ আশ্রয়ই পেলোনা রাষ্ট্রের নৃপতিগণ কর্তৃক রাষ্ট্রের বড় বড় সম্মানীয় পদেও অভিষিক্ত হলো। যেমন তারা আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও রাশিয়ায় বহাল তবিয়তে থেকে বিশ্বে মানবতা বির"ধী কাজগুলো অত্যন্ড় দাপটের সাথে করে যাচ্ছে। তৎকালীন সময়েও তারা এই একই ভূমিকা পালন করেছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের ছত্র ছায়ায়। জাতীয় জীবনে সবচাইতে সংকটময় দিনে যে মুসলিম জাতি তাদেরকে খৃষ্টানদের হত্যাযজ্ঞের হাত থেকে বাঁচিয়ে স্নেহক্রোড়ে আশ্রয় দিয়েছিলো, তারা সেই মুসলমানদেরই ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বিস্ড়ার করতে থাকে। মুসলসমানদেরকে শতধা বিভক্ত করে তাদের একটার সাথে আর একটাকে লাগিয়ে দিয়ে ধ্বংস করবার জন্য এবার লেখনী ধারণ করে এবং কুরআন ও হাদীসের নানা রকম ভুল ও বিভ্রান্ড়কারী ব্যাখ্যা প্রদান করে রাশি রাশি গ্রন্থ লিখতে থাকে।

---

[৪৫]. আল-কুর'আন, ২ : ২০৪-২০৫

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. আল-কুর'আন- ৫ : ৪১

এই সকল গ্রন্থরাজি মুসলমানদের অর্থেই প্রকাশিত হয় এবং মুসলমান সরকার কর্তৃক তা গোটা বিশ্বে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শারতে শিবী নামক জনৈক স্মার্ণাবাসী ইহুদী নিজেকে মসিহ মউদ বলে দাবি করে এবং বিপুল সংখ্যক ইহুদী তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে। শিবি সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করে ইস্ড়াম্বুল পৌঁছার পর তুর্কীর তৎকালীন শাসনকর্তা সুলতান মুহাম্মাদ খান (৪র্থ) তাকে গ্রেফতার করেন। শিবী তওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং তার ভক্তের দল তার অনুসরণ করে মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। মূলত এটা ছিলো তাদের কৌশল মাত্র। ইতিহাসে এরা 'দুনমা' মুসলমান নামে পরিচিত, এই দুনমা মুসলমানদের মূল লক্ষ্য ছিলো মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক উসমানীয়া খিলাফতের ধ্বংস সাধন। তাই মুসলমানদের বুকের ভিতর প্রবেশ করে খিলাফত ধ্বংসের তৎপরতা চালায় এবং 'ঐক্য ও প্রগতি সংস্থা' (ঈড়সসরঃঃবব ড়হঁহরড়হ ধহফ ঢ়ৎড়মৎবংং) গঠন করে বহু সরলপ্রাণ তুর্কী যুবকদের বিভ্রান্ড় করতে সক্ষম হয়।

মি. আর ডবিণ্ঢউ সিটন ওয়াটসন (জ. ড. ঝবঃড়হ বিঃংড়হ) তদীয় জরংব ড়ভ ঘধঃরড়হধষরঃু রহ ঃযব ইধষশধহং গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত 'দুনমা' দলীয় লোকই 'ঐক্য ও প্রগতি সংস্থার' পুরোভাগে ছিলো। ঞযব ঊসবৎমবহপব ড়ভ গড়ফবৎহ ঞঁৎশবু গ্রন্থের প্রণেতা ইধৎহধৎফ খবরিংয তুর্কীর ঋৎবব গধংড়হ ও ঐক্য প্রগতি সংস্থার নির্দোষিতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে ঈধনরফ নামক যুবক বিশেষ গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো তাকে একজন দুনমা বলে উলেণ্ঢখ করেছেন ও পাকিস্ড়ানের লাহোর থেকে প্রকাশিত মাসিক উর্দু 'ডাইজেষ্ট' আগষ্ট ১৯৬৭ সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জনৈক ফরাসী লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, তুর্কীতে মুসলিমরূপী দুনমা দল সে সময় অত্যন্ড় প্রভাবশালী ছিলো। দানিয়ূব প্রদেশের তৎকালীন গভর্ণর মাদহাত পাশা দুনমা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তার পিতা ছিলেন হাঙ্গেরীর অধিবাসী হাখাম নামীয় জনৈক ইহুদী। ঐ একই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, 'ঐক্য ও প্রগতি' সংস্থার নেতৃস্থানীয়দের প্রায় সকলেই দুনমা সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। ড. নাজেম, যাওজী পাশা, তালাত পাশা, সগুম আফেন্দী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সকলেই দুনমা সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ঐক্য ও প্রগতি সংস্থার নেতৃত্বদান ও ম্যাসনারীদের (ঋৎবব গধংড়হ গড়াবসবহঃ) যোগাযোগে খিলাফতের উচ্ছেদ সাধনে এদের সব কজনকেই প্রথম সারিতে দেখা যায়।

বিশ্বব্যাপী ইহুদীবাদের আধিপত্য বিস্ড়ারের জন্যে মানবতাবিরোধী ইহুদী সম্প্রদায় যতগুলি গোপণ সংস্থা চালু রেখেছে এগুলির মধ্যে (ঋৎবব গধংড়হ গড়াবসবহঃ) ফ্রিম্যাসন আন্দোলন সবচাইতে শক্তিশালী। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব প্রথম লন্ডন শহরে ফ্রিম্যাসন আন্দোলন শুর" হয়। ফ্রিম্যাসন সংস্থার সদস্যগণ যে গৃহে বা স্থানে একত্রিত হতো তাকে 'ফ্রিম্যাসন লজ' (ঋৎবব গধংড়হ খড়ফমব) বলা হতো। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের ২৪ তারিখে লন্ডনের এরূপ ৪টি লজ এর সমন্বয়ে ইউনাইটেড গ্র্যান্ড লজ (টহরঃবফ এৎধহফ খড়ফমব) গঠিত হয়। ইংল্যান্ডের অংশ দেশ আয়ারল্যান্ডে এবং স্কটল্যান্ডে অনুরূপভাবে আরো দুটি পৃথক ইুনাইটেড গ্র্যান্ড লজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে (১) ইউনাইটেড গ্র্যান্ড লজ অব ইংল্যান্ড (২) ইউনাইটেড গ্র্যান্ড লজ অব আয়ারল্যান্ড এবং (৩) ইউনাইটেড গ্রান্ড লজ অব স্কটল্যান্ড গঠিত হয়। বিশ্বের অসংখ্য লজ, এই তিনটি গ্র্যান্ড লজের সাথে সংযুক্ত এবং পরিচালিত। লজগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক জাহানেও' পত্রিকার ১০/০৯/১৯৬৭ইং তারিখের সংখ্যায় নিম্মলিখিত তথ্য পরিবেশন করেছিলো। পত্রিকার তথ্যানুযায়ী ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্যের সৌখিন দেশ

Dhaka University Institutional Repository

ফ্রান্সে, ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ইটিগুয়াতে, ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের বৃহত্তম শহর কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে ও জিব্রালটারে , ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে, ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালে ও হল্যান্ডে, ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনের মাদ্রিদে, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ডে, ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টইন্ডিজ ও জ্যামাইকাতে, ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কে, ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের মাদ্রাজে, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে,১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইতালীতে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ামে, ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়াতে, ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সুইডেনে, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পাকিস্ড়ানের লাহোর শহরের আনারকলিতে,

১৯১০ খৃষ্টাব্দে আমাদের বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের পুরানা পল্টনে কুচক্রী ইহুদী সম্প্রদায়ের গোপন সংস্থার মিলন কেন্দ্র (ঋৎববব গধংড়হ খড়ফমব) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সামান্য কয়েক বছর পরই বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রামসহ আরো দু'একটি শহরে ফ্রি ম্যাসন সংস্থার গোপন তৎপরতা শুর" হয় বলে জনাব আব্দুল খালেক সাহেব তাঁর 'ইহুদী চক্রান্ড়' নামক গ্রন্থের ৫২নং পৃষ্ঠায় উলেণ্ঢখ করেছেন। [৪৭]

গ্রন্থকারদ্বয় বলেন : ফ্রি ম্যাসন লজের সদস্যগণ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। ফ্রি ম্যাসনদের ভাষায় এই শ্রেণিকে বলা হয় 'ডিগ্রি'। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম এভাবে ৩৩টি ডিগ্রি রয়েছে। প্রতিটি ডিগ্রির সদস্যদের জন্য পৃথক পৃথক উপাধী ও ব্যাজও রয়েছে। রেডক্রস নাইট (জবফ ঈৎড়ংং ঘরমযঃ), নাইট অব মালটা ঘরমযঃ ড়ভ গধষঃধ), সিক্রেট মাষ্টার (ঝবপৎবঃ গধংঃবৎ), নাইট অব দি ইষ্ট (ঘরমযঃ ড়ভ ঃযব ঊধংঃ) ইত্যাদি হচ্ছে ফ্রি ম্যাসন সদস্যদের বিভিন্ন ডিগ্রির উপাধি। ইন্সপেক্টর জেনারেল এই সংস্থার সর্বোচ্চ উপাধি। এদের ব্যাজগুলো এরা কখনো লজের বাইরে ব্যবহার করেনা। বাইরে পরিচিতির জন্য ম্যাসন সদস্যদের জন্য বিশেষ এক ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন ও শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদ্দর"ণ সাধারণ পার্টি ও অনুষ্ঠানাদিতে এরা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারে। এর সদস্যগণ একে অপরকে ভাই (ইৎড়ঃযবৎ) বলে সম্বোধন করে থাকে।

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে দেয়া তথ্য অনুযায়ী ফ্রি ম্যাসনের সদস্য সংখ্যা ছিল সারা বিশ্বে ৬০ লাখের অধিক। বিভিন্ন দেশে এদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সত্যিই উদ্বেগজনক। পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর সদস্য সংখ্যা গিয়ে দাড়ায় ৪০ লক্ষের উপর। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিগত ১৩ জন প্রেসিডেন্টই ছিলেন ইহুদী এবং ফ্রি ম্যাসন আন্দোলনের প্রধান নায়ক।

---

৪৭. সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, BmiCj I gmwjg Rwnvb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৩-২১৫

বিশ্বব্যাপী ইহুদী আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আজ বিশ্বব্যাপী যে দুর্বার আন্দোলন চলছে তার প্রধান পরিচালিকা গ্রন্থ হচ্ছে এঁযব চৎড়ঃড়পড়ষ ড়ভ ঃযব খবধৎহবফ ঊষফবৎং ড়ভ তরড়হ. এই প্রটোকল গ্রন্থের ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ অধ্যায়ে ফ্রি ম্যাসন আন্দোলনের বিস্ড়রিত আলোচনা রয়েছে। আর লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, প্রটোকল প্রণয়নকারীদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে পুস্ড়কটিতে উলেণ্ঢখ করা হয়েছে ''৩৩ তম ডিগ্রীর জাইওন প্রতিনিধির দ্বারা স্বাক্ষরিত। ফ্রি ম্যাসন আন্দোলনেরও ৩৩টি ডিগ্রী আছে। তারাই যে তা স্বাক্ষর করেছে তা যুক্তির কষ্টিপাথরে আজ প্রমাণিত। ৩৩ তম ডিগ্রীর ম্যাসন সদস্যগণ হচ্ছে এই মানবতা বিরোধী আন্দোলনের উচ্চতম শ্রেণি। তাদেরই উপাধী ইন্সপেক্টর জেনারেল। দুনিয়ার অতি অল্প সংখ্যক সদস্যই এই মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। ফ্রি ম্যাসনের 'সুপ্রীম কাউন্সিল' (ঝঁঢ়ৎবসব ঈড়ঁহপরষ) এই উপাধি দান করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

মানবতা বিরোধী এবং ধ্বংসকারী ইহুদীদের কী ভয়ংকর রূপ তা বাংলাভাষী তথা বিশ্ববাসীকে অবগত করানোর জন্য এর প্রধান পরিচালিকা গ্রন্থ ঞযব চৎড়ঃড়পড়ষ ড়ভ ঃযব খবধৎহবফ ঊষফবৎং ড়ভ তরড়হ (বিজ্ঞ ইহুদী মুর᷃ব্বীদের কায়দা কানুন) পুস্ড়ক খানার বাংলা অনুবাদ পেশ করা হলো।[৪৮]

এখানে মোট চব্বিশটি প্রটোকল উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। ১৯০৫ সালে র᷃শীয় পাদ্রী অধ্যাপক সারকিল এ নাইলাস সর্ব প্রথম এ গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। ফ্রান্সের একটি ফ্রি ম্যাসন লজ থেকে জনৈক মহিলা (সম্ভবত হিব্র᷃ ভাষায় লিখিত) মূল গ্রন্থখানি চুরি করে এনেছিলেন এবং তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। উলেণ্ঢখ্য যে, এ ঘটনা ঘটে যাবার পর কোন মহিলাকেই আর ফ্রি ম্যাসন আন্দোলনের সদস্য করা হয় না।[৪৯]

অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাঈলের রাষ্ট্রীয় গোন্দো সংস্থা 'মোসাদ' এর কর্মকা᷃ ও পিলেচমকানো।

7.7 : wb‡R‡'i åóZv I jvÂbv m¤ú‡K AÁ GK RwZ :

ইয়াহুদীরা যে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ড় চরম লাঞ্চনা আর ভ্রষ্টতার শিকার বিষয়টি সম্পর্কে তারা একেবারেই অনুভূতিহীন এ প্রসংগে 'ইসরাঈল ও মুসলিম জাহান' গ্রন্থের গ্রন্থকারদ্বয় বলেন: ইয়াহুদীরা এখন সমগ্র ফিলিস্ড়ন, এমনকি সিরিয়া ও লেবাননের অংশ বিশেষ দখলে নিয়েছে। এর বাইরেও তাদের দৃষ্টি। তাদের দাবীর ভিত্তি বাইবেলে বর্ণিত হযরত ইব্রাহীম (আ:) কে প্রদত্ত খোদার ওয়াদা। মূর্তিপূজকদের উৎখাত করে হযরত ইব্রাহীম (আ:)এর বংশধরদের সেখানে আবাদ করা হবে। (কিন্তু ইব্রাহীম (আ:) এর দোয়ার প্রেক্ষিতে মহান আলণ্ঢাহর ঘোষণা **قل** لاينال عهدى الظالمين অর্থ তিনি বলেন: আমার অঙ্গীকার অবিচারকারীদের নিকট পৌঁছবেনা।[৫০]

---

[৪৮]. সাইদুর রহমান এবং মুহাম্মদ সিদ্দিক, BmivBj I gmwjg Rvnvb, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৭-২১৮
[৪৯]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯৩
[৫০]. আল-কুর'আন, ২ : ১২৪

এর দিকে তাদের খেয়াল নেই। এমনকি আরবরাও যে, হযরত ইব্রাহীম (আ:) এ বংশধর, আর তারা যে হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী, আর সেই এলাকাতে যে আর মূর্তিপূজক নেই এই বিষয়টি ইহুদী ও তাদের সমর্থক মৌলবাদী খৃষ্টানরা বুঝতে অক্ষম। আর বাইবেল পাঠ করেও এটা প্রতিপন্ন হয় না যে এলাকাটি শুধু ইহুদীদের খোদা তায়ালা দিয়েছেন আর ইহুদীদের প্রতি খোদার রহমত অবিরত বর্ষিত হবে। বরঞ্চ বাইবেলেই বর্ণিত রয়েছে যে, যদি ইহুদীরা খোদার পথে না চলে এমন শাস্ড়ি দেয়া হবে যা দৃষ্টান্ড়মূলক। তাই তো আমরা দেখি ইহুদীরা দু'হাজারের বেশি বৎসর বিভিন্ন জাতির হাতে খোদায়ী শাস্ড়ি ভোগ করেছে। তারা বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকার সমর্থনে ইউরোপ-আমেরিকার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছে আরব এলাকাতে। এতে তাদের সাময়িক উৎফুলণ্ঢতা আসলেও, তারা যে অগ্নিগিরির উপরে স্থান নিয়েছে তা অনুধাবন করতে পারছেনা। বাইবেল, কুরআন মাজিদ ও হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য পরবর্তী ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ কি অহংকারী ইহুদীরা এড়াতে পারবে? কথায় বলে, যার শেষ ভাল, তাই ভাল। নাটকের শেষ অংশই তো গুর᷃ত্বপূর্ণ।

ইহুদীদের প্রতি আলণ্ঢাহর পুরস্কার অবারিত নয়। প্রাচীন যুগে ইহুদীদের আলণ্ঢাহ একবার ফিলিস্ড়িনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তা কিন্তু 'এবসলুট' ছিল না। তদানিন্ড়ন ফিলিস্ড়িনী জাতির পাপের জন্য তাদের উপর ইহুদীদের

Dhaka University Institutional Repository

চাপানো হয়েছিলো। অন্যদিকে ইহুদীদের পাপের দর"ণ তারা শাস্ড়ি পেতে পারে বলে তাওরাতে উলেণ্টখ রয়েছে। লেখা আছে ''তোমার ঈশ্বর সদা প্রভু যখন তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে (কানানীয়দের) তাড়াইয়া দিবেন, তখন মনে মনে এমন ভাবিওনা যে, আমার ধার্মিকতা প্রযুক্ত সদা প্রভু আমাকে এই দেশ অধিকার করাইতে আনিয়াছেন। বাস্ড়বিক সেই জাতিদের (ফিলিস্ড়ীনী প্রাচীন জাতিদের) দুষ্টতা প্রযুক্তই সদা প্রভু তাহাদিগকে তোমার সম্মুখে অধিকারচ্যুৎ করিবেন। তোমার ধার্মিকতা বিষয়টা হৃদয়ের সরলতা প্রযুক্ত তুমি যে তাহাদের দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, তাহা নয়, কিন্তু সেই জাতিদের দুষ্টতা প্রযুক্ত (বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ : ৯ : ৪-৫)

স্রষ্টা ইহুদীদের পাপের জন্য তাদের বিনাশ করতে সদা প্রস্তুত, কাজেই ইহুদীদের অবারিত আর্শীবাদ প্রাপ্তি নেই। বাইবেল লেখে : ''তুমি প্রান্ড়রের মধ্যে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে যেরূপ অসন্তুষ্ট করিয়াছিলে, তাহা স্মরণে রাখিও, ভূলিয়া যাইওনা; মিসর দেশ হইতে বাহির হইয়া আসিবার দিন অবধি এই স্থানে আগমন পর্যন্ড় তোমরা সদাপ্রভুর বির"দ্ধাচারী হইয়া আসিতেছো। তোমরা হোরবেও সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিলে এবং সদাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাদিগকের বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন'' (দ্বিতীয় বিবরণ : ৯ : ৭-৮)

ইয়াহুদীরা ফিলিস্ড়িনকে নিজেদের পূর্বসুরীদের ভুখ" বলে বিশ্বকে যতই মাতিয়ে রাখার চেষ্টা কর"কনা কেনো, প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে যে তারা অজ্ঞ অথবা জ্ঞান পাপী ইতিহাস এক্ষেত্রে খুবই স্বচ্ছ। মুসলিম জাতির পূর্বে খ্রিষ্টান জাতি আর খ্রীষ্টান জাতির পূর্বে ইয়াহুদী জাতি। তিন ধর্মের জাতির পিতা ইব্রাহীম (আ:)। প্রথম দুটো ধর্ম নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আগত ধর্ম। তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল ১ম খন্ডে পরবর্তী ধর্ম ইসলাম শুরুর ইঙ্গিত বহন করে। যে ধর্মের ধর্মগুরু সর্বশেষ নবি ও রাসূল মুহাম্মদ (সা:)। সুতরাং ধর্মীয় সূত্র মতে এই জেরুজালেম মুসলিম জাতির। ইয়াহুদী জাতি শুরু থেকেই যাযাবর জাতি ছিলো। তারা কখনো কেনানে, কখনো বেবিলনে, আবার কখনো মিশরে বসতি স্থাপন করে। এ ছাড়া মুসা (আ:) নিজেও ইয়াহুদী জাতিকে কেনান দেশে নিয়ে আসতে পারেননি। মুসা (আ:) তাঁর জাতিকে মিশর থেকে জর্ডান নদীর তীর পর্যন্ড় নিয়ে আসেন, কিন্তু জর্ডান নদী পার হতে পারেননি। তিনি সানাই পর্বতে এই জাতির মাঝে ৪০ বছর ধর্ম প্রচার করেন। বিপরীতে খ্রীষ্টানরা ৭০ শতকে জোর করে জেরুজালেম দখল করলেও কেনানবাসীদের খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে পারেনি। উমর (রা:) এর আমলে ৬৩৬ ও ৬৩৮ সালে স্বাভাবিকভাবে ফিলিস্ড়িন মুসলিম শাসনের অধীনে আসে এবং কেনানীয় জাতির লোকজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সুতরাং ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক ভুমির মালিকানার ভিত্তিতেও কেনানীয় বংশোদ্ভুত মুসলিম আরব জাতি কিংবা ফিলিস্ড়িন জাতিই হলো ফিলিস্ড়িন ভুখন্ডের আসল মালিক।[৫১]

এছাড়া মহান আলণ্টাহ পবিত্র কুরআনে বলেন :

سأصرف عن اءايتى الذين يتكبرون **فى الارض** بغير **الحق وان** يروا **كل** اية **لا** يؤمنوا بها **وان** يروا سبيل **الرشد لا** يتخذوه سبيلا **وان** يروا سبيل **الغى** يتخذوه سبيلا۔ **ذالك** بانهم **كذبوا** بايتنا **وكانوا** عنها غفلين ۔

অর্থ : কোনো অধিকার ছাড়াই যারা পৃথিবীতে বড়াই করে বেড়ায়, শীঘ্রই আমার নিদর্শনসমূহ থেকে আমি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবো। তারা আমার যে কোনো নিদর্শন দেখলেও তার প্রতি ঈমান আনবে না। তাদের সামনে যদি

Dhaka University Institutional Repository

সোজা পথ এসে যায় তাহলে তারা গ্রহণ করবেনা। আর যদি তারা বাঁকা পথ দেখতে পায় তাহলে তার উপর চলতে আরম্ভ করবে। কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং সেগুলোর ব্যাপারে বেপরোয়া থেকেছে। [৫২] বর্তমান দুনিয়ার ইয়াহুদী খৃষ্টানসহ অবিশ্বাসীদের ভ্রষ্টতার স্বরুপ মহান আলণ্ঢাহ উলেণ্ঢখিত আয়াতে এতো চমৎকার ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করলেন যে, পাঠক চিৎকার করে বলবে হ্যা! হ্যা! আমি এই বৈশিষ্টের লোকদের চিনি। সে তো অমুক, সেইতো এই গুণাবলীতে গুণান্বিত। [৫৩]

---

[৫১]. আসাদ পারভেজ, wdwjw¯Z‡bi e‡K BRiwCj, (ঢাকা : গার্ডিয়ান পাবলিকেশন, ১ আগস্ট, ২০১৯) পৃষ্ঠা-৩০৩- ৩০৪

[৫২]. আল-কুর'আন, ৭ : ১৪৬

[৫৩]. সাইয়্যেদ কুতুব, wd whjwjj KiAvb, (বৈরুতঃ দারুশ শারুক, ১০ম প্রকাশ ১৯৮২ খ,) খ-৩ পৃষ্ঠা-১৩৭২

7.8 µ‡mWxq Lóvb‡'i eeiZv I gmjgvb‡'i weRq :

7.8.1 প্রথম ক্রুসেড (১০৯৫-১০৯৯) পোপ কর্তৃক প্রলুব্ধ হয়ে পূর্বাঞ্চলীয় অর্থডক্স বাইজেন্টাইন সম্রাট ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন, যেন আনাতোলিয়াতে সেলজুক সাম্রাজ্যের বিস্তার ও বিস্তৃতি আর না ঘটে।[৫৪] অবশেষে ১০৯৯ সালে জেরুজালেমের গর্ভনর খ্রীষ্টানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। শুরু হয় গণহত্যা। আল আকসার আঙিনায় মুসলিমদের রক্তে তাদের ঘোড়ার লাগামগুলো ডুবে যায়।[৫৫]

7.8.2 wØZxq ক্রুসেড (1145-1149) :

ইউরোপীয় খৃষ্টানদের অবাক করে দিয়ে ইমাদউদ্দিন জেনগি ১১৪৪ সালে এডেসা জয় করেন।[৫৬] কাউন্টি অফ এডিসার পতনের প্রেক্ষিতে ১১৪৫ সালে ইউরোপ দ্বিতীয় ক্রুসেডের ডাক দেয়।[৫৭] ইমাদউদ্দিন জেনগির ২য় পুত্র নূরউদ্দিন জেনগি ১১৪৬-১১৭৪ পর্যন্ত সিরিয়া শাসন করেন।[৫৮] তিনি ক্রুসেডারদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। ছয়দিন পর ক্রুসেড শেষ হয় এবং তিন ক্রুসেড রাজার লজ্জা জনক পরাজয় ঘটে। [৫৯] আমির নূরউদ্দিন জেনগির মৃত্যুর পর সালাউদ্দিন আইয়ূবী নিজেকে সুলতান ঘোষণা করে দামেস্কে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।[৬০] ১১৭৭ সালে ক্রুসেডররা মন্টাগাসারদের যুদ্ধে সালাউদ্দিনকে পরাজিত করে। সুলতান ১১৮৭ সালের মে মাসে বিশাল এক সেনাদল গঠন করেন। অবশেষে ১১৮৭ সালের ৪ জুলাই সালাউদ্দিনের বাহিনীর কাছে ক্রুসেডার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। এ পরাজয় খৃষ্টানদের চরম আগ্রাসী করে তোলে, যা দুই বছর পর তৃতীয় ক্রুসেডের সূচনাকরে।[৬১] পরবর্তীতে হাশিনের যুদ্ধে ক্রুসেডদের পরাজয় তৃতীয় ক্রুসেড নিশ্চিত করে।

7.8. 3 ZZxq ক্রুসেড (1187-1192)

১১৮৭ সালে ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ, ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরি ও জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক একত্রিত হয়ে তৃতীয় ক্রুসেডের ডাক দেন। ১৯৯১ সালে যুদ্ধে ক্রুসেডাররা ফিলিস্তিনের একর নামক নগরবন্দর দখল করে। সেখানকার ৩০০০ মুসলিম বেসামরিক অধিবাসীকে হত্যা করে।[৬২] অথচ ১১৮৭ সালে জেরুজালেম জয় করার পর সালাউদ্দিন খৃষ্টান বন্দিদের স্বসম্মানে মুক্তি দিয়েছিলেন।

---

[৫৪]. ঈৎঁংধফবং রহ ঃযব ঘবধৎ ঊধংঃ, ঈড়ষঁসনরধ টহরাবৎংরঃু চৎবংং, ১৯৬৬. ঠড়ষ, ওঠ. চ-৫০৪.

[৫৫]. ঝরসড়হ ঝবনধম গড়হঃবভরড়ৎব , Jersalem. Itihas. ঢ়ধৎঃ পৎঁংধফব, চ. ৩১১

[৫৬]. আসাদ পারভেজ , wdwjw¯‡bi e‡K BRivBj, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮০

[৫৭]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮০

Dhaka University Institutional Repository

৫৮. The Damascs Chronicle of the Crsades, ঊীঃৎধপঃবফ ধহফ ঞৎধহংষধঃবফ ভৎড়স ঃযব পযৎড়হরপষব ড়ভ ওনহ ধষ ছধষধহরংর. ঐ. অ. ক. এরননন. ১৯৩২ (জবঢ়ৎরহঃ, উড়াবৎ চঁনষরপধঃরড়হং, ২০০২)

৫৯. ঋবপড়হফ ঈৎঁংধফব, Qalinisi qoted in Gabrieli ৫৬-৬০. ধষ-অঃযরৎ ৫৯-৬২.

৬০. উরংবষবহ, ঋৎবফবৎরপশ ঈধৎব. ঝরফড়হ : A std in Oriental Histor (ঘবিণড়ৎশ, ১৯০৭) . চ.৮৯.

৬১. এরষষরহমযধস. ঔড়যহ- The life and times of Richard ১৯৭৩ : গধফফধহ-২০০০

৬২. জরপযধৎফ ঃযব ষরড়হযবধৎঃ গধংংধপৎবং. The saracens., ১১৯১. ইবযধ-বফ-উরহ, যরং ধপপড়ঁহঃ ধঢ়ঢ়বধৎং রহ ও.অ. অৎপযবৎ, ঞযব পৎঁংধফব ড়ভ জরপযধৎফ, ১৮৮৯.

প্রথম দিকে একটু বিশৃঙ্খল থাকলেও সালাউদ্দিন পূণরায় বীর বিক্রমে ঘুরে দাঁড়ান। ফলে এ যুদ্ধেও ক্রুসেডাররা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। এই মহানায়ক ১১৯৩ সালের ১৬ মার্চ ইন্তেকাল করেন।

7.8. 4 চতুর্থ ক্রুসেড (১১৯৮-১২০৪) ক্রুসেডারদের পরাজয়

7.8. 5 পঞ্চম ক্রুসেড (১২১৩-১১২১) ক্রুসেডারদের পরাজয়

7.8. 6 lô Î"‡mW (1228-1229)

সালাউদ্দিনের চাচাতো ভাই মোয়াজ্জেম মারা গেলে কামিল জেরুজালেমের সিংহাসনে বসেন। ফ্রেডেরিক ১২২৮ সালে জেরুজালেমে আক্রমণ করে। এবং কামিল আল-আকসার ঈমামতির দায়িত্ব রেখে বাকী সকল ক্ষমতা ক্রুসেডারদের নিকট হস্তান্তর করেন। ১২৩৮ সালে কামিল মারা গেলে নাসির উদ্দিন সিংহাসনে বসে জেরুজালেম অভিযান পরিচালনা করে ২১ দিন টাওয়ার অব ডেভিড অবরোধের মাধ্যমে ১২৩৯ সালে ৬ ডিসেম্বর জেরুজালেম আবারও মুসলমানদের দখলে নিয়ে আসেন। জয়ের পর মুসলিম শাসকদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সুযোগে ক্রুসেডররা আবারো জেরুজালেম আক্রমণ করে এবং জেরুজালেম খৃষ্টানদের দখলে চলে যায়। মিশরের নতুন সুলতান সালিহ আইয়ূব লুণ্ঠন পরায়ন তাতার গোষ্ঠিকে ভাড়া করে নিয়ে আসেন। তাদের মাধ্যমে জেরুজালেম খৃষ্টানমুক্ত হয়ে এখানে তাতারীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর দুই বছর পর সালাউদ্দিন বংশধররা তাতারদের পরাজিত করে জেরুজালেম নিজেদের দখলে নেয়।

7.8. 7 mjZvb †eBevm I †Ri"Rv‡jg:

সালাউদ্দিন আইয়ূবির ভাইয়ের নাতি সুলতান সালিহ আইয়ূব এর ক্রীতদাস এশিয়ার তুর্কি বালক বেইবার্স ইসলাম গ্রহণ করে। নিজ যোগ্যতায় দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পদ লাভ করে। সালাউদ্দিনের বংশের সমাপ্তিতে ১২৫০-১২৬০ পর্যন্ত জেরুজালেমে ক্ষমতার জন্য যুদ্ধ চলে। এ সময় হালাকু খানের হাতে বাগদাদের পতনের পর মঙ্গলদের গতিরোধ করতে বাইবার্স এগিয়ে আসেন। ১২৬০ সালে ৩ সেপ্টেম্বর তিনি মঙ্গলদের আইন জালুতের ময়দানে পরাজিত করেন।[৬৩] ১২৬২ সালের জুলাইয়ে বাইবার্স হালাকু বাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করে।

7.8. 8 ‡kl Î"‡mW (১২৬৮-১২৭৭০) ১২৬৮ সালে পোপ নতুন ক্রুসেডের ডাক দেন। ১২৭১-১২৭৭ পর্যন্ত খৃষ্টান ও মোঙ্গলরা মিলে জেরুজালেমে একের পর এক হামলা করে। বেইবার্স প্রতিবারই তা প্রতিহত করে জেরুজালেম অক্ষত রাখেন। ১২৯১ সালে ক্রুসেড শেষ হয়। প্রায় ১৯৫ বছর ধরে চলা এই যুদ্ধে মুসলিমদের চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত হয়।[৬৪]

৬৩. ঞযব ঘবি উহপুপষড়ঢ়বড়ষরধ ইৎরঃধহহরপধ, Macropedia, ঠ.২. ঐ. ঐ. ইবৎঃড়হ চঁনষরংযবৎ,

১৯৭৩-৭৪-চ.৭৭৩

৬৪. আসাদ পারভেজ, wdwj¯‡bi e‡K BRivBj, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৬

কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিম আমির উমারা, সুলতানদের ভোগ-বিলাস ও আত্মসচেনতার দরুণ ধীরে ধীরে বিশ্বনেতৃত্ব আবারো খৃষ্টান মতবাদ অনুসারী ইউরোপীয় সভ্যতার অধীনে চলে যায়। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনে তার পূর্ণতা পায়। ইউরোপীয় লক্ষ্য ছিল খুব পরিস্কারভাবে, অথচ রহস্যজনকভাবে ও অশুভভাবে সমগ্র পৃথিবীর উপর ইউরোপীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা।[৬৫] বিষয়টি আর্নল্ড টায়েনবি এর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে। তিনি বলেন, ডবংঃবৎহ ঈরারষরুধঃরড়হ রং ধরসরহম ধঃ হড়ঃযরহম ষবংং ঃযধহ ঃযব রহপড়ৎঢ়ড়ৎধঃরড়হ ড়ভ ধষষ ড়ভ সধহশরহফ রহ ধ ংরহমষব মৎবধঃ ংড়পরপঃু ধহফ ঃযব পড়হঃৎড়ষ ড়ভ বাবৎুঃযরহম রহ ঃযব বধৎঃয, ধরৎ ধহফ ংবধ. [৬৬]

এককথায় বলা যায় বণী ইসরাঈলের অন্ড়র্ভূক্ত উভয় দল তাদের বংশের সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ড় যুগে যুগে দেশে দেশে, বিভিন্ন অপকর্মেরর সূতিকাগার হিসেবে টিকে আছে। বিশেষ করে তাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায়টি লাঞ্চনার জিঞ্জির গলায় নিয়ে হেন কোন অপকর্ম নেই যা তারা করেনি। বিস্ময়ের বিষয় হলো কত জাতির উদ্ভব এই পৃথিবীতে হয়েছে আবার নিশ্চিহ্ন হয়েছে তা কোন ইয়ত্তা নেই, কিন্তু এই অভিশপ্ত জাতিটি না নিশ্চিহ্ন হচ্ছে না ইজ্জতের সাথে নিজ মেরুদন্ডের উপর দাঁড়াতে পাড়ছে। তবে পূর্ববর্তী যুগসহ বিশ্বনবীর যুগে যেমন স্বল্প সংখ্যক ইয়াহুদী-খৃষ্টান সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন, তেমনি বর্তমানেও হাতে গণা কিছু আছেন যারা বিবেক তাড়িত হয়ে নিজ গোষ্ঠির বিভিন্ন অপকর্মের সমালোচনায় সোচ্চার হয়েছেন। এমনকি কেউ কেউ নিজ বিকৃত ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামের সুমহান আদর্শের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে ধন্য করেছেন।

---

৬৫. ইমরান নযর হোসেন, মোঃ এনামুল হক, অনুদিত, cweÎ KiÛAv‡b †RiRv‡jg, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৭

৬৬. টায়নবী, Civiliation on Trial. (খড়হফড়হ : ঙীভড়ৎফ টহরাবৎংরঃু চৎবংং, ১৯৫৭) চ.১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

Aóg Aa¨vq

ÔAvj KiÕAvb evnK‡‘i KiYxqÕ :

মুসলিম উম্মাহই মূলত মানবতার কল্যাণের একমাত্র উপায়। তাদেরকে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হবেনা এই আশায় যে, ইয়াহুদীরা যাই কর¯কনা কেন তাদের পতন হবেই হবে। বরং আল কুর'আন বাহকদেরকে আল কুর'আনের নির্দেশনা অনুসরণে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

8.1 : cwicYfv‡e Bmjv‡g c‡e‡ki wb‡‘kbv :

ইসলাম একটি নিছক ধর্মের নাম নয় বরং ইহা একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলাম গ্রহণকারী কেউ আংশিক ইসলামী বিধান মানবে অন্য ক্ষেত্রে মানব রচিত বিধান মানবে এটা অসম্ভব। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

يايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوت الشيطان ۔

অর্থ : হে ঈমানদারগণ তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর, তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা।[১]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

''মহান আলণ্ঢাহ তাঁর প্রতি ঈমানদার ওতাঁর রাসূলকে সত্যায়নকারী বান্দাহদের প্রতি আদেশ জারী করে বলেন: তারা যেনো ইসলামের সকল শাখা এবং উহার বিধান সমূহ ধারণ করে এবং ইহার সকল আদেশ সমূহ মেনে চলে এবং সকল ধমকিসমূহ পরিত্যাগ করে তাদের সামর্থ অনুযায়ী। আলণ্ঢাহর বাণী 'পরিপূর্ণরূপে' এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন: 'এক সাথে'। মুজাহিদ বলেন: অর্থাৎ তোমরা পূণ্যের সকল দিকের কাজ করো। ইকরিমাহ ধারণা করেন : আয়াতটি ইয়াহুদী ও অন্যান্যদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করা একদলের বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আব্দুলণ্ঢাহ বিন সালাম, সা'লাবাহ, আসাদ বিন উবাইদ এবং একদল মুসলমান যারা রাসুল (সা:) এর নিকট শনিবার উদযাপনের অনুমতি চেয়েছিলো। এবং রাতে তাওরাত তেলাওয়াতের। অতঃপর আলণ্ঢাহ তায়ালা তাদেরকে ইসলামী নিদর্শন প্রতিষ্ঠা এবং উহা নিয়ে মগ্ন থাকতে নির্দেশনা দেন। তবে ঐ সকল লোকদের সাথে আব্দুলণ্ঢাহ বিন সালামের নাম উলেণ্ঢখ করার মধ্যে ভাবার বিষয় রয়েছে। কারণ তার পক্ষে শনিবার উদযাপন করতে অনুমতি চাওয়া অসম্ভব।''[২]

---

১. আল-কুর'আন, ২ : ২০৮

২. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxij KiÕAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৩০৮-৩০৯

যাই হোক নবীর যুগের ঈমানদারগণ যদি বিশ্বনবীর প্রবর্তিত জীবন বিধান অনুসরণের পাশাপাশি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব পাঠ ও তদানুযায়ী সাপ্তাহিক উৎসব উদযাপনে নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হন তাহলে, বর্তমানে কোন মুসলমান ইসলাম ভিন্ন অন্য মতবাদ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে বা ভিন্ন ধর্মের উৎসবে যোগ বা সমর্থন দিয়ে নিজেকে মুসলিম দাবী করা নিঃসন্দেহে হাস্যকর। আল কুরআন বাহকদেরকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনের রঙে রঙিন হতে হবে। কারণ এ ভিন্ন অন্য কোন মতবাদ মহান আলণ্ঢাহর নিকট কখনো গ্রহণযোগ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين-

অর্থ : আর যে ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন জীবন বিধান অন্বেষণ করবে তা কখনো তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবেনা। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্ড়র্ভূক্ত হবে।[৩]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

''যে আলণ্ঢাহর প্রবর্তিত বিধান ব্যতিত অন্য পথে চলবে তার পক্ষ থেকে কখনও গ্রহণ করা হবেনা। যেমন রাসূল (সা:) বিশুদ্ধ হাদিসে বলেছেন : যে, এমন কাজ করবে যে বিষয়ে আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত। ইমাম আহমদ বলেন : আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত : এমতাবস্থায় আমরা মদীনায় ছিলাম, রাসূল (সা:) বলেন: কিয়ামতের দিন আমলসমূহ আসবে, সালাত আসবে এবং বলতে হে রব! 'আমি সালাত', আলণ্ঢাহ বলবেন তুমি কল্যাণের উপর আছো। অতঃপর সাদকাহ আসবে এবং বলবে, হে রব! 'আমি সাদকাহ'। তিনি বলবেন, তুমি কল্যাণের উপর আছো। অত:পর রোযা আসবে এবং বলবে, হে রব! 'আমি রোযা' তিনি বলবেন, তুমি কল্যাণের উপর আছো। অত:পর আমল সমূহ আসবে এবং প্রত্যেকের ব্যাপারে আলণ্ঢাহ বলবেন তুমি কল্যাণের উপর আছে। অতঃপর ইসলাম আসবে এবং বলবে: হে রব! আপনি সালাম আর আমি ইসলাম: আলণ্ঢাহ বলবেন : তুমি কল্যাণের উপর আছো। তোমার মাধ্যমেই আমি আজ পাকড়াও করবো এবং পুরস্কার দিবো।'' [৪]

---

৩. আল-কুর'আন, ৩ : ৮৫

৪. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxij Ki Awbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৪৬৭

কবরে যে কয়টি প্রশ্ন করা হবে এর ২য়টি হলো وما دينك তোমার জীবনাদর্শ কী? নেক বান্দা উত্তরে বলবে دينى الاسلام আমার জীবন পদ্ধতি ইসলাম।[৫] যে ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কিছু ইবাদত করে জীবনের বড় একটি অংশ ইসলাম বিপরীত ভিন্ন আদর্শের উপর ছিলো সে নি:সন্দেহে উক্ত উত্তর দিতে পারবেনা।

ইয়াহুদীরা যেমন তাওরাতের আংশিক মেনে চলা এবং আংশিক অস্বীকার করার অপরাধে লাঞ্ছনার ঘানি টানতে হচ্ছে, উক্ত বিষয়টি আল কুরআনের উলেণ্ঢখ করার মাধ্যমে মহান আলণ্ঢাহ তায়া'লা কুরআন বাহকদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذالك منكم الا خزى فى الحيواة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ۔

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : তোমরা কি আসমানী কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে যারা এমন করবে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে লাঞ্চনা, অপমান ছাড়া আর কোন প্রতিদান নেই। আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিন শাস্ড়ির দিকে ধাবিত করা হবে। আলণ্ঢাহ তোমাদের কর্মকান্ডের বিষয়ে অমনোযোগী নন।[৬]

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান দুর্দিনে মুসলিম নেতৃত্বসহ সকল মুসলমানের পরিপূর্ণভাবে ইসলামী জীবনাদর্শ অনুসরণে সচেষ্ট হওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ খোলা নেই।

8.2 : Avj KiAv‡bi cvUd‡g HK¨e× nIqvi wb‡‘kbv ।

মহান আলণ্ঢাহ তায়ালা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে পারস্পারিক বিদ্বেষ, বিভক্তি, হিংসা, ক্রোধ সৃষ্টি করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু, আল কুরআন বাহকদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন যেনো তারা আল কুরআনের রশিকে ঐক্যবদ্ধভাবে আকড়িয়ে ধরে। পারস্পারিক বিভক্তিই বর্তমান মুসলিম বিশ্বের পশ্চাদপদতার অন্যতম কারণ। ছোট খাটো বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে বড় আকারের দ্বন্দ্বই যুগে যুগে মুসলমানদেরকে শাসন ক্ষমতার মর্যাদা থেকে বিচ্যুৎ করেছে। আবার যখনি নিজেরা কাধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে গেছে তখনি বার বার সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহন করেছে। পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস ও জেরুজালেমে আজ মুসলমানরা নিষিদ্ধ। এই লজ্জা শুধু ফিলিস্ড়িনের মুসলমানদের নয়, বরং সমগ্র মুসলিম জাতির। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই , শুধু ঐক্যের প্রয়োজন।[৭]

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا-

অর্থ : তোমরা আলণ্ঢাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করো, তোমরা পরস্পর বিভক্ত হইওনা।[৮]

---

৫. ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আব্দিলণ্ঢাহ, wgkKvZj gvmvexn- প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫

৬. আল-কুর'আন, ২ : ৮৫

৭. আসাদ পারভেজ, wdwj¯Z‡bi e‡K BRivBj, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৪

৮. আল-কুর'আন, ৩ : ১০৩

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

''কারো মতে আলণ্ঢাহর রশি অর্থ 'আলণ্ঢাহর চুক্তি' যেমন তিনি এর পরের আয়াতে বলেন : তাদের উপর অপমান লাঞ্চনা আরোপ করা হলো তারা যেখানেই থাকুক তবে আলণ্ঢাহ এবং মানুষের পক্ষ থেকে কোন নিরাপত্তা পেলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ কোন চুক্তি বা জিযিয়া নিরাপত্তা। কারো মতে, আলণ্ঢাহর রশি অর্থাৎ কুরআন। যেমন হারেস আল আ'ওয়ার এর হাদিসে এসেছে আলী (রা:) থেকে মারফু পদ্ধতিতে কুর'আনের গুণাবলীতে বর্ণিত হয়েছে। ইহা (কুরআন) আলণ্ঢাহর মজবুত রশি এবং তাঁর মজবুত পথ। এ বিষয়ে এই অর্থে নির্দিষ্ট একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম হাফেজ আবু জা'ফর আত-তাবারী বলেন আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সা:) বলেছেন: আলণ্ঢাহর কিতাব হলো আলণ্ঢাহর রশি যা ঝুলানো আসমান থেকে জমিনের দিকে।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে মারদুবিয়া বলেন : ইব্রাহীম বিন মুসলিম আল হিজরীর সনদে তিনি আবুল আহওয়াস থেকে তিনি আব্দুলণ্ঢাহ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন : নিশ্চয়ই এই কুরআন আলণ্ঢাহর মজবুত রশি, ইহা সুস্পষ্ট আলো, ইহা উপকারী ঔষধ, যে উহা ধারণ করবে তার সুরক্ষাকারী, যে উহা অনুসরণ করবে তার জন্য মুক্তি দান কারী।

আলণ্ঢাহর কথা ''তোমরা বিভক্ত হয়োনা'' এর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে দলবদ্ধ থাকতে আদেশ করেছেন এবং বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে বিভক্তির নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার বিষয়ে। যেমন সহীহ মুসলিমে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত রাসূল (সা:) বলেন : নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ তোমাদের তিনটি বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকেন এবং তিনটি বিষয়ে অসন্তুষ্ট থাকেন। তোমাদের প্রতি খুশি থাকেন, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ড় করবেনা, তোমরা আলণ্ঢাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবেনা।

এবং আলণ্ঢাহ তোমাদের শাসনভার যাদেরকে দিয়েছেন তাদেরকে উপদেশ দিবে। তোমাদের প্রতি অ-খুশি হন যে তিনটি কারণে তা হলো, সমালোচনা, অহেতুক প্রশ্ন, সম্পদ নষ্ট করা।'' [৯]

মাওলানা সদর ুদ্দীন ইসলাহী বলেন :

আলণ্ঢাহর রজ্জু বলতে তাঁর দ্বীনকে বোঝানো হয়েছে। আলণ্ঢাহর দ্বীনকে রজ্জুর সাথে তুলনা করার কারণ এই যে, এটিই এমন একটি সম্পর্ক যা একদিকে আলণ্ঢাহর সাথে ঈমানদারদের সম্পর্ক জুড়ে দেয় এবং অন্যদিকে সমস্ড় ঈমানদারদেরকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে এক জামায়াতবদ্ধ করে। এই রজ্জুকে 'মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরার মানে হচ্ছে মুসলমানরা দ্বীন ইসলামকেই আসল গুর ুত্বের অধিকারী মনে করবে, এর ব্যাপারেই আগ্রহ পোষণ করবে, একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে এবং তারই খেদমত করার জন্য পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানেই মুসলমানরা দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুৎ হবে এবং সমগ্র দৃষ্টি ও আগ্রহ ছোট-খাটো ও খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে সেখানেই অনিবার্যভাবে তাদের মধ্যে সেই একই রকম দলাদলি ও মতোবিরোধ দেখা দেবে, যা ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীর উম্মতদেরকে তাদের আসল জীবন-লক্ষ্য থেকে বিচ্যুৎ করে দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনার আবর্তে নিক্ষেপ করেছে।[১০]

এজন্যই আলণ্ঢাহ তায়া'লা মুসলিম উম্মাহকে মৌলিক দাওয়াতী কাজের পাশাপাশি নিজেদের মধ্যকার বিভেদ থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী জাতির উদাহরণ টেনে এনেছেন। মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

ولتكن منكم امة يدعون **الى** الخير ويأمرون **بالمعروف** وينهون **عن المنكر واولئك هم المفلحون-ولاتكونوا** كالذين **تفرقوا واختلفوا من بعد ما** جاءهم **البئنت واولئك لهم عذاب** عظيم ۔

অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতার দিকে আহবান জানাবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলকাম হবে। তোমরা তাদের মতো হয়ে যেয়োনা, যারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য

Dhaka University Institutional Repository

হেদায়াত পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। যারা এ নীতি অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্ড়ি।[১১]

মাওঃ সদরুদ্দীন ইসলাহী বলেন :

এখানে পূর্ববর্তী এমন সব উম্মতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা আলণ্ঢাহর নবীদের কাছ থেকে সত্য দ্বীনের সরল ও সুস্পষ্ট শিক্ষা লাভ করেছিলো। কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর দ্বীনের মৌল বিষয়গুলো পরিত্যাগ করে দ্বীনের সাথে সম্পর্কহীন গৌণ ও অপ্রয়োজনীয় খুটিনাটি বিষয়াবলীর ভিত্তিতে আলাদা আলাদা দল গঠন করতে শুরু করে দিয়েছিলো।

---

৯. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxij KiÔAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৪৭৯

১০. মাওঃ সদরুদ্দিন ইসলাহী, Avj KiAv‡bi cqMvg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-১৮৫

১১. আল কু'রআন, ৩ :১০৪-১০৫

তারপর অবান্ড়র ও আজেবাজে কথা নিয়ে এমনভাবে কলহে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো যে, আলণ্ঢাহ তাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তার কথাই তারা ভুলে গিয়েছিলো এবং বিশ্বাস ও নৈতিকতার যেসব মূলনীতির ওপর মূলত মানুষের সাহায্য ও কল্যাণের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তার প্রতি কোনো আগ্রহই তাদের ছিলো না।[১২]

বর্তমান মুসলিম সমাজে আশংকাজনকভাবে যে বিষয়টি দেখা যাচ্ছে তা হলো নামাজী মুসলিমদের মধ্যেই পারস্পরিক বিভক্তি ও বিভেদের বীজ বপন করা হচ্ছে। ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া না পড়া, আমীন উচচ স্বরে বলা না বলা, হাত বুকের উপর নাকি নাভির নীচে বাঁধবে এসকল বিষয় সহ যেসকল ক্ষেত্রে 'ওয়াসায়াত; (প্রশস্ড়তা) আছে তা নিয়ে বিভক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যা মুসলমানদের সামাজিক ঐক্যের কেন্দ্র মসজিদ পর্যন্ড় আলাদা করে দিচ্ছে। ফলে মুসলমানেরা তাদের মূল দায়িত্ব ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করা, তা থেকে বেমালুম দূরে সরে যাচ্ছে। আর এ সুযোগে অসৎ ও অনৈসলামিক নেতৃত্ব আমাদের মাথার উপর এমনভাবে চেপে বসছে যা উম্মাহর জন্য সত্যিই ভীতিকর। এ জন্যই আলণ্ঢাহ তায়ালা সকল জাতিকেই দীন প্রতিষ্ঠার কাজের নির্দেশনা দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে মতভেদ করতে নিষেধ করেছেন। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه

অর্থ : (হে মানবগোষ্ঠী) তোমাদের জন্য মহান আলণ্ঢাহ জীবন বিধান হিসেবে সেই ইসলামী আদর্শই বিধিবদ্ধ করেছেন, যে আদর্শের বিধিবিধান তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং হে রাসূল আপনার প্রতিও সেই ইসলামী জীবন

Dhaka University Institutional Repository

বিধানই ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি। এবং উক্ত আদেশই আমি ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম তোমরা তোমাদের এ জীবন ব্যবস্থাকে জীবনের সকল স্ড়রে প্রতিষ্ঠিত (চালু) করো এবং কখনোই এ আদর্শ ও নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্য সৃষ্টি করোনা। [১৩]

8.3 : Bqvû'x I Lóvb‡'i cewË Abmi‡Y wb‡lavÁv :

ইয়াহুদী, খৃষ্টানদের মনোবৃত্তি ও প্রবৃত্তি অনুসরণে বিশ্বনবীকে শক্তভাবে হুশিয়ারী করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকেই মূলত চূড়ান্ড়ভাবে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ তাদের বর্তমান আদর্শ পুরোটাই মনগড়া বানোয়াট।এর বাহ্যিকরূপ যতই চাকচিক্যময় মনে হোক না কেন তা একেবারেই অন্ড়ঃসারশুন্য, সভ্যতা, পবিত্রতা, সুস্থতা বলতে যা বুঝায় তা কেবল আলণ্ঢাহ প্রদত্ত জীবন বিধানেই রয়েছে। আর এর অস্ড়িত্ব আছে শুধুমাত্র আল কুরআন ও বিশ্বনবীর জীবনাদর্শে। আর ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের সাথে মানবিক সম্পর্ক ধরে রাখার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন তারা তাদের আদর্শিক অনুসারী ছাড়া কারো সাথেই মানবিক সম্পর্কও অক্ষুন্ন রাখতে নারাজ।

---

[১২] মাওঃ সদরুদ্দিন ইসলাহী, Avj †KviAv‡bi cqMvg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-১৮৬

[১৩] আল-কুরআন, ৪২ : ১৩

মহান আলণ্ঢাহ তাদের এই হীন মানসিকতা প্রকাশ করে দিয়ে বলেন :

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم- قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير-

অর্থ : ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবেনা যতক্ষণ না আপনি তাদের আদর্শ অনুসরণ করবেন। হে নবী আপনি বলুন, আলণ্ঢাহ প্রবর্তিত পথই একমাত্র সঠিক পথ। আর যদি আপনি আপনার নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পর তাদের প্রবৃত্তি অনুসরণ করেন তাহলে, জেনে রাখুন আপনার জন্য আলণ্ঢাহ ব্যতীত কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। [১৪]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

قال ابن جرير يعنىبقوله جل ثناؤه (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك ابدا- فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم واقبل على طلب رضا الله فى دعائهم الى ما بعثك الله به من الحق- وقوله تعالى قل ان هدى الله هو الهدى اى قل يا محمد ان هدى الله الذى بعثنى به هو الهدى يعنى هو الدين المستقيم الكامل الشامل- قال قتادة فى قوله (قل ان هدى الله هو الهدى) خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه يخاصمون بها اهل الضلالة قال قتادة : وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : لا تزال طائفة من امتى يقتتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى امر الله- ولئن اتبعت ------ فيه تهديد ووعيد شديد للامة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من القرأن والسنة عياذا الله من ذالك- فان الخطاب مع الرسول والامر للامة-

অর্থ : ইবনে জারীর বলেন : আলণ্ঢাহ তায়ালা ولن ترضى আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন, হে মুহাম্মাদ (সা:) ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা আপনার প্রতি কখনও খুশি হবেনা। অতএব তাদেরকে সন্তুষ্ট করা ও তাদের অনুকূল কাজ করা থেকে বিরত থাকুন। বরং আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করুন। এবং এক্ষেত্রে তাদেরকে আহবান করুন ঐ সত্যের দিকে যা দিয়ে আলণ্ঢাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন। আলণ্ঢাহর বাণী قل ان هدى الله এর মর্মার্থ হলো, হে নবী আপনি বলুন আমাকে যে সত্য সহকারে আলণ্ঢাহ প্রেরণ করেছেন তাই হলো আলণ্ঢাহর

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র পথ। আর ইহা হলো পরিপূর্ণ মজবুত জীবন ব্যবস্থা। কাতাদাহ বলেন : আলণ্ঢাহর বাণী قل ان هدى الله هو الهدى এর মধ্যে তর্ক করার ভাষা রয়েছে যা আলণ্ঢাহ তাঁর নবী ও তাঁর সঙ্গীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তারা গোমরাহদের সাথে তর্ক করতে পারবে। কাতাদাহ বলেন: আমাদের নিকট পৌঁছেছে রাসূল (সা:) বলছিলেন : আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি দল সব সময়ই থাকবে যারা সত্যের উপর থেকে বিজয়ী অবস্থায় সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে। তাদেরকে তাদের বির"ধীরা কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।

আলণ্ঢাহর বাণী 'যদি তুমি অনুসরণ করো' এর মধ্যে উম্মতের জন্য ইয়াহুদীদের যেকোন পন্থা পদ্ধতি অনুসরণের ব্যাপারে শক্ত ধমক রয়েছে। অথচ উম্মাহ কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান লাভ করবে। আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে রাসূলকে আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে উম্মাহকে। [১৫]

[১৪.] আল-কুর'আন, ২ : ১২০

[১৫.] হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxij KiÓAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-২০৫

মাও: সদর"দ্দিন ইসলাহী বলেন :

তোমার প্রতি তাদের অসন্তুষ্টির কারণ শুধু এই যে, তুমি আলণ্ঢাহর নিদর্শনসমূহ ও তাঁর দীনের সাথে তাদের মতো মুনাফিকসুলভ ও প্রতারণামূলক আচরণ করছোনা কেনো? আলণ্ঢাহ পূজার ছদ্মবেশে তারা যেমন আত্মপূজা করে যাচ্ছে, তুমি তেমনটি করছোনা কেনো? দ্বীনের মূলনীতি ও বিধানসমূহ নিজের চিন্ড়া-ধারণা অথবা কামনা-বাসনা অনুযায়ী পরিবর্তিত করার ব্যাপারে তাদের মতো দু:সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছো না কেনো? তুমি প্রদর্শনীমূলক আচরণ, ছল-ছাতুরী ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছো না কেনো- যা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কাজেই তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চিন্ড়া ছেড়ে দাও। কারণ যতোদিন তুমি নিজে তাদের রঙে রঞ্জিত হয়ে তাদের স্বভাব ও আচরণ গ্রহণ না করবে নিজেদের ধর্মের সাথে তারা যে আচরণ করে যতোদিন তুমি তোমার দ্বীনের সাথে অনুরূপ আচরণ না করবে এবং যতোদিন তুমি ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস ও কর্মের ব্যাপারে তাদের মতো ভ্রষ্টনীতি অবলম্বন না করবে ততোদিন পর্যন্ড় তারা কোনোক্রমেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। [১৬]

মহান আলণ্ঢাহ এ বিষয়ে আরো শক্তভাবে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন :

ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ماجاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين ۔

অর্থ : যদি তুমি তোমার নিকট সত্যের জ্ঞান চলে আসার পরও তাদের মনোবাসনাকে অনুসরণ করো তাহলে তুমি জালিমদের অন্ড়র্ভূক্ত হয়ে যাবে।[১৭]

মহান আলণ্ঢাহ মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, তোমরা যদি বণী ইসরাঈলের তথাকথিত সভ্যতা-ভদ্রতা, সংস্কার-কুসংস্কার, সংস্কৃতি, খামখেয়ালিপনার সাথেও অনুসরণ করো একসময় তারা এর মাধ্যমে তোমাদেরকে ধর্মহীন বানিয়ে ছাড়বে।

মহান আলণ্ঢাহ বলেন:

يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كفرين-

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা এ আহলে কিতাবের মধ্য থেকে একটি দলের কথা মানো, তাহলে তারা তোমাদের ঈমান থেকে কুফুরীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।[১৮]

যেকোনো বিষয়ে রায় দিতে হবে আলণ্ঢাহর আইন মোতাবেক। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق-

অর্থ : তাদের মধ্যকার যেকোনো বিষয়ে আলণ্ঢাহর অবতীর্ণ করা বিধান দিয়ে রায় দাও। এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করোনা।[১৯]

---

১৬. মাও: সদরুদ্দিন ইসলাহী, Avj †KviAv‡bi cqMvg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৬৩

১৭. আল-কুর'আন, ২ : ১৪৫

১৮. আল-কুর'আন, ৩ : ১০০

১৯. আল-কুর'আন, ৫ : ৪৮

তাদের খেয়াল খুশী অনুসরণ করলে ঈমানদারকে কাফিরে রূপান্ড়রিত করতে না পারলেও তারা ঈমানদারকে বিভ্রান্ড়ির জালে আটকিয়ে ফেলতে পারবে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك-

অর্থ : হে মুহাম্মাদ তুমি আলণ্ঢাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী তাদের যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা করো এবং তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করোনা। সাবধান হয়ে যাও, এরা যেনো তোমাকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করে সেই হেদায়েত থেকে সামান্য পরিমাণও বিচ্যুৎ করতে না পারে, যা আলণ্ঢাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। [২০]

8.4: Bqvû'x-Lóvb‡'i mv‡_ eÜZ Kiv wb‡la :

মানুষ হিসেবে মানবিক সম্পর্ক এবং সামাজিক জীব হিসেবে সামাজিক সম্পর্ক, লেনদেন তাদের সাথে হতে পারে কিন্তু, আন্ড়রিক বন্ধুত্ব কস্মিনকালেও নিরাপদ নয়। মহান আলণ্ঢাহ বলেন-

ياايها الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا- ودوا ما عنتم-

অর্থ : হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজ জামায়াতের লোক ছাড়া অন্য কাউকে তোমাদের গোপন কথার সাক্ষী করোনা। তারা তোমাদের দুঃসময়ের সুযোগ গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। যা তোমাদের ক্ষতি করে তাই তাদের প্রিয়। [২১]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة اى يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا اى يسعون فى مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعونه من المكر والخديعة ويودون مايعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم ----- قيل لعمرين الخطاب رضى الله عنه : ان هاهنا غلاما من اهل الحيرة حافظ كاتب فلو اتخذته كاتبا ؟ قال قد اتخذت اذا بطانة من دون المؤمنين- ففى هذا الاثر مع هذه الاية دلالة على ان اهل الذمة لا يجوز استعمالهم فى الكتابة ------- عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستضيئوا بنار المشركين -----قال الحسن البصرى فى شرح قول الرسول لا تستشيروا المشركين فى اموركم-

অর্থ : আলণ্ঢাহ তায়ালা তাঁর ঈমানদার বান্দাহদেরকে নিষেধ করে বলেন তারা যেনো মুনাফিকদেরকে অন্ড়রঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে। অর্থাৎ তারা যেনো তাদের নিকট নিজেদের গোপন বিষয়াবলী প্রকাশ না করে। মুনাফিকরা তাদের সর্বাত্মক শক্তি ও প্রচেষ্টা দিয়ে মুমিনদের দু:সময়ে সুযোগ গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ তারা মুসলমানদের বির"ধীতা এবং যথাসম্ভব ক্ষতি, ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র করতে চেষ্টায় থাকে। তারা পুলকিত হয় মুমিনদের কষ্ট ও সংকট দেখে। উমর বিন খাত্তাবকে বলা হয়েছিলো এখানে একজন হীরার অধিবাসী বালক আছে, সে

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষণকারী ও লিখক, যদি আপনি তাকে লিখক হিসেবে কাজে লাগাতেন! তিনি (উমর) বলেন : তাহলে আমি মুমিন ভিন্ন অন্য কাউকে গোপনীয় কাজে ব্যবহারকারী হবো।

[২০] আল-কুর'আন, ৫ : ৪৯

[২১] আল-কুর'আন, ৩ : ১১৮

এই হাদিসের সাথে এই আয়াত প্রমাণ করে অমুসলিম জিম্মিকে রাষ্ট্রীয় লিখার কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। রাসূলুলণ্ডাহ (সা:) হতে বর্ণীত তিনি বলেন : তোমরা মুশরিকদের আগুন দিয়ে আলো সন্ধান করোনা। ইমাম হাসান বসরী রাসূলের এই কথার ব্যাখ্যায় বলেন : তোমরা তোমাদের কোন বিষয়ে মুশরিকদের নিকট পরামর্শ চেয়োনা।[২২]

মাওঃ সদর⁻দ্দিন ইসলাহী বলেন :

মদীনার আশ-পাশে যেসব ইহুদী গোত্র বাস করতো আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদের সাথে পূর্বকাল থেকে তাদের বন্ধুত্ব চলে আসছিলো। এই দুই গোত্রের লোকেরা ব্যক্তিগতভাবেও বিভিন্ন ইহুদীগোত্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতো এবং গোত্রীয়ভাবেও তারা ছিলো পরস্পরের প্রতিবেশী ও সহযোগী। আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা মুসলমান হয়ে যাবার পরও ইহুদীদের সাথে তাদের সেই পুরাতন সম্পর্ক বজায় রেখেছিলো। ব্যক্তিগতভাবেও তারা তাদের পুরাতন ইহুদী বন্ধুদের সাথে আগের মতই প্রীতি ও আন্তরিকতার সাথে মেলামেশা করতো। কিন্তু নবী করীম (সা:) ও তাঁর মিশনের বির্দ্ধে ইহুদীদের মধ্যে যে শত্রতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো তার ফলে তারা এ নতুন আন্দোলনে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তির সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে প্রস্তুত ছিলোনা। আনসারদের সাথে তারা বাহ্যত আগের সম্পর্ক বজায় রেখেছিলো, কিন্তু মনে মনে তারা হয়ে গিয়েছিলো তাদের চরম শত্র। ইহুদীরা তাদের এ বাহ্যিক বন্ধুত্বকে অবৈধভাবে ব্যবহার করে মুসলমানদের জামাআতে অভ্যন্তরীণ ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার এবং তাদের জামাআতের গোপন বিষয়গুলোর খবর সংগ্রহ করে শত্রদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য সর্বক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। মহান আলণ্ডাহ এখানে তাদের এ মুনাফেকী কর্মনীতি সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সাবধান থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৩]

মহান আলণ্ডাহ ইয়াহুদী-খৃষ্টানকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার বিষয়টিকে এতটুকু গুরত্ব দিয়েছেন যে, কেউ যদি এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তাহলে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে (নাউযুবিলণ্ডাহ)

মহান আলণ্ডাহ বলেন :

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم

অর্থ : হে ঈমানদারগণ তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। তারা পরস্পর বন্ধু। আর তোমাদের মধ্য হতে যে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে।[২৪]

[২২] হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxi j KiôAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৪৯০

[২৩] মাওঃ সদরুদ্দিন ইসলাহী, Avj †KviAv‡bi cqMvg, প্রাগুক্ত, খ-১. পৃষ্ঠা-১৮৯

[২৪] আল-কুর'আন, ৫ : ৫১

Dhaka University Institutional Repository

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى-الذين هم اعداء الاسلام واهله قاتلهم الله ثم اخبر ان بعضهم اولياء بعض ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذالك----- عن عياض ان عمر امر ابا موسى الاشعرى ان يرفع اليه ما أخذ وما أعطى فى اديم واحد وكان له كاتب نصرانى فرفع اليه ذالك فعجب عمر وقال : ان هذا لحفيظ هل انت قارئ لنا كتابا فى المسجد جاء من الشام ؟ فقال انه لايستطيع ان يدخل المسجد فقال عمر: اجنب هو ؟ قال : لا بل نصرانى قال فانتهرنى وضرب فخذى ثم قال اخرجوه ثم قرأ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء-

অর্থ : মহান আলণ্ঢাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাহদের ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করা হতে নিষেধ করেছেন। যারা ইসলাম ও মুসলমানের শত্র" আলণ্ঢাহ তাদেরকে ধ্বংস কর"ণ। অত:পর তিনি জানিয়ে দেন যে, ওরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। অত:পর যারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তাদেরকে ধমকি দেন। আয়াজ থেকে বর্ণিত উমর (রা:) আবু মুসা আশআরীকে আদেশ করলেন তিনি যেনো খলিফার নিকট এমন ব্যক্তি নিয়ে আসেন যাকে দিয়ে আদান প্রদান দুটোই করা যায়। আবু মুসার নিকট ছিলো একজন খৃষ্টান লিখক। তিনি তাকে তাঁর (উমরের) নিকট উপস্থাপন করলেন। উমর খুশি হলেন এবং বললেন নিশ্চয়ই সে সংরক্ষক। তুমি কি শাম থেকে আসা চিঠি মসজিদে আমাদেরকে পড়ে শুনাতে পারবে? তখন তিনি (আবু মুসা) বললেন : সে তো মসজিদে প্রবেশ করতে পারবেনা। উমর বললেন : সে কি গোসল ফরজ জনিত অপবিত্র? তিনি বললেন : না বরং সে খৃষ্টান। আবু মুসা বলেন : অত:পর তিনি আমাকে ধমক দিলেন এবং আমার উর"তে আঘাত করলেন এবং বললেন তাকে (ঐ খৃষ্টান লেখককে) বের করো। অত:পর তিনি পাঠ করেন- يايها الذين امنوا لا تتخذوا আয়াতটি।[২৫]

তবে এক্ষেত্রে আল কুরআন বাহকদেরকে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে তা হলো ঈমানদারদের সাথে শত্র"তা পোষণের ক্ষেত্রে ইয়াহুদী ও মুশরিকরা অধিক কঠোর হবে। আন্ড়র্জাতিক কুটনতিক সম্পর্ক স্থাপন ও সন্ধি-চুক্তির ক্ষেত্রে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বিষয়টি ভাবনায় রাখতে হবে। আর ঈমানদারদের সাথে মানবিক কারণে প্রীতি পূর্ণ সম্পর্ক রাখতে অধিক আগ্রহী হবে নিরহংকারী নাসারাগণ যাদের মধ্যে আলেম ও ইবাদতকারী রয়েছে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى

অর্থ : ঈমানদারদের সাথে শত্র"তার ক্ষেত্রে তুমি ইহুদী ও মুশরিকদের পাবে সবচেয়ে বেশী উগ্র। আর ঈমানদারদের সাথে প্রীতিময় সম্পর্কের ব্যাপারে নিকটতর পাবে তাদেরকে যারা বলেছিলো আমরা আলণ্ঢাহর সাহায্যকারী। [২৬]

---

২৫. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxij KiÛAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-২, পৃষ্ঠা-৮৭-৮৮

২৬. আল-কুর'আন, ৫ : ৮২

মানবিক সম্পর্কের কারণে প্রীতিময় সম্পর্ক আর অন্ড়রঙ্গ বন্ধুত্ব এক কথা নয়। মানুষ হিসেবে সকলেই মুসলমানদের নিকট থেকে ভালো আচরণ, সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার পাওয়ার অধিকার রাখে। তবে রাষ্ট্রীয় গুর"ত্বপূর্ণ ও

Dhaka University Institutional Repository

গোপনীয় দাপ্তরিক কাজে কোন ইয়াহুদী খৃষ্টান বা অমুসলিমকে বসানো যাবেনা। এটা নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন বা হরণ করা নয় বরং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জনিত সতর্কতা। রাষ্ট্র যেমন জেনেশুনে কোন রাষ্ট্রদ্রোহীকে রাষ্ট্রের গুর"ত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ না দেয়ার অধিকার রাখে তেমনি, এ জাতিগুলো স্বভাবগত ভাবেই ইসলামী রাষ্ট্রের ও মুসলিম স্বার্থের বিপরীত মনোভাব পোষণ করে বিধায় তাদের সাথে অন্ড়রঙ্গ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না রাখার অধিকার মুসলমানদের মানবিক অধিকার।

অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- যখনি ইয়াহুদী-খৃষ্টানদেরকে রাষ্ট্রীয় গুর"ত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে তখনি তারা ইসলামী খেলাফতকে ব্যাপক হুমকির মুখে নিক্ষেপ করেছে। আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ খোদায়ী বিধান ও দিক নির্দেশনা কখনো অহেতুক হয়না।

8.5 : cKZ A‡_ KiAvb cvV I cPv‡ii wb‡'kbv:

মহান আলণ্ঢাহ আল-কুরআন বাহকদেরকে যথাযথভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। ইয়াহুদীদের মত বিকৃত করে নয়। আর কুরআনের প্রতি ঈমানদার দাবী তখনই যথার্থ হবে যখন সে প্রকৃত অর্থে কুরআন পাঠ করবে এবং প্রচার করবে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

الذين اتينهم **الكتاب** يتلونه **حق** تلاوته **اولئك** يؤمنون به **ومن** يكفر **فاولئك** هم **الخسرون**-

অর্থ : যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা একে যথাযথভাবে পাঠ করে। তারা এর ওপর সাচ্চা দিলে ঈমান আনে। আর যারা কুফুরী আচরণ করে তারাই আসলে ক্ষতিগ্রস্থ।[২৭]

উক্ত নির্দেশনার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনকে শুধুমাত্র আক্ষরিক পঠন ও অর্থ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবেনা বরং এর ভাবার্থ উপলব্ধি করে জীবনে প্রতিপালনের জন্য তেলাওয়াত করতে হবে।

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

عن عمربن الخطاب يتلونه **حق** تلاوته **قال اذ امر بذكرالجنة سأل** الله **الجنة واذ امر بذكر النار تعوذ** الله **من النار- قال ابو العالية : قال ابن مسعود : والذى نفسى** بيده **ان حق تلاوته ان** يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه **كما انزل** الله **ولا** يحرف **الكلم عن** مواضعه **ولا** يتأول منه شيئا **على** غير تأويله- ------ **عن عكرمة عن ابن عباس** : يتلونه **حق** تلاوته **قال** يتبعونه **حق** اتباعه **ثم قرأ والقمر اذا** تلاها يقول اتبعها **كذا عن ابن مسعود--- قال ابو موسى الاشعرى : من** يتبع **القران** يهبط به **على** رياض **الجنة** -

---

[২৭.] আল-কুর'আন, ২ : ১২১

অর্থ : উমর বিন খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত: প্রকৃত তেলাওয়াত অর্থ যখন সে জান্নাতের আলোচনা তেলাওয়াত করবে সে আলণ্ঢাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করবে। আবার যখন জাহান্নামের আলোচনা তেলাওয়াত করবে, সে উহা হতে আলণ্ঢাহর নিকট পানাহ চাবে। আবুল আলিয়া বলেন: ইবনে মাসউদ বলেছেন: ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, প্রকৃত তেলাওয়াত হলো ইহার হালালকে হালাল মনে করবে, হারামকে হারাম জানবে, এবং আলণ্ঢাহ যেমন অবতীর্ণ করেছেন তেমন তেলাওয়াত করবে, কোন শব্দকে নিজ স্থান থেকে বিকৃত করবেনা, কোন শব্দের

Dhaka University Institutional Repository

ভিন্ন (সুবিধামত) ব্যাখ্যা করবেনা। ইকরিমা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ''যথাযথভাবে উহার অনুসরণ করবে। অত:পর তিনি পাঠ করেন والقمر اذا تلاها আয়াতে تلاها অর্থ হচ্ছে اتبعها অর্থাৎ সে (চাঁদ) সূর্য্যকে অনুসরন করে। ইবনে মাসউদ ও উক্ত মত পোষণ করেছেন। আবু মুসা আশআরী বলেন : যে কুরআন অনুসরণ করবে এর মাধ্যমে সে জান্নাতের বাগানে অবতরণ করবে।[২৮]

এর পাশাপাশি মহান আলণ্ঢাহ আল কুরআন বাহকদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, তারা যেনো কুরআনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য মানুষের নিকট প্রচার করে। সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে যেনো কোন রাখ ঢাক ও গোপণীয়তার পন্থা অবলম্বন না করে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون-

অর্থ : যেসব লোক আমার নাযিলকৃত উজ্জ্বল শিক্ষাবলী ও বিধানসমূহ গোপন করে অথচ সমগ্র মানবতাকে পথের সন্ধান দেয়ার জন্য আমি সেগুলো আমার কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, আলণ্ঢাহ তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীও তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করে। [২৯]

মাও: সদর"দ্দিন ইসলাহী বলেন : ''ইহুদী আলেমদের সবচাইতে মারাত্মক অপরাধ এই ছিলো যে, তারা আলণ্ঢাহর কিতাবের জ্ঞান সর্ব সাধারণ্যে প্রচার করার পরিবর্তে একে রাব্বী ও একটি সীমিত ধর্মীয় পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলো। তাছাড়া অজ্ঞতার কারণে সাধারণ জনগণ যখন ব্যাপকভাবে ভ্রষ্টতার শিকার হলো তখন ইহুদী আলেম সমাজ জনগণের চিন"ড়্র ও কর্মের সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়নি। বরং উল্টো জনগণের মধ্যে নিজেদের জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন রাখার জন্য যে ভ্রষ্টতা ও শরীয়াত বিরোধী কর্মকান্ড জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তো তাকে তারা নিজেদের কথা ও কাজের দ্বারা অথবা নীরব সমর্থনের মাধ্যমে বৈধতার ছাড়পত্র দান করতো। এ ধরণের প্রবণতা থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলমানদেরকে তাকীদ দেয়া হচ্ছে। সমগ্র বিশ্ববাসীকে হেদায়াত করার গুর"দায়িত্ব যে উম্মতের ওপর সোপর্দ করা হয়েছে সেই হেদায়াতকে কৃপণের ধনের মতো আগলে না রেখে বা গোপণ না করে বেশি করে সম্প্রসারিত করাই হচ্ছে তাদের দায়িত্ব।'' [৩০]

[২৮.] হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxij KiÛAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-২০৫-২০৬

[২৯.] আল-কুর'আন, ২ : ১৫৯

[৩০.] মাও: সদরুদ্দিন ইসলাহী, Avj †KviAv‡bi cqMvg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৮০

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

''আহলে কিতাবের প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে যারা মুহাম্মাদ (সা:) এর গুণাবলী গোপণ করেছে। অত:পর আলণ্ঢাহ তায়ালা জানিয়ে দেন যে, তাদের এই কর্মকান্ডের দর"ণ তাদের উপর সবকিছু অভিশাপ দেয়। যেমনি আলেমের জন্য প্রত্যেক বস্তু এমনকি পানির মাছ ও শূন্যে পাখি মাগফিরাত কামনা করে তারা ঐ সকল আলেমের বিপরীত যারা সত্য গোপণ করে, তাদেরকে আলণ্ঢাহ অভিশাপ দেন এবং অভিশাপ দানকারীরা অভিশাপ দেয়। মজবুত সনদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা এবং অন্য রাবী হতে রাসূল (সা:) বলেন : ''যাকে কোন জ্ঞান প্রসংগে প্রশ্ন করা হয় অত:পর সে উহা গোপণ করে কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের আগুনের লাগাম পড়িয়ে দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হবে।" বিশুদ্ধ বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : যদি কুরআনের এই আয়াত না থাকত আমি কিছুই বর্ণনা করতাম না। হযরত বারা বিন আযেব হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রাসূল (সা:) এর সাথে এক জানাযায় ছিলাম রাসূল (সা:) বলেনঃ কাফিরদের দু'চোখের মাঝখানে এমন আঘাত করা হয় যার আওয়াজ দুই জাতি (মানুষ ও জীন) ছাড়া সকলেই শুনতে পায়। তখন প্রত্যেক প্রাণী যারা ঐ আওয়াজ শুনে তার

উপর অভিশাপ বর্ষণ করে। এটাই আলণ্ঢাহর কথা তাদের উপর অভিশাপকারীরা অভিশাপ করে এর অর্থ। মুজাহিদ বলেনঃ যখন পৃথিবী কেঁপে উঠে তখন চতুস্পদ জন্তুরা বলে, এই আওয়াজ আদম সন্ড়ানের মধ্যে পাপীদের কারনে, আলণ্ঢাহ পাপী আদম সন্ড়ানের উপর অভিশাপ বর্ষণ করু্ক। হাদিস শরীফে এসেছে- আলেমদের জন্য প্রত্যেক বস্তু ক্ষমা প্রার্থনা করে এমনকি সমুদ্রের মাছ আর এই আয়াতে এসেছে ইলম গোপণ কারীর উপর আলণ্ঢাহ ফেরেশতা, মানব জাতি এবং সকল অভিশাপকারী অভিশাপ দেয়। তারা স্পষ্ট ভাষায় হোক বা অনারব ভাষায়, কথার মাধ্যমে হোক বা অবস্থা ব্যক্ত করার মাধ্যমে।[৩১]

---

[৩১] হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxi j Ki©Awbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান মুসলিম আলেম সমাজেও এমন অনেকে আছেন যারা নিজের চাকুরী, ইমামতি, ব্যবসা, পেশাদারী মাহফিল বহাল তবিয়তে রাখার জন্য ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় মানুষের সামনে খোলাখুলি বলেন না। বিষয়টিকে তারা 'হিকমত!' বলে এড়িয়ে যেতে চান। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে হিকমতের দোহাই দিয়ে উনারা নিজের পেশা ঠিক রাখছেন কিন্তু ইসলামের মূল রূপ গোপণ রেখে ভয়াবহ অপরাধের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছেন। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون فى بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم-

অর্থ : মূলত আলণ্ঢাহ তাঁর কিতাবে যে সমস্ত বিধান নাযিল করেছেন সেগুলো যারা গোপণ করে এবং সামান্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে উহা বিক্রি করে, তারা আসলে আগুন দিয়ে নিজেদের পেট ভর্তি করেছে। কিয়ামতের দিন আলণ্ঢাহ তাদের সাথে কথাই বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মাদিন্তু শাস্তি।[৩২]

মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী বলেন :

''আয়াতের অর্থ হচ্ছে, সাধারণ লোকদের মধ্যে যতো প্রকার বিভ্রান্তিকর কুসংস্কার প্রচলিত আছে এবং বাতিল রীতি-নীতি ও অর্থহীন বিধি-নিষেধের যেসব নতুন নতুন শরীয়াত তৈরি হয়ে গেছে এসবগুলোর জন্য দায়ী হচ্ছে সেই আলেম সমাজ যাদের কাছে আলণ্ঢাহর কিতাবের জ্ঞান ছিলো কিন্তু তারা সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছায়নি। তারপর অজ্ঞতার কারণে লোকদের মধ্যে যখন ভুল প্রথার প্রচলন হতে থাকে তখনো ঐ যালেম গোষ্ঠী মুখ বন্ধ করে বসে থেকেছে। বরং তাদের অনেকেই আলণ্ঢাহর বিধানের ওপর আবরণ পড়ে থাকাকেই নিজেদের জন্য লাভজনক বলে মনে করেছে।''[৩৩]

মহান আলণ্ঢাহ তায়ালা বলেন :

ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لاخلاق لهم فى الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم-

অর্থ: আর যারা আলণ্ঢাহর সাথে কৃত অংগীকার ও নিজেদের শপথ সামান্য দামে বিকিয়ে দেয়, তাদের জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আলণ্ঢাহ তাদের সাথে কথা বলবেননা, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পাক-পবিত্রও করবেন না, বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৩৪]

আলণ্ঢাহর বাণী 'তিনি তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন না' এর কারণ বর্ণনা করে মাওঃ সদরুদ্দীন ইসলাহী বলেন : এর কারণ হচ্ছে, এরা এতো গুরুতর ও মারাত্মক অপরাধ করার পরও মনে করতো, কিয়ামতের দিন তারাই আলণ্ঢাহর সবচেয়ে বেশী নৈকট্য লাভের অধিকারী হবে। তাদের প্রতি বর্ষিত হবে আলণ্ঢাহর অনুগ্রহ। আর দুনিয়ার জীবনে যে সামান্য গুনাহের দাগ তাদের গায়ে লেগে গেছে বুযুর্গদের বদৌলতে তাও ধুয়ে মুছে মাফ করে দেয়া হবে।[৩৫]

---

৩২. আল-কুর'আন, ২: ১৭৪

৩৩. মাওঃ সদরুদ্দিন ইসলাহী, Avj †KviAv‡bi cqMvg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৮৫-৮৬

৩৪. আল-কুর'আন, ৩: ৭৭

৩৫. মাওঃ সদরুদ্দিন ইসলাহী, Avj †KviAv‡bi cqMvg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-১৭৮

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

يقول تعالى : ان الذين يعتاضون عما عهدهم الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان امره وعن ايمانهم الكاذبة الفاجرة الاثمة بالاثمان القليلة الزهيدة وهى عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة اولئك لاخلاق لهم فى الاخرة اى لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة اى برحمة منه لهم بمعنى لا يكلمه كلام لطف بهم ولا ينظر اليهم بعين الرحمة- ولا يزكيهم اى من الذنوب والادناس بل يأمر بهم الى الار-

অর্থ : মহান আলণ্ঢাহ বলেন : নিশ্চয়ই যারা মুহাম্মাদের অনুসরণ তাঁর গুণাবলী লোকদের নিকট আলোচনা করণ এবং তাঁর বিষয়ে স্পষ্ট করণ সংক্রান্ড় আলণ্ঢাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের বিপরীত কাজ করে, এবং তাদের মিথ্যা ও পাপসমৃদ্ধ শপথ যা দুনিয়ার সামান্য ক্ষণস্থায়ী সামগ্রীর বিনিময়ে ভঙ্গ করে তাদের পরকালে কোন পুরস্কার নেই। আলণ্ঢাহ তাদের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না। অর্থাৎ রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদের সাথে স্নেহময় কোনো কথা বলবেন না। এবং তাদেরকে পবিত্র করেন না। অর্থাৎ গুনাহ থেকে বরং তাদের ব্যাপারে জাহান্নামের আদেশ দিবেন।[৩৬]

8.6 : Ab¨vq Kv‡R evav c‘v‡bi wb‡‘kbv :

সাধারণ আল কুরআনের অনুসারীদের মধ্যে একটি ভুল চিন্ড়া কাজ করে যে, যার যার হিসাব সে সে দিবে। সমাজের অতকিছু নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাবো কেনো? আর এসব অন্যায় কাজে বাঁধা দিয়ে ও বা লাভ কি? এতে কি উহা বন্ধ হবে?

মহান আলণ্ঢাহ এসব ভ্রান্ড় চিন্ড়ার অপনোদনের জন্যে বণী ইসরাঈলের শনিবার মাছ ধরার ঘটনা উলেণ্ঢখ পূর্বক বলেন :

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين-

অর্থ : এভাবে আমি তাদের পরিণতিকে সমকালীন লোকদের এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য শিক্ষণীয় এবং যারা আলণ্ঢাহকে ভয় করে তাদের জন্য মহান উপদেশে পরিণত করেছি।[৩৭]

উক্ত বিবরণের মাধ্যমে মহান আলণ্ঢাহ আল কুরআনের বাহকদের সাবধান করে দিয়ে বললেন যে, অন্যায় কাজে বাঁধা না দিলে নিজে অন্যায় না করলেও অন্যায়কারীদর সাথে খোদায়ী গযবে নিপতিত হতে হবে। একই সাথে এই উপদেশ ও দোয়া হলো যে অন্যায় কাজে বাঁধা দিলে অন্যায় বন্ধ না হলেও নিজেকে খোদায়ী গযব থেকে রক্ষা করা যাবে।

---

৩৬. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxij KiÛAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৪৬২

৩৭. আল-কুর'আন, ২ :৬৬

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

قلت : المراد بالموعظة ههنا الزجر- اى جعلنا ما احللنا بهؤلاء من البأس والنكل فى مقابلة ما ارتكبروه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما اصابه كما ---- عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل-

অর্থ : আমি বলি এখানে উপদেশ দ্বারা ধমক উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমি তাদের অপকৌশল ও আলণ্ঢাহর নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদনের দর ন তাদের উপর শাস্ড়ি ও পরিণতি অবতীর্ণ করেছি। অতএব খোদাভীর রা যেনো এমন কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকে যাতে তাদের উপর এমন মুসিবত না আসে। যেমন আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণীত রাসূল (সা:) বলেছেন : ইয়াহুদীরা যা করেছে তোমরা তা করোনা। তারা সামান্য কৌশলে আলণ্ঢাহর হারাম কাজ সমূহ হালাল করে নিয়েছে।[৩৮]

8. 7 : A‡nZK I aóZvgjK ck Kiv n‡Z weiZ _vK‡Z n‡e:

আল কুরআন বাহকদের প্রতি মহান আলণ্ঢাহর সতর্কতা মূলক নির্দেশনা হলো তারা যেনো অযথা, বেহুদা বা অহেতুক কোনো বিষয়ে প্রশ্ন না করে। এবং ঈমান আক্বীদার উপর আঘাত আসে এমন ধৃষ্টতামূলক প্রশ্ন করা থেকে যেনো বিরত থাকে। এতে খোদায়ী রোষানলে পড়ার আশংকা থাকে। (নাউযুবিলণ্ঢাহ)। যেমন পড়েছিলো বণী ইসরাঈলরা। আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

---

৩৮. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxi j Ki‡Awbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

‘‘তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে প্রশ্ন করতে চাও’’ আয়াতে আলণ্ডাহ তায়ালা নবীকে বিভিন্ন বিষয়ে অতিরিক্ত প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আলণ্ডাহ তায়ালা বলেন : হে ঈমানদারগণ তোমরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করোনা। যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। কিন্তু কুরআন নাযিলের সময় যদি তোমরা যেসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করো তাহলে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। (মায়েদা-১০১) অর্থাৎ উহা অবতীর্ণ হওয়ার পর যদি উহার বিবরণ সম্পর্কে প্রশ্ন কারো তাহলে উহা তোমাদের নিকট প্রকাশ রে দেয়া হবে। হতে পারে ঐ প্রশ্নের কারণে উহা হারাম হয়ে যেতে পারে। এজন্য হাদিস শরীফে এসেছে মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হলো যা হারাম নয় এমন বিষয়ে প্রশ্ন করলো, আর প্রশ্নের কারণে তা হারাম হয়ে গেলো। রাসূল (সা:) যখন প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন ঐ ব্যক্তির বিষয়ে যে তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুর‍ুষকে পেয়েছে। তখন রাসুল কথা বললে কঠোর সিদ্ধান্ড় দিতেন, চুপ থাকলে বলা হতো এমন বিষয়ে নবী চুপরইলেন! এ কারণে রাসূল প্রশ্ন করা অপছন্দ করতেন। অত:পর এ বিষয়ে আলণ্ডাহ তায়ালা ‘লিয়ান’ এর আয়াত অবতীর্ণ করেন। এ কারণে দুই বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থে মুগীরা বিন শু’বাহ হতে বর্ণীত রাসুল (সা:) সমালোচনা, অধিক প্রশ্ন ও সম্পদ অপচয় অপছন্দ করতেন। সহীহ মুসলিমে এসেছে রাসূল (সা:) বলেন, আমি তোমাদেরকে যে অবস্থায় রেখেছি সে অবস্থায় আমাকে থাকতে দাও। তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংস হয়েছে তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে ও তাদের নবীদের বির‍ুধীতার কারণে। আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ে আদেশ করবো তোমরা তা সাধ্যমতো পালন করবে। আবার যখন কোনো বিষয়ে নিষেধ করবো তা থেকে বিরত থাকবে। তিনি এ বক্তব্যটি দিয়েছেন হজ্জের বিষয় আলোচনা হওয়ার পর। তিনি সাহাবাগণকে বলেছিলেন আলণ্ডাহ তাদের উপর হজ্জ ফরজ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি বলেছিলো এটা কি প্রতি বছর হে আলণ্ডাহর রাসূল! রাসুল ৩ বার পর্যন্ড় উক্ত প্রশ্নে চুপ রইলেন, অত:পর বললেন, ‘না’ যদি আমি ‘হ্যা’ বলতাম তাহলে আবশ্যক হয়ে যেতো। আর যদি (প্রতি বছর) আবশ্যক হতো তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হতে না। ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (সা:) এর সাহাবাদের চেয়ে উত্তম কোনো সম্প্রদায় আমি দেখিনি। তারা নবীকে মোট ১২টির বেশি প্রশ্ন করেনি। এবং এর সবগুলোই কুরআনে উলেণ্ডখ আছে।’’[৩৯]

8.8 : hveZxq fqfxwZ, nxbgb¨Zv, wØav-ms‡KvP ‘‡i mwi‡q mvg‡b AMmi nIqv :

আল কুরআন বাহকদের মনে শুধুমাত্র আলণ্ডাহর ভয় সদা জাগ্রত থাকবে তাহলে দুনিয়ার সবকিছু তাকে ভয় করবে। এছাড়া যখনি সে কুরআনের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভয়ভীতি, হীনমন্যতা, দ্বিধা-সংকোচে ভুগবে তখন দুনিয়ার সব কিছু তাকে ভয় দেখাবে। তার উচিৎ মহান আলণ্ডাহর বিধান পালনে একাট্টা হয়ে নির্দ্বিধায় সামনে চলা।

---

৩৯. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxi j KiÖAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা- ১৯১-১৯২

মহান আলণ্ডাহ বলেন :

فلا تخشوهم واخشونى ولاتم نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون ۝

অর্থ : তোমরা তাদেরকে (তোমাদের আদর্শের বির"ধীদেরকে) ভয় করোনা বরং আমাকে ভয় করো, আরো এজন্য যে, আমি তোমাদের ওপর নিজের অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেবো এবং এ আশায় যে, আমার এ নির্দেশের আনুগত্যের ফলে তোমরা ঠিক তেমনিভাবে সাফল্যের পথ লাভ করবে।[৪০]

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

فلا تخشو الناس واخشون-

অর্থ : (হে ইহুদী জনগোষ্ঠী) তোমরা মানুষকে ভয় করোনা বরং আমাকে ভয় করো। [৪১]

এখানে প্রসংগক্রমে ইয়াহুদীদের সম্বোধন করলেও উদ্দেশ্য পুরো মুসলিম উম্মাহ।

8.9 : Agmwjg‡'i cxov'vqK gš‡e¨ D‡ËwRZ bv n‡q ^a‡hi mv‡_ †gvKwejv Kivi wb‡'k :

আল কুরআন বাহকদেরকে মহান আলণ্ঢাহ সান্ড়না দিয়ে বলেন যে, আহলে কিতাবসহ অন্যান্য অমুসলিমরা তাদের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র, উস্কানীমূলক বক্তব্য, তীর্যক মন্ড়ব্যের মাধ্যমে তোমাদের আদর্শিক কোন ক্ষতি কখনো করতে পরবেনা। এতে ইসলামের কোন ক্ষতি হবেনা। বড়জোর তোমরা কিছু কষ্ট পাবে। আর এ পথে এটা স্বাভাবিক পাওনা। তাদের পীড়াদায়ক মন্ড়ব্যে উত্তেজিত হওয়া যাবেনা বরং ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে এবং যৌক্তিকভাবে জবাব দিয়ে যেতে হবে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

لن يضروكم الا اذى

অর্থ : তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বড়জোর কিছু কষ্ট দিতে পারবে। [৪২]

বিশ্বময় ইয়াহুদী, মুশরিক চক্র নিজ নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার কল্যাণে জঙ্গীবাদের যে ধুয়া তুলেছে এতে ওদের উদ্দেশ্য যতটুকু না হাসিল হয়েছে তার চেয়ে বেশী ইসলামের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। ইয়াহুদী-খৃষ্টান নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা (তাদের পরিসংসখ্যান মোতাবেক আশংকাজনকভাবে) বেড়েই চলছে।

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

لتبلون فى اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين لشركوا اذى كثيرا- ولن تصبروا وتتقوا فان ذالك من عزم الامور-

অর্থ : (হে মুসলমানগণ) তোমাদের অবশ্যই ধন ও প্রাণের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি এমতাবস্থায় তোমরা সবর ও তাকওয়ার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচয়ক। [৪৩]

---

[৪০] আল-কুর'আন, ২ : ১৫০

[৪১]. আল-কুর'আন, ৫ : ৪৪

[৪২]. আল-কুর'আন, ৩ : ১১১

[৪৩]. আল-কুর'আন, ৩ : ১৮৬

মাও: সদর"দ্দীন ইসলাহী বলেন :

অর্থাৎ তাদের গালি-গালাজ, মিথ্যা দোষারোপ, বেহুদ কথাবার্তা ও অপপ্রচারের মুকাবিলায় অধৈর্য হয়ে তোমরা এমন কোনো কথা বলতে শুর" করোনা, যা সত্য -সত্যতা, ন্যায়-ইনসাফ, শিষ্টাচার, শালীনতা ও নৈতিকতা বিরোধী। [৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

অমুসলিমদের তথ্য ও মিডিয়া সন্ত্রাসের জবাবে ধৈর্য্যই সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র। তবে এর অর্থ নিঃসন্দেহে এটা নয় যে, হাত-পা ছেড়ে দিয়ে নিঃচিন্ড়য় বসে থাকা। বরং ঠান্ডা মাথায়, কৌশলে এর প্রয়োজনীয় জবাব দিতে হবে সীমালংঘন না করে। আবার সময়ে চুপ থাকতে হবে। কারণ মাঝে মধ্যে চুপ থাকাও একটি ভালো জবাবের কাজ করে। কবির ভাষায়-

اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت-

অর্থাৎ ''যখন কোনো নির্বোধ তোমার সাথে কথা বলতে চায় তুমি এর জবাব দিবেনা। কারণ এর উত্তম জবাব হলো চুপ থাকা।''

8. 10 : bZb Bev‘Z iPbvq wb‡lavÁv :

বণী ইসরাঈলরা মুসা (আ:) এর অনুপস্থিতিতে স্বর্ণ দিয়ে গো- বৎস তৈরী করে পূজা শুর“ করেছিল ইবাদত হিসেবেই। এটা দুনিয়াবী কোন কাজ মনে করে তারা করেনি। এমনকি এর সাথে দুনিয়াবী কোন উপকরণ বা উন্নতির সম্পর্ক ছিলো না। বরং নিছকই খোদায়ী সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তারা এ কাজ শুর“ করেছিলো। যেমনটা বর্তমান মুসলিম সমাজে ইবাদত হিসেবে অনেক নতুন নতুন ইবাদত প্রচলন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে মহান আলণ্ঢাহ মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন :

ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحيوة الدنيا وكذالك نجزى المفترين-

অর্থ : যারা বাছুরকে মা'বুদ বানিয়েছে তারা নিশ্চয়ই নিজেদের রবের ক্রোধের শিকার হবেই এবং দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হবে। মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমি এমন ধরণের শাস্ড়িই দিয়ে থাকি।[৪৫]

নতুন ইবাদত প্রচলনকারী (বিদআতী) দের জন্য এরচেয়ে ভয়ংকর ঘোষণা আর কি প্রয়োজন। লাঞ্ছনার এই সুস্পষ্ট ঘোষনার পরও যদি তারা সাবধান না হয় তা নিজেদের জন্য দূর্ভাগ্যই বলতে হবে।

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন:

وقوله وكذالك نجزى المفترين- نائلة لكل من افترى بدعة ----- عن ابى قلابة الجرمى انه قرأ هذه الاية وكذالك نجزى المفترين قال هى و الله لكل مفترالى يوم القيامة وقال سفيان بن عيينه : كل صاحب بدعة ذليل-

অর্থ : আলণ্ঢাহর বাণী 'আমি এভাবেই বানোয়াট রচনাকারীদের শাস্ড়ি দিয়ে থাকি'। প্রত্যেক বিদআত রচনাকারীদের সাথে সম্পৃক্ত। আবু ক্বিলাবাহ আল জুরমী থেকে বর্ণীত তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, আলণ্ঢাহর কসম উহা কিয়ামত পর্যন্ড় প্রত্যেক মিথ্যা রচনাকারীদের জন্য প্রযোজ্য। সুফিয়ান বিন উআইনাহ বলেন: ''প্রত্যেক বিদআতী লাঞ্ছিত''।[৪৬]

---

44. মাও: সদরুদ্দীন ইসলাহী, Avj ‡KviAv‡bi cqMvg, প্রগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-২০৮
45. আল-কুর'আন, ৭ : ১৫২
46. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxij KiÛAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-২, পৃষ্ঠা-৩০৮

8.11 : ˆeivM¨ev‘ †_‡K wb‡lavÁv :

আল কুরআন বাহকদের খৃষ্টান আবেদদের মতো সন্নাসী ও বৈরাগী হতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبت ما احل الله لكم ولا تعتدوا-

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ : হে ঈমানদারগণ ! তোমরা এমন পবিত্র বস্তু সমূহ হারাম করে নিয়োনা যা আলণ্ঢাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমালংঘন করোনা।[৪৭]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

''আলী বিন আবী তালহা বলেন : ইবনে আব্বাস হতে বর্ণীত এই আয়াত বিশ্বনবীর সাহাবীদের একদল প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলেছিলোঃ আমরা আমাদের অন্ডকোষগুলো কেটে ফেলে দেবো এবং দুনিয়ার কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে বেড়াবো যেমন খৃষ্টান পাদ্রীরা করে। বিষয়টি নবীর নিকট পৌঁছলো। রাসূল তাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন। তারা বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (সা:) বললেন : বরং আমি রোজা রাখি আবার ভেঙ্গে ফেলি, রাতে নামাজ পড়ি আবার ঘুমিয়েও থাকি এবং স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করি। যে আমার সুন্নাত অনুসরণ করবে সে আমার দলভূক্ত আর যে আমার সুন্নাত অনুসরণ করবেনা সে আমার দলভুক্ত নয়। এটি ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেন। বিশুদ্ধ দুই হাদিস গ্রন্থে আয়েশা (রা:) হতে বর্ণীত সাহাবাদের একদল রাসূলের স্ত্রীদেরকে রাসুলের গোপণ আমলের বিষয়ে জানতে চাইলেন। এরপর তাদের কেউ বললেন, আমি গোশত খাব না, তাদের কেউ বললো আমি নারীদের বিয়ে করবোনা। কেউ বললো : আমি বিছানায় নিদ্রা যাবোনা। বিষয়টি রাসূল (সা:) এর নিকট গেলো। রাসূল (সা:) বললেন : ঐ সম্প্রদায়ের কি হলো তাদের কেউ কেউ এমন এমন বলেছে? কিন্তু আমি রোজা রাখি এবং ভেঙ্গে ফেলি। আমি নিদ্রা যাই আবার রাতে জাগ্রত হই; আমি গোশত খাই এবং নারীদের বিয়ে করি। অতএব যে আমার এ আদর্শ হতে বিরত থাকবে সে আমার দলভূক্ত নয়।''[৪৮]

---

[৪৭]. আল-কুর'আন, ৫ : ৮৮

[৪৮]. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxij Ki᷾Awbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-২, পৃষ্ঠা-১১১

মাওলানা সদরুদ্দিন ইসলাহী বলেন :

এ আয়াতে দুটো কথা বলা হয়েছে-

এক : তোমরা নিজেরাই কোনো জিনিস হালাল হারাম করার মালিক মোখতার হয়ে যেওনা। আলণ্ঢাহ যা হালাল করেছেন তা হালাল এবং আলণ্ঢাহ যা হারাম করেছেন তা হারাম। নিজেদের মতে কোনো হালালকে হারাম সাব্যস্ড় করলে তোমরা আলণ্ঢাহর আইনের পরিবর্তে স্বীয় প্রবৃত্তির আইনের অনুসারী হিসেবে গণ্য হবে।

দুই : খৃষ্টান রাহেব (সন্যাসী), হিন্দু যোগী, বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ইবরানী তাসাউফপন্থীদের মতো বৈরাগ্য ও বৈধ স্বাদ আস্বাদন পরিত্যাগ করার পদ্ধতি অবলম্বন করো না। ধর্মীয় মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের মধ্যে সর্বদা এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে, প্রবৃত্তি ও দেহের চাহিদা পূরণ করাকে তারা আত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক মনে করে থাকে এবং

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা করে থাকে যে, নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখা, নিজ প্রবৃত্তিকে দুনিয়ায় আস্বাদন থেকে বঞ্চিত রাখা এবং দুনিয়াতে লভ্য জীবনোপকরণের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাই স্বয়ং একটি নেকীর কাজ এবং আলণ্ঢাহর নৈকট্য হাসিল করা এ ছাড়া সম্ভব নয়।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ কেউ এ মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। যেমন একবার নবী (সা:) জানতে পারলেন যে, কোনো কোনো সাহাবা অঙ্গীকার করেছেন যে, তারা সর্বদা রোজা রাখবেন, রাতে কখনো ঘুমাবেন না। সারারাত জেগে ইবাদত করবেন, গোশত, চর্বিজাত খাদ্য ব্যবহার করবেন না, নারীদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না। এর ওপর তিনি একটি ভাষণ দেন এবং বলেন: আমাকে এমন কাজের হুকুম দেয়া হয়নি। তোমাদের প্রবৃত্তির ও তোমাদের ওপর কিছু অঙ্গিকার আছে। তোমরা রোযা রাখো এবং পানাহার ও করো। রাত জেগে ইবাদতও করো এবং নিদ্রাও যাও। আমাকে দেখো, আমি ঘুমাই এবং রাত জেগে ইবাদতও করি, রোযাও রাখি আবার রোযা রাখা ছেড়েও দেই; গোশতও খাই, ঘী-ও খাই; বিবাহ করে ঘর-সংসারও করি। সুতরাং যে আমার রীতি-নীতি পছন্দ করেনা সে আমার অন্ড়র্ভূক্ত নয়। অত:পর তিনি বলেন : এদের কী হয়েছে, এরা নারী, উৎকৃষ্ট খাবার, ভালো সুগন্ধী, নিদ্রা এবং দুনিয়ার স্বাদ আনন্দকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে। আমি তো তোমাদের এ শিক্ষা দেইনি যে, তোমরা সংসারত্যাগী ও পাদ্রী হয়ে যাও। আমার প্রচলিত দ্বীনে নারী ও গোশত থেকে দূরে থাকার কোনো অবকাশ নেই, আর সংসার ত্যাগও বৈরাগ্যও নেই; আত্মসংযমের জন্য এখানে রোযা আছে। সংসার ত্যাগের সমস্ড় উপকারিতা এখানে জিহাদ থেকে পাওয়া যায় তোমরা আলণ্ঢাহর ইবাদত করো, তার সাথে কাউকে শরীক করোনা, হজ্জ ও উমরা করো, নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রমযান মাসে রোজা রাখো। তোমাদের পূর্বে যারা ধ্বংস হয়েছে তারা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তারা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেছিলো। এরা তাদের অবশিষ্ট উত্তরসূরী, যাদেরকে গীর্জায় ও খানকাহগুলোতে তোমরা দেখতে পাচ্ছো।''

এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো বর্ণনায় এতটুকু জানা যায় যে, ''এক সাহাবী সম্পর্কে নবী (সা:) শুনেছেন যে, তিনি দীর্ঘদিন থেকে নিজের স্ত্রীর কাছে যান না এবং রাত-দিন ইবাদতে ব্যস্ড় থাকেন। তিনি তাঁকে ডেকে নির্দেশ দিলেন যে, এখনই তোমার স্ত্রীর কাছে যাও। সাহাবী বললেন, আমি রোযা রেখেছি। নবী (সা:) বললেন, রোযা ভেঙ্গে ফেলো এবং স্ত্রীর কাছে যাও।

হযরত ওমর (রা:) এর সময়ে এক মহিলা অভিযোগ করেন যে, আমার স্বামী দিনভর রোযা রাখেন এবং রাতভর ইবাদত করেন, আমার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখেন না। ওমর (রা:) এ মামলার নিস্পত্তির জন্য বিশিষ্ট তাবিঈ সুবিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হযরত কা'ব ইবনে সাওর আল আযাদীকে নিযুক্ত করেন এবং তিনি ফয়সালা দিলেন যে, সেই মহিলার স্বামীর তিন রাত ইচ্ছামতো ইবাদত করার এখতিয়ার আছে কিন্তু চতুর্থ রাতটি অবশ্যই তার স্ত্রীর অধিকার। [৪৯]

বাংলাদেশের কুমিলণ্ঢা জেলার মুরাদনগর কাশিমপুর এলাকায় এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর এলাকায় এমন কিছু 'দরবেশী' দরবার আছে যারা গর"র গোশত বাধ্যতামূলকভাবে খাওয়া থেকে বিরত থাকে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অন্ড়রায় বলে আখ্যায়িত করে তারা এ মতবাদে বিশ্বাসী। সকল যুগে যেমন একদল সত্যপন্থী লোক

Dhaka University Institutional Repository

থাকে, তেমনি ভ্রষ্টতার সকল স্ড়রেই কিছু না কিছু লোক সকল যুগেই অবশিষ্ট থাকে। এতে আল কুরআনের সর্বযুগীয় প্রয়োজনীয়তার যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

8.12 : gZ¨i f‡q wRnv' †_‡K wcQcv bv nIqv :

মৃত্যুর ভয়ে বণী ইসরাঈলের পলায়ন এরপরও তাদেরকে মৃত্যুর পাকড়াও এর বিষয় উলেণ্টখ করে মহান আলণ্টাহ মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পিছপা হওয়া নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই না। মহান আলণ্টাহ বলেন :

الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لايشكرون-

অর্থ : তুমি কি তাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু চিন্ড়া করেছো যারা মৃত্যুভয়ে নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিলো এবং সংখ্যায়ত্ত ছিলো হাজার হাজার? আলণ্টাহ তাদের বলেছিলেন, মরে যাও, তারপর তিনি তাদের পূণর্বার জীবন দান করেছিলেন। বাস্ড়বিক পক্ষে আলণ্টাহ মানুষের ওপর বড়ই অনুগ্রহকারী, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।[৫০]

মাওঃ সদরুদ্দীন ইসলাহী বলেন :

''এখান থেকে আরেকটি ধারাবাহিক ভাষণ শুরু হয়েছে। এখানে মুসলমানদেরকে আলণ্টাহর পথে জিহাদ ও অর্থ-সম্পদ কুরবাণী করতে উদ্ধুদ্ধ করা হয়েছে। যেসব দূর্বলতার কারণে বণী ইসরাঈল অবশেষে অবনতি ও পতনের শিকার হয় সেসব দূর্বলতা থেকে মুসলমানদেরকে সাবধান থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

---

[৪৯] মাওঃ সদরুদ্দীন ইসলাহী, Avj ‡KviAv‡bi cqMvg, প্রগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৩৪৫

[৫০] আল-কুর'আন, ২ : ২৪৩

এখানে আলোচিত বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য এ প্রসঙ্গটি সামনে রাখতে হবে যে, মুসলমানরা সে সময় মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলো। এক-দেড় বছর থেকে তারা মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিলো এবং কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেরাই বারবার দাবী করেছিলো, আমাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হোক। কিন্তু যখন তাদেরকে যুদ্ধের হুকুম দেয়া হলো তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক ইতস্ড়ত করতে শুরু করলো, যেমন সূরা বাকারাহ এর ২৬ রুকুর শেষ অংশে বলা হয়েছে। তাই এখানে বণী ইসরাঈলের ইতিহাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা থেকে মুসলমানদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

এখানে বণী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুরা মায়েদার চতুর্থ রুকুতে আলণ্টাহ তায়া'লা এর বিস্ড়ারিত বিবরণ দিয়েছেন। বিপুল সংখ্যক বণী ইসরাঈল মিসর ত্যাগ করে গৃহহীন ও সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বিস্ড়ীর্ণ ধূ ধূ-মরু প্রান্ড়রে ঘুরে ফিরছিলেন। কিন্তু যখন আলণ্টাহর ইঙ্গিতে হযরত মুসা (আ:) তাদেরকে যালেম কিনানীদের উৎখাত করে ঐ এলাকাটি দখল করে নেয়ার নির্দেশ দিলেন তখন তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিলো এবং সামনে এগিয়ে যেতে অস্বীকার করলো। অবশেষে আলণ্টাহ তাদেরকে চলিণ্টশ বছর পর্যন্ড় যমীনের বুকে হয়রান-পেরেশান অবস্থায় ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিলেন। এভাবে তাদের এক পুরুষ শেষ হয়ে গেলো। নতুন বংশধররা মরুভূমির কোলে লালিত হয়ে বড়ো হলো। তখন আলণ্টাহ তাদেরকে কিনানীদের ওপর বিজয় দান করলেন। মনে হচ্ছে এ ব্যাপারটিকেই এখানে 'মরে যাওয়া ও পূণর্বার জীবন দান করা বলা হয়েছে।'' [৫১]

Dhaka University Institutional Repository

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

روى عن ابن عباس انهم كانوا اربعة الاف وعنه : كانوا ثمانية الاف------ خرجوا فرارا من الطاعون فقالوا نأتى ارضاليس بها موت حتى اذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتو فمر عليهم نبى من الانبياء فدعار به ان يجبيهم فاجباهم -

অর্থ : ইবনে আব্বাস হতে বর্ণীত তাদের সংখ্যা ছিলো চার হাজার, তার অন্য একটি মত হলো ৮ হাজার। তারা মহামারীর ভয়ে পলায়ন করতে নিজ জনপদ থেকে বেরিয়ে যায়। তারা বলে, আমরা এমন জনপদে যাবো যেখানে মৃত্যু নেই। অত:পর যখন তারা এমন এমন স্থানে পৌঁছলো আলণ্ঢাহ তাদেরকে বললেন: তোমরা মৃত্যু বরণ করো। অত:পর তারা মৃত্যু বরণ করলো। একসময় তাদের নিকট দিয়ে এক নবী যাচ্ছিলেন, তিনি তাদেরকে জীবিত করার জন্য আলণ্ঢাহর নিকট দোয়া করলেন। আলণ্ঢাহ তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। [৫২]

8.13 : wekbexi ghv‘v wb‡q evovewo bv Kiv :

মহান আলণ্ঢাহ খৃষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক তাদের নবী ঈসা (আ:) এর মর্যাদা প্রদানে বাড়াবাড়ির বিষয় আল কুরআনে উলেণ্ঢখ করে মূলত উম্মতে মুহাম্মদী (সা:) কে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

---

[৫১]. মাও: সদরুদ্দীন ইসলাহী, Avj ‡KviAv‡bi cqMvg, প্রগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-১২০

[৫২]. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, Zvdmxij KiÛAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৩৭০

মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

قل يا هل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثير وضلوا عن سواء السبيل-

অর্থ: বলো, হে আহলে কিতাব! নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা অন্যায় বাড়াবাড়ি করোনা এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে, আরো অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।[৫৩]

মাওলানা সদর“দ্দীন ইসলাহী বলেন :

এখানে সেসব পথভ্রষ্ট জাতিসমূহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেসব জাতি থেকে খৃষ্টানরা ভ্রান্ড় আকিদা-বিশ্বাস ও বাতিল পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলো। বিশেষভাবে এখানে সাবেক গ্রীক দার্শনিকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ:) এর প্রথম দিকের অনুসারীরা যে আকীদা বিশ্বাস পোষণ করতেন, তার বেশীর ভাগই ছিলো সেই সত্য সদৃশ্য যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী তারা নিজেরা ছিলো এবং তাদের নেতা ও পথ প্রদর্শকগণ তাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের খৃষ্টানরা একদিকে ঈসা (আ:) এর আকীদাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, অন্যদিকে প্রতিবেশী জাতিসমূহের অলীক ধ্যান-ধারণা ও দর্শনে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের আকীদা বিশ্বাসের বাড়াবাড়িমূলক দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে শুর“ করে এবং সম্পূর্ণরূপে এমন এক নতুন ধর্ম মনগড়াভাবে বানিয়ে নেয়, যার সাথে ঈসা (আ:) এর শিক্ষার দূরতম সম্পর্ক ও থাকলো না। এ ব্যাপারে স্বয়ং একজন খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ (রেভারেন্ড চার্লস এন্ডারসন স্কট) এর বক্তব্য প্রাণিধানযোগ্য। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা ১৪শ সংস্করণে ঈসা মসীহ (ঔবংং ঈঐজওঝঞ) শিরোনামে তিনি এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যাতে তিনি লিখেছেন, ‘‘প্রথম তিনটি ইনজিলে (মথি, মার্কস, লুক) এমন কোনো জিনিস নেই যাতে ধারণা করা যেতে পারে যে, এ তিনটি ইনজিলের লেখকগণ ঈসা (আ:) কে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু মনে করতেন স্বয়ং মথি তাঁকে কাঠমিস্ত্রির পুত্র হিসেবে উলেণ্ঢখ করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং এক জায়গায় তিনি বর্ণনা করেছেন যে, পিটারস তাঁকে মসীহ মেনে নেয়ার পর তাঁকে আলাদা একদিকে নিয়ে গিয়ে ভর্ৎসনা করেছেন (মথি (১৬,২২)। লূক এ আমরা দেখতে পাই যে, ক্রুশ এর ঘটনার পর ঈসা (আ:) এর দু'জন শিষ্য 'ইমাউস এর দিকে যেতে যেতে তাঁর উলেণ্ঢখ এভাবে করেছেন যে, ''তিনি আলণ্ঢাহ ও সকল উম্মতের নিকট কাজে ও কথায় শক্তিমান নবী ছিলেন '' (লূক-২৪, ১৯)। সামনে গিয়ে তিনি আবার লিখেছেন :
''এ কথাগুলো ইনজীলগুলোর বিভিন্ন বাক্য থেকে প্রকাশ পায় যে, ঈসা (আ:) স্বয়ং নিজেকে একজন নবী হিসেবে পেশ করতেন। যেমন আমাকে আজ, কাল ও পরশু অবশ্য নিজের পথেই চলতে হবে। কেননা জেরুজালেমের বাইরে কোনো নবীর মৃত্যু হওয়া সম্ভব নয়'' (লূক -১৩,২৩)। তিনি অধিকাংশ সময় নিজেকে আদম সন্ড়ান বলে উলেণ্ঢখ করতেন। ঈসা কোথাও নিজেকে আলণ্ঢাহর পুত্র বলেননি।

[৫৩.] আল-কুর'আন, ৫ : ৭৭

একই নিবন্ধকার লেখেন 'জুনতেকুসতের ঈদ উপলক্ষে পিটারস এর এ কথাগুলো একজন মানুষ যিনি আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ঈসা (আ:) কে এমনভাবে পেশ করে যেমন তার সমকালীন লেকেরা জানতো ও বুঝতো। ইনজিলগুলো থেকে যৌবনকাল পর্যন্ড় সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ লাভের পর্যায় অতিক্রম করেন তিনি নিজেকে সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা হওয়ার দাবি করেননি, বরং তিনি প্রকাশ্যে এগুলো অস্বীকার করেছেন। আসলে যদি তার 'হাযের' সর্বত্র উপস্থিত ও 'নাযের' সর্বদ্রষ্টা হওয়ার দাবী করা হয় তাহলে তা হবে ইনজীলগুলো থেকে যে ধারণা আমরা পাই তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাছাড়া মসীহকে সর্বশক্তিমান মনে করার অবকাশ ইনজিলগুলোতে আরো কম। কোথাও এমন কথার কোনোই ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, ঈসা (আ:) নিজে কোথাও আলণ্ঢাহর মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজে স্বাধীনভাবে সমস্ড় কাজ করতেন। বরং উল্টো তাঁর বারবার দোয়া চাওয়ার অভ্যাস থেকে এবং ''এ বিপদ থেকে দোয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ে রেহাই পাওয়া যাবে না'' এ ধরনের বাক্য থেকে পরিস্কারভাবে স্বীকার করে নিতে হয় যে, তাঁর সত্তা সম্পূর্ণভাবে আলণ্ঢাহর উপর নির্ভরশীল।
অত:পর প্রবন্ধকার লেখেন: ''তিনি ছিলেন সেন্ট পল যিনি ঘোষণা করেছেন যে, আসমানে উঠিয়ে নেয়ার সময়ই ঈসা (আ:) কে পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে 'ইবনুলণ্ঢাহ' তথা আলণ্ঢাহর পুত্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ের ফয়সালা করা এখন আর সম্ভব নয় যে, মসীহর জন্য 'খোদাওনন্দ', 'বিধাতা', প্রভু বা ঈশ্বর শব্দটি মূল ধর্মীয় অর্থে কে ব্যবহার করেছেন-প্রথম খৃষ্টান দলটি নাকি সেন্ট পল। সম্ভবত প্রথমোক্ত দলটি এ কাজ করেছে। কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে সেন্ট পলই এ উপাধিকে সর্বপ্রথম পূর্ণ অর্থে বলা আরম্ভ করেছে। অত:পর নিজের দাবিকে আরো অধিক সুস্পষ্ট করে তোলেন যে, 'ঈসা মসীহ' এর পক্ষ থেকে অনেক চিন্ড়াধারা ও পারিভাষিক শব্দাবলী প্রয়োগ করেন, যেগুলো প্রাচীন পবিত্র গ্রন্থগুলোতে ইয়াহুদীদের খোদা (আলণ্ঢাহ তায়ালা) এর জন্য নির্ধারিত''।
এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকার অন্য একটি আলোচনায় খৃষ্টবাদ (ঈযৎরংঃধহরঃু) নামক প্রবন্ধে রেভারেন্ড জর্জ উইলিয়াম নাকস খৃষ্টীয় গীর্জার মৌলিক বিশ্বাসের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন ''ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসের দার্শনিক কাঠামো গ্রীকদের এবং তাতে ইয়াহুদী শিক্ষা সংযুক্ত করা হয়েছে। এদিকে বিচারে এটা আমাদের জন্য এক অদ্ভূত ধরনের মিশ্রণ। ধর্মীয় চিন্ড়াধারা বাইবেল থেকে উৎসারিত, কিন্তু তা ঢেলে সাজানো হয়েছে এবং অপরিচিত দর্শনের আকারে। পিতা, পুত্র ও পবিত্র র"হ এর পরিভাষা ইয়াহুদী সূত্রে লাভ করা হয়েছে।''

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসংগে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকার চার্চের ইতিহাস (ঈযঁৎপয ঐরংঃড়ৎু) নামক নিবন্ধের আলোচনা ও প্রণিধানযোগ্য।

''খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক শেষ হওয়ার আগে মসীহকে সাধারণভাবে বাণীর দৈহিক প্রকাশ হিসেবে মেনে নেয়া হায়েছিলো। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ খৃষ্টান মসীহর ইলাহ হওয়ার প্রবক্তা ছিলো না। চতুর্থ শতাব্দীতে এ প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছিলো, যার ফলে গীর্জার ভিত্তি নড়ে উঠেছিলো। অত:পর ৩২৫ খৃষ্টাব্দে নিকিয়া কাউন্সিল মসীহর ইলাহ হওয়াকে আইনগতভাবে ও সরকারীভাবে আসল খৃষ্টীয় আকিদা হিসেবে ঘোষণা দেয়। পুত্রকে ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়ার সাথে পবিত্র আত্মাকেও ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়া হয় এবং তাকে ধর্মান্ড়র গ্রহণের মন্ত্র ও প্রচলিত ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে পিতা ও পুত্রের সাথে স্থান দেয়া হয়। এভাবে নিকিয়া কাউন্সিলে মসীহর যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তার পরিণাম এই হয়েছে যে, ত্রিত্ত্ববাদের আকীদা আসল খৃষ্টীয় আকীদার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ গণ্য হয়ে গেছে।

খৃষ্টীয় আলেমদের এসব বর্ণনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রথমদিকে যে জিনিস খৃষ্টানদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তা ছিলো ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালোবাসার বাড়াবাড়ি। এ বাড়াবাড়ির ভিত্তিতে ঈসা (আ:) এর জন্য 'ঈশ্বর' ও 'আলণ্ঢাহর পুত্র' শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। আলণ্ঢাহর গুণাবলীকে তাঁর সাথে যুক্ত করা হয়েছে এবং 'কাফফারা' তথা পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ঈসা (আ:) এর শূলবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর আকীদা আবিস্কার করা হয়েছে। অথচ হযরত ঈসা (আ:) এর শিক্ষাবলীতে এসব কথার নূণ্যতম কোনো অবকাশ ও ছিলো না। তারপর খৃষ্টবাদীদের গায়ে যখন দর্শন শাস্ত্রের বাতাস লাগে তখন তারা তাদের প্রাথমিক বিভ্রান্ড়ি অনুধাবন করে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করার পরিবর্তে তাদের অতীত ধর্মীয় নেতাদের ভুলগুলোকে সঠিক হিসেবে চালিয়ে দেয়ার জন্য সেগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে শুর" করে এবং ঈসা (আ:) এর আসল শিক্ষার দিকে ফিরে না গিয়ে শুধুমাত্র মানতিক বা ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে আকীদার পর আকীদা উদ্ভাবন করতে থাকে। এটাই সেই গোমরাহি যার সম্পর্কে কুরআন মাজীদের এ আয়াতগুলোতে খৃষ্টবাদীদের জন্য সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে। [৫৪]

আলণ্ঢামা হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর বলেন :

عن ابن عباس عن عمر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطرونى كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد الله ورسوله -----عن الزهرى كذالك ولفظه انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عن انس بن مالك : ان رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال رسول الله صلعم : يا ايها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنا محمدبن عبد الله عبد الله ورسوله و الله ما احب ان ترفعولى فوق منزلتى التى انزلنى الله عز وجل-

অর্থ : ইবনে আব্বাস উমর (রা:) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা:) বলেন : তোমরা আমাকে নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করোনা যেমন করেছে খৃষ্টানরা ঈসা বিন মারয়ামকে নিয়ে। বরং আমি আলণ্ঢাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। যুহরী থেকেও এমন বর্ণনা এসেছে, তার বর্ণিত শব্দাবলী হলো : নিশ্চয়ই আমি বান্দা। তাই তোমরা আমার বিষয় বলো আলণ্ঢাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণীত : এক ব্যক্তি বললো : হে মুহাম্মাদ, হে আমাদের নেতা, হে আমাদের নেতার পুত্র।

---

৫৪. মাও: সদরুদ্দীন ইসলাহী, Avj ‡KviAv‡bi cqMvg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৩৪১-৩৪২

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের সর্বোত্তম এবং আমাদের সর্বোত্তমদের পুত্র। তখন রাসূল (সা:) বললেন : হে মানুষেরা ! তোমাদের উচিৎ তোমাদের কথার বিষয়ে সতর্ক হওয়া। শয়তান যেনো তোমাদেরকে প্রবৃত্তির অনুসরণে ধাবিত না করে। আমি আব্দুলণ্ঢাহর পুত্র মুহাম্মাদ, আলণ্ঢাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল । আলণ্ঢাহর কসম আমি পছন্দ করিনা যে, আমাকে তোমরা ঐ স্থানের উপর উঠাবে যে স্থানে আলণ্ঢাহ আমাকে সমাসীন করেছেন। [৫৫]

মূলত: জন্মগত ও সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বনবী একজন মানুষ। তিনি মা আমেনার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছেন যেমনিভাবে ঈসা (আ:) কে মারয়াম জন্ম দিয়েছেন মায়েরা তাদের সন্ড়ান জন্ম দেয়ার মত করেই। আর এটি মানুষের বৈশিষ্ট্য, মানুষের স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য নয়।[৫৬] অতএব ঈসা ও নবী মুহাম্মদ (সা:) কে আলণ্ঢাহর পর্যায়ে নেয়া বোকামী ছাড়া কিছুই নয়।

বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের বিশ্ব আশেকে রাসূল, ''আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' সহ আরো বিভিন্ন নামে বিশ্ব নবীর বিষয়ে যেসকল আক্বীদাসংক্রান্ড় বাড়াবাড়ি করা হয় নিঃসন্দেহে তা আলণ্ঢাহর নিকট অপছন্দনীয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা 'শিরক' এর পর্যায়ে চলে যায়। রাসূল (সা:) আলণ্ঢাহর জাতি নূরের তৈরী। 'রাসূল' হাযের নাজের', রাসূল (সা:) গায়েব জানেন' 'সাইয়্যেদুল আইয়াদ 'ঈদে মিলাদুন্নবী' সহ আরো বহু ঈমানবিরোধী আক্বীদা যে পথভ্রষ্ট খৃষ্টানদের অনুসরণে মুসলিমদের মধ্যে শয়তানের কৌশলী অনুপ্রবেশ তা মহান আলণ্ঢাহর বাণী ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل তোমরা ঐ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করোনা যারা ইতিপূর্বে প্রথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। থেকেই বুঝা যায়।

বিশ্বনবীর সম্মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তথাকথিত আশেকে রাসূলদের এমন বাড়াবাড়ি যে, খৃষ্টানদের চিন্ড়া-চেতনা ও ভ্রষ্টতা থেকে আমদানী করা তা তাদের কারো কারো বক্তব্য থেকে ফুটে উঠে। '' তাদের বক্তব্য হলো খৃষ্টানরা যদি যিশু খৃষ্টের জন্মদিন এতো জাঁকজমকের সাথে উদযাপন করতে পারে তাহলে আমরা বিশ্বনবীর জন্মদিন উদযাপন করতে পারবোনা কেনো? '' অথচ ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে কেউ 'মীলাদ' পালন করেননি, মীলাদের সমর্থক লাহোরের প্রখ্যাত আলেম সাইয়্যেদ দিলদার আলী (১৯৩৫ খ্রী:) মীলাদের সপক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন : মীলাদের কোনো আসল বা সুত্র প্রথম তিন যুগের কোনো সালেহীন থেকে বর্ণীত হয়নি, বরং তাদের যুগের পরে এর উদ্ভাবন ঘটেছে। [৫৭]

[৫৫.] হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর Zvdmxi j KiÛAwbj AwRg, প্রাগুক্ত, খ-১, পৃষ্ঠা-৭২৬

[৫৬.] আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারী, Rv‡gqj evqvb , প্রাগুপ্ত, খ-৪, পৃষ্ঠা-৪২৩

[৫৭.] খোন্দকার আব্দুলণ্ঢাহ জাহাঙ্গীর, GnBqvDm mbvb, (ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন, ৫ম সংস্করণ-২০০৭) পৃষ্ঠা-৫২১-৫২২

মূলত: বিশ্ব শান্ড়ি ও স্থিতিশীলতা পুণ: প্রতিষ্ঠার জন্য আল-কুর'আন বাহকদেরকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশের স্বভাব পরিত্যাগ করে, ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে আল-কুর'আনের রঙে নিজেকে রঙ্গীন করে, বিশ্ববাসীর সামনে নিজেদেরকে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের চক্র থেকে নিজেদেরকে সর্বপরী বিশ্বকে রক্ষা করতে ইসলামের মৌলিক আদর্শভিত্তিক মজবুত ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে الاتفاق مع الاختلاف বা 'মতভেদের সাথে ঐক্য' মূলনীতিটি সামনে রাখা যেতে পারে। খোলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগেও দেখা যায় যে, মুসলমানগণ খুঁটি-নাটি বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে ভিন্ন মত পোষণ করেও বৃহত্তর স্বার্থে বিবাদমান দুই দল ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। হযরত আলী (রা:) ও মুয়াবিয়া (রা:) এর মধ্যকার সংঘাতের সময়, রোম সাম্রাজ্য থেকে মুসলিম রাষ্ট্রের উপর আক্রমণের খবর পেয়ে মুয়াবিয়া (রা:) রোমের বাদশার নিকট পত্র মারফৎ যা বলে ছিলেন তা বর্তমান বিবাদমান মুসলিম বিশ্বের জন্য ঐক্যের মাইলফলক হতে পারে। তিনি লিখেছিলেন: ''হে রোমের কুকুর যদি তুমি মুসলিম সাম্রাজ্যের দিকে আর এক কদম অগ্রসর হও, তাহলে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে আলীর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম তরবারী ধারণ করবে মুয়াবিয়া।''

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi :

বণী ইসরাঈল বলতে যেই দু'টি জাতি বর্তমান বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা হলো ইয়াহুদী ও খৃষ্টান। এই দুই জাতির অনৈতিক ও অবৈধ প্রচেষ্টায় আরবের বুকে ইসরাঈল নামক 'অবৈধ' রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিলো। দেহের কোথাও গজিয়ে উঠা ফোঁড়া নিশ্চিহ্ন হওয়ার জন্য যেমন উহা পরিপূর্ণ ভাবে পরিপক্ক হতে হয় তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোড়া 'ইসরাঈল আরবদেহ থেকে নিশ্চিহ্ন হওয়ার জন্য পরিপক্ক হওয়ার শেষ পর্যায়ে আছে।

অতএব, দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় ভৌগলিক ও ধর্মীয়ভাবে অবৈধ, নৈতিকভাবে বিকারগ্রস্থ এই জাতি নিশ্চিতই ধ্বংসের মহাসড়কেই আছে। ধ্বংসগহবরে পড়তে বাকী সময় অতিক্রম, এর সাথে মুসলিম উম্মাহর বলিষ্ঠ ঈমান ও নেতৃত্ব। মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين-

''তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্ড়াগ্রস্থ হয়োনা তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা ঈমানদার হও''

(৩ : ১৩৯)।

অতএব বলা যায় নির্ধারিত শিরোনামের অধীনে যেই পর্যালোচনা হয়েছে এতে মানবজাতির ইতিহাসে বণী ইসরাঈলের অবস্থান ও ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। মানব জাতির বংশপরিক্রমায় তাদের গৌরবজ্জল বংশতালিকায় তাদের গৌরবময় পূর্বপুরুষের পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। এবং স্পষ্ট হয়েছে যে, তাদের পূর্বপুরুষ সকল নবী রাসূলের আদর্শ ছিলো ইসলাম। এমন আদর্শবাদী মহাপুরুষদের পবিত্র রক্ত তাদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হওয়ার পরও দূভার্গ্যজনকভাবে তারা তাদের বংশের সূচনালগ্ন থেকেই যে বিভিন্ন চক্রান্ড় আর হীন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে তা ফুটে উঠেছে।

ইউসুফ (আ:) এর সাথে অমানবিক আচরণ থেকে শুর" করে মুসা (আ:) এর সময়ে অসংখ্য খোদায়ী কুদরত প্রত্যক্ষ করার পারও তারা আলণ্ঢাহর এই প্রিয় বান্দার সাথে যেই অসাদাচারণ করেছে তা আল-কুর'আনের আয়নায় বার বার বিম্বিত হয়েছে। এছাড়াও তাদের বংশে প্রেরিত অসংখ্য নবীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার চিত্র উক্ত অভিসন্দর্ভে চিত্রিত হয়েছে।

সর্বপোরী বিশ্ব মানবতার অকৃত্রিম বন্ধু বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা:) এর সাথে দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ এই সম্প্রদায়টি যে অপ্রত্যাশিত আচরণ করেছে এর নাতিদীর্ঘ আলোচনা আল-কুর'আনের আলোকে উক্ত পর্যালোচনায় উঠে এসেছে।

এই সম্প্রদায়টির বিবরণ এত বিস্ড়ারিত আল-কুর'আনে এসেছে যা অন্য জাতির ক্ষেত্রে হয়নি। কারণ পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হয়েছে আবার নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু, এই জাতিটি যেমন টিকে আছে তেমনি টিকে আছে এ জাতির অপকর্ম। এ কারণে আলোচ্য গবেষণায় উক্ত সম্প্রদায়টির পূর্ব অপকর্মের সাথে বর্তমান অপকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিবরণী পেশ করা হয়েছে।

একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই কিছু সৎকর্মপ্রবণ ও বিবেকবান ব্যক্তি থাকে। বণী ইসরাঈল ও এর ব্যতিক্রম নয়। আলোচ্য বিশেণ্ঢষণে উক্ত সম্প্রদায়ের সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশেষে মুসলিম বিশ্বের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি উক্ত সম্প্রদায়ের যাবতীয় কর্মকান্ড ও অপতৎপরতা থেকে সাবধান ও সতর্ক থেকে মুসলিম বিশ্ব তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে, তাহলে মুসলমানরা তাদের হারানো সোনালী দিনগুলো ফিরে পাবে ইনশাআলণ্ঢাহ। তখন পুরো বিশ্ববাসী আবারো স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলবে যেমনটি ফেলেছিলো আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্ব থেকে পরবর্তীতে কয়েকশত শতাব্দি পর্যন্ড়।

Dhaka University Institutional Repository

MšcÄx

১. আল-কুর'আন।

২. আলণ্ঢামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতুম, পিস পাবলিকেশন, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-২০১৪

৩. আহমদ ইবনে ইয়াকুব, তারিখে ইয়াকুবী, লিডেন : ব্রিল-১৮৮১

৪. আবুল হাসান আলী বিন আহমদ আল ওয়াহেদী, আসবাবুন নুযূল, দার ল হাদিস, কায়রো, ২০০৩

৫. আবু বকর আহমদ বিন আলী, আহকামুল কুরআন, দার ল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ; ২য় প্রকাশ, বৈরুত,২০০৩

৬. আবু আব্দিলণ্ঢাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল আনসারী আল কুরতুবী, আল জামিয়ূ লি আহকামিল কুরআন, দার ল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, তা: বি:

৭. আফিফ আব্দুল ফাত্তাহ তিবারাহ : মাআল আম্বিয়া ফিল কুরআনিল কারীম, বৈর ত : দার ল ইলমি লিল মালাইয়িন (তা বি)

৮. আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত তাবারী, জামিয়ূল বায়ান আন তাবীলি আয়িল কুর'আন। দার ল ফিকরি, বৈরুত, ১৯৯৯

৯. আব্দুর রহমান বিন জালালুদ্দিন, তাফসীর ত দুররিল মানসুর ফিত তাফসীরিল মাসুর। দার ল ফিকরি, কৈরুত, ১৯৮৩

১০. আবু বকর জাবের আল জাযায়েরী, আইসার ত তাফাসীর, নাদীউল মদীনাতুল মুনাওরাহ আল আদাবী-১৯৮৭

১১. আবুল কাসেম জার লণ্ঢাহ মাহমুদ বিন উমর আয যামাখশারী, আল কাশশাফ আল হাকাইকিত তানযীল ওয়া উয়ূনিল আকাবীল ফি বুজুহিত তাবীল, দার ল ইহয়াউত তুরাসীল আরাবী,বৈরুত, ২০০১ খৃ:

১২. আব্দুল খালেক, ইহুদী চাক্রান্ড়, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

১৩. আসাদ পারভেজ, ফিলিস্ড়িনের বুকে ইজরাইল, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ১আগষ্ট
ঢাকা, ২০১৯

১৪. আবু জা'ফর তাবারী, তারিখুল র সুলি ওয়াল মুলুক, দার ল মাআরিফ, বৈর ত : ১৯৬৭।

১৫. ইবনুল আসীর, আল কামিল ফিত তারিখ, দার ল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, ১৯৮৭

১৬. ইমাম মুহাম্মদ আর রাযী ফখর দ্দিন, তাফসীর ল ফখরির রাযী, দার ল ফিকরি, ৩য় সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮৫

১৭. ইবনুল জাওরী, আল মুনতাজাম

১৮. ইমাম আহমদ, মুসনাদে আহমদ, অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে-২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯. ইমরান নযর হোসেন, অনূদিত মো: এনামুল হক, পবিত্র কুর'আনে জের"জালেম, কাটাবন বুক কর্ণার ৫ম প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫

২০. কাজী নাসির উদ্দিন বায়জাভী, আনওয়ার"ত তানযীল ওয়া আসরার"ত তাবিল, দার"ল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ২০০৩ খৃ:

২১. খোন্দকার আব্দুলণ্ঢাহ জাহাঙ্গীর এহইয়াউস সুনান, আস সুন্নাহ পাবলিকেশন, ঝিনাইদহ, ৫ম সংস্করণ-২০০৭

২২. ছা'লাবী, কিসাস আল আম্বিয়া, কায়রো : ১৩১২ হি:

২৩. জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান আস সুয়ূতী; তাফসীরে জালালাঈন, রশিদিয়া কুতুবখানা, দেওবন্দ, তা: বি:

২৪. জের"জালেম পোষ্ট, ২৮ আগষ্ট-২০০০

২৫. টয়েনবী. ঈরারষবুধঃরড়হ ড়হ ঞৎরধষ. খড়হফড়হ: ঙীভড়ৎফ টহরাবৎংরঃু ঢ়ৎবংং. ১৯৫৭

২৬. দৈনিক নয়াদিগন্ড়, ২৩ আগষ্ট-২০১৯

২৭. মাওলানা সদর"দ্দীন ইসলাহী ; আল কুরআনের পয়গাম, অনূদিত মাও: আতিকুর রহমান, সৌরভ বর্ণালী প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৮

২৮. মুফতী মো: শাফী, তাফসীর মাআরেফুল কুরআন, অনূদিত : মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, (ইফাবা) ঢাকা, ১৯৭৯

২৯. মুহাম্মদ আলী সাবুনী, সাফওয়াতুত তাফাসীর, দার"ল সাবূনী, ৯ম সংস্করণ, তা: বি:

৩০. মুহাম্মদ জামিল আহমদ, আম্বিয়া ই কুর'আন, লাহোর, তাবি

৩১. মুহাম্মদ হোসাইন আত তাবাতাবায়ী, আল মীযান ফি তাফসীরিল কুর'আন, দার"ল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, তেহরান ২য় সংস্করণ, তা: বি:

৩২. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী, সহীহুল বুখারী, মাকতাবায়ে মুসতাফাইয়্যাহ, দেওবন্দ, তা. বি.

৩৩. শাইখ ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আব্দিলণ্ঢাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ, মিরাজ বুক ডিপো, সাহারাণপূরী, দেওবন্দ, তা. বি.

৩৪. সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, জুন-১৯৮২

৩৫. সাইদুর রহমান ও মুহাম্মদ সিদ্দিক, ইসরাইল ও মুসলিম জাহান, ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ (ইফাবা) ঢাকা, ২য় সংস্করণ ডিসেম্বর-২০০৩

৩৬. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ; ২য় সংস্করণ: ঢাকা, জুন-২০০৪

৩৭. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, সীরাত বিশ্বকোষ; ১ম প্রকাশ, ঢাকা : অক্টোবর-২০০০

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী, র ুহুল মা'আনী ফি তাফসীরিল কুরআনিল আজিম ওয়াস সাবয়ীল মাসানী, ইদারাতুত তিবাআহ আল মুনিরিয়্যাহ, ৪র্থ প্রকাশ, বৈরুত-১৯৮৫ খৃ:

৩৯. সম্পাদক মন্ডলী দ্বারা সম্পাদিত : ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা : ইফাবা-২০০৬

৪০. সাইয়্যেদ কুতুব, ফি যিলালিল কুর'আন, দার ুশ শার ুক, ১০ম প্রকাশ, বৈরুত, ১৯৮২খৃ:

৪১. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, দার ুল মাআ'রিফা, বৈরুত, ১৯৯০

৪২. হাফিজ ইসমাঈল বিন কাসীর ; তাফসীরুল কুরআনিল আজিম, মুআসসাসাতুর রাইয়্যান, বৈরুত, ৫ম সংস্করণ-১৯৯৯

৪৩. ঈৎঁংধফবং রহ ঃযব ঘবি ঈধঃযড়ষরপ ঊহপুপষড়ঢ়বফরধ, ঘবি ুড়ৎশ: গব এৎধি-ঐরষষ ইড়ড়শ ঈড়সধঢ়ধহু. ১৯৬৬

৪৪. ঊীঃৎধপঃবফ ধহফ ঞৎধহংষধঃবফ ভৎড়স ঃযব পযৎড়হরপষব ড়ভ ওনহ ধষ ছধষধহরংর. ঞযব উবসধংপঁং পযৎড়হরপষব ড়ভ ঃযব ঈৎঁংধফবং, ঐ. অ. জ. ঈরষষ. ১৯৩২ (জবঢ়ৎরহঃ. উড়াবন ঢ়ঁষরপধঃরড়হং-২০০২)

৪৫. ঊফ. ঔড়হধঃযধহ জরষবু. ঝসরঃয, ঞযব ঙীভড়ৎফ ঐরংঃড়ৎু ড়ভ ঃযব ঈৎঁংধফবং. ঙীভড়ৎফ টহরাবৎংরঃু ঢ়ৎবংং-১৯৯৯

৪৬. ঊরংবষবহ, ঋৎবফবৎরপশ ঈধৎষ. ঝরফড়হ : অ ংঃঁফু রহ ঙৎরবহঃধষ ঐরংঃড়ৎু, ঘবি ণড়ৎশ, ১৯০৭

৪৭. এরষষরহযধস, ঔড়যহ-ঞযব ষরভব ধহফ ঞরসবং ড়ভ জরপযধৎফ ১৯৭৩, গধফফবহ-২০০০

৪৮. ছধষরহরংর য়ঁড়ঃবফ রহ এধনৎরবষর, ঝবপড়হফ ঈৎঁংধফব.

৪৯. জড়নবৎঃ ওৎরিহ, ওংষধস ধহফ ঃযব ঈৎঁংধফবং, ১০৯৬-১৬৯৯.

৫০. জরপযধৎফ ঃযব খরড়হযবধৎঃ গধংংধপৎবং. ঞযব ংধৎধপবংহং ১১৯১

৫১. ঝরসড়হ ংবনধম গড়হঃবভরড়ৎব, ঔবৎঁংষবস ওঃরযধং. চধৎঃ ঈৎঁংধফব.

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository